

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

দান ও সাদকার গুরুত্ব ও ফযিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাবিলা আক্তার সুমি

রোলঃ 23090121450

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

দান ও সাদকার গুরুত্ব ও ফযিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাবিলা আক্তার সুমি

রোলঃ 23090121450

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ দান ও সাদকার গুরুত্ব ও ফযিলত ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নাবিলা আক্তার সুমি, আইডিঃ 23090121450 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মাও: শারায়াত কারীম

এরারবিক ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ দান ও সাদকার গুরুত্ব ও ফযিলত ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah - IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।



(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

নাবিলা আক্তার সুমি

আইডিঃ 23090121450

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা	2
অবতরণিকা	3
২. সাদকার প্রাথমিক আলোচনা	12
৩. দান ও সাদকার মধ্যে পার্থক্য	17
৪. দানের উদ্দেশ্য ও সংস্কৃতি	19
৫. ইসলামে তিন ধরনের দান-সাদকা	21
৬. দান-সাদকার আদব ও নিয়ম	25
৭. দানের সময় মানুষ ২ টি সমস্যার সম্মুখীন হয়	32
৮. দান-সাদকা পাওয়ার প্রথম হকদার যারা	35
৯. সাধ্যানুযায়ী দান করা	37
১০. দান ও সাদকায় সওয়াব বৃদ্ধি হয়	39
সাদকার মাধ্যমে সওয়াব বৃদ্ধির কারণ:	40
১১. দানের ১৭টি সহজ উপায় সাধ্যের মধ্যেই	41
১২. সাদকার ১০টি ফায়দা	45
সাদকার পরকালীন পাঁচটি ফায়দা হল	46
১৩. দান সম্পদকে বৃদ্ধি করে	48
১৪. দান-সাদকার হাত হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ হাত	51
১৫. সাতটি কারণে সাদকা বড়ো হয়	52
১৬. দান-সাদকা করলে যে ৮টি উপকার পাওয়া যায়	53
১৭. দান-সাদকার যেসব প্রতিদান আল্লাহ দুনিয়াতেই দিয়ে দেন	59
সম্পদের অপবিত্রতা দূর হয়	60
ফেরেশতারা দান-সাদকাকারীর জন্য দোয়া করেন	60
১৮. দান-সাদকায় বীজ থেকে শীষ উৎপন্ন হওয়ার প্রক্রিয়াসমূহ	64
১৯. যে বীজ থেকে সাতটি শীষ উৎপন্ন হয়	66
২০. বীজ বপনের সময় ও সাদকা দানের সময়	70
বীজ বপনের সময়	70

*যেকোনো সময় করা যেতে পারে:.....	72
২১. বীজ বপনের পদ্ধতি ও সাদকা প্রদানের পদ্ধতি	73
২২. বীজের মতো সাদকারও পরিচর্যা করতে হয়.....	77
২৩. সাদকা ও শস্যবীজের মধ্যকার সাদৃশ্য.....	83
২৪. দানের জন্য সঠিক ক্ষেত্র নির্বাচন জরুরি.....	86
দানের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়.....	86
কুরআন-হাদিসে দান-সাদকার আরও অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে।	91
■ কী পরিমাণ দান করা যায়?	92
সাদকার গুরুত্ব ও ফযিলত.....	94
২৬. ইসলামে দান-সাদকার গুরুত্ব.....	98
২৭. ইসলামে দান-সাদকার তাৎপর্য.....	101
২৮. কুরআনের আলোকে দান- সাদকার গুরুত্ব ও ফযিলত.....	104
২৯. হাদিসের আলোকে দান-সাদকার গুরুত্ব ও ফযিলত.....	107
৩০. হাদিসের আলোকে সেরা দান	111
৩১. কুরআন ও সহীহ হাদিসের আলোকে দান-সাদকা.....	121
৩২. সালাফে সালাহীনদের কিছু কথা সাদকা সম্পর্কে	134
> জাবির ইবন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন-	134
সাদকা সংক্রান্ত কিছু কথা.....	137
৩৩. দান-সাদকা: পরকালীন পাথেয় সঞ্চয়ের অনন্য মাধ্যম.....	155
সাদকা কবুলের শর্ত	165
রমজান মাসে সাদকা	167
৩৪. দান-সাদকার ফযিলত ও উপকারিতা.....	169
৩৫. মানুষের জীবনে দান-সাদকার যত উপকারিতা	174
৩৬. নফল দান-সাদকার হুকুম, আদব ও উপকারিতা	178
নফল সাদকার আদব.....	179
*মুস্তাহাব আদব.....	180
৩৭. দানের ফযিলত সম্পর্কে কুরআনের কিছু আয়াত.....	184

৩৮. দানের ফযিলত ও ঘটনা.....	188
দানের ফজিলত ও ঘটনা	188
৩৯. দান ও সাদকার বহুমুখী উপকারিতা.....	192
৪০. আল্লাহ যাকে চান বহুগুনে বাড়িয়ে দেন	198
৪১. আল্লাহর আরশের ছায়া প্রাপ্ত সাত শ্রেণীর মানুষ.....	203
আল্লাহর আরশের ছায়া প্রাপ্ত সাত শ্রেণীর মানুষ	203
৪২. দান-সাদকা যেভাবে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে.....	204
*রমজানে দান-সাদকা.....	204
*দানের রয়েছে অগণিত ফযিলত.....	205
৪৩. মুমিনের দান-সাদকা যেভাবে সম্পদ বাড়ায়	210
৪৪. সাদকা আল্লাহর আজাব থেকে বাঁচার মুক্তিপন.....	213
৪৫. লোক দেখানো দান সম্পর্কে হাদিস	215
৪৬. গোপনে দান করার ফযিলত.....	216
৪৭. দানকারীর জন্য ফেরেশতা দু'আ করে	219
৪৮. আল্লাহর রাস্তায় দান-সাদকা করার ফযিলত	220
৪৯. দানকারীর মর্যাদা.....	223
৫০. দান ও সাদকার ধর্মীয় প্রভাব.....	229
৫১. কুরআনে দান ও সাদকার স্থান.....	231
৫২. দান-অনুদান : যে বিষয়গুলো লক্ষ রাখা জরুরি.....	235
৫৩. ইসলাম-পূর্ব ও ইসলামোত্তর যুগে দানের ধারণা.....	247
৫৩. ইসলামী দানের ইতিহাস ও সমাজ	250
সমাজে ইসলামী দানের ভূমিকা	252
৫৪. দান ও সাদকার মাধ্যমে আত্মিক পরিশুদ্ধি.....	254
৫৫. ইসলামি দেশগুলোর দান-সাদকার ব্যবস্থাপনা	256
৫৬. দান-সাদকা 'করা-না করা' প্রসঙ্গে বিশ্বনবি যা বললেন.....	260
৫৭. দান ও সাদকা যেভাবে মানুষের অন্তর পরিশুদ্ধ করে.....	263
৫৮. অন্যকে দান-সাদকায় উদ্বুদ্ধ ফযিলত	266

৫৯. মানবজীবনে দান-সাদকার প্রভাব	269
৬০. দান মানে আত্মপ্রকাশ নয়, আত্মত্যাগ	272
৬১. মুসলিম-অমুসলিমদের মাঝে দান-সাদকার বিধান	274
৬২. মহিলাদের দান-সাদকার আদেশ	276
৬৩. নারী সাহাবিরা যেভাবে দান করতেন.....	279
৬৪. নারী সাহাবিদের দান থেকে আমাদের শিক্ষা	283
৬৫. দান ও সাদকার উত্তম সময়	285
৬৬. দান ও সাদকার সামাজিক প্রভাব.....	289
৬৭. দরিদ্র বিমোচনে দান ও সাদকার ভূমিকা	291
দান ও সাদকার ভূমিকা	291
৬৮. অপরাধ প্রবণতা হ্রাসে সাদকার প্রভাব	293
৬৯. সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় দান সাদকার ভূমিকা	294
ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে শান্তি প্রতিষ্ঠা	295
৭০. সাদকার বিস্ময়কর প্রভাব	296
৭১. দান ও সাদকার অর্থনৈতিক প্রভাব	298
৭২. জাতীয় অর্থনীতিতে যাকাত ও সাদকার অবদান	301
৭৩. বেকারত্ব ও ভিক্ষাবৃত্তি হ্রাসে দান-সাদকার কার্যকারিতা	305
বেকারত্ব হ্রাসে দান-সাদকার কার্যকারিতা	305
৭৪. ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা সহায়তায় দান সাদকার ব্যবহার	308
৭৫. আধুনিক যুগে দান ও সাদকার চর্চা ও চ্যালেঞ্জ.....	311
৭৬. প্রিয়নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবীদের দান-সাদকার চর্চা	314
৭৭. সাহাবায়ে কিরামের পরস্পরের মাঝে দানের প্রতিযোগিতা	317
৭৮. ডিজিটাল যুগে সাদকার আধুনিক রূপ (অনলাইন দান, ফান্ড রেইজিং ইত্যাদি).....	323
৭৯. এনজিও (NGO) ও সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে সাদকা	326
৮০. সাদকার অপব্যবহার ও দুর্নীতি	330
৮১. যা দান করা হয়েছে, তা-ই বরং অবশিষ্ট আছে	333
৮২. শ্রেষ্ঠ মর্যাদায় উন্নীত হওয়ার ১০ টি বৈশিষ্ট্য	334

৮৩. মহানবী (সা.) - এর দানের হৃদয়স্পর্শী ঘটনা.....	335
৮৪. দান ও সাদকার চিরস্থায়ী উদাহরণ.....	339
*শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা সহায়তা করা :	340
*জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেওয়া :.....	340
*কৃপা খনন করা :	341
*নেক সন্তান রেখে যাওয়া :	341
*ভালো কাজের প্রচলন করা :.....	341
*গাছ লাগানো :.....	341
ওয়াকফ	342
সাদকায়ে জারিয়ার সাথে সম্পর্ক	343
৮৫. উপসংহার.....	344

সৃষ্টিকর্তার সম্ভৃষ্টি অর্জনের অন্যতম প্রধান উপায় হলো দান ও সাদকা।

ভূমিকা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর রাব্বুল আলামিনের। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তাঁর কোনো শরিকও নেই। তিনি তাকওয়া অবলম্বনকারীদের বন্ধু। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল ও সকল আদম সন্তানের সর্দার। আল্লাহ তাঁর ওপর, তাঁর পরিবারবর্গের ওপর ও সমস্ত সাহাবার ওপর রহমত বর্ষণ করুন!

এবং রহমত বর্ষণ করুন তাদের ওপর, যারা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে, তাঁর দেখানো পথ ধরে চলে ও কেয়ামত দিবস পর্যন্ত যারা তাঁকে অনুসরণ করে।

الحمد لله الكريم المتفضل بالعطايا والإحسان، والصلاة والسلام على أجود الناس وأبرهم ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بع

“আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য তাঁর অনুগ্রহ ও উদারতার দুয়ারগুলো উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। তাইতো ফুল-ফসলে মাঠ ভরে গেছে, পশুর ওলানে দুধের প্রাচুর্য নেমেছে, জমিন তার ভান্ডারগুলো উন্মোচিত করে রেখেছে। ফলে মানুষের হাতে সম্পদের বন্যা বইছে এবং সকলেই সুখ, স্বাচ্ছন্দ ও প্রাচুর্যপূর্ণ জীবন এবং ভরপুর রিজিকের মাঝে হাবুডুবু খাচ্ছে। রব্বুল আলামীনের এত এত দান-অনুদান ও অনুগ্রহ সত্ত্বেও কিছু কিছু মানুষের হৃদয়গুলো সংকুচিত এবং হাতগুলো মুষ্টিবদ্ধ। “

তাই আমি সাদকার মাহাত্ম্য, শেষ্ঠত্ব এবং ইহকাল ও পরকালের উত্তম প্রভাব সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করতে চাচ্ছি। যেখানে থাকবে আল্লাহ তাআলার বাণী এবং রাসূলের হাদিসের আলোকবর্তিকা। সাথে সাথে একই বিষয়ে সালাফের মতামত ও কর্মগুলোও তুলে ধরার চেষ্টা করব। যেগুলো মানুষকে দান-সাদকার প্রতি উৎসাহ জোগাবে এবং আগ্রহী করে তুলবে। আমি মনে করি, এমন মুহূর্তে আমাদের চেয়ে সুখী আর কেউ নেই। কেননা, এই বিষয়ে আলোকপাত করার মতো গুরুত্ব ও আমানত আল্লাহ তাআলা আমাদের অনুধাবন করার তাওফিক দিয়েছেন। তিনি দেখেন, আমরা কী আমল করি।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এবং আমাদের বাবা-মা কে সেসব সৌভাগ্যবানের মাঝে शामिल করুন, যারা জান্নাতের এমন সব কামরায় আতিথেয়তা গ্রহণ করবে, যেগুলোর তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহমান।

অবতরণিকা

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি সর্ব জাহানের প্রতিপালক। সকল দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূলদের নেতা আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবায়ে কিরাম এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের নিষ্ঠাবান সকল অনুসারীদের উপর।

গরিব ও দুস্থ মানুষের সহযোগিতা, তাদের মুখে হাসি ফুটানো, সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং পবিত্র ইসলামের প্রচার ও প্রসারে সাদকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সত্যিই অনস্বীকার্য। তাই তো আল্লাহ তাআলা ইসলাম প্রচারে নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করাকে তাঁর পথে জিহাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾ [الحجرات: ١٥]

“সত্যিকার মুমিন ওরা যারা আল্লাহ তাআলা ও তদীয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর ঈমান আনার পর আর কোনো সন্দেহ পোষণ করেনি এবং নিজ সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহ তাআলার পথে জিহাদ করেছে, তারাই সত্যনিষ্ঠ”। [সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১৫]

বরং আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে যখনই জিহাদের কথা উল্লেখ করেছেন তখনই মালের জিহাদকে জানের জিহাদের আগেই উল্লেখ করেছেন। উপরোক্ত আয়াত এরই প্রমাণ বহন

করে। তবে কুরআনের একটিমাত্র জায়গায় আল্লাহ তা‘আলা জানের জিহাদকে মালের জিহাদের আগেই উল্লেখ করেন।” যা নিম্নরূপ,

অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা আরোও বলেন,

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ ﴿ وَيُقْتَلُونَ ﴾ [التوبة] :

“নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা মু‘মিনদের থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ কিনে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে। তারা আল্লাহ তা‘আলার পথে যুদ্ধ করবে। তারা অন্যকে হত্যা করবে এবং পরিশেষে তারা নিজেরাও নিহত হয়ে যাবে। “

[সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১১১]

আল্লাহ তা‘আলা উদার এবং দানশীল। তিনি যে ওয়াদা করেন, কখনো ভঙ্গ করেন না। যারা ইহকালে দান করবে, আল্লাহর রাস্তায় খরচ করবে, পরকালে তাদের প্রতিদান দেওয়ার ওয়াদা করেছেন তিনি। তিনি ইরশাদ করেন -

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ

"তোমরা যা কিছু ব্যয় করো তিনি তার বিনিময় দেবেন।"

যারা আল্লাহর পথে ব্যয় করে, দান সাদকা করে, আল্লাহ তা‘আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের দানের প্রতিদানকে বহু গুণে বৃদ্ধি করে দেবেন। তিনি ঘোষণা করেছেন -

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

"এমন কে আছে, যে আল্লাহকে করজ দেবে, অতঃপর আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেবেন "

পবিত্র কুরআনে দান সাদকার প্রতি উৎসাহমূলক অনেক আয়াত রয়েছে। এটি অবশ্যই আমাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার অফুরন্ত অনুগ্রহের একটি নমুনা। ইসলামে দান সাদকা করা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর মতো। বরং কুরআনে যতগুলো আয়াতে জিহাদের কথা বলা হয়েছে, একটি মাত্র আয়াত ব্যতীত বাকি সবকটি আয়াতে জিহাদ বিন নফসের পূর্বে জিহাদ বিন মাল তথা সম্পদ দিয়ে জিহাদ করা নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে সেই আয়াতটি নিম্নে তুলে ধরা হলো :

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقٌّ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْآنِ

"আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান-মাল ক্রয় করে নিয়েছেন এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে। অতঃপর মরে ও মারে। তাওরাত, ইনজিল ও কুরআনে তিনি এই সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল"।

সাদকা আল্লাহর নৈকট্য লাভের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। অনেকাংশে সাদকা জিহাদের চেয়েও উত্তম। হজের চেয়েও উত্তম। কেননা, সাদকার উপকার ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে অন্যদের মাঝেও ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু হজের ফায়দা কেবল ব্যক্তির মাঝেই সীমাবদ্ধ।

সাদকার মাধ্যমে কষ্ট লাগব হয়, মুখাপেক্ষিতা দূর হয়, ক্ষুধার্তের আহার মিলে, ছোটোদের আনন্দের জোগাড় হয়, বড়োদের হৃদয়ে প্রফুল্লতা আসে এবং সকল মুসলিমের মাঝে সুখ-সৌভাগ্য ছড়িয়ে পড়ে। সাদকার মাঝে মুসলিমদের পারস্পারিক হৃদয়তা, সহযোগিতা ও বন্ধনের উন্নত দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়।

সাদকার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অসংখ্য হাদিস রয়েছে। যা দ্বারা হৃদয় প্রশান্ত হয়, অন্তর আশ্বস্ত হয় মুসলিমরা নিরাপদ পথে আসমান-জমিনসহ বিস্তৃত জান্নাতের দিশা খুঁজে পায়।

তাইতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন -

اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ

"তোমরা খেজুরের একটি টুকরো দিয়ে (সাদকা করে) হলেও জাহান্নাম থেকে বেঁচে থাকো "।

তিনি আরও বলেছেন -

الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ

"রোজা ঢালস্বরূপ। আর সাদকা গুনাহ মুছে দেয়, যেভাবে পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয় "।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদকা ও আল্লাহর জন্য সম্পদ খরচ করার ব্যাপারে অত্যন্ত চমৎকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ফলে সমাজের সব শ্রেণীর মানুষ তার কথা মেনে নিয়েছে, মানব হৃদয় তাঁর প্রতি ধাবিত হয়েছে।

সাদকা কখনো সম্পদ হ্রাস করে না, আল্লাহ তাআলা কোনো বান্দাকে ক্ষমা করলে তার ইজ্জত-সম্মান বৃদ্ধি করেন, কেউ আল্লাহর জন্য বিনয়ী হলে আল্লাহ তার সম্মান বৃদ্ধি করে দেন।

তিনি অন্যত্র ইরশাদ করেছেন -

قَالَ اللَّهُ: أَنْفَقْ يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفَقْ عَلَيْكَ

"আল্লাহ তাআলা বলেছেন, হে আদম-সন্তান, তোমরা ব্যয় করো, তাহলে আমিও তোমাদের জন্য ব্যয় (প্রতিদান দান) করব "।

❖ ১.১ দানের সংজ্ঞা

দান হলো অন্যদের উপকার করার জন্য নিজের সম্পদ, অর্থ, বা সময় স্বেচ্ছায় উৎসর্গ করা। এটি অর্থ, পণ্য, পরিষেবা, এমনকি রক্ত বা অঙ্গদানের মতো বিভিন্ন রূপ নিতে পারে। দান শুধু একটি মানবিক কাজই নয়, এটি বিভিন্ন ধর্মীয় ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রশংসিত গুণ।

❖ ১.২ অর্থ :

দান মানে কোনো কিছু কাউকে উপহার দেওয়া, সাহায্য করা বা কোনো মহৎ উদ্দেশ্যে কিছু উৎসর্গ করা।

❖ ১.৩ ধর্মীয় ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে দানের অর্থ:

১. ধর্মীয় দৃষ্টিতে:

দানকে একটি পুণ্যকর্ম হিসেবে গণ্য করা হয়। হিন্দু, বৌদ্ধ, ইসলাম, খ্রিষ্টান—সব ধর্মেই দানের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এটি মানুষের লোভ, অহংকার ও স্বার্থপরতা দূর করে এবং পরোপকারের মনোভাব জাগ্রত করে।

- হিন্দু ধর্মে বলা হয়েছে: “দানম্ ধর্মস্য লক্ষণম্”—অর্থাৎ দান ধর্মের লক্ষণ।
- ইসলাম ধর্মে “যাকাত” ও “সাদকা” দানের অন্যতম রূপ।
- বৌদ্ধ ধর্মে “দানা” (Dāna) হলো দয়ার তিনটি প্রধান গুণের একটি।

2. সামাজিক দৃষ্টিতে :

দান সমাজে সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও সমতা বৃদ্ধি করে। দরিদ্র, অসহায় বা অভাবগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানো সমাজের দায়িত্ব ও নৈতিক কর্তব্য হিসেবে বিবেচিত।

❖ ১.৪ ইসলাম ধর্মে দান

ইসলামে দান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বাধ্যতামূলক একটি ইবাদত।

দানের দুটি প্রধান রূপ আছে —

1. যাকাত (Zakat):

এটি ফরজ দান। নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ অর্জনের পর, বছরে একবার তার একটি অংশ (সাধারণত ২.৫%) দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করতে হয়।

কুরআনে বলা হয়েছে:

“আর তোমরা নামায কয়েম করো এবং যাকাত দাও।” — (সূরা আল-বাকারা ২:৪৩)

2. সাদকা (Sadaqah):

এটি ঐচ্ছিক দান, যেকোনো সময় ও যেকোনো প্রয়োজনে দেওয়া যায় — যেমন ক্ষুধার্তকে খাওয়ানো, অসুস্থকে সাহায্য করা, বা কাউকে উপহার দেওয়া।

কুরআনে বলা হয়েছে:

“তোমরা যা কিছু দান করো, আল্লাহ তা জানেন; আর যে দান করে, সে নিজের আত্মাকে পবিত্র করে।” — (সূরা আল-বাকারা ২:২৭২)

❖ ১.৫ দানের প্রকারভেদ:

১. অর্থ বা বস্তুগত দান

- গরিব মানুষদের মধ্যে খাবার বিতরণ করা।
- শীতকালে অসহায়দের কম্বল বা শীতবস্ত্র দেওয়া।
- অনাথ আশ্রম বা বৃদ্ধাশ্রমে টাকা বা খাদ্য দান করা।
- স্কুলে দরিদ্র ছাত্রদের বই, খাতা বা পোশাক দেওয়া।
- হাসপাতালের রক্তদান কর্মসূচিতে রক্ত দেওয়া।

২. জ্ঞান বা শিক্ষা দান

- গরিব ছাত্রদের বিনা পারিশ্রমিকে পড়ানো।
- কাউকে নতুন দক্ষতা শেখানো (যেমন কম্পিউটার, সেলাই, কারিগরি কাজ ইত্যাদি)।

৩. মানবিক বা সেবা-ভিত্তিক দান

- অসুস্থ বা বয়স্ক মানুষদের দেখাশোনা করা।
- দুর্ঘটনের সময় (বন্যা, ঝড় ইত্যাদি) ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা।
- গাছ লাগানো — ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পরিবেশের উপহার হিসেবে।

❖ ১.৬ দানের ধরন

- অর্থ ও সম্পদ: নগদ অর্থ, গয়না, বা অন্য কোনো মূল্যবান সামগ্রী দান করা।
- পণ্য : পোশাক, খেলনা, খাদ্য, বা আসবাবপত্রের মতো ব্যবহার্য জিনিসপত্র দান করা।
- সেবা: স্বেচ্ছাশ্রম বা কোনো কাজের মাধ্যমে কাউকে সাহায্য করা।
- চিকিৎসা: রক্ত বা অঙ্গদান, যা জীবন বাঁচাতে সাহায্য করে।

❖ ১.৭ দানের উদ্দেশ্য

এটি ব্যক্তিগত বা সামাজিক কল্যাণের জন্য হতে পারে এবং এর মাধ্যমে প্রয়োজন মেটানো যায়।

- মানবিক সাহায্য: অভাবী ও দুস্থ মানুষের কষ্ট লাঘব করা এবং তাদের পাশে দাঁড়ানো।
- সামাজিক উন্নতি: জনকল্যাণকর কাজে এবং সমাজের উন্নয়নে সহায়তা করা।
- ধর্মীয় কারণ: আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন বা পুণ্যের আশায় দান করা, যা অনেক ধর্মে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
- সম্পর্কের উন্নয়ন: দান-সদকার মাধ্যমে সমাজে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়।

❖ ১.৮ ইসলামী উক্তি

কুরআন (বাকারা: 261):

“যারা তাদের সম্পদ আল্লাহর পথে দান করে, তাদের দান এমনই, যেমন একটি অঙ্গুরের দানা থেকে সাতটি শীষ বের হয়; প্রত্যেক শীষে একশত দানা। আল্লাহ যাকে চান, তাকে দ্বিগুণ দেন”।

হাদীস:

“যার সঙ্গেই কোনো মুসলিম দান করে, সে যেন একটি অঙ্গুরের মতো, যা একে অপরকে শক্তিশালী করে।” (সহীহ মুসলিম)

হাদীস:

“যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য দান করে, আল্লাহ তাকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, তিনি তাকে সর্বদা বৃদ্ধি করবেন।” (সহীহ বুখারি)

হাদীস:

“আল্লাহ বলেন: ‘হে আদম! তুমি দান করো, আমি তোমাকে দান করব।’” (সহীহ মুসলিম)

দান মানে হলো — নিঃস্বার্থভাবে অন্যের উপকারে কিছু প্রদান করা, যা মানবিকতা ও নৈতিকতার প্রতীক।

২. সাদকার প্রাথমিক আলোচনা

❖ ২.১ সাদকার সংজ্ঞা

সাদকা বা সদকাহ (আরবি: صدقة, উর্দু: صدقہ, "দানশীলতা", বহুবচন আদাদকৃত صدقات) একটি ইসলামি পরিভাষা। এর মাধ্যমে স্বেচ্ছা দানকে বোঝানো হয়।

কুরআন অনুসারে, এই শব্দের অর্থ স্বেচ্ছাসেবী নৈবেদ্য। যাকাতের মত সাদকা বাধ্যতামূলক নয়। যাকাত প্রদানের বাইরে ধর্মীয় দায়িত্ব হিসেবে সাদকা প্রদান করা হয়। অভাব দূর করা ও লজ্জাস্থান আবৃত রাখা সাদকার বিধান জারী করার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

শরিয়তের দৃষ্টিতে উত্তম যেকোন কাজে সাদকার অর্থ ব্যয় করা যায়। ইমাম জুরজানী বলেন- "এমন দানকে সাদকা বলে যার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট সওয়াব আশা করা হয়। ইবনে মানজুর বলেছেন, "মহান আল্লাহর নিমিত্তে গরীব মিসকিনদের জন্য দান করাকে সাদকা বলা হয়"।

❖ ২.২ অর্থ

সাদকা - এর আক্ষরিক অর্থ 'ন্যায়পরায়ণতা' এবং এটি দান বা স্বেচ্ছাসেবী দানকে বোঝায়। তবে ইসলামী পরিভাষায়; সাদকাকে "বিনিময়ে কোন কিছু না চেয়ে একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার অভিপ্রায়ে কাউকে কিছু দেওয়া" বোঝানো হয়েছে। এছাড়াও, আর-রাগিব আল-আসফাহানির মতে "সদকা হল যাকাতের মতো, আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার আশায়, ব্যক্তির যা কিছু আছে তা থেকে দেয়াকে সাদকা বলে।"

'সদকাহ' শব্দটি আরবি মূল শব্দ 'সিদক' (আরবি: ص د ق) থেকে এসেছে, যার অর্থ আন্তরিকতা; এটি আন্তরিক বিশ্বাসের চিহ্ন হিসাবে বিবেচিত হয়। এই শব্দটি তিন অক্ষরের মূল ص د ق থেকে এসেছে, যার অর্থ, "সত্য কথা বলা", "আন্তরিক হওয়া" এবং "কারও প্রতিশ্রুতি পালন করা"। সম্মানজনক আচরণের এই সমস্ত দিক উদারতা এবং একটি সুস্থ সমাজের সাথে সংযোগগুলো নির্দেশ করে।

❖ ২.৩ সাদকার উদ্দেশ্য:

সাদকা মূলত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করা হয় এবং এটি একটি বাধ্যতামূলক ইবাদত নয় (যেমন যাকাত), বরং স্বেচ্ছায় করা একটি ধর্মীয় দায়িত্ব।

❖ ২.৪ সাদকার প্রকারভেদ : সাদকা প্রধানত দুই প্রকার: সাধারণ সাদকা এবং সাদকায়ে জারিয়া।

1. সাধারণ সাদকা : সাধারণ সাদকার মধ্যে রয়েছে গরিবকে অর্থ বা খাদ্য দান, ভালো ব্যবহার করা, সেবামূলক কাজ এবং কারও সঙ্গে সুন্দর আচরণ করা।
2. সাদকায়ে জারিয়া : অন্যদিকে, সাদকায়ে জারিয়া হলো এমন দান, যার সওয়াব মৃত্যুর পরও অব্যাহত থাকে, যেমন জ্ঞান দান, গাছ লাগানো, কুয়া খনন করা, বা এমন সন্তান রেখে যাওয়া যে তার জন্য দোয়া করে।

এটি এমন ধরনের কাজ, যার কল্যাণকর প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয়, যেমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরি করা বা ভালো কোনো কাজের প্রচলন করা।

❖ ২.৫ যাকাত থেকে পার্থক্য

যাকাত অর্থ ও সম্পদ বা পণ্যাদি হিসেবে মুসলমানদের বাধ্যতামূলক ন্যূনতম দান, যা অভাবে থাকা মুসলমানদের সহায়তা করতে পারে, অন্যদিকে সদকাহ অর্থ, কাজ, সম্পত্তি বা অভিবাদন ইত্যাদি।

'সদকাহ' শব্দটি কুরআন ও সুন্নাহে যাকাত ও সদকা উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হত। এই দুই শব্দের মধ্যে পার্থক্যের একটি হল যাকাতের ক্ষেত্রে পরিমাণ নির্দিষ্ট, ইসলামী আইন অনুসারে বর্ণিত পরিমাণ অনুসারে এবং বছরে একবার মাত্র প্রদান করা হয়। অন্যদিকে, সাদকাতে দানের কোনও নির্দিষ্ট শতাংশ নেই এবং যে কোনও ব্যক্তি তার সাধ্য মত যতবার খুশি ততবার এটি প্রদান করতে পারেন।

❖ ২.৬ শিষ্টাচার

- সাদকা নিজস্ব বৈধ ধন এবং সম্পত্তি থেকে হওয়া উচিত।
- কুরআন সূরা আল-বাকারার ২৬৩ নম্বর আয়াত অনুসারে গোপনে দেওয়া ভাল।
- যে ব্যক্তিকে সাদকা দেওয়া হয়েছে তাকে সাদকা দেয়ার ফলে তিরস্কার করা উচিত নয়।
- সাদকার একটি শুদ্ধ উদ্দেশ্য থাকতে হবে।
- সাদকা আপনার (প্রিয়) জিনিসগুলো থেকে হওয়া উচিত।

❖ ২.৭ অধিকারী বিভাগসমূহ

কুরআনের আয়াত অনুসারে আটটি শ্রেণির লোক রয়েছে, যারা সাদকা (যাকাত) পাওয়ার অধিকারী। তারা হচ্ছে:

- দরিদ্র (আল-ফুকারি), স্বল্প-আয়ের ব্যক্তিগণ।
- অভাবী লোকে (আল-মাসাকান)।
- সদকা (যাকাত প্রশাসক) গ্রহণের জন্য নিযুক্ত কর্মকর্তা।
- যারা (সম্প্রতি) ইসলাম গ্রহণ করেছেন (আল-মুআল্লাফা কুলুবুহুম)।
- দাস ও বন্দীদের মুক্ত করতে।
- ভ্রমণকারী (যে সমস্ত ভ্রমণকারীদের ঘরে ফিরে যাওয়ার মতো অর্থ নেই)।

❖ ২.৮ সাদকার তাৎপর্য



1. সামাজিক অবদান

- এটি ইসলামী সমাজে মানুষের মঙ্গল বাড়ায়।
- এটি দরিদ্র মুসলমানদের প্রয়োজনীয়তা পূরণে সহায়তা করে।
- এটি মুসলিম ঋণগ্রস্থ থাকাদের ঋণের বোঝা হালকা করে।
- এটি আটকা পড়ে থাকা মুসলমানদের তাদের ভ্রমণ শেষ করতে সহায়তা করে।
- এটি বিভিন্ন অসুস্থতা নিরাময়ে সহায়তা করে (ইসলামের নবীর মতে)।

2. আধ্যাত্মিক প্রভাব

- এটি মানুষের হৃদয়কে কৃপণতা, লোভ এবং সম্পদের আবেগপ্রবণ ভালবাসার হাত থেকে পবিত্র করে।
- এতে সম্পদ বাড়ে।
- এটি দুর্ভাগ্য-দুর্দশা অপসারণ করে।
- এটি সিরাতের পুলটি পার হতে সহায়তা করে।
- এটি স্বর্গের নিশ্চয়তা দেয়।
- জীবিত বা মৃত মুসলমানের জন্য যদি কোন মুসলিম নেক কাজ করে এর সওয়াব উৎসর্গ করে মুসলিম সে সওয়াব পাবে। যদিও সে মুসলিম না জানে কে তার জন্য নেক কাজটি করল।
- পিতামাতার জন্য বা অপর কারো জন্য সদকা করলে কবুল হয় এবং উপকার দেয়। অতএব, জীবিত মৃত উভয়ের জন্য সদকার মধ্যে বহু কল্যাণ রয়েছে।

❖ ২.৯ ইসলামী উক্তি

কুরআনের মতে সাদকা দানকারীকে শুদ্ধ করার দিকে পরিচালিত করে। কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে সাদকা কোনও বস্তুগত আকারে দান করা বাধ্যতামূলক নয় এবং এটি একটি "স্বেচ্ছাসেবী প্রচেষ্টা" বা একটি "সদয় দান" হতে পারে। হাদিসে উল্লেখিত রয়েছে, মুহাম্মাদ বলেছেন যে "প্রতিটি নেক আমল সাদকার একটি রূপ।" কুরআনের দৃষ্টিকোণে, "অপমান"

সহকারে সাদকা করার চেয়ে "মমত্ববোধ" অতবং প্রকাশ্যে প্রচার করার উদ্দেশ্য নিয়ে সাদকা দেয়ার চেয়ে অপ্রকাশ্যে যাদের প্রয়োজন তাঁদের দেয়া ভালো। কুরআন পরামর্শ দেয় যে সাদকা কেবল দরিদ্রদের সহায়তার জন্য নয়, "যাদের প্রয়োজন" এবং যাদের "অর্থনৈতিক সচ্ছলতা" নেই তাদেরকেও এটি দান করা যেতে পারে।

হাদীস

কিছু হাদীসের মতে, "এক ধরনের শব্দ এবং হাসি" সাদকা হিসাবে বিবেচিত হতে পারে এবং এর সর্বোত্তম রূপটি হল "জ্ঞান দান করা"। এছাড়াও হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদীসে বলেছেন যে, সাদকা মন্দের সত্তর দরজা সরিয়ে দেয়।

৩. দান ও সাদকার মধ্যে পার্থক্য

দান ও সাদকা— দুটি শব্দই অন্যের উপকারের জন্য কিছু দেওয়ার অর্থ প্রকাশ করে, তবে ইসলামী দৃষ্টিতে এদের মধ্যে সূক্ষ্ম কিছু পার্থক্য রয়েছে। নিচে সহজভাবে ব্যাখ্যা করছি।

❖ দান

- অর্থ : সাধারণ অর্থে কাউকে কিছু দেয়া, সাহায্য করা।
- উৎস : দান শব্দটি সংস্কৃত বাংলা শব্দ।
- উদ্দেশ্য : মানবিক সহানুভূতি, সামাজিক দায়িত্ব, করুণা প্রভৃতি কারণে করা হয়।
- ধর্মীয় দিক : এটি ধর্মীয়ভাবে নির্দিষ্ট নয়, যেকোনো ধর্মাবলম্বী দান করতে পারেন।
- নিয়ম / বিধান : কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই।
- উপকারভোগী : যে কোন মানুষ বা প্রাণী হতে পারে।
- আধ্যাত্মিক মূল্য : দান সমাজে ভালোবাসা ও সহানুভূতি বৃদ্ধি করে।
- উদাহরণ : চিকিৎসা, শিক্ষা বা সামাজিক সমস্যার জন্য অর্থ বা পণ্য সাহায্য।

❖ সাদকা

- অর্থ : আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দান করা।
- উৎস : সাদকা শব্দটি আরবি মূল সিদক শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ সত্যতা বা আন্তরিকতা।
- উদ্দেশ্য : একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও আখিরাতের পুরস্কারের আশায় করা হয়।
- ধর্মীয় দিক : এটি ইসলাম ধর্মের একটি ইবাদত বা পূর্ণমূলক কাজ।
- নিয়ম / বিধান : ইসলামে সাদকার নির্দিষ্ট নিয়ম বা বিধান আছে - যেমন : ফরজ সাদকা (যাকাত) ও নফল সাদকা ইত্যাদি।
- উপকারভোগী : প্রধানত দরিদ্র, অভাবী, মুসাফির, আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রামী ব্যক্তিরা ইত্যাদি।
- আধ্যাত্মিক মূল্য : সাদকা পাপ মোচন, বিপদ থেকে রক্ষা ও আল্লাহর রহমত অর্জনের মাধ্যম।
- উদাহরণ : রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে-

উত্তম সাদকা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার রাস্তায় ছায়া সৃষ্টির জন্যে

তাবু দান করা। (অন্যান্য উদাহরণও রয়েছে)।

- ❖ **সাধারণ দান:** এটি সাধারণত স্বল্পমেয়াদী হয় এবং কোনো নির্দিষ্ট পরিস্থিতির জন্য করা হয়।
- ❖ **যাকাত:** যাকাত হলো সদকার একটি বাধ্যতামূলক রূপ, যা নির্দিষ্ট পরিমাণ ও শর্ত সাপেক্ষে প্রদান করতে হয়।

আরও কিছু বিষয় আছে,

- ❖ **সাদকায়ে জারিয়া:** এটি এমন ধরনের দান যার সওয়াব স্থায়ী হয়, যেমন দ্বীনি এলেম শিক্ষা দেওয়া বা দ্বীনি বই লেখা ও প্রকাশ করা।

নিচে আরও কিছু সাদকায়ে জারিয়াহর উদাহরণ দেওয়া হলো :

- কুরআন শরিফ বা ইসলামি বই বিতরণ করা
- এতিমখানা, মাদরাসা বা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা
- রাস্তা বা সেতু নির্মাণে অংশগ্রহণ করা
- বিদ্যুৎ, সৌর বাতি বা চার্জিং স্টেশন স্থাপন, যাতে মানুষ উপকৃত হয়
- অনলাইনে ইসলামি বা শিক্ষামূলক কনটেন্ট তৈরি ও বিনামূল্যে ছড়িয়ে দেওয়া
- ওয়াকফ সম্পত্তি স্থাপন করা (যার আয় সমাজকল্যাণে ব্যবহৃত হয়)
- কবরস্থানে পানি ও পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা করা

৪. দানের উদ্দেশ্য ও সংস্কৃতি

দানের উদ্দেশ্য হলো উদারতা, সহানুভূতি এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকে মানুষকে সাহায্য করা, যা ব্যক্তিগত শান্তি ও মানসিক উন্নতির সাথে সাথে সম্পদ বৃদ্ধি ও বিপদ দূর করার একটি মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়। এর সংস্কৃতি হলো অর্থ, সময়, বা পণ্য সামগ্রী দান করা, এবং এটি ধর্মীয় ও সামাজিক উভয় প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ একটি অভ্যাস।

❖ দানের উদ্দেশ্য

***মানবিক সহায়তা:** নিঃস্ব বা অভাবী মানুষদের প্রতি সহানুভূতি এবং তাদের কষ্ট লাঘব করার জন্য দান করা হয়।

***আত্মিক উন্নতি:** দান করা মানসিক শান্তি এনে দেয় এবং মনকে পবিত্র করে তোলে। এটি মানুষকে সৎ কাজের প্রতি উৎসাহিত করে।

***ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা:** অনেক ধর্মেই দান করা একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় কর্তব্য। যেমন, ইসলামে সাদকাহ বা দান করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

***সম্পদ বৃদ্ধি ও সুরক্ষা:** দানের মাধ্যমে সম্পদ কমে না, বরং বৃদ্ধি পায় এবং বিপদ দূর হয় বলে বিশ্বাস করা হয়।

❖ দানের সংস্কৃতি

***অর্থ ও পণ্য দান:** নগদ টাকা, খাবার, পোশাক বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী দান করা হয়।

***সময় ও সেবা দান:** স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করা, যেমন কোনো প্রতিষ্ঠানে সময় দেওয়া, এটিও এক ধরনের দান।

***জ্ঞান ও প্রতিভা দান:** নিজের জ্ঞান বা প্রতিভা অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া, যেমন কাউকে শিক্ষাদান করা বা বই লিখে প্রকাশ করা, এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ দান।

❖ সঠিক পদ্ধতি

*পবিত্রতা: দান করা অর্থ বা সম্পদ অবশ্যই বৈধ ও পবিত্র হওয়া উচিত।

*নিয়মিত দান: অল্প হলেও নিয়মিত দান করা ভালো, যেমন প্রতিদিন একটি ছোট দান করা।

*প্রার্থনার সাথে দান: দান করার সময় মনে আল্লাহর সন্তুষ্টির ইচ্ছা থাকা উচিত।

সঠিক পদ্ধতি: দান গ্রহণকারীর প্রতি খোঁটা না দেওয়া এবং সুন্দর আচরণের মাধ্যমে দান করা উচিত

৫. ইসলামে তিন ধরনের দান-সাদকা

সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ গরিব ও বিপদগ্রস্ত মানুষ, তাদের দান-সাদকা, সাহায্য-সহযোগিতা করা ইসলামে অন্যতম ইবাদত। আল্লাহ তাআলা বলেন-

' যারা রাতে-দিনে গোপনে ও প্রকাশ্যে তাদের মাল-সম্পদ খরচ করে, তাদের জন্য তাদের রবের কাছে বদলা আছে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না '।

(সূরা : বাকারাহ, আয়াত : ২৭৪)

প্রিয় বস্তু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করতে হবে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

' তোমরা কিছুতেই পুণ্যের নাগাল পাবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে (আল্লাহর জন্য) ব্যয় করবে। তোমরা যা কিছুই ব্যয় করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণ অবগত '।

(সূরা : আলে ইমরান, আয়াত : ৯২)

ইসলামে দান-সাদকা তিন ভাগে বিভক্ত:

১. **ফরয সাদকা :** এই সাদকা হলো কিছু শর্তের ভিত্তিতে মুসলমানের সম্পদ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ ফরয। এমন সাদকার নাম হলো যাকাত, যা বছরে একবার সাড়ে ৫২ তোলা রূপা বা সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণের মালিক অথবা এ পরিমাণ স্বর্ণ-রূপার মূল্যের মালিকের ওপর তিন শর্তে আবশ্যিক হয়।

তিনটি শর্ত হলো—প্রয়োজন অতিরিক্ত হওয়া, বর্ধনশীল সম্পদ হওয়া, নিসাব পরিমাণ সম্পদে এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া।

২. **সাধারণ সাদকা :** এটা ঐচ্ছিক। সাধারণ সাদকা হলো অভাবীদের টাকা-পয়সা, কাপড়চোপড়, খাবারদাবার দান করা। বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করা, পথ হারাকে পথ দেখিয়ে দেওয়া, অসুস্থের সেবা করা, মাজলুমকে সাহায্য করা ইত্যাদি। এমনকি স্ত্রীর মুখে যে লোকমা তুলে দেওয়া হয় সেটাও সাদকা।

৩. **সাদকায়ে জারিয়া :** এটা হলো যার কল্যাণ স্থায়ী হয়। এর সর্বাত্মক হলো ইলমে দিন শিক্ষা দেওয়া, বই-পুস্তক রচনা করে, ওয়াজ-নসিহত করে মানবজাতির কাছে ইলমে দিন পৌঁছে দেওয়া। মসজিদ, মাদরাসা, এতিমখানা, মুসাফিরখানা, সরাইখানা, রাস্তা-ঘাট সেতু-পুকুর ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক কাজে দান করা। নেক সন্তান পৃথিবীতে রেখে যাওয়া।

দান-সাদকা ধনীদেব সম্পদে গরিবের অধিকার। আল্লাহ তাআলা বলেন-

' এবং তাদের সম্পদে নির্দিষ্ট হক আছে। ভিক্ষুক এবং বঞ্চিত (অভাবী অথচ লজ্জায় কারো কাছে হাত পাতে না) সবার হক আছে '।

(সূরা : মাআরিজ, আয়াত : ২৪-২৫)

মানুষের মধ্যে গুনাহের প্রবণতা আছে। মানুষ গুনাহ করলে আল্লাহ তার ওপর রাগান্বিত হন। তখন তার ওপর বিপদ-আপদ আসে। দান- সাদকা করলে রাব্বুল আলামিনের ক্রোধ থেমে যায়। তখন বিপদ-আপদ দূর হয়ে জীবনের নানা সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। আনাস ইবনু মালিক (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, দান-সাদকা আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টি কমিয়ে দেয় এবং অপমানজনক মৃত্যু রোধ করে।

(জামে তিরমিজি, হাদিস : ৬৬৪)

৫. দান ও সাদকার বিধান

ইসলামে দান-সাদকার বিধান হলো এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, যার মাধ্যমে অভাব দূর হয় এবং সওয়াব অর্জিত হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূর করা। দান দুই প্রকার: সাধারণ সাদকা, যা নগদ টাকা বা পণ্য দিয়ে করা হয়, এবং সাদকায়ে জারিয়া, যা থেকে মৃত্যুর পরও সওয়াব জারি থাকে।

❖ দান ও সাদকার বিধান ও গুরুত্ব

- অভাব দূর করা ও সম্পদ পবিত্র করা।
- এটি একটি মহান ইবাদত যা গুনাহ মাফ করে এবং জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করে।
- কুরআনে এর প্রতিদান সাতশ গুণ পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়েছে (যেমন: সুরা বাকারার আয়াত 2:261)।
- এটি দুনিয়াতেও বিপদ ও রোগ থেকে মুক্তি দিতে পারে এবং ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করতে পারে।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

খেজুর কাটার মৌসুমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর কাছে (সাদকার) খেজুর আনা হতো। অমুক তার খেজুর নিয়ে আসতো, অমুক এর খেজুর নিয়ে আসতো। এভাবে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর কাছে খেজুর স্তুপ হয়ে গেলো। হাসান ও হুসাইন (রা.) সে খেজুর নিয়ে খেলতে লাগলেন, তাদের একজন একটি খেজুর নিয়ে তা মুখে দিলেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দিকে তাকালেন, এবং তার মুখ হতে খেজুর বের করে বললেন, তুমি কি জান না যে, মুহাম্মাদের বংশধর (বনু হাশিম) সাদকা ভক্ষণ করে না। (বুখারী ১৪৮৫, মুসলিম ১০৬৯)

আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করতেন যে -

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ يُبَاغُ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَهُ فَقَالَ " لَا تَعُدْ فِي

صَدَقْتِكَ " فَبِذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - لَا يَتْرُكُ أَنْ يَتَّاعَ شَيْئًا تَصَدَّقَ بِهِ إِلَّا جَعَلَهُ
صَدَقَةً ۚ

অর্থ : - উমর ইবনু খাত্তাব (রা.) আল্লাহর রাস্তায় তাঁর ঘোড়া সাদকা করেছিলেন। পরে তা বিক্রয় করা হচ্ছে জেনে তিনি নিজেই তা ব্যয় করার ইচ্ছায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এসে তাঁর মত জানতে চাইলেন। তিনি বললেন- তোমার সাদকা ফিরিয়ে নিবে না। সে নির্দেশের কারণে ইবনু উমর (রা.)- এর অভ্যাস ছিল নিজের দেয়া সাদকার বস্তু কিনে ফেললে সেটি সাদকা না করে ছাড়তেন না।

(বুখারী ১৪৮৯, মুসলিম ১৬২০)

উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَصْنَعُهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ " لَا تَشْتَرِ وَلَا تَعْدُ فِي صَدَقَتِكَ، وَإِنْ أَعْطَاكَ بِدْرَهُمْ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْنِهِ ۚ

অর্থ : আমার একটি ঘোড়া আল্লাহর পথে দান করলাম। যার কাছে ঘোড়াটি ছিল সে এর হক আদায় করতে পারল না। তখন আমি তা ক্রয় করতে চাইলাম এবং আমার ধারণা ছিল যে, সে সেটি কম মূল্যে বিক্রি করবে। এ সম্পর্কে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে আমি জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তুমি ক্রয় করবে না এবং তোমার সাদকা ফিরিয়ে নিবে না, সে তা এক দিরহামের বিনিময়ে দিলেও। কেননা, যে ব্যক্তি নিজের সাদকা ফিরিয়ে নেয় সে যেন নিজের বমি পুনঃভক্ষণ করে। (বুখারী ১৪৯০, মুসলিম ১৬২০)

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দান-সাদকার বিধান

দান-সাদকার আইন বলতে দুটি বিষয়কে বোঝানো হতে পারে: ইসলামি শরিয়তের বিধান এবং বাংলাদেশ সরকারের 'দানকর আইন, ১৯৯০'। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত 'দানকর আইন, ১৯৯০' অনুযায়ী, নির্দিষ্ট দানের ওপর কর আরোপ করা হয়। নিচে বিষয়টি সহজ ভাবে তুলে ধরা হলো।

*দানকর আইন- ১৯৯০ : এই আইনটি দানের ওপর কর ধার্য করার জন্য প্রণীত হয়েছে।

*প্রবর্তন : এটি ১৯৯০ সালের ১লা জুলাই থেকে কার্যকর হয়েছে।

*সংজ্ঞা : এই আইনের অধীনে 'আপীলাত ট্রাইব্যুনাল' আয়কর অধ্যাদেশের অধীন গঠিত হয়

৬. দান-সাদকার আদব ও নিয়ম

দুনিয়ার প্রতি কাজের আদব বা শিষ্টাচার আছে। আর এখানেই ইসলামের সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। দান-সাদকারও বিশেষ কিছু আদব ও নিয়ম আছে। দানের সময় এ বিষয়গুলো খেয়াল রাখা জরুরি। নিচে দান সাদকার আদব বা শিষ্টাচার সমূহ আলোচনা করা হলো :

❖ পালনীয় আদব সমূহ

১. দান হালাল দ্রব্য থেকে হওয়া :

যেসব বস্তু দান করা হবে তা হালাল হতে হবে। কেননা আল্লাহ হালাল ও পবিত্র বস্তু ব্যতীত গ্রহণ করেন না। আল্লাহ বলেন -

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

অর্থ : হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং যা আমরা তোমাদের জন্য জমিতে উৎপন্ন করি, সেখান থেকে পবিত্র বস্তু ব্যয় কর।

(সূরা বাকারা : ২/২৬৭)

সুতরাং হারাম বস্তু দান করলে তা কবুল হয় না। রাসূল (সা:) বলেন-

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র ব্যতীত কোন কিছু গ্রহণ করেন না।

তিনি আরও বলেন-

مَنْ أَصَابَ مَالًا مِنْ مَائِهِمْ فَوَصَلَ بِهِ رَحِمًا، أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ، أَوْ أَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جُمِعَ ذَلِكَ جَمِيعًا، ثُمَّ قُذِفَ بِهِ فِي جَهَنَّمَ،

অর্থ : যে ব্যক্তি পাপের মাধ্যমে কোন সম্পদ লাভ করল, অতঃপর তা দ্বারা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করল কিংবা তা দান করল অথবা তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করল। আল্লাহ তা একত্রিত করে জাহান্নামে ছুড়ে মারবেন। সাদকা যেমন উত্তম মাল দ্বারা হতে হবে তেমনি তা যেন পাপাচারের সহায়তায় ব্যয়িত না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

২. উত্তম মাল সাদকা করা :

উত্তম সম্পদ সাদকা করার চেষ্টা করতে হবে। কেননা প্রিয় বস্তু সাদকা না করলে সওয়াব পাওয়া যায় না। আল্লাহ বলেন-

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

অর্থ : তোমরা কখনোই কল্যাণ লাভ করবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে দান করবে।

(সূরা আলে ইমরান - ৩ : ৯২)

তিনি আরও বলেন-

وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

অর্থ : আর সেখান থেকে নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প কর না, যা তোমরা নিজেরা গ্রহণ কর না চোখ বন্ধ করা ব্যতীত। জেনে রেখ আল্লাহ অভাবমুক্ত ও চির প্রশংসিত।

(সূরা বাকারা - ২ : ২৬৭)

হাদীছে এসেছে, আওফ ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন-

دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَبِيَدِهِ عَصَا وَقَدْ عَلَّقَ رَجُلٌ مِنَّا قِنًا حَشَفًا فَطَعَنَ بِالْعَصَا فِي ذَلِكَ الْقِنُو وَقَالَ لَوْ شَاءَ رَبُّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِأَطْيَبِ مِنْهَا. وَقَالَ إِنَّ رَبَّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ يَأْكُلُ الْحَشَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অর্থ : একদা রাসূলুল্লাহ (সা:) মসজিদে আমাদের নিকটে প্রবেশ করলেন, তাঁর হাতে একটি লাঠি ছিল। মসজিদে আমাদের এক ব্যক্তি নিকৃষ্ট মানের এক গুচ্ছ খেজুর ঝুলিয়ে রেখেছিল। তিনি ঐ খেজুর গুচ্ছ লাঠি দিয়ে আঘাত করে বলেন, এর সাদকাকারী ইচ্ছে করলে এর চাইতে উত্তমটি সাদকা করতে পারত। তিনি আরো বলেন- এর সাদকাকারীকে কিয়ামতের দিন নিকৃষ্ট ফল খেতে হবে।

৩. সাদকা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য হওয়া :

অন্যান্য নেক আমলের ন্যায় সাদকা ও কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে প্রদান করা জরুরি। অন্যথা তা কবুল হবে না। রাসূল (সা:) বলেন-

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

অর্থ : কাজ (এর প্রাপ্য হবে) নিয়ত অনুযায়ী। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে।

অন্যত্র এসেছে - সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা:) বলেন-

إِنَّكَ لَنْ تَنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَجْرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّىٰ مَا تَجْعَلَ فِي فِي امْرَأَتِكَ.

অর্থ : তুমি আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশ্যে যা-ই ব্যয় কর না কেন, তোমাকে তার প্রতিদান নিশ্চিতরূপে প্রদান করা হবে। এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যা তুলে দাও, তারও।

৪. গোপনে সাদকা করা :

প্রকাশ্যে ও গোপনে উভয় অবস্থায় দান করা যায়। তবে গোপনে দান করা উত্তম। কেননা এতে লৌকিকতা ও প্রদর্শনেচ্ছা থাকে না। তবে প্রকাশ্যে দান করা অধিক কল্যাণকর হলে প্রকাশ্যেই দান করতে হবে। আল্লাহ বলেন-

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

অর্থ : যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান কর, তবে তা কতই না উত্তম! আর যদি তা গোপনে কর ও অভাবীদের প্রদান কর, তবে তোমাদের জন্য তা আরও উত্তম। এবং (এর দ্বারা) তিনি তোমাদের কিছু পাপ মোচন করে দিবেন। আর তোমরা (গোপনে) যা কিছু কর, আল্লাহ তার খবর রাখেন।

(সূরা বাকারা : ২ : ২৭১)।

ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন- ফরয হৌক, নফল হৌক যেকোন সাদকা গোপনে প্রদান করা উত্তম হওয়ার ব্যাপারে অত্র আয়াতে দলীল রয়েছে। কেননা তাতে লোক দেখানো বা লোককে শুনানোর কিছু থাকে না। তবে অন্যেরা অনুসরণ করুক, এরূপ কোন কল্যাণ ইচ্ছা থাকলে সেক্ষেত্রে প্রকাশ্যে দান করা উত্তম হবে। কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের ছায়াতলে যে সাত শ্রেণীর মুমিন আশ্রয় পাবে, তাদের অন্যতম হল- ঐ ব্যক্তি, যে এমনভাবে গোপনে সাদকা করে যে তার ডান হাত কি খরচ করে বাম হাত তা জানতে পারে না।

৫. খুশিমনে সাদাকা করা :

স্বতস্কৃতভাবে সাদকা করা উচিত। গোমড়া মুখ করে দান করা উচিত নয়। রাসূল (সা:) বলেন-

لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ ۖ

অর্থ : কল্যাণমূলক কোন কর্মকেই অবজ্ঞা করো না, যদিও তা তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করেও হয়। তিনি আরো বলেন- بِهٖ صَدَقَةٌ ۖ إِنِّ تَبَسَّمَكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ يُكْتَبُ لَكَ بِهِ صَدَقَةٌ ۖ তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করায় তোমার জন্য সাদকার সওয়াব লেখা হয়।

৬. প্রকৃত হকদারকে সাদকা করা :

যথাযথ হকদার বা প্রাপককে দান করা উচিত। এতে অধিক সওয়াব পাওয়া যায় এবং প্রাপক ঐ সাদকার মাধ্যমে উপকৃত হয়। রাসূল (সা:) বলেন-

الصَّدَقَةُ عَلَى الْمُسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصَلَةٌ ۖ

অর্থ : অনাত্মীয় গরীব-মিসকীনকে দান করলে তা সাদকা (দানের সওয়াব পাওয়া যায়)। আর আত্মীয়-স্বজনকে দান করলে দ্বিগুণ (দানের সওয়াব এবং আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষার সওয়াব) হয়।

৭. সাধ্যমত দ্রুত দান করা :

দান সাদকা করার ইচ্ছা করলে দ্রুত তা করা উচিত। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন-

এক সাহাবী রাসূল (সাঃ)-এর কাছে এসে বললেন-

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَكْبَرُ أَجْرًا قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى، وَلَا تُمَهِّلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْخُلُوفَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا، وَلِفُلَانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ ۖ

অর্থ : হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! কোন সাদকার সওয়াব বেশী পাওয়া যায়? তিনি বললেন, সুস্থ ও কৃপণ অবস্থায় তোমার সাদকা করা যখন তুমি দারিদ্রের আশঙ্কা করবে ও ধনী হওয়ার আশা রাখবে। সাদকা করতে এ পর্যন্ত বিলম্ব করবে না যখন প্রাণবায়ু কণ্ঠাগত হবে, আর তুমি বলতে থাকবে, অমুকের জন্য এতটুকু, অমুকের জন্য এতটুকু, অথচ তা অমুকের জন্য হয়ে গেছে।

বর্জনীয় আদব সমূহ

১. অধিক লাভের আশায় সাদকা না করা :

দান করতে হবে নিঃশর্তভাবে। দান করে তার বিনিময়ে অধিক লাভের আশা করা সমীচীন নয়। আল্লাহ বলেন -

দুনিয়ায় অধিক পাওয়ার আশায় কাউকে দান করবেন না। দানের বিনিময়ে দুনিয়াতে কিছু পাওয়ার আশায় দান করা যাবে না।

২. খোঁটা দেওয়া থেকে বিরত থাকা :

অনেকে দান করে খোঁটা দিয়ে থাকে, এতে তার দানের সওয়াব বাতিল হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثَرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

রাসূল (সা:) বলেন-

ثَلَاثَةٌ لَا يَكْلَمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَنَّانُ الَّذِي لَا يُعْطَى شَيْئًا إِلَّا مَنَّهُ وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتُهُ بِالْحَلْفِ الْفَاجِرُ وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ

অর্থ : আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর লোকের সাথে কথা বলবেন না। যে লোক কোন কিছু দান করে খোঁটা দেয়, যে লোক মিথ্যা শপথ করে পণ্যদ্রব্য বিক্রি করে এবং যে ব্যক্তি পায়ের গিটের নীচে কাপড় বুলিয়ে পরে।

হে বিশ্বাসীগণ! খোঁটা দিয়ে ও কষ্ট দিয়ে তোমরা তোমাদের দানগুলিকে বিনষ্ট কর না। সেই ব্যক্তির মত, যে তার ধন-সম্পদ ব্যয় করে লোক দেখানোর জন্য এবং সে আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে না। ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত একটি মসৃণ প্রস্তরখন্ডের মত, যার উপরে কিছু মাটি জমে ছিল। অতঃপর সেখানে প্রবল বৃষ্টিপাত হল ও তাকে পরিষ্কার করে রেখে গেল। এভাবে তারা যা কিছু উপার্জন করে, সেখান থেকে কোনই সুফল তারা পায় না। বস্তুত - আল্লাহ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না।

(সূরা বাকারা : ২ : ২৬৪)

পরিশেষে বলব, দান সাদকার ক্ষেত্রে উপরোক্ত আদব বা শিষ্টাচার মেনে চলা জরুরী। এর মাধ্যমে দাতা ইহকালে যেমন সুফল পাবে, তেমনি পরকালীন জীবনে অশেষ সওয়াব লাভ করবে। আর গ্রহীতা এর দান গ্রহণ করে সচ্ছল জীবন যাপন করতে পারবে। ফলে সে দাতার জন্য কল্যাণের দো‘আ করবে। তাই দান সাদকার আদব সকলকে মেনে চলা উচিত। আল্লাহ আমাদের সবাইকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী আদব বা শিষ্টাচার মেনে চলার তাওফীক দান করুন।

(আমীন)

৭. দানের সময় মানুষ ২ টি সমস্যার সম্মুখীন হয়

দানের সময় সাধারণত দুটি প্রধান সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়: অপরিাপ্ত দান (প্রয়োজনের তুলনায় কম দান) এবং ভুল জায়গায় দান (যে উদ্দেশ্য পূরণ হবে না এমন জায়গায় দান)। প্রথমটি দাতার সম্পদ সীমিত থাকার কারণে এবং দ্বিতীয়টি দানের সঠিক তথ্য না জানার কারণে হয়।

১. অপরিাপ্ত দান (Under-donation):

অভাব:

দাতা হয়তো দান করতে ইচ্ছুক, কিন্তু তার ব্যক্তিগত সম্পদ এতই সীমিত যে তিনি তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত দান করতে পারেন না।

অন্যান্য প্রয়োজন:

দাতার নিজের জীবনেও হয়তো অসুস্থতা, দারিদ্র্য, বা অন্যান্য অপ্রত্যাশিত ব্যয় থাকে, যা তাকে দান কমিয়ে দিতে বাধ্য করে।

২. ভুল জায়গায় দান (Wrong-place donation):

তথ্যের অভাব:

দাতা হয়তো বিশ্বাসযোগ্য উৎস থেকে সঠিক তথ্য না পাওয়ার কারণে কোনো অকার্যকর বা অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে দান করে ফেলেন। এর ফলে তার দান করা অর্থ সঠিকভাবে কাজে লাগে না।

আবেগের ব্যবহার:

কখনো কখনো আবেগের বশে কোনো দাতা ভুল প্রতিষ্ঠানে দান করেন যা তাদের উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারে না।

অগঠিত পরিকল্পনা:

দানকারী অনেক সময় সঠিক পরিকল্পনা ছাড়াই দান করেন, ফলে দান সঠিক খাতে না গিয়ে নষ্ট হয়।

প্রসন্ন মনে দান করতে পারলে দ্বিতীয় সমস্যা থাকে না ও একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দান করতে পারলে প্রথম সমস্যাটি ও থাকেনা। তেমনইভাবে দান কম হোক বা বেশি হোক, যদি তা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে প্রসন্ন মনে হয়ে থাকে তাহলে তার সওয়াব আল্লাহর কাছে বহু গুণে বেড়ে যায়।

দানের উপমা হিসেবে সুরা বাকারার-এর ২৬৬ তম আয়াতের ব্যবহার ও বিশ্লেষণ

সুরা বাকারার ২৬৬ তম আয়াতে দানের উপমা হিসেবে একজন ব্যক্তির নিজের একটি খেঁজুর ও আঙ্গুরের বাগান থাকার দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, যেখানে নদী প্রবাহিত হয়, কিন্তু তার বার্ষিক্যে দুর্বল সন্তান এবং হঠাৎ ঝড়ে বাগান ধ্বংস হয়ে যায়, ঠিক যেমন অর্থ-সম্পদ খরচ করে তা অপচয় করলে তা নষ্ট হয়ে যায়। এই উপমা দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, অপচয় ও অপব্যবহারের মাধ্যমে দান করা হলে তা থেকে কোনো লাভ পাওয়া যায় না এবং আল্লাহর পথে দান করার ক্ষেত্রে নিয়ত ও সঠিক উপায়ে ব্যয় করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন -

أَيُّودُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۖ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ ۖ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

অর্থ : "তোমাদের মধ্যে কেউ কি এটা পছন্দ করবে যে, তার একটি খেঁজুর ও আঙ্গুরের বাগান থাকবে, যার পাদদেশ দিয়ে নদী-নালা প্রবাহিত থাকবে এবং তা থেকে আরও বিভিন্ন রকমের ফল তার অর্জিত হবে, অতঃপর সে বার্ধক্য-কবলিত হবে আর তার থাকবে দুর্বল সন্তান-সন্ততি, এ অবস্থায় অকস্মাৎ এক অগ্নিস্ক্রা ঝড় এসে সে বাগানে আঘাত হানবে, ফলে গোটা বাগান ভস্মিভূত হয়ে যাবে? ২০৪ এভাবেই আল্লাহ আমাদের জন্য স্বীয় আয়াতসমূহ পরিস্কারভাবে বর্ণনা করেন, যাতে আমরা চিন্তা করি"।

বিশ্লেষণ ও ব্যবহার

*ব্যবহার ও মূলনীতি :

এই উপমাটি কুরআনের অন্যান্য আয়াতে বর্ণিত দান বা সাদকার (২: ২৬১) সঙ্গে তুলনীয়। যেখানে আল্লাহ তাঁর পথে ব্যয় করার উদাহরণ দিয়েছেন একটি বীজের সাথে, যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে, আর প্রত্যেক শীষে একশ দানা থাকে। তবে এখানে বরং নেতিবাচক বা অপচয়পূর্ণ দানের উপমা দেওয়া হয়েছে।

*অপব্যয়ের ক্ষতিকর দিক:

একজন ব্যক্তির একটি সুন্দর বাগান থাকা সত্ত্বেও যখন সে তা থেকে ফল পায় না, ঠিক তেমনই অপচয় বা অপব্যবহারের মাধ্যমে দান করলে তা থেকে কোনো প্রতিদান বা উপকার পাওয়া যায় না।

*সঠিক নিয়ত ও উপায়ের গুরুত্ব:

এই উপমাটি দান করার সময় সঠিক নিয়ত রাখা এবং যথাযথ উপায়ে খরচ করার গুরুত্ব তুলে ধরে। একজন ব্যক্তি যদি শয়তানের প্ররোচনায় নাফরমানী করে নিজের সমস্ত ভালো আমল বরবাদ করে, তাহলে তার দানও ঠিক এমনটাই নষ্ট হয়ে যায়। এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ মানুষকে সৎ পথে খরচ করতে এবং অপচয় থেকে বিরত থাকতে বলেছেন।

*আল্লাহর পক্ষ থেকে শিক্ষা:

আল্লাহ মানুষের সামনে তাঁর আয়াতগুলো স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন, যেন মানুষ চিন্তা করে এবং সঠিক পথ অবলম্বন করে। এই উপমাটিও একটি শিক্ষামূলক দৃষ্টান্ত, যা মানুষকে দানের সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা করতে উৎসাহিত করে।

এই আয়াতের মূল কথা হলো, আল্লাহর পথে দান করার সময় নিয়ত বিশুদ্ধ হতে হবে এবং অপচয় করা যাবে না। যদি দানটি অপচয় বা অপব্যবহারের মাধ্যমে করা হয়, তাহলে তা থেকে কোনো প্রতিদান পাওয়া যায় না, যেমন একটি সমৃদ্ধ বাগান থেকে কোনো ফল পাওয়া যায় না যদি তা ঝড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়।

৮. দান-সাদকা পাওয়ার প্রথম হকদার যারা

দান-সাদকা অনেক বড় ইবাদত। দান-সাদকার বিষয়ে কুরআন এবং হাদিসে এর বিবরণ রয়েছে। হাদিসে পাকে প্রিয়নবী বর্ণনা করেন-

হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

“ উত্তম সাদকা হলো তা, যা দান করার পর মানুষ অমুখাপেক্ষী থাকে (মানুষের স্বাভাবিক চাহিদা থাকে না) “।

নিচের হাত থেকে উপরের হাত উত্তম। (তিনি আরো বলেন) যাদের ভরণ-পোষণ তোমার দায়িত্বে আছে তাদের আগে দাও। (কেননা) স্ত্রী বলবে, হয় আমাকে খাবার দাও, নতুবা তালাক দাও। গোলাম বলবে, খাবার দাও এবং কাজ করাও। ছেলে বলবে আমাকে খাবার দাও। আমাকে তুমি কার কাছে ছেড়ে যাচ্ছ?

লোকেরা জিজ্ঞাসা করল হে আবু হুরায়রা! এ হাদিস আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছেন?
তিনি উত্তরে বললেন, এই (হাদিসটি) আবু হুরায়রার থলে থেকে (পাওয়া) নয়, (বরং, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে পাওয়া)।
(বুখারি)

অন্য একটি হাদিসে হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু আরো বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

“ উত্তম দান তা, যা দিয়ে মানুষ অভাবমুক্ত থাকে। আর যাদের ভরণ-পোষণ তোমার দায়িত্বে তাদের থেকে (দান করা) শুরু কর “।
(বুখারি)

সুতরাং দান করতে হবে পরিবার থেকে। প্রথমেই বাবা-মাকে দান করতে হবে। অতঃপর স্ত্রী-পুত্রকে। দাস-দাসি ও আত্মীয়-স্বজনকে। এভাবে পাড়া-প্রতিবেশি এভাবে পর্যায়ক্রমে

দূরত্বে দান করতে হবে। এভাবে দান করার কথাই বর্ণিত হয়েছে আল্লাহর কুরআন এবং প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসে। যা পালন করা উম্মতে মুহাম্মাদির জন্য একান্ত কর্তব্য।

হাদিসের শিক্ষা

- দায়িত্বশীল ব্যক্তির উচিত প্রথমে পরিবার-পরিজনের চাহিদা মেটানো। যাতে তারা সর্বদা অভাবমুক্ত থাকে। যা কর্তা ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব।
- মৃত্যুর সময় ওয়ারিশদেরকে স্বচ্ছল অবস্থায় রেখে যাওয়া। যাতে করে অভিভাবকের মৃত্যুর পর ওয়ারিশ (ছেলে-সন্তান, স্ত্রী ও বাবা-মা) কারো মুখাপেক্ষী হতে না হয়।
- প্রতিটি দানই সাদকার সাওয়াব লাভ করবে।
- সর্বোত্তম দানের পরিমান হলো সেটি, যে দান পেলে স্বাভাবিক প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ হয়ে যায়।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে হাদিসের শিক্ষা নিজেদের বাস্তব জীবনে আমল করার তাওফিক দান করুন। বেশি বেশি দান-সাদকা করার তাওফিক দান করুন। নিজেদের বাবা-মা, সন্তান, স্ত্রী ও আত্মীয়-স্বজনদের জন্য ব্যয়ের মাধ্যমে দান শুরু করার তাওফিক দান করুন।

(আমিন)

৯. সাধ্যানুযায়ী দান করা

সাধ্যানুযায়ী দান করার মানে হল নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী অর্থ, সময় বা অন্যান্য সম্পদ দিয়ে দান করা, যা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, যা পাপ মোচন করে, বিপদ থেকে রক্ষা করে এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সাহায্য করে। সাধ্যের মধ্যে দান করা মানে এই নয় যে, নিজের প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে দান করতে হবে।

আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করেছেন - কোন সাদকা সর্বাধিক উত্তম? রাসূল বললেন-

جُهِدُ الْمُقِلَّ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ

অর্থ : অল্প থাকা সত্ত্বেও সাধ্যানুযায়ী দান করা এবং পরিবারের লোকদের দিয়েই শুরু করা।

এর উদ্দেশ্য হলো, অল্প থাকা সত্ত্বেও সেখান থেকে কিছু দান করা। মানুষ নিজেকে গরিবই মনে করে ; তাই নিজের অল্প সম্পদ থেকেও সওয়াবের আশায়, সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের অপেক্ষায় তার সাথে সামান্য দান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

❖ সাধ্যানুযায়ী দান করার নির্দেশনা

- নিজের সাধ্য অনুযায়ী দান করা উচিত, যা নিজের ও পরিবারের প্রয়োজন পূরণ করার পর সম্ভব হয়
- দান প্রকাশ্যে করা ভালো, তবে গোপনে করা আরও উত্তম, যা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য বেশি কার্যকর
- এতিম, গরিব ও অসহায়দের টাকা, বস্ত্র বা খাবার দেওয়া।
- যে দানের সওয়াব মৃত্যুর পরও জারি থাকে, যেমন—মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল, পানির ব্যবস্থা করা, বৃক্ষরোপণ করা, বা ভালো ও নেক সন্তান রেখে যাওয়া।

-
- অর্থ-সম্পদ ছাড়াও দৈহিক শক্তি, জ্ঞান, শিল্পগুণ ইত্যাদি দিয়েও সৃষ্টিকুলের সেবা করা দানশীলতার অংশ।

১০. দান ও সাদকায় সওয়াব বৃদ্ধি হয়

সাদকার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা বান্দার সম্পদ বৃদ্ধি করেন, তা বাহ্যিকভাবে কম মনে হলেও আসলে সওয়াব বাড়ে এবং সম্পদ পবিত্র হয়। দান করলে সম্পদ কখনো কমে না, বরং এর প্রতিদান সাতশ গুণ বা তারও বেশি হতে পারে এবং এটি বিপদ দূর করে ও আত্মিক শান্তি এনে দেয়।

❖ দানের মাধ্যমে সওয়াব বৃদ্ধির কারণ

- **রিজিক বৃদ্ধি** : দান করলে সম্পদ কমে যাওয়ার পরিবর্তে বাড়ে। আল্লাহ তাআলা দাতার রিজিক বৃদ্ধি করে দেন এবং সম্পদে বরকত দান করেন, এই মর্মে কুরআনে প্রতিশ্রুতি রয়েছে।
- **সম্পদ পবিত্রকরন** : দান-সাদকা সম্পদকে পবিত্র করে, যা আত্মিক ও শারীরিক পরিশুদ্ধির মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।
- **আত্মিক উন্নয়ন** : দানশীলতা মানুষকে কৃপণতা থেকে বের করে এনে সাম্য ও একতার ভিত্তি রচনা করে। এটি আত্মিক উৎকর্ষ সাধনের একটি নিয়ামক শক্তি, যা মানসিক প্রশান্তি এনে দেয়।
- **আল্লাহর সন্তুষ্টি** : দাতা যদি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে দান করে, তবে তার জন্য বিশেষ পুরস্কারের সুসংবাদ রয়েছে।
- **পাপমোচন ও কাফফারা** : দান-সাদকা গুনাহের ক্ষমার কারণ হয় এবং পাপের কাফফারা হিসেবে কাজ করে।
- **কেয়ামতের দিনের নিরাপত্তা** : দান-সাদকা কেয়ামতের ভয়াবহ দিনে নিরাপত্তা প্রদান করে এবং বিচার দিবসে সুপারিশের মাধ্যম হতে পারে।

- **নিয়মিত সওয়াব লাভ:** যারা মসজিদ বা প্রতিষ্ঠানে এমন কিছু দান করেন যা দীর্ঘমেয়াদী কাজে লাগে (যেমন মাদ্রাসায় দান), যতক্ষণ সেই কাজ চলতে থাকে, ততক্ষণ দানকারীর আমলনামায় নেকি যোগ হতে থাকে।
- **সৎকাজের উৎস :** দান-সদকা সৎ কাজের বৃদ্ধিকারক হিসেবে কাজ করে এবং মানুষকে পাপমুক্ত করে জান্নাতের পথে পরিচালিত করে।

সাদকার মাধ্যমে সওয়াব বৃদ্ধির কারণ:

- **সম্পদ বৃদ্ধি ও পবিত্রতা :** সাদকা করলে সম্পদ কমে না, বরং আল্লাহ এতে বরকত দেন এবং সম্পদ পবিত্র করেন।
- **সাতশ গুণ পর্যন্ত প্রতিদান :** আল্লাহ তাআলা বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে দান করে, তাকে সাতশ গুণ পর্যন্ত প্রতিদান দেওয়া হতে পারে।
- **সাদকায়ে জারিয়ার সওয়াব :** মসজিদ, মাদরাসা বা টিউবওয়েল স্থাপনের মতো যে দানের কাজ অব্যাহত থাকে, তার সওয়াব দাতা মারা যাওয়ার পরও পেতে থাকে।
- **অন্যান্য ইবাদতের চেয়ে উত্তম :** যেমন, নামাজ ও রোজা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি দান-সাদকাও গুনাহ মাফ করে এবং জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচায়।
- **গোপন দানের মর্যাদা :** যদি গোপনে দান করা হয়, তবে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন আরশের ছায়া নিচে সাত শ্রেণির মানুষকে আশ্রয় দেবেন, যার মধ্যে গোপন দাতা একজন।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

وَإِنْ تَخْفَوْهَا وَتُوْتُوْهَا الْفَقْرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ

"

অর্থ : এ আয়াতাতংশে বলা হয়েছে প্রকাশ্যে দান করার চেয়ে গোপনে দান করা বেশি উত্তম ও কল্যাণকর।

- **আত্মিক প্রশান্তি** : দানের মাধ্যমে মানসিক প্রশান্তি লাভ হয় এবং এটি মানুষকে পাপমুক্ত করে জান্নাতের পথে নিয়ে যায়।

১১. দানের ১৭টি সহজ উপায় সাধ্যের মধ্যেই

দান-সাদকা উত্তম ইবাদত। দুনিয়ার কল্যাণ ও পরকালের মুক্তি দান-সাদকার বিকল্প নেই। হায়াত লাভ গোনাহ মাফের অন্যতম ইবাদত এটি। শান্তি ও কল্যাণকর যে কোনো কাজই হতে পারে সৃষ্টির জন্য অনন্য দান। চাইলেই যে কেউ সাধ্যের মধ্যে ১৭টি সহজ কাজের মাধ্যমে দানের সাওয়াব পেতে পারেন। উপায়গুলো হলো-

১. নিয়মিত সাদকার সাওয়াব পেতে চান? একটি জায়নামাজ কিনে মসজিদে রেখে দিন। মানুষ যতদিন এতে নামাজ আদায় করবে, আল্লাহর ইচ্ছায়, ততদিন আপনি সাওয়াব পেতে থাকবেন।

২. মসজিদে একটি কুরআন মাজিদের পাণ্ডুলিপি রেখে দিন। যখনই মসজিদে যাবেন, নিজে কুরআন মাজিদ পড়বেন, নিজে না পড়লেও যে কেউ তা পড়বে, তাতেও মিলবে সাদকায়ে জারিয়ার সাওয়াব।

৩. নিয়মিত সাওয়াব পেতে নিজেদের অব্যবহৃত পোশাক গরিব-অসহায়কে দিন।

৪. দানের সাওয়াব পেতে অনুতপ্ত হোন। অনুতপ্ত হতে নিজের ভুলে হিসাব রাখুন। নিজ ঘরে একটি মাটির ব্যাংক বা বক্স রাখুন। যখনই কোনো অন্যায বা ভুল হবে তখনই সাধ্য অনুযায়ী একটি পয়সা বা টাকা রাখুন। এভাবে একমাস যাবত টাকা জমা করুন। মাস শেষে তা গণনা করুন। গরিব দুঃখীর মাঝে সে অর্থ বিলিয়ে দিন। এতে এক দিকে নিজের গোনাহের হিসাব করে আল্লাহর কাছে অনুতপ্ত হোন। আর গোনাহের হিসাব অনুযায়ী গচ্ছিত টাকা দানের মাধ্যমে ভুলের পরিবর্তে ক্ষমা লাভের উত্তম পন্থাটি গ্রহণ করুন।

৫. আমলের বিনিময়ে সাদকার সওয়াব লাভের চেষ্টা করা যেতে পারে। তা এমন- সাধ্য অনুযায়ী কম-বেশি বাড়ির বাইরে রাস্তায় আসা-যাওয়ার পথে মানুষের দৃষ্টির মধ্যে পড়ে এমন স্থানে কাগজে বা কাঠের ওপর দোয়া, তাসবিহ ও জিকির লিখে টানিয়ে দিন। যারাই এ দোয়া, তাসবিহ ও জিকির পড়বেন, তাদের পড়ার সওয়াবও আপনার আমলনামায় যোগ হবে।

৬. হাত খরচের টাকা থেকে সাধ্য অনুযায়ী ইয়াতিমকে দান করুন।

৭. বাড়ির পাশে রাস্তা-ঘাট, কালভার্ট নির্মাণ কাজের শ্রমিককে ঠাণ্ডা পানীয় বা সাধ্য অনুযায়ী খাবার দিয়ে সহায়তা করুন। এ পানীয় ও খাবার দানে নিয়মিত সাদকার সওয়াব মিলবে।

৮. কোনো পাত্রের পানি পান করেছেন কিংবা কোনো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় পানি ব্যবহার করেছেন; এতে কিছু পানি রয়ে গেছে বা ব্যবহৃত পানি জমা রয়েছে। তা অযথা ফেলে না দিয়ে কোনো গাছ কিংবা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ব্যবহার করুন। আবার এ পানি যদি পরিবেশ বা কোনো প্রাণীর জন্য ক্ষতির কারণ হয় তবে তা নিরাপদ স্থানে ফেলে দিন। তাতেও মিলবে সাদকা বা দানের সওয়াব।

৯. মানুষের দুর্দিনে সাধ্য অনুযায়ী সাহায্য করার মাধ্যমেও পাওয়া যায় সাদকার সওয়াব। অর্থ সাহায্য করতে না পারলে পরামর্শ ও সময় ব্যয় করে পাশে দাড়াতেও মিলবে সাদকার সওয়াব।

১০. ভালো কাজের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ, উৎসাহ ও সহনুভূতিশীল হওয়ার মাধ্যমে পাওয়া যায় সাদকার সওয়াব। যে সওয়াব লাভে অর্থ খরচের প্রয়োজন নেই।

১১. অসুস্থ ব্যক্তির সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখাও মিলবে সাদকার সওয়াব। অসুস্থ কিংবা বিপর্যস্ত ব্যক্তি সুস্থ করে তুলতে তার সঙ্গে মৃদু হাসি, উত্তম আচরণ ও ভাব-বিনিময়েও রয়েছে সাদকার সওয়াব।

১২. অন্যকে ক্ষমা করার মধ্যেও রয়েছে সাদকার সওয়াব। তাই করো প্রতি মনে কষ্ট নিয়ে বা করো অন্যায় আচরণে ক্ষুদ্ধ হয়ে ঘুমাতে না যাওয়া। বরং ঘুমাতে যাওয়ার আগে অন্যায় বা জুলুমকারীকে ক্ষমা করার মাধ্যমেও পাওয়া সাদকা বা দানের সওয়াব।

১৩. দ্বীন ও ঈমানের আলোকিত শিক্ষায় সহযোগী হোন। ছোট কিংবা বড় একটি শব্দ বা আমল হলেও শিক্ষা দিন। সাধ্য অনুযায়ী দ্বীন শেখানোর কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ করুন। দ্বীন শেখার কাজে সময় দিলেও মিলবে নিয়মিত সাদকার সওয়াব।

দ্বীন ও ঈমানের এ শিক্ষা বা আমল যতদিন চলতে থাকবে তত ওই ব্যক্তি পেতে থাকবে সওয়াব আর সওয়াব। মৃত্যুর পরেও বন্ধ হবে না এ সওয়াব। কেননা প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম চলবে দ্বীন শিক্ষার এ আমল।

১৪. বাড়ির বা ঘরের আঙিনায়, জানালার পাশে কিংবা ঘরের চালে একাধিক পাত্রে কিছু পানি, ভালো কিংবা অব্যবহৃত খাদ্য বা দানাদার খাবার রেখে দিন। এটিকে নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত করুন। যাতে ভ্রম্যমান পাখি কিংবা গৃহপালিত পশু পাখি তা খেতে পারে। এ খাদ্য সেবায়ও রয়েছে সাদকার সওয়াব।

১৫. সামর্থ্য অনুযায়ী মসজিদ, মাদ্রাসা, হাসপাতাল, রাস্তা-ঘাট, কালভার্ট নির্মাণ, টিউবয়েল, কবরস্থান স্থাপন, ফলজ, বনজ ও ওষুধি গাছ লাগানো, পথচারীদের পানি পানের ব্যবস্থাসহ ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করা। এতেও মিলবে সাদকায়ে জারিয়ার সওয়াব। যতদিন এ সেবা চলমান থাকবে ততদিন মিলবে সওয়াব।

১৬. নিজ পরিবারের সন্তান কিংবা বংশের লোকদের উত্তম আচরণ শিক্ষা দিন। ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলুন। নীতি নৈতিকতা শিক্ষা দিন। সঠিক মানুষ হতে সাহায্য করুন। তা হবে ওই ব্যক্তির জন্য সাদকায়ে জারিয়া।

১৭. উল্লেখিত কাজগুলোসহ যেসব কাজে মানুষের কল্যাণ সাধিত হয়, তা সক্ষম মানুষের কাছে তুলে ধরুন। অন্যকে ভালো কাজে উৎসাহিত করুন। যারা কোনো ব্যক্তির উৎসাহ উদ্দীপনা নিজেদের ভালো কাজে নিয়োজিত করবে, জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করবে, তাও হবে সাদকায়ে জারিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং মুমিন মুসলমানের উচিত, সাধ্য অনুযায়ী সামর্থ্যের মধ্যে উল্লেখিত কাজগুলো নিয়মিত করে যাওয়া। অর্থ খরচ করা ছাড়াও সাদকায়ে জারিয়ার সওয়াব লাভের চেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত রাখা। সাদকা দানের সওয়াব ও ফজিলত লাভে অর্থই সব নয়, বরং নিজের

কল্যাণ মূলক অংশ গ্রহণও হতে পারে সাদকায়ে জারিয়ার আমলে সম্পৃক্ত থাকার অন্যতম মাধ্যম।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে সাধ্য অনুযায়ী, অর্থ দান, সময়, পরাশ ও সেবার মাধ্যমে সাদকা বা দানের সওয়াব লাভের তাওফিক দান করুন। সাদকায়ে জারিয়ার ভাগিদার হওয়ার তাওফিক দান করুন। পরকালে চিরস্থায়ী জান্নাত ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের তাওফিক দান করুন।

(আমিন

১২. সাদকার ১০টি ফায়দা

বিশিষ্ট ফকিহ আবুল লাইস আমার সামারকান্দি বলেন, কম হোক বা বেশি তোমাকে সাদকা করতেই হবে। কারণ, সাদকার মাঝে ১০টি প্রশংসনীয় ফায়দা রয়েছে। তন্মধ্যে পাঁচটি দুনিয়ার সাথে এবং বাকি পাঁচটি আখিরাতের সাথে সম্পৃক্ত।

❖ দুনিয়ার সাথে সম্পৃক্ত পাঁচটি ফায়দা হল

১. সাদাকার মাধ্যমে সম্পদ পবিত্র হয়। রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন-

إِنَّ هَذَا النَّيْعَ يَخْضُرُهُ الْخَلْفُ وَالْكَذِبُ، فَشَوُّوهُ بِالصَّدَقَةِ

অর্থ : " নিশ্চয়ই বেচাকেনার মধ্যে সম্পদ ও মিথ্যার মিশ্রণ হয়ে যায়। তাই তোমরা এক সাথে সাদাকার মিশ্রণ করো "।

২. এর মধ্যে দৈহিক পবিত্রতা রয়েছে। যেমন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

অর্থ : " তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করুন, এর মাধ্যমে তাদের আপনি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবেন "।

৩. সাদাকার মাধ্যমে বিপদ-আপদ ও রোগব্যাদি দূর হয়। রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন-

دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ

অর্থ : " তোমরা সাদাকার মাধ্যমে তোমাদের রোগীদের চিকিৎসা করো "।

৪. সাদাকার মাধ্যমে অসহায় মানুষের অন্তরে আনন্দের খোরাক তৈরি হয়। তাছাড়া মুমিনদের অন্তরে খুশি-আনন্দ জোগানো শ্রেষ্ঠ একটি আমল।

৫. এর মাধ্যমে সম্পদে বারাকাহ অর্জিত হয় এবং রিজিকে প্রশস্ততা আসে। যেমনটি আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন-

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ

অর্থ : " তোমরা যা কিছু ব্যয় করো, তিনি তার বিনিময় দেবেন "।

সাদকার পরকালীন পাঁচটি ফায়দা হল

১. হাশরের ময়দানের কঠোর উত্তাপে সাদকা ব্যক্তির জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করবে। হাশরের ময়দানে সূর্য এতটাই কাছে থাকবে যে তার এই প্রখর তাপে মানুষ অত্যন্ত কষ্ট পাবে, কারণ সেখানে আল্লাহর আরশের ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না। হাদিস অনুযায়ী, সাত ধরনের ব্যক্তি আল্লাহর আরশের ছায়া পাবে। এদের মধ্যে অন্যতম হল যে ব্যক্তি গোপনে দান করে, যা তার ডান হাত যা দান করে তা যেন বাম হাত জানতে না পারে।

২. এর মাধ্যমে হিসাব সহজ হবে কারণ এটি পাপ মোচন করে, চরিত্র পরিশুদ্ধ করে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে অনেক উপকার নিয়ে আসে, যার মধ্যে অন্যতম হলো হিসাব সহজ হওয়া।

৩. এটি আমলনামাকে ভারী করে দিবে। দান-সাদকার মাধ্যমে পাপের বোঝা হালকা হয় এবং গুনাহ মাফ হয়। যখন কেউ সাদকা করে, তখন আল্লাহ তার আমলনামা থেকে কিছু পাপ মুছে দেন, যা পরকালে তার হিসাবকে হালকা করে।

৪. সাদকা প্রদানকারী পুলসিরাত পার হতে সক্ষম হবে। ইসলামে পুলসিরাত হলো জান্নাতে যাওয়ার একটি সেতু, যা জাহান্নামের উপর দিয়ে স্থাপিত হবে। এই সেতু পার হতে ঈমান ও নেক আমল প্রয়োজন। সাদকা বা দান করা নেক আমলের অন্তর্ভুক্ত, যা মানুষকে এই কঠিন পথ পার হতে সাহায্য করতে পারে।

হাদিসে বর্ণিত আছে যে, ঈমানদারদের সামনে ও ডান পাশে আলো থাকবে, যা তাদের পুলসিরাত পার হতে সাহায্য করবে। সাদকা করার মাধ্যমেও পরকালে আলো প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে।

৫. সাদকার মাধ্যমে জান্নাতে মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। সাদকা গুনাহ মাফ করে, জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচায়, এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের একটি অন্যতম উপায়। এর মাধ্যমে দাতার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং কেয়ামতের দিন বিশেষভাবে পুরস্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

সাদকা প্রদানের মধ্যে যদি কেবল অসহায় মানুষের দুআ ও খুশি-আনন্দ ছাড়া অন্য কোন ফায়দা নাও থাকত, তবুও একজন বিবেকবান ব্যক্তির পক্ষে সাদকা করা এবং এর প্রতি উৎসাহ দেওয়া আবশ্যিক ছিল। যেহেতু সাদাকার মাঝে রয়েছে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও সালিহিনের অনুসরণ -এমনকি তাদের ইচ্ছা ও আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুই ছিল সাদাকা, সেহেতু সাদাকার প্রতি আমাদের কতটা উৎসাহী হওয়া প্রয়োজন।

১৩. দান সম্পদকে বৃদ্ধি করে

দান সম্পদকে বৃদ্ধি করে, কারণ এটি কেবল সম্পদ হ্রাস করে না, বরং বরকত ও প্রতিদান বয়ে আনে যা সম্পদকে বাড়িয়ে তোলে। দানের মাধ্যমে বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এবং সম্পদ বৃদ্ধি পায়, যা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের একটি উপায়। আমরা যদি সমাজের দানশীলদের প্রতি তাকাই, তখন আমাদেরকে স্বীকার করতেই হবে- দান করে কেউ দরিদ্র হয় না। দান করলে ধন কমে না, বরং বাড়ে। বিষয়টি আপাতদৃষ্টিতে স্বাভাবিকতাবিরোধী। কিন্তু এ স্বাভাবিকতাবিরোধী বিষয়টিই বাস্তব। পবিত্র কুরআন এ স্বাভাবিকতাবিরোধী বিষয়টির প্রতিই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে এ বলে -

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

অর্থ : শয়তান তোমাদেরকে দরিদ্রতার ভয় দেখায় ও কৃপণতার আদেশ করে। আর আল্লাহ তোমাদেরকে তার পক্ষ থেকে ক্ষমা ও দয়ার কথা দিচ্ছেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।
(সূরা বাকারা- ২ : ২৬৮)

আয়াতের মর্মে কোনো অস্পষ্টতা নেই। মানুষ যখন দান করতে চায়, শয়তান তখন তাকে অভাবের ভয় দেখায়। নিজের ভবিষ্যৎ, সন্তানের ভবিষ্যৎ ইত্যাদি নানা বিষয় সামনে তুলে ধরে তাকে দান থেকে বিরত রাখতে চায়। দান করলে নিজের সম্পদ চলে যাবে অন্যর হাতে, এতে সম্পদ যাবে কমে- এসব তো স্বাভাবিক কথাই। স্বাভাবিকতার এ ফাঁদ পেতেই শয়তান মানুষকে দানের অব্যবহিত সওয়াব থেকে বঞ্চিত রাখার চেষ্টা। কিন্তু আল্লাহ দয়াময় আমাদেরকে শয়তানের এ ফাঁদের কথা জানিয়ে দিচ্ছেন, এর পাশাপাশি নিজে দয়া করা প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছেন। আল্লাহ যদি কাউকে দয়া করেন, তার আর ভয় কিসের! এ দয়ার প্রতি যার আস্থা অটুট, তার আবার কিসের দরিদ্রতা, কিসের অভাব! আল্লাহ তা'আলা যে দানশীলদের দয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, বিষয়টি এখানেই শেষ নয়; তিনি এরপর ঘোষণা করছেন- আল্লাহ প্রাচুর্যময়। কোন কিছুই তার নেই। তিনি সর্বজ্ঞ। জগতের সবই তাঁর জানা। কোনো কিছুই তাঁর অজানা নয়, তাঁর থেকে গোপন নয়। যাকে তিনি চান তাকে তিনি দেবেন। তার দেয়ার হাত সদা প্রসারিত। তার দেয়া বড়ই অকৃপণ। তার প্রাচুর্যেও কোথাও

কোনো ঘাটতি নেই। তাঁর ইলম ও জ্ঞান, তাঁর কুদরত ও ক্ষমতা- সবই অসীম। ফুরিয়ে যাবার ভয় নেই কোন কিছুতেই। এমন সর্বব্যাপী ক্ষমতার অধিকারী যিনি, তিনি কথা দিচ্ছেন নিজের কষ্টার্জিত সম্পদ কেউ কাউকে দান করলে তাকে তিনি দুটি পুরস্কার দেবেন :

১. পরকালে তাকে ক্ষমা করবেন।

২. দুনিয়াতে তার প্রতি দয়া করবেন অর্থাৎ তার সম্পদ আরো বাড়িয়ে দেবেন।

কিয়ামতের দিন যে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দেয়া ছাড়া কেউ এক পাও এদিক ওদিক যেতে পারবে না, তার মধ্যে দু'টি প্রশ্নই হবে সম্পদ সম্পর্কে। কীভাবে সম্পদ উপার্জন করেছো? এবং কোন পথে ব্যয় করেছো? নিঃসন্দেহে ধন-সম্পদ নিজের ও পরিবারের ভরণ-পোষণের ক্ষেত্রে ব্যয় করার অনুমতি ইসলামে আছে এবং সন্তানদের জন্য সঞ্চিত করে রাখা ও পাপের কিছু নয়। কিন্তু পাপ ও অন্যায় হচ্ছে, সম্পদে গরীব-দুঃখীদের যে হক রয়েছে তা আদায় না করা। আল্লাহ বলেন-

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّغْلُومٌ لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

অর্থ : এবং তাদের সম্পদে নির্দিষ্ট হক রয়েছে। ভিক্ষুক এবং বঞ্চিত (যারা অভাবী কিন্তু লজ্জায় কারো কাছে হাত পাতে না তাদের) সবার হক রয়েছে।

(সূরা মাআরিজ : ২৪-২৫)

অধিকাংশ মানুষের অবস্থা হয়, তারা দান সাদকা করতে চায় না। মনে করে, এতে তার সম্পদ কমে যাবে। তাই সব সময়ই সম্পদ জমা করে রাখার ফিকির করে, এমনকি অনেক সময় নিজের প্রয়োজনেও খরচ করতে চায় না। অথচ হাদিসে এসেছে, হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

يقول العبد مالي، مالي، إنما له من ماله ثلاث ما اكل فاقى او لبس قاتلى او اعطى دافني، وما سوى ذلك فهر ذاهب، وتاركة الناس

অর্থ : মানুষ বলে আমার সম্পদ, আমার সম্পদ, অথচ তিনটি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সম্পদই শুধু তার। যা সে খেয়ে শেষ করেছে, যা সে পরিধান করে নষ্ট করেছে, যা দান করে নিজের জন্য সঞ্চয় করেছে। এগুলো ছাড়া সবই শেষ হয়ে যাবে এবং অন্যদের জন্য ছেড়ে যাবে।

(সহী মুসলিম : ২৯৫৯)

এই হাদিস থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, তৃতীয় প্রকার সম্পদটাই কেবল আমাদের কাজে লাগছে। এ ছাড়া বাকিগুলো তেমন কাজে লাগছে না।

❖ দানের মাধ্যমে সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ

- বরকত লাভ : দান করলে সম্পদ কমে না, বরং তাতে বরকত হয় এবং তা বৃদ্ধি পায়।
- বিপদ থেকে রক্ষা : দান বিপদমুক্তির একটি উপায়। হাদিসে বলা হয়েছে, "সাদকা বাল্লা-মুসিবতকে প্রতিহত করে"।
- আল্লাহর প্রতিদান : আল্লাহ তা'আলা দানের বিনিময়ে এর চেয়ে উত্তম প্রতিদান দেন এবং এতে বরকত দান করেন।
- সম্মান বৃদ্ধি : দান করলে মানুষের সম্মান বৃদ্ধি পায়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "কেউ যদি আল্লাহর জন্য বিনয় প্রকাশ করে, আল্লাহ তাকে মানুষের কাছে বড় করে তোলেন"।
- অফুরন্ত প্রতিদান : দান করলে শুধু দুনিয়াতেই নয়, পরকালেও এর প্রতিদান পাওয়া যায়।

১৪. দান-সাদকার হাত হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ হাত

দান-সাদকার হাত হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ হাত"—এই উক্তিটি ইসলামে দান ও সাদকার গুরুত্ব তুলে ধরে, কারণ দান করা হলো "ওপরের হাত" যা গ্রহণকারীর "নিচের হাত" থেকে উত্তম। এর মানে হলো, যে ব্যক্তি দান করে সে গ্রহণকারীর চেয়ে বেশি সম্মানিত ও ফযিলতপূর্ণ। দান-সাদকা বিপদাপদ দূর করে, মনে শান্তি এনে দেয় এবং সম্পদ বাড়ায়, তাই একে ইসলামে সর্বশ্রেষ্ঠ কাজগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে গণ্য করা হয়। নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

- **মর্যাদা:** 'ওপরের হাত' (দাতা) 'নিচের হাত' (গ্রহীতা) অপেক্ষা উত্তম, যা দাতার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে।
- **ফজিলত:** দান-সাদকা করলে মনে শান্তি আসে, এটি বিপদ ও অপমৃত্যু থেকে রক্ষা করে এবং গুনাহ মাফ করে, যেমন পানি আগুন নিভিয়ে দেয়।
- **সম্পদ বৃদ্ধি:** দান করলে সম্পদ কমে না, বরং বরকত হয় ও বৃদ্ধি পায়।
- **আল্লাহর নৈকট্য:** দান-সাদকা আল্লাহর নৈকট্য লাভের একটি মাধ্যম।
- **আল্লাহর সন্তুষ্টি:** দান ও সাদকা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের অন্যতম প্রধান উপায়।
- **গুনাহ মাফ:** এটি গুনাহ মাফ করতে সাহায্য করে, ঠিক যেমন পানি আগুন নিভিয়ে দেয়।
- **অপমান থেকে রক্ষা:** দান-সাদকা বিপদ ও অপমৃত্যু থেকে রক্ষা করে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচায়।
- **সম্পদ বৃদ্ধি:** দান করলে সম্পদ কমে না, বরং বাড়ে।
- **ফেরেশতাদের দোয়া:** যে ব্যক্তি দান করে, ফেরেশতারা তার জন্য দোয়া করেন।

- কিয়ামতের দিনে ছায়া: দান-সাদকা কিয়ামতের দিনে আল্লাহর ছায়া হিসেবে উপস্থিত হবে।

১৫. সাতটি কারণে সাদকা বড়ো হয়

কথিত আছে, সাতটি কারণে সাদকা বড়ো হয় এবং এর প্রতিদান বৃদ্ধি পায়।

১. হালাল সম্পদ থেকে সাদকা করা। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

অর্থ : তোমরা স্বীয় উপার্জিত উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করো।

২. যথাসাধ্য অল্প সম্পদ থেকে সাদকা করা।

৩. ছুটে যাওয়ার আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি সাদকা করা।

৪. কার্পণ্যের মিশ্রণ যেন না ঘটে, তাই পরিচ্ছন্নতার সাথে দান করা। অর্থাৎ নিজের উৎকৃষ্ট সম্পদ থেকে দান করা। নিকৃষ্ট সম্পদ থেকে নয়। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেন -

وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

অর্থ : আর তা থেকে নিকৃষ্ট জিনিস ব্যয় করতে মনস্থ করো না। কেননা, তা তোমরা কখনো গ্রহণ করবে না, তবে যদি তোমরা চোখ বন্ধ করে নিয়ে নাও। জেনে রেখো, আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।

অর্থাৎ তোমরা নিজেরাও তা গ্রহণ করবে না। যদি অন্যের কাছে তোমাদের নিজেদের নিকৃষ্ট সম্পদ ঋণ হিসেবে থেকে থাকে, তবে একান্ত সহজতা অবলম্বন করা ছাড়া তোমরা নিজেরাও তা গ্রহণ করবে না।

৫. লৌকিকতার ভয়ে গোপনে সাদকা করা।

৬. প্রতিদান বিনষ্ট হওয়ার আশায় খোটা দেওয়া থেকে দূরে থাকা।

৭. গুনাহ হওয়ার আশঙ্কায় সাদকা গ্রহণকারীকে কষ্ট না দেওয়া। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেছেন -

لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى

অর্থ : তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান সাদকা বরবাদ করো না।

১৬. দান-সাদকা করলে যে ৮টি উপকার পাওয়া যায়

দান করার দুটি দিক রয়েছে একটি পাপের ও অপরটি পুণ্যের। একটি কল্যাণের ও অপরটি অকল্যাণের। একটির মাধ্যমে মানবকল্যাণ, সমাজকল্যাণ ও সৃষ্টিকল্যাণ হয়ে থাকে। আর অপরটির মাধ্যমে অকল্যাণ হয়ে থাকে। কেবল সেই দান উপকারী হয় ও পুণ্য নিয়ে আসে যা আল্লাহর পথে প্রদান করা হয়, কল্যাণের পথে ব্যয় করা হয় ও পুণ্যের পথে প্রদত্ত হয়। পক্ষান্তরে পাপের পথে দান করা হলে তা উপকারের পরিবর্তে অপকার বয়ে আনে।

দানকৃত অর্থ অনর্থ সৃষ্টিতে সহায়ক হয়। তাই শিরোনামের দান দ্বারা আল্লাহর পথে, পুণ্যের পথে ও কল্যাণের পথের দানই উদ্দেশ্য। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমরা শরিয়ত সমর্থিত দান সম্পর্কে কুরআন-হাদিসের নিরিখে আলোকপাত করছি; যেন কল্যাণকর খাতে দান করার মাধ্যমে ইহকাল ও পরকালে উপকৃত হওয়া যায়। নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

১. রিজিক বৃদ্ধির কারণ

আল্লাহর পথে দান করা দাতার রিজিক বৃদ্ধির কারণ। যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে প্রচুর প্রতিদান প্রদান করেন। তার রিজিক বৃদ্ধি করে দেন।

সম্পদে ভরপুর বরকত দান করেন। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে এসেছে -

‘ আমার পালনকর্তা তার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা রিজিক বাড়িয়ে দেন এবং সীমিত পরিমাণে দেন। তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, তিনি তদস্থলে বিনিময় প্রদান করেন। তিনি উত্তম রিজিক দাতা ‘।

(সুরা সাবা, আয়াত : ৩৯)

মহান আল্লাহ দান সাদকাকে বর্ধন করার স্পষ্ট ঘোষণা আল কুরআনে প্রদান করে বলেছেন-
‘ আল্লাহ তাআলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান সাদকাকে বর্ধিত করেন ‘।

(সুরা বাকারা, আয়াত : ২৭৬)

কোন ব্যক্তিকে ধার দেওয়া হলে সেই ব্যক্তি অনুরূপ বস্তু ফিরিয়ে দেয়। অনেক সময় ফিরিয়ে দিতে তালবাহানা ও কালক্ষেপণ করে। কিন্তু আল্লাহ তাআলাকে ধার দেওয়া হলে অর্থাৎ তার পথে ব্যয় করা হলে তিনি দাতাকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেন। তার সম্পদ বিপুল পরিমাণে বর্ধিত করে ইহকাল বা পরকালে ফিরিয়ে দেন। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে -

‘ এমন কে আছে যে, আল্লাহকে করজ দেবে, উত্তম করজ; অতঃপর আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ-বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেবেন। আল্লাহই সংকোচিত করেন এবং তিনিই প্রশস্ততা দান করেন। আর তারই নিকট তোমরা সবাই ফিরে যাবে ‘।

(সুরা বাকারা, আয়াত: ২৪৫)

২. সম্পদ বৃদ্ধির কারণ

দান করার মাধ্যমে লোভ-লালসা ও কার্পণ্য হতে আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জন হবার সঙ্গে সঙ্গে আপন সম্পদে বরকত অর্জিত হয়। মহান আল্লাহ বলেন-

‘ তাদের মালামাল থেকে যাকাত গ্রহণ কর যাতে তুমি তাদেরকে পবিত্র করতে পার এবং সেগুলোকে বরকতময় করতে পার এর মাধ্যমে। আর তুমি তাদের জন্য দোয়া কর, নিঃসন্দেহে তোমার দোয়া তাদের জন্য সান্ত্বনা স্বরূপ। বস্তুতঃ আল্লাহ সবকিছুই শোনেন, জানেন ‘।

(সুরা তওবা, আয়াত : ১০৩)

দান করার মাধ্যমে সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয়টি বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসের মাধ্যমেও প্রমাণিত। 'হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

‘ প্রত্যেক বান্দা যখন সকালে ওঠে তখন দু’জন ফেরেশতা অবতীর্ণ হন। তাদের একজন বলেন, 'হে আল্লাহ! দাতার সম্পদ আরো বাড়িয়ে দিন' এবং দ্বিতীয়জন বলেন, 'হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস করে দিন! ‘

(সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২২২৬)

৩. বিপদ হতে মুক্তি

মানুষের অন্যায, অনাচার ও পাপাচারের কারণে আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট হন! আর পরাক্রমশালী আল্লাহর অসন্তুষ্টি হতে নিকৃতি পাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। রাজাধিরাজ আল্লাহর অসন্তোষ মহাবিপদ তুল্য। তাছাড়া প্রতিদিন আমরা বিভিন্ন দুর্ঘটনা প্রত্যক্ষ করি, দুঃসংবাদ শুনে থাকি ও বিপদাপদের শিকার হই! কেউ অগ্নিকাণ্ডের শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করে! বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে কারো মৃত্যু হয় বা ট্রেন, বাস কিংবা ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে কেউ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে! এ রকম বিভিন্ন ঘটনা দুর্ঘটনার শিকার হয়ে মানুষ মৃত্যুবরণ করছে প্রতিনিয়ত! আল্লাহর অসন্তুষ্টি, বিপদাপদ ও মন্দ মৃত্যু হতে পরিত্রাণ পাওয়ার কার্যকর উপায় হলো সুমহান আল্লাহর পথে দান করা। দান সাদকার মাধ্যমে বিপদাপদ ও বালা-মুসিবত দূর হয়। সঙ্গে সঙ্গে অকালমৃত্যুও রোধ হয়। 'হযরত আনাস ইবনু মালিক রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

‘ দান - সাদকা আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টি কমিয়ে দেয় এবং মন্দ মৃত্যু রোধ করে ‘।

(সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ৬৬৪)

৪. দাতার হাত উত্তম

দান করা ও গ্রহণ করা দুটি হাতের মাধ্যমে নিষ্পন্ন হয়। একটি দাতার হাত ও অপরটি গ্রহীতার হাত। দান করা প্রশংসনীয় এবং গ্রহণ করা অবাঞ্ছনীয়। তাই যথাসাধ্য দান করায় মনোযোগী হতে হবে এবং অন্যদের কাছ থেকে গ্রহণ করায় পিছিয়ে থাকার চেষ্টা করতে হবে। হাদিস শরিফে দাতার হাতকে গ্রহীতার হাত অপেক্ষা উত্তম বলে আখ্যায়িত করা

হয়েছে। যারা মানুষের দান-অনুদানের প্রতীক্ষা না করে স্বাবলম্বী হবার চেষ্টা করে প্রতিপালক আল্লাহ তাদেরকে স্বাবলম্বী করে দেন। তাই অন্যের দিকে তাকিয়ে না থেকে এবং ভিক্ষার হাত সম্প্রসারিত না করে কাজে নিমগ্ন হয়ে আত্মনির্ভরশীল হবার প্রয়াস চালাতে হবে। এতে মহান আল্লাহ স্বাবলম্বী করে দেবেন। হযরত হাকিম ইবনু হিয়াম রা. বলেন, মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

‘ উপরের হাত নিচের হাত অপেক্ষা উত্তম। প্রথমে তাদেরকে দেবে যাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তুমি বহন কর। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ হতে দান করা উত্তম। যে ব্যক্তি (পাপ ও ভিক্ষা করা হতে) পবিত্র থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখেন এবং যে পরমুখাপেক্ষিতা হতে বেঁচে থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে স্বাবলম্বী করে দেন ‘।
(সহিহ বুখারি, হাদিস ১৪২৭)

উল্লিখিত হাদিসে উপরের হাত দ্বারা দাতার হাত এবং নিজের হাত দ্বারা গ্রহীতার হাত উদ্দেশ্য।

৫. দানে পাপমোচন হয়

প্রাত্যহিক জীবনে আমাদের অন্যায়-অপরাধ, ভুল-ভ্রান্তি ও পাপ-পঙ্কিলতা হয়েই যায়। এসব পাপের ক্ষতি ও পরিণতি হতে নিষ্কৃতি পাওয়ার এবং সর্বপ্রকার গুনাহ খাতা মোচন করার অন্যতম উপায় হলো আল্লাহর পথে দান করা। আল্লাহর পথে দান করা হলে অন্যায়-অপরাধ ও পাপ-পঙ্কিলতা মোচন হয়ে যায় এবং রকমারি অনাচার ও দুরাচার ক্ষমা করে দেওয়া হয়। মহান আল্লাহ বলেন-

‘ যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান - সাদকা কর, তবে তা কতইনা উত্তম। আর যদি গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তদের দিয়ে দাও, তবে তা তোমাদের জন্যে আরও উত্তম ‘।
আল্লাহ তাআলা তোমাদের কিছু গুনাহ দূর করে দেবেন। আল্লাহ তোমাদের কাজ কর্মের খুব খবর রাখেন।
(সূরা বাকারা, আয়াত : ২৭১)

দান সাদকার মাধ্যমে পাপমোচন হওয়ার বিষয়টি হাদিসের মাধ্যমেও প্রমাণিত। হযরত আনাস রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

‘ হিংসা বা পরশ্রীকাতরতা নেক আমলসমূহ খেয়ে ফেলে, যেমন আগুন জ্বালানী কাঠ খেয়ে ফেলে। দান - সাদকা গুনাহসমূহ বিলীন করে দেয় যেমন পানি আগুনকে নির্বাপিত করে দেয় ‘।

(সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৪২১০)

৬. প্রতিদান সাতশত গুণ

দান করার বহুবিধ ইহলৌকিক উপকারিতার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে পারলৌকিক অশেষ উপকারিতা। আল্লাহর পথে এক টাকা দান করা হলে সাতশত টাকা দান করার সওয়াব পাওয়া যায়।

এমনকি আরো বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি কুরআন-হাদিসে উচ্চারিত হয়েছে। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন -

‘ যারা আল্লাহর পথে স্বীয় ধন সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি বীজের মত, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শীষে একশ করে দানা থাকে। আল্লাহ অতি দানশীল, সর্বজ্ঞ ‘।

(সূরা বাকারা, আয়াত : ২৬১)

হাদিস শরিফেও এ বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। 'হযরত খুরাইম ইবনু ফাতিক রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

‘ যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় কোন কিছু দান করবে, তার জন্য সাতশত গুণ সওয়াব লেখা হবে ‘।

(সুনানে নাসায়ি, হাদিস : ৩১৮৬)

এই প্রতিদান সাতশত গুণ অপেক্ষা আরও বেশি হতে পারে।

একটি হাদিসে হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- যে লোক তার হালাল ও পবিত্র উপার্জন থেকে একটি খেজুর পরিমাণও দান করে, আল্লাহ তা তার দান হাত দ্বারা কবুল করেন। আর পবিত্র ও হালাল বস্তু ব্যতীত আল্লাহর দিকে কোন কিছু আগে গিয়ে পৌঁছে না। তারপর এটি তার মালিকের জন্য লালন-পালন ও

পরিচর্যা করতে থাকে, তোমরা যেমন ঘোড়ার বাচ্চাকে লালন-পালন করতে থাক। অবশেষে তা পর্বতের মত বিরাট আকার ধারণ করে।'
(সহিহ বুখারি, হাদিস : ৭৪৩০)

৭. দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি এনে দেয়

সাদকা মানুষকে দুনিয়ার অস্থিরতা ও আখিরাতে ভয় থেকে মুক্তি দেয়।
পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

‘ যারা আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তাদের জন্য ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না ‘।
(সূরা আল-বাকারা, ২:২৬২)

৮.	আল্লাহর	ছায়ায়	আশ্রয়	লাভ
----	---------	---------	--------	-----

দানকারী ব্যক্তি সবচেয়ে বড় যে পুরস্কার পাবে তা হলো আল্লাহ তাআলার ছায়াতলে অবস্থান করার সুযোগ। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর পথে দান করে আল্লাহ তাআলা এমন দিনে আপন ছায়া তলে তাকে আশ্রয় দান করবেন যেদিন তার ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া থাকবে না।
হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

‘ যে দিন আল্লাহর আরাশের ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না, সে দিন আল্লাহ তাআলা সাত প্রকার মানুষকে সে ছায়ায় আশ্রয় দান করবেন।
যে ব্যক্তি গোপনে এমনভাবে দান করে যে, তার ডান হাত যা দান করে বাম হাত তা জানতে পারে না ‘।
(সহিহ বুখারি, হাদিস : ১৪২৩)

অপর একটি হাদিসে এ ব্যাপারে এসেছে-

হযরত উকবা ইবনু আমের রা. বলেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

‘ দান অবশ্যই কবরবাসীর কবরের উত্তাপ ঠান্ডা করে দেবে এবং মুমিন ব্যক্তি কেয়ামতে তার ছায়াতে অবস্থান করবে ‘।

(শুআবুল ঈমান-বায়হাকি, হাদিস : ৩৩৪৭)

১৭. দান-সাদকার যেসব প্রতিদান আল্লাহ দুনিয়াতেই দিয়ে দেন

দান-সাদকা বড় ফজিলতপূর্ণ ইবাদত। এর অসংখ্য পুরস্কারের কথা বর্ণিত হয়েছে কোরআন-হাদিসে। দান-সাদকার প্রতিফল শুধু আখেরাতের জন্য সীমাবদ্ধ নয়, দুনিয়াতেও রয়েছে এর নানাবিধ উপকার। নিচে দান-সাদকার পার্থিব উপকারিতাগুলো তুলে ধরা হলো :

● রিজিক বৃদ্ধি

দান-সাদকা সম্পদ বৃদ্ধি করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তোমরা যারা আল্লাহর রাস্তায় দান করবে তার প্রতিদান তোমাদেরকে পুরাপুরি দেওয়া হবে"।

(সূরা আনফাল : ৬০)।

● আল্লাহ বিপদাপদ দূর করে দেন

হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন- “তোমরা অধিক হারে সাদকা করো। কেননা বালা-মুসিবত সাদকাকে অতিক্রম করতে পারে না “। (বায়হাকি: ৮০৮৩)

● সম্পদ দান করেন

সাদকার বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা এর চেয়ে অধিক ও উত্তম জিনিস দান করেন। পবিত্র কোরআনে এসেছে - “ আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান-খয়রাত বর্ধিত করেন। আল্লাহ পছন্দ করেন না কোনো অবিশ্বাসী পাপীকে “। (সূরা বাকারা: ২৭৬)। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স.) বলেছেন - মহান আল্লাহ বলেন - ‘তুমি ব্যয় করো, হে আদম সন্তান! আমিও তোমার জন্য ব্যয় করব।’ (বুখারি: ৫৩৫২)

সম্পদের অপরিণতা দূর হয়

সম্পদ উপার্জন করতে গিয়ে অনেক সময় অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভুলভ্রান্তি হয়ে যায়। সাদকার মাধ্যমে এই ভুলভ্রান্তি মোচন করা হয়। কায়িস ইবনে আবু গারাজাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (স.)-এর যুগে আমাদের (ব্যবসায়ীদের) সামাসিরাহ (দালাল সম্প্রদায়) বলা হত। একদা রাসুল (স.) আমাদের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় আমাদের এই নামের চেয়ে অধিক সুন্দর নাম দিলেন। তিনি বলেন, ‘হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়! ব্যবসায়িক কাজে বেহুদা কথাবার্তা এবং অপ্রয়োজনীয় শপথ হয়ে থাকে। সুতরাং তোমরা ব্যবসার পাশাপাশি সাদকা করে তাকে ত্রুটিমুক্ত করো।’ (আবু দাউদ: ৩৩২৬)

● আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা

দরিদ্রকে দান করলে শুধু দানের সওয়াব মেলে, কিন্তু আত্মীয়কে দান করলে দানের সওয়াবের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার সওয়াবও পাওয়া যায়।

● ভয়ভীতি থেকে নিরাপত্তা লাভ

সাদকার বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা সাদকাকারীকে নানারকম ভয়ভীতি থেকেও নিরাপদ রাখেন। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (স.)-এর সময় একবার সূর্যগ্রহণ হলো। তখন রাসুল (স.) লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। অতঃপর তিনি লোকজনের উদ্দেশে খুতবা দান করেন। প্রথমে তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করেন। অতঃপর তিনি বলেন, ‘সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনগুলোর মধ্যে দুটি নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হয় না। কাজেই যখন তোমরা তা দেখবে তখন তোমরা আল্লাহর কাছে দুয়া করবে। তাঁর মহত্ত্ব ঘোষণা করবে এবং সালাত আদায় করবে ও সাদকা প্রদান করবে।’ (বুখারি: ১০৪৪)

ফেরেশতারা দান-সাদকাকারীর জন্য দোয়া করেন

দান-সাদকাকারীর জন্য প্রতিদিন ফেরেশতারা বরকতের দোয়া করে থাকেন। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (স.) বলেছেন, প্রত্যেক বান্দা যখন সকালে ওঠে, দুজন ফেরেশতা

অবতীর্ণ হন। তাঁদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! খরচকারীর ধন আরও বাড়িয়ে দিন এবং দ্বিতীয়জন বলেন, হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস করে দিন। (মুসলিম: ২২২৬)

● অপমৃত্যু রোধ হয়

দান-সাদকা ব্যক্তিকে অপমৃত্যু থেকে রক্ষা করে। দান করলে বালা মুসিবত, অ্যাক্সিডেন্ট, পেরেশানি, দুর্ঘটনা, অসুস্থতা দূর হয়ে যায়। হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই সাদকা অপমৃত্যু রোধ করে।’ (তিরমিজি: ৬৬৪; ইবনে হিব্বান: ৩৩০৯)। অপমৃত্যু বলতে ওইসব মৃত্যুকে বোঝানো হয়েছে যা থেকে স্বয়ং নবীজি (সা.) পানাহ চেয়েছেন। যেমন পানিতে পড়ে, আগুনে পুড়ে, ওপর থেকে পতিত হয়ে, যুদ্ধ থেকে পলায়নরত অবস্থায় এবং এ ধরনের যেকোনো কারণে মৃত্যুবরণ করা। হঠাৎ মৃত্যুকেও কেউ কেউ অপমৃত্যু বলেছেন।’ (মেরকাত: ৪/১৩৪১)

● ক্ষমা লাভ হয় ও আল্লাহর ক্রোধ প্রশমিত হয়

বান্দা গুনাহে লিপ্ত হলে পরাক্রমশালী আল্লাহ ক্রোধান্বিত হন। গুনাহ করার পর গুনাহগার ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় দান-সাদকা করলে আল্লাহর ক্রোধ প্রশমিত হয়ে যায় এবং ক্ষমা লাভের পথ সুগম হয়। হজরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই সাদকা আল্লাহর ক্রোধকে প্রশমিত করে।’ (তিরমিজি: ৬৬৪; ইবনে হিব্বান: ৩৩০৯)

● রোগ নিরাময়ের মাধ্যম

দান-সাদকা রোগ-নিরাময়েরও একটি কারণ। হজরত আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, তোমরা তোমাদের মধ্যকার অসুস্থ ব্যক্তিদের দানের মাধ্যমে চিকিৎসা কর। (বায়হাকি: ৬৫৯৩)

● হায়াত বৃদ্ধি

দান করলে আল্লাহ তাআলা দানকারীর হায়াত বাড়িয়ে দেন। হজরত আমর ইবনে আওফ (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, মুসলমান ব্যক্তির সাদকা তার হায়াত বৃদ্ধি করে। (তাবারানি: ৩১)

হায়াত বৃদ্ধি সম্পর্কে ইমাম নববি (রহ) বলেন, আল্লাহ হায়াতের মধ্যে বরকত দান করবেন, ফলে অল্প সময়েও অধিক ইবাদত-বন্দেগি করার তাওফিক লাভ হবে। আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে বেশি বেশি দান করার এবং দানের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতে প্রভূত কল্যাণ লাভের তাওফিক দান করুন। আমিন।

● জাহান্নাম থেকে মুক্তি

রাসুল (সা.) বলেছেন- "খেজুরের একটি টুকরা দান করে হলেও তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার চেষ্টা করো"।

● কিয়ামতের দিন পুরস্কার

কিয়ামতের দিন যখন আরশের ছায়া ছাড়া কোনো ছায়া থাকবে না, তখন আল্লাহ সাত ধরনের মানুষকে তাঁর আরশের নিচে ছায়া দেবেন। গোপন দান করা এমনই একটি কাজ, যা এই বিশেষ পুরস্কারের যোগ্য করে তোলে।

● মর্যাদা বৃদ্ধি

দান-সাদকা দাতার দুনিয়া ও পরকালের জীবনকে সম্মান ও গৌরবে ভরিয়ে তোলে। সাদকা কখনও সম্পদ কমায় না, বরং আল্লাহ তা'আলা এর মাধ্যমে বান্দার সম্মান বৃদ্ধি করেন।

● আল্লাহর সন্তুষ্টি

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সাদাকা করা একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত।

- খারাপ মৃত্যু থেকে রক্ষা

সাদকা খারাপ মৃত্যু থেকে রক্ষা করে এবং জীবনের শেষ সময়কে ভালো করে তোলে।

- কষ্টের সওয়াব

শীতের দিনে কষ্ট করে ভালোভাবে অজু করলে এবং তারপর সাদকা করলে আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।

- শান্তি ও সমৃদ্ধি

যারা তাদের সম্পদ আল্লাহর পথে খরচ করে, তারা দুনিয়াতে প্রশান্তি লাভ করে এবং সমৃদ্ধিশালী হয়।

- অন্যান্য উপকারিতা

মসজিদ নির্মাণ, গাছ লাগানো, কূপ খনন করা বা দ্বীনি জ্ঞান বিতরণ করাও বড় সদকা, যা দুনিয়াতে বিশেষ উপকার বয়ে আনে।

- আখিরাতের জন্য সওয়াব

এই দুনিয়ার উপকারিতাসমূহ ছাড়াও, দান-সদকা আখেরাতের জন্য একটি বিশাল সঞ্চয় হিসেবে কাজ করে এবং অনেক গুণ বেশি পুরস্কার নিয়ে আসে।

ইসলামে সাদকার মাধ্যমে জান্নাতে মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাদকা গুনাহ মাফ করে, জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচায়, এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের একটি অন্যতম উপায়। এর মাধ্যমে দাতার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং কেয়ামতের দিন বিশেষভাবে পুরস্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে বেশি বেশি দান করার এবং দানের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতে প্রভূত কল্যাণ লাভের তাওফিক দান করুন।
(আমিন)।

১৮. দান-সাদকায় বীজ থেকে শীষ উৎপন্ন হওয়ার প্রক্রিয়াসমূহ

দান-সাদকাকে বীজ থেকে শীষ উৎপন্ন হওয়ার প্রক্রিয়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে কুরআনের একটি দৃষ্টান্তে। আল্লাহ তাআলা সূরা আল-বাকারাহ (আয়াত ২৬১)-এ বলেন:

"যারা আল্লাহর পথে তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের দৃষ্টান্ত সেই শস্য দানার ন্যায়, যা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে; প্রত্যেক শীষে থাকে একশত দানা। আল্লাহ যাকে চান, তাকে আরও বৃদ্ধি করে দেন।"

এই আয়াতের মাধ্যমে দান-সাদকার ফলপ্রসূতা বীজ থেকে শীষ উৎপন্ন হওয়ার প্রক্রিয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। নিচে ধাপে ধাপে সেই প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করা হলো :

১. বীজ বপন (দান করা)

যেমন কৃষক মাটিতে একটি বীজ বপন করে, তেমনি দানকারী আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দান করে।

বীজটি যদি পবিত্র হয় এবং সঠিক স্থানে রোপণ করা হয়, তবেই তা অঙ্কুরিত হয়; তেমনি দানও যদি খাঁটি নিয়তে (রিয়া ছাড়া) করা হয়, তবেই তা কবুল হয়।

২. অঙ্কুরোদগম (সাদকার বৃদ্ধি শুরু)

বীজ মাটির নিচে অঙ্কুরিত হয়, কিন্তু প্রথমে তা চোখে দেখা যায় না।

দানও এমন — প্রথমে মানুষ তার ফলাফল দেখে না, কিন্তু আল্লাহর হুকুমে তা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়।

৩. শীষ গঠন (ফলবৃদ্ধি)

অঙ্কুর ধীরে ধীরে গাছ হয়ে শীষ ধারণ করে, যেখানে অসংখ্য দানা জন্মায়।

একইভাবে, একটি দানের বিনিময়ে আল্লাহ বহু গুণ প্রতিদান দেন — আয়াতে বলা হয়েছে, “একটি দানা থেকে সাতটি শীষ, প্রত্যেকটিতে একশত দানা।” অর্থাৎ ৭০০ গুণ পর্যন্ত সওয়াব।

৪. ফলন (আখিরাতে ও দুনিয়ায় পুরস্কার)

কৃষক ফসল পেয়ে উপকৃত হয়; দানকারীও দুনিয়া ও আখিরাতে পুরস্কৃত হয়।

আল্লাহ তাআলা যার প্রতি করুণা করেন, তার দানকে আরও বৃদ্ধি করে দেন, কখনো দুনিয়ায় বরকত হিসেবে, কখনো আখিরাতে পরিপূর্ণ প্রতিদান হিসেবে।

দান-সাদকায় বীজ থেকে শীষ উৎপন্ন হওয়ার প্রক্রিয়া দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে -

- খাঁটি নিয়ত
- সঠিক স্থানে ব্যয়
- এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি

এই তিনটি বিষয় থাকলে, দানের প্রতিদান বহুগুণ বৃদ্ধি পায় যেমন একটি ক্ষুদ্র বীজ থেকে অগণিত দানা জন্মায়।

১৯. যে বীজ থেকে সাতটি শীষ উৎপন্ন হয়

যে বীজ থেকে সাতটি শীষ উৎপন্ন হয় এমন বীজের কথা কুরআন (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৬১)-এ উল্লেখ করা হয়েছে এবং এটি আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয়ের একটি উপমা হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যেখানে একটি বীজ থেকে সাতটি শীষ এবং প্রতিটি শীষে একশটি দানা উৎপন্ন হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই আয়াতটি দ্বারা বোঝানো হয় যে, যারা আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করে, তাদের দান ও সওয়াব বহুগুণে বৃদ্ধি পায়, যেমন একটি বীজ থেকে বহু গুণ ফলন হয়।

কুরআনের ব্যাখ্যা :

- **রূপক অর্থ:** এই উপমাটি একটি রূপক, যা আল্লাহর অপার করুণা এবং দানের বহুগুণ প্রতিদানের ইঙ্গিত দেয়।
- **সওয়াবের প্রাচুর্য:** আল্লাহর পথে দান করলে আল্লাহ সেই দানকে বহু গুণ বাড়িয়ে দেন। এখানে সাতটি শীষ ও একশটি দানার উল্লেখ করা হয়েছে, যা দানকারীর সওয়াবের প্রাচুর্যকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।
- **প্রেরণা:** এই আয়াতে মানুষকে আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করতে এবং দান করতে উৎসাহিত করা হয়েছে, কারণ এর প্রতিদান অনেক বেশি।

সুতরাং, এটি কোনো নির্দিষ্ট বীজ নয়, বরং আল্লাহর পথে দানের সওয়াবের বিশালতাকে তুলে ধরার একটি দৃষ্টান্ত।

সূরা আল-বাকার, আয়াত ২৬১

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

অর্থ : যারা আল্লাহর পথে তাদের সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি বীজের মত, যা উৎপন্ন করল সাতটি শীষ, প্রতিটি শীষে রয়েছে একশ' দানা। আর আল্লাহ যাকে চান তার জন্য বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

(আল-বায়ান)

* যারা আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ব্যয় করে, তাদের (দানের) তুলনা সেই বীজের মত, যাথেকে সাতটি শীষ জন্মিল, প্রত্যেক শীষে একশত করে দানা এবং আল্লাহ যাকে ইচ্ছে করেন, বর্ধিত হারে দিয়ে থাকেন। বস্তুতঃ আল্লাহ প্রাচুর্যের অধিকারী, জ্ঞানময়।

(তাইসিরুল)

* যারা আল্লাহর পথে স্থায়ী ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাদের উপমা যেমন একটি শস্যবীজ, তা হতে উৎপন্ন হল সাতটি শীষ, প্রত্যেক শীষে (উৎপন্ন হল) এক শত শস্য, এবং আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন বর্ধিত করে দেন; বস্তুতঃ আল্লাহ হচ্ছেন অতি দানশীল, সর্বজ্ঞ।

(মুজিবুর রহমান)

আল্লাহ আরও বলেন -

সূরা আল-বাকার, আয়াত ২৬৭

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاللَّهُ غَفِيرٌ حَمِيدٌ

অর্থ : হে মুমিনগণ, তোমরা ব্যয় কর উত্তম বস্তু, তোমরা যা অর্জন করেছ এবং আমি যমীন থেকে তোমাদের জন্য যা উৎপন্ন করেছি তা থেকে এবং নিকৃষ্ট বস্তুর ইচ্ছা করো না যে, তা থেকে তোমরা ব্যয় করবে। অথচ চোখ বন্ধ করা ছাড়া যা তোমরা গ্রহণ করো না। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ অভাবমুক্ত, সপ্রশংসিত।

(আল-বায়ান)

* হে মু'মিনগণ! তোমাদের উপার্জিত উত্তম সম্পদ থেকে এবং তোমাদের জন্য ভূমি থেকে যা উৎপন্ন করেছি তাথেকে ব্যয় কর এবং নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার নিয়ত করো না, বস্তুতঃ তোমরা তা গ্রহণ কর না, যদি না তোমাদের চক্ষু বন্ধ করে থাক। আর জেনে রেখ, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, প্রশংসিত।

(তাইসিরুল)

*হে মু'মিনগণ! তোমরা যা উপার্জন করেছ এবং আমি যা তোমাদের জন্য ভূমি হতে উৎপন্ন করেছি, তা হতে উৎকৃষ্ট বস্তু খরচ কর এবং তা হতে এরূপ নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করতে মনস্থ করনা যা তোমরা মুদিত চক্ষু ব্যতীত গ্রহণ করনা; এবং তোমরা জেনে রেখ, আল্লাহ মহা সম্পদশালী, প্রশংসিত।

(মুজিবুর রহমান)

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন- وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ অর্থাৎ 'এবং তার নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করো না'।

এখানে আল্লাহ তাআলা মন্দ সম্পদ দান করতে নিষেধ করেছেন। কেননা অধিকাংশ মানুষই এমন করে থাকে যে, ভালোটা নিজের জন্য রেখে দেয় আর মন্দটা ফকিরকে দেয়। মন্দ সম্পদ ইচ্ছাকৃতভাবে দান করতে নিষেধ করা দ্বারা বোঝা যায় যে, কোনো কারণবশত বা অজ্ঞাতবশত কেউ যদি মন্দ সম্পদ দান করে তাহলে অসুবিধা নেই। কেননা হতে পারে যে, এই মন্দ সম্পদই কেবল দাতার কাছে আছে। এ ক্ষেত্রে এই সম্পদ দান করলে মন্দ সম্পদ দান বলে বিবেচিত হবে না, বরং আল্লাহ তাআলা তাকে যা দিয়েছেন তা থেকে কিয়দংশ দান বলে বিবেচিত হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের ভাষ্যে বর্ণিত উপলব্ধি থাকতে হবে :

যে ব্যক্তি হালাল কামাই থেকে একটি খেজুর পরিমাণ সাদাকা করবে (তা আল্লাহ কবুল করবেন) এবং আল্লাহ কেবল পবিত্র মাল কবুল করেন, আর আল্লাহ তাঁর ডান হাত দিয়ে তা কবুল করেন। এরপর আল্লাহ দাতার কল্যাণার্থে তা প্রতিপালন করেন, যেমন তোমাদের কেউ অশ্ব-শাবক প্রতিপালন করে থাকে, অবশেষে সেই সাদাকা পাহাড় বরাবর হয়ে যায়।

-অর্থাৎ নিজ হাতে কামাইকৃত উত্তম বস্তু দান করা।

হাদিসে এসেছে -

হযরত মিকদাম রাযি.- এর সূত্রে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উওম খাদ্য কেউ কখনো খায় না। আল্লাহর নবী দাউদ আলাইহি সালাম নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন।

-অথবা হালাল ব্যবসা থেকে উপার্জিত উত্তম সম্পদ দান করা।

কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

অর্থ: আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন।

-অথবা স্ত্রী স্বামীকে সন্তুষ্টচিত্তে যে সম্পদ উপহার দিয়েছে তা থেকে দান করা। অন্যত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আরও বলেছেন -

فَإِنْ طِئِنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا.

অর্থ: সন্তুষ্টচিত্তে তারা মহরের কিয়দংশ ছেড়ে দিলে তোমরা তা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ করবে।

-অথবা ওই সম্পদ থেকে দান করা যা পিতা তার পুত্রকে দিয়েছে।

কেননা হাদিস শরীফে এসেছে -

عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنْ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ»

অর্থ: হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষ যা খায় তন্মধ্যে সর্বোত্তম হলো তার হাতের উপার্জন। আর লোকের সন্তান ও তার উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত।

-অথবা গবাদি পশুর বাচ্চা বা গাছের ফল ইত্যাদি হালাল বস্তু দান করা। যেমনইভাবে সুন্দর চারা উৎপন্ন করার জন্য সুন্দর বীজের দরকার হয়, তেমনইভাবে সাদাকা সুন্দর হওয়ার জন্য, বহুগুনে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য, বরকতময় হওয়ার জন্য সাদাকার বস্তুটিও উত্তম হতে হয়।

২০.বীজ বপনের সময় ও সাদকা দানের সময়

আমরা জানি যে, বীজ বপনের সঠিক সময় নির্ভর করে নির্দিষ্ট ফসল ও স্থানীয় আবহাওয়ার উপর, সাধারণত "জো" অর্থাৎ উপযুক্ত সময়ে মাটি ও আর্দ্রতা থাকলে বীজ বপন করা উচিত। অন্যদিকে, সাদকা (দান) দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই, কারণ এটি যেকোনো সময় করা যেতে পারে এবং এটি একটি ঐচ্ছিক ধর্মীয় কাজ যা অর্থ বা বস্তুর মাধ্যমে করা হয়।

বীজ বপনের সময়

***"জো":** কৃষি ক্ষেত্রে, "জো" বলতে বোঝায় যখন মাটি বীজ বপনের জন্য উপযুক্ত আর্দ্রতা ও অবস্থায় থাকে। এই সময় মাটি নরম, বুঝবুঝে এবং বীজ অঙ্কুরোদগমের জন্য উপযুক্ত থাকে।

***ফসলের প্রকারভেদ:** বিভিন্ন ফসলের জন্য বপনের ভিন্ন ভিন্ন সময় থাকে। যেমন:

- **মাসকলাই:** ফেব্রুয়ারির শেষ থেকে মধ্য সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বপন করা যেতে পারে।
- **গরমকালীন সবজি:** বৈশাখ মাসে (মধ্য এপ্রিল-মধ্য মে) লালশাক, ডাঁটা, বেগুন, মরিচ, আদা, হলুদ, ঢেঁড়স ইত্যাদি সবজির বীজ বপন করা হয়।
- **স্বল্পমেয়াদি জাত:** ১৫-২০ দিন বয়সের চারার রোপণ সময় ২৫ জুলাই-২৫ আগস্ট হতে পারে।

❖ সাদাকা (দান) দেওয়ার সময়

- **কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই:** ইসলাম ধর্মে সাদাকা (দান) দেওয়ার জন্য কোনো নির্দিষ্ট বা নির্ধারিত সময় নেই। তবে কিছু কিছু সময় রয়েছে যখন সাদাকা করা হলে তার সওয়াব বহুগুণে বেড়ে যায়, আবার কিছু সময় রয়েছে যখন সাদাকা করা হলে সওয়াব পরিমাণে কম হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দান করলে দারিদ্র্যের ক্ষুধাও মেটে না, দানের সওয়াবও হয় না।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ

অর্থ: অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে আহার্য দান।

অর্থাৎ ক্ষুধাপূর্ণ দিনে। এ ধরনের দিনে দান করলে সওয়াবের পরিমাণ বেড়ে যায়। এটা কেয়ামতের দিন 'বন্ধুর গিরিপথ' নিশ্চিন্তে পার হওয়ার কারণ হয়।

সাদকার নিয়ত যদি নেক হয় এবং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যদি সাদকা করা হয়ে থাকে, তাহলে তার সওয়াব বহুগুনে বৃদ্ধি পায়।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন -

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْغِفُونَ

অর্থ: মানুষের ধনে বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা যে সুদ নিয়ে থাকো, আল্লাহর দৃষ্টিতে তা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না, কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে যাকাত তোমরা দিয়ে থাকো তা-ই বৃদ্ধি পায়,তরাই সমৃদ্ধশালী।

অন্য আরেক জায়গায় আল্লাহ তাআলা বলেছেন -

الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى .

অর্থ: যে স্বীয় সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির জন্য এবং তার প্রতি কারও অনুগ্রহের প্রতিদানে নয়। তার মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টির প্রত্যাশায়। সে তো অচিরেই সন্তোষ লাভ করবে।

***যেকোনো সময় করা যেতে পারে:**

যেকোনো বস্তু দান করা যেতে পারে যেকোনো সময়। এটি একটি ঐচ্ছিক ধর্মীয় কাজ। তবে রমজান মাস দান-সাদকার জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সদকা বলতে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যেকোনো ভালো কাজ করা বোঝায়, যেমন গরিবকে টাকা দান করা বা ভালো ব্যবহার করা। প্রতিটি ভালো কাজই সদকা হিসেবে গণ্য হয়। আবার কখনো কখনো এমন হয় যে সাদকা গিয়ে পড়ে এমন মানুষের হাতে, যে পাপাচারে, পাপকর্মে ও ঝগড়া বিবাদে টাকা উড়িয়ে দেয়। এমন দিনে সাদাকা করা হয়ে যায়, যখন মানুষ গুনাহের বস্তু কিনে টাকা নষ্ট করে। (যেমন থার্টিফাস্ট নাইটে অনেক দরিদ্র লোকও আতশবাজি উড়িয়ে টাকা অপচয় করে)। আবার কখনো কখনো টাকা হাতে যায় এমন সময়ে যখন গ্রহীতা অন্যর ওপর জুলুমে টাকা খরচ করে। (যেমন মিথ্যা মামলা বা হয়রানিমূলক মামলায় মানুষ টাকা নষ্ট করে)।

***দান করা:**

গরিব, মিসকিন, অভাবগ্রস্ত বা অসহায়দের টাকা বা খাদ্য দিয়ে সাহায্য করা।

***ভালো ব্যবহার করা:**

কারো সাথে ভালো ব্যবহার করাও সদকার অন্তর্ভুক্ত।

***জ্ঞান দান করা:**

জ্ঞান দান করাও সদকার একটি উত্তম রূপ।

***সাদকায়ে জারিয়া :**

একটি জায়নামাজ মসজিদে রেখে দিলে মানুষ যতদিন তাতে নামাজ পড়বে, ততদিন আপনি সওয়াব পেতে থাকবেন, এটি সাদকায়ে জারিয়া এর উদাহরণ।

এটি দরিদ্র ও অভাবী মানুষকে সাহায্য করার একটি উত্তম উপায়। কারণ প্রত্যেকটি ভালো কাজই আল্লাহর কাছে সদকা হিসেবে গণ্য হয়।

সুতরাং সওয়াব বৃদ্ধির জন্য দানের সময় নির্বাচনে সতর্ক হওয়া উচিত।

২১. বীজ বপনের পদ্ধতি ও সাদকা প্রদানের পদ্ধতি

বীজ বপনের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে সম্প্রচার (ছড়িয়ে দেওয়া), ড্রিল/লাইন বপন (মেশিনে সারিতে বপন), এবং স্ট্রাইপ সিডিং (সারিতে বপনের একটি নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি) অন্যতম। অন্যদিকে, সাদকা (দান) হলো আর্থিক বা বস্তুগতভাবে অভাবী মানুষকে সাহায্য করা, যা দানশীলতা, যাকাত বা অন্যান্য সামাজিক দাতব্য কাজের মাধ্যমে করা যায়।

❖ বীজ বপনের পদ্ধতি

কৃষিকাজের জন্য মাটিতে বীজ লাগানোর প্রক্রিয়াকে বীজ বপন বলে। ফসল ফলের জন্য সঠিক গভীরতা ও দূরত্বে বীজ মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়, যা চারা গজানো ও ভালোভাবে বেড়ে ওঠার জন্য জরুরি।

- **সম্প্রচার পদ্ধতি** : এটি বীজ বপনের একটি পুরানো ও সাধারণ পদ্ধতি, যেখানে মুষ্টিমেয় বীজ ছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং পরে ড্রাগ বা হারো (হাল) দিয়ে বীজ মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়।
- **ড্রিল/ লাইন বপন** : এটি আধুনিক পদ্ধতি, যেখানে বীজ ড্রিল মেশিন ব্যবহার করে সু-প্রস্তুত মাটিতে নির্দিষ্ট গভীরতা ও দূরত্বে সারিবদ্ধভাবে বপন করা হয়।
- **স্ট্রাইপ সিডিং** : এটি বীজ বপনের একটি পদ্ধতি যেখানে বীজকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয় এবং এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

বীজ বপনের সময় কৃষকের মনে নেক নিয়ত থাকতে হবে। কল্যাণের পথে থাকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে হবে। কেননা নিয়তের ভিত্তিতে রিজিকের মধ্যে কম-বেশ হয়ে থাকে। আবার সুন্দর নিয়তের এর কারনেই সুন্দর ফসল ফলে।

❖ সাদকা (দান) প্রদানের পদ্ধতি

সাদাকা বা দান হলো আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে সম্পদ বা কোনো বস্তু অভাবী মানুষকে দেওয়া।

- **দানশীলতা:** নিজের ইচ্ছায় ও সন্তুষ্টির মাধ্যমে যে কোনো ভালো উদ্দেশ্যে যেমন অর্থ, খাদ্য, বস্ত্র ইত্যাদি অভাবী মানুষকে দিয়ে সাদাকা করা যায়।
- **যাকাত:** ইসলাম ধর্মের একটি অন্যতম স্তম্ভ হলো যাকাত, যা নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ থাকলে এবং নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ হলে প্রদান করতে হয়।
- **সাদকায়ে জারিয়া :** এটি এমন ধরনের দান যা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ উপকৃত হতে থাকে, যেমন কোনো মসজিদ তৈরি করা বা একটি উপকারী বই দান করা।
- **অন্যান্য সামাজিক দান:** এতিমদের লালন-পালন, অসহায় রোগীদের চিকিৎসা, বা কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অর্থ সাহায্য করাও সাদাকার অংশ।

সাদকার ক্ষেত্রে দেখার বিষয় হলো, দানকারী কি প্রকাশ্যে দান করেছে নাকি গোপনে দান করেছে!

দানকারী একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সওয়াব লাভের আশায় প্রয়োজনগ্রস্ত, বিধবা বা এতিমকে দান করেছে কিনা। যেন প্রকাশ্যে দানের কারণে দরিদ্র ব্যক্তি অন্যদের চোখে ছোট না হয়ে যায় সেজন্য আল্লাহ পাক বলেছেন -

وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

অর্থ: আর যদি তা গোপন করো এবং অভাবগ্রস্তকে দান করো তা তোমাদের জন্য আরও ভালো, এবং তিনি তোমাদের কিছু কিছু পাপ মোচন করবেন, তোমরা যা কর আল্লাহ তা সত্যক অবহিত।

ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন -

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন যারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করে। প্রকাশ্যে দান করুক অথবা গোপনে দান করুক, দান যদি হয় একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাহলে আল্লাহ তাআলা তার জন্য সওয়াব দান করবেন।

আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন -

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ

অর্থ: তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান করো তবে তা ভালো (সূরা বাকারা : ২৭১)।

অর্থাৎ এ ধরনের দান কতই না চমৎকার যে দান প্রকাশ্যে হয় এ আয়াতে সে দানের প্রশংসা করা হয়েছে। সুতরাং কেউ প্রকাশ্যে দান করলেই তার দান বাতিল হয়ে গেছে বলা যাবে না। প্রকাশ্যে দানের সুযোগ এলে বিলম্ব করা যাবে না। সাহাবাদের আমল এরূপই ছিল।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন -

وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ

অর্থ: আর যদি তা গোপন করো এবং অভাবগ্রস্তকে দান করো তা তোমাদের জন্য আরও ভালো।

অর্থাৎ এ আয়াতাতংশে বলা হয়েছে প্রকাশ্যে দান করার চেয়ে গোপনে দান করা বেশি উত্তম ও কল্যাণকর।

কুরআনে ঈমানওয়ালাদের ভাষ্য বর্ণিত হয়েছে নিম্নোক্ত শব্দে :

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا.

অর্থ: এবং বলে, কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদেরকে আহাৰ্য দান করি, আমরা তোমাদের নিকট হতে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয়।

একটি হাদিসে এসেছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাযি. হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বলেছেন, তুমি আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশ্যে যা-ই ব্যয় করো না কেন, তোমাকে তার প্রতিদান নিশ্চিতরূপে প্রদান করা হবে।

সুতরাং, বীজ বপন হলো কৃষিকাজের একটি কৌশলগত প্রক্রিয়া, যেখানে জমিতে বীজ থেকে ফসল উৎপন্ন করা হয়। আর সাদাকা হলো একটি আধ্যাত্মিক ও সামাজিক কাজ, যা সম্পদ বা বস্তু দিয়ে অন্যদের সাহায্য করার মাধ্যমে পূরণ হয়।

২২. বীজের মতো সাদকারও পরিচর্যা করতে হয়

যে বীজটি রোপন করা হবে তা যেন সঠিকভাবে বেড়ে উঠতে পারে, বড় হতে পারে এবং সুস্থ সুন্দর চারার জন্ম দিতে পারে, সে জন্য চাই বীজের সঠিক পরিচর্যা।

❖ চারা পরিচর্যার ধাপ

- **সঠিক সময় নির্বাচন:** জুন-জুলাই-আগস্ট মাসে গাছ লাগানো ভালো, কারণ এই সময়ে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস, অনুকূল তাপমাত্রা এবং বৃষ্টি থাকে যা চারা বেড়ে উঠতে সাহায্য করে।
- **বীজতলা তৈরি:** চারা রোপণের আগে বীজতলায় হালকা সেচ দিয়ে মাটি নরম করতে হবে, যাতে বীজ থেকে চারা তোলা সহজ হয়।
- **চারা উত্তোলন ও রোপণ:** বীজতলা থেকে চারা তুলে দ্রুত মূল জমিতে বা নির্দিষ্ট স্থানে রোপণ করতে হবে।
- **সুরক্ষা:** চারাকে ঝড়ের প্রকোপ, শিলাবৃষ্টি এবং জীব-জন্তুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য খুঁটি ব্যবহার করা এবং বায়ু চলাচলের জন্য খাঁচা দিয়ে ঢেকে রাখা প্রয়োজন।
- **পর্যাপ্ত পরিচর্যা:** চারা রোপণের পর নিয়মিত পরিচর্যা করতে হবে, যার মধ্যে রয়েছে পানি দেওয়া, সার প্রয়োগ করা এবং আগাছা পরিষ্কার করা।

❖ সাদকার পরিচর্যা

সাদকার বিষয়টিও এমন। যে ব্যক্তি সত্যিকারে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করে তার কর্তব্য হলো, দানের সঠিক পরিচর্যা করা। দানের সময় আল্লাহর কাছে কবুলিয়তের দোয়া করা। নেককার মুমিনগণ সর্বদা ভালো কাজের সময় আল্লাহর কাছে কাজটি কবুল হওয়ার দোয়া করে থাকেন।

আল্লাহ তাআলা এ ধরনের নেককারদের সম্পর্কে বলেছেন -

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ.

অর্থ: এবং যারা তাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে এই বিশ্বাসে তাদের যা দান করবার তা দান করে ভীত-কম্পিত হৃদয়ে।

এই শ্রেণির মানুষ সাদকা করেন, সম্পর্ক বজায় রাখেন, রোজা রাখেন, হজ পালন করেন। সেই সাথে মনে মনে আশঙ্কাও রাখেন যে, তাদের আমল কবুল হবে কি?

-দেখুন! হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ও তার পুত্র সত্যবাদী ইসমাইল কাবাঘরের প্রাচীর তোলার সময় তাদের কাজ কবুল হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। সে বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন -

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

অর্থ: স্মরণ করো, ইব্রাহিম ও ইসমাইল কাবাগৃহের প্রাচীর তুলছিল তখন তারা বলেছিল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এই কাজ গ্রহণ করো, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত।

-হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালামের মা পেটের সন্তানকে আল্লাহর নামে মান্নত করে বলেছিলেন যে -

رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! আমার গর্ভে যা আছে তা একান্ত তোমার জন্য আমি উৎসর্গ করলাম। সুতরাং তুমি আমার নিকট হতে তা কবুল করো, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

-আর আল্লাহর খাঁটি বান্দাদের বৈশিষ্ট্য হলো :

يَبْتَغُونَ لِرَبِّهِمْ سُجْدًا وَقِيَامًا

অর্থ: এবং তারা রাত্রি অতিবাহিত করে তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সেজদাবনত হয়ে ও দন্ডায়মান থেকে।

-এ বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও তারা পার্থনা করতে থাকে যে,

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا.

অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের হতে জাহান্নামের শাস্তি বিদূরিত করো, তার শাস্তি তো নিশ্চিত বিনাশ!

-আর এই দেখুন! রাতের ইবাদতগুজারদের অবস্থা। তারা দীর্ঘ রাত আল্লাহর সামনে নামাজে দাঁড়িয়ে থাকে। তা সত্ত্বেও তাদের মনে থাকে আশা নিরাশার দোলাচল।

أَمَّنْ هُوَ قَانِثٌ آتَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةً رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ.

অর্থ: যে ব্যক্তি রাত্রির বিভিন্ন প্রহরে সেজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখেরাতকে ভয় করে এবং তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে, সে কি তার সমান যে তা করে না? বলো, 'যারা জানে আর যারা জানেনা, তারা কি সমান?' বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।

-আরেক ধরনের মানুষ দেখুন! দোজখ এদেরকেই আগে পোড়াবে। এরা হলো এমন লোক, যারা মানুষের মাঝে দানবীর পরিচিতি লাভের জন্য সাদকা করে। এ বিষয়ক প্রসিদ্ধ হাদিসটি সকলেরই জানা আছে। আর সাদকাটি যদি হয় সাদকায়ে জারিয়া তাহলে এর সওয়াব যেন চিরকাল বহমান থাকে, চিরকাল বৃদ্ধি পেতে থাকে, সে জন্য সাদকাকারীর কর্তব্য হলো, সংশোধন, সংস্কার ও যত্নের মাধ্যমে সাদকাকে সুন্দর করে তোলা।

যেমন: একটি মসজিদ বানানো দরকার। টাকা দিয়ে সেই মসজিদ নির্মাণ করে দেয়া যদি তার পক্ষে সম্ভব হয় তাহলে তাই করে দেয়া। যদি কুরআন সংরক্ষণের জন্য তাক বা আলমারীর প্রয়োজন হয় তাহলে তাই বানিয়ে দেয়া। যদি দাতার পক্ষে উলামা-তোলাবা ও দাঈদের পৃষ্ঠপোষকতা করা সম্ভব হয় তাহলে তাই করা। অনুরূপভাবে মসজিদ-মাদ্রাসায়

পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা, বিছানা ও জায়নামাজের ব্যবস্থা করা, ওযুখানা নির্মাণ করে দেয়া এইগুলোও সাদকায়ে জারিয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে।

-মসজিদ পরিষ্কার রাখার ব্যবস্থা করা, এ জন্য নিজ খরচে লোক নিয়োগ করা,এ সবই বিরাট সওয়াব লাভের মাধ্যম, অগনিত প্রতিদান প্রাপ্তির উপলক্ষ্য। আর আল্লাহ যাকে চান তাকে আরো বহুগুণে বাড়িয়ে দেবেন।

-সাধারণ নেক আমলগুলো ও এ রকম। যত্নশীলতার কারণে এর সওয়াব অনেক বেড়ে যায়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন -

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَدَىٰ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ۝

অর্থ: যে দানের পর কষ্ট দেয়া হয় তা অপেক্ষা ভালো কথা ও ক্ষমা শ্রেয়। আল্লাহ অভাবমুক্ত, পরম সহনশীল।

অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের থেকে নির্মুখাপেক্ষী।তোমাদের সাদাকা থেকে নির্মুখাপেক্ষী। তোমাদের ব্যাপারে সহনশীল, তাই তোমাদের (দান করে গ্রহীতাকে) খোঁটা ও কষ্ট দেয়ার শাস্তি তিনি তৎক্ষণাৎ দেন না। বরং কেয়ামত দিবসের জন্য রেখে দেন।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন -

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثَرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝

অর্থ: হে মুমিনগণ! দানের কথা বলে এবং কষ্ট দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে ওই ব্যক্তি ন্যায় নিষ্ফল করো না, যে নিজের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান রাখে না। তার উপমা একটি মসৃণ পাথর, যার ওপর কিছু মাটি থাকে, অতঃপর তার ওপর প্রবল বৃষ্টিপাত তাকে পরিষ্কার করে রেখে দেয়। যা তারা উপার্জন করেছে তার কিছুই তারা তাদের কাজে লাগাতে সক্ষম হবে না। আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। এটি একটি চমৎকার উদাহরণ। কুরআনে বর্ণিত উদাহরণসমূহের মধ্য থেকে অন্যতম সুন্দর ও চমৎকার উদাহরণ এটি।

এ উদাহরণে সারকথা হলো, আল্লাহই সর্বাধিক অবগত খোঁটা ও কষ্ট দেয়া সাদাকাকে বাতিল করে দেয়,যেভাবে রিয়া (লোক দেখানোর জন্য দান) সাদাকাকে বাতিল ও সওয়াবশূন্য করে দেয়। অনুরূপভাবে আয়াতটিতে সাদকার সওয়াব নষ্ট হয়ে যাওয়া ও রিয়াসহ সাদকার উপমা দেয়া হয়েছে প্রবল বৃষ্টির সাথে, যা শক্ত মসৃণ পাথরে লেগে থাকা মাটি ও ধুলোকে ধুয়ে নিয়ে যায়। সামান্যতম ধুলোর চিহ্ন রাখে না, তেমনইভাবে রিয়াও (লোক দেখানো ইবাদত) সাদকার সওয়াবকে এভাবে ধুয়ে ফেলে,রিয়ার সাথে সাদকা করা হলে সাদকার ওপর সওয়াবের কোন চিহ্নই থাকে না। দান করে খোঁটা বা কষ্ট দিলেও দানের সওয়াব থাকে না।

-এই সম্পর্কে কিছু কথা নিম্নে উল্লেখ করা হলো: 'তাফসিরে কাইয়্যিমে' আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম বলেছেন- যদি খোঁটা, কষ্ট ও রিয়াবিশিষ্ট দানকে বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে দেখা যায় যে, রিয়া সাদাকাকে সওয়াবের মাধ্যম হতেই বাধাগ্রস্ত করে। অর্থাৎ রিয়াযুক্ত দান সওয়াব লাভের কারণেই হতে পারে না। আর খোঁটা দেয়া ও কষ্ট দেয়া দানের সওয়াবকে নষ্ট করে দেয়। অর্থাৎ দান করার কারণে তো দাতা সওয়াব লাভ করেছিল, কিন্তু খোঁটা দেয়ার দ্বারা সে দানের সওয়াব নষ্ট হয়ে যায়।

-এখানে আরেকটি ব্যাখ্যা রয়েছে। তা হলো :

যে আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতীত ভিন্ন উদ্দেশ্যে দান করে সেও এমন কাজ করে যার সওয়াব আছে এবং তার দান ও বৃদ্ধি পেতে পারে, যেমন বৃদ্ধি পায় উর্বর মাটিতে রোপনকৃত দানা। দানাটি সাতটি শিমের জন্ম দেয়। প্রতিটি শীষে থাকে একশটি করে দানা।

তার দানটিও এভাবে বহুগুনে বৃদ্ধি পাওয়ার মতো ছিল। কিন্তু এখানে রিয়া নামের প্রতিবন্ধক আছে,যা দানটিকে বড় হতে ও বেড়ে উঠতে বাঁধাগ্রস্ত করছে, যেভাবে মাটির নিচের পাথর বীজকে বেড়ে উঠতে দেয় না, ফলে সেই বীজ থেকে চারাও গজায় না, শস্যও হয় না!

অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলেছেন -

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَنْثِيًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَظَلُّوا فِيهَا ضَعِيفُونَ ۚ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَنْثِيًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَظَلُّوا فِيهَا ضَعِيفُونَ ۚ

অর্থ: আর যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভার্থে এবং নিজেদের আত্মা বলিষ্ঠ করণার্থে ধনৈশ্বর্য ব্যয় করে, তাদের উপমা কোন উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত একটি উদ্যান, যাতে মুষলধারে বৃষ্টি হয়, ফলে তার ফলমূল দ্বিগুন জন্মে। যদি মুষলধারে বৃষ্টি নাও হয় তবে লঘু বৃষ্টিই যথেষ্ট। তোমরা যা করো আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।

এ আয়াত উদাহরণ পেশ করছে এমন ব্যক্তির যে দান করে স্থির মনে ও ইখলাসের সাথে। একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দান করার নামই হলো ইখলাস। আর সুস্থির মনে দান করার অর্থ হলো মনের স্থিরতা।

সুতারাং দান কম হোক বা বেশি হোক, যদি তা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে প্রসন্ন মনে হয়ে থাকে তাহলে তার সওয়াব আল্লাহর কাছে বহুগুণে বেড়ে যায়।

২৩. সাদকা ও শস্যবীজের মধ্যকার সাদৃশ্য

সাদকা (দান) এবং শস্য বীজের মধ্যে প্রধান সাদৃশ্য হলো এদের বহুগুণে বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা এবং প্রতিদান। সাদকা আল্লাহর পথে ব্যয় করা অর্থ ও সম্পদ একটি ছোট বীজের মতো, যা থেকে সাতটি শীষ এবং প্রতি শীষে একশ দানা পর্যন্ত হতে পারে, অর্থাৎ অনেক গুণ বৃদ্ধি পায়। একইভাবে, একটি বীজ রোপণ করলে তা থেকে বড় গাছ হয়, যা থেকে অনেক শস্য পাওয়া যায়।

সাদকা ও শস্যবীজের মাঝে একাধিক সাদৃশ্য রয়েছে। নিম্নে সেই সাদৃশ্যগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো :

১. উত্তম উপার্জনের মাল দ্বারা সাদকা করা উচিত।

-অনুরূপভাবে রোপনকৃত দানাটিও উত্তম হওয়া উচিত।

২. সাদকা অপর্ণ করতে হয় সাদকা গ্রহণের উপযুক্ত লোকদের হাতে।

- অনুরূপভাবে বীজ বপন করতে হয় বীজের জন্য উপযুক্ত ভূমিতে।

৩. সাদকা দানের জন্য উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করতে হয়।

-অনুরূপভাবে বীজ বপনের জন্যও উপযুক্ত ঋতুর অপেক্ষা করতে হয়।

৪. সাদকা দেয়া হয় এতটুকু পরিমাণে, যা নিজের ও দান গ্রহণকারীর অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

-অনুরূপভাবে বীজ বপন করা হয় এমন সময়ে, যে সময়টি বীজ বপনের জন্য উপযুক্ত ও কৃষকেরও অবসর রয়েছে।

৫. লোক দেখানো, প্রসিদ্ধি লাভ ও প্রশংসার উদ্দেশ্য থেকে সাদকাকে মুক্ত রাখতে হয়।

-অনুরূপভাবে বন্যা ও ঝড়ো হাওয়া থেকে সাদকাকে মুক্ত রাখতে হয়।

৬. সাদকাকে খোঁটা ও কষ্ট দেয়া থেকে মুক্ত রাখতে হয়।

-অনুরূপভাবে ফসলকেও আগাছা ও কীট-পতঙ্গ থেকে মুক্ত রাখতে হয়।

৭. বীজ বপনের পর আমরা যেমন আল্লাহর কাছে বরকত ও ভালো ফসলের জন্য দোয়া করি।

-অনুরূপভাবে সাদকার পরেও কবুলিয়াত ও অধিক সওয়াবের জন্য দোয়া করতে হয়।

৮. আল্লাহর কাছে ঈমানদার কৃষকের আশা থাকে সুদৃঢ়, আল্লাহর উপর ভরসা রাখে ও আশা থাকে যে, তার মেহনত বিফলে যাবে না।

-অনুরূপভাবে দানশীল ঈমানদার ব্যক্তিরও আশা থাকে যে, এই দানের উত্তম বদলা সে পাবে। এ দান বৃথা যাবে না।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন -

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

অর্থ: তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তিনি তার প্রতিদান দেবেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ রিজিকদাতা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন -

হযরত আবু হুরায়রা রাযি থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সাদকা করাতে সম্পদের হ্রাস হয় না। যে ব্যক্তি ক্ষমা করে আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। আর কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে বিনীত হলে তিনি তার মর্যাদা সমুন্নত করে দেন।

আমাদের সবার কর্তব্য হলো, যে-কোনো কাজ একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্য ও আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্য করা। বিশুদ্ধ নিয়ত ও আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুলের সাথে যদি আমল করা হয় এবং কবুলিয়াতের জন্য যদি দোয়া থাকে, তাহলে এর দ্বারা আমলে বরকত হয় ও আমলটি আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে।

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেছেন -

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا

অর্থ: যে ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আমি তো তার শ্রমফল নষ্ট করি না, সে উত্তমরূপে কার্য সম্পাদন করে।

আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করুন, কারণ তিনিই আপনার হাতকে ওপরে রেখেছেন। আপনাকে গ্রহিতার পরিবর্তে দাতা বানিয়েছেন। দান করার পর বিশ্বাস রাখুন যে, আল্লাহ তাআলা আপনাকে উত্তম বদলা দেবেন। আপনাকে বরকত দান করবেন। আপনার জন্য সুন্দর ও সুবিশাল সওয়াব বরাদ্দ রাখবেন।

শুধু আপনার নিয়ত ও আপনার কর্ম একমাত্র আল্লাহরই উদ্দেশ্য হতে হবে।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন -

وَمَا آتَيْنَا مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْغِفُونَ.

অর্থ: কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে যাকাত তোমরা দিয়ে থাকো তা-ই বৃদ্ধি পায়। তারাই সমৃদ্ধশালী। একমাত্র আল্লাহর কাছেই প্রতিদানের আশা করুন। কেননা সেই প্রতিদানই কল্যাণকর ও চিরস্থায়ী।

আল্লাহ পবিত্র কোরআনে এই সাদৃশ্যটি স্পষ্ট করে দিয়েছেন, যারা আল্লাহর পথে তাদের সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি শস্যবীজের মতো যা থেকে সাতটি শীষ জন্মে এবং প্রতিটি শীষে একশত শস্যদানা থাকে।

২৪. দানের জন্য সঠিক ক্ষেত্র নির্বাচন জরুরি

দানের জন্য সঠিক ক্ষেত্র নির্বাচন করা জরুরি কারণ এটি দানকে আরও কার্যকর করে তোলে এবং এর থেকে সর্বোচ্চ সওয়াব পাওয়া যায়। দান করার সময় কিছু বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন, যেমন - দান করা অর্থ হালাল হওয়া উচিত, উদ্দেশ্য বিশুদ্ধ হতে হবে, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অভাবী ও দুনিয়ার প্রয়োজনে থাকা মানুষদের সাহায্য করতে হবে এবং দান অবশ্যই লোক দেখানো বা প্রভাব বিস্তারের জন্য হওয়া উচিত নয়।

❖ দানের জন্য সঠিক ক্ষেত্র নির্বাচনের গুরুত্ব

- **সওয়াব বৃদ্ধি:** সঠিক জায়গায় দান করলে আল্লাহ এর প্রতিদান বৃদ্ধি করেন।
- **কার্যকারিতা:** যোগ্য ও অভাবী ব্যক্তির কাছে দান পৌঁছানো নিশ্চিত করতে সঠিক ক্ষেত্র নির্বাচন জরুরি।
- **আল্লাহর সন্তুষ্টি:** একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করলে তা কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।
- **ইসলামিক নির্দেশনা:** ইসলামে দান-সদকাকে আত্মশুদ্ধি ও রিজিক বৃদ্ধির মাধ্যম বলা হয়েছে, তাই এর সঠিক প্রয়োগ গুরুত্বপূর্ণ।

দানের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়

- **অর্থের উৎস:** দান করার অর্থ অবশ্যই হালাল ও পবিত্র হতে হবে, কারণ আল্লাহ পবিত্র জিনিস ছাড়া কিছু গ্রহণ করেন না।
- **উদ্দেশ্য:** দান একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হতে হবে, লোক দেখানো বা অন্য কোনো প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে নয়।

- **অগ্রাধিকার:** যাদের অর্থ ও সাহায্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, যেমন - এতিম, মুমূর্ষু রোগী বা চরম দরিদ্র ব্যক্তি, তাদের দান করা উচিত।
- **গ্রহীতার অবস্থা:** দান গ্রহীতার অবস্থা বিবেচনা করে তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। যেমন, যদি কোনো এতিম শিশুর জীবন সংকটাপন্ন হয়, তাহলে তাকে দান করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।
- **আত্মীয়-স্বজন:** নিজের আত্মীয়-স্বজন যারা অভাবী ও বিপদগ্রস্ত, তাদের দান করাও অত্যন্ত সওয়াবের কাজ।
- **সং উদ্দেশ্য:** দান হতে হবে জনকল্যাণমূলক কাজে এবং দ্বীনের প্রয়োজনে, যাতে তা সর্বোচ্চ ফলপ্রসূ হয়।
- **ধারাবাহিকতা:** অল্প হলেও নিয়মিত দান করা ভালো, কেননা এটি আল্লাহ তাআলার কাছে পছন্দনীয় আমল।

সাদকা (দান) করার মাধ্যমে আল্লাহ বান্দার দেওয়া অল্প সম্পদকে বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন।

২৫. দান ও সাদকার গুরুত্ব ও ফযিলত

❖ দানের গুরুত্ব ও ফযিলত

কুরআন-সুন্নায দান-সাদকা করার ব্যাপারে পর্যাণ্ড ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে এ প্রসঙ্গে কয়েকটি আয়াত ও হাদিস তুলে ধরা হলো:

★ আল্লাহ তাআলা আল্লাহর রাস্তায় দানের প্রতিদান সাতশ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করেন:

ক. মহাশয় কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

অর্থ : যারা আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করে তার উদাহরণ হচ্ছে সেই বীজের মত যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। আর প্রতিটি শীষে একশতটি করে দানা থাকে। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অতিরিক্ত দান করেন। আল্লাহ সুপ্রশস্ত সুবিজ্ঞ।

(সূরা বাকারা: ২৬১)

খ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন -

مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَتْ لَهُ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ

অর্থ : যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে কোন কিছু ব্যয় করবে তাকে সাতশত গুণ সওয়াব প্রদান করা হবে। (আহমদ, তিরমিজি, নাসাঈ-সহিহ)

অর্থাৎ যে কেউ আল্লাহর রাস্তায় অর্থ খরচ করবে, চাই তা জিহাদের প্রয়োজনে খরচ করুক, অথবা গরিব-অসহায় ও বিপদগ্রস্ত মানুষের কল্যাণে কিংবা ইসলামের কোনও প্রয়োজনে খরচ

করুক কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে বিনিময়ে তার দানকে সাতশো গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে প্রতিদান দিবেন।

❖ আল্লাহর উদ্দেশ্যে দান-সাদকা করা আল্লাহকে ঋণ দেওয়ার মত:

মহান আল্লাহ বলেন -

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۖ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ
عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا

অর্থ : তোমরা নামাজ কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে কর্জে হাসানা বা উত্তম ঋণ দাও। তোমরা নিজেদের জন্যে যা কিছু অগ্রে পাঠাবে, তা আল্লাহর কাছে উত্তম আকারে এবং পুরস্কার হিসেবে বর্ধিত রূপে পাবে।

(সূরা মুযাশ্বিল: ২০)

"উক্ত আয়াত সমূহে উল্লেখিত 'আল্লাহকে কর্জে হাসানা বা উত্তম ঋণ' দেওয়ার অর্থ, "আল্লাহর পথে খরচ করা।"

[তাফসীর ইবনে কাসির, তাফসিরে বিন সাদি ইত্যাদি]

-বিখ্যাত মুফাসসির ইবনে জায়েদ বলেন -" যাকাত দেওয়া ছাড়াও নিজের অর্থ-সম্পদ আল্লাহর পথে খরচ করা। এ খরচ আল্লাহর পথে জিহাদ করা, আল্লাহর বান্দাদের সাহায্য করা, জনকল্যাণমূলক কাজ করা কিংবা অন্যান্য কল্যাণকর কাজেও হতে পারে।

এভাবে অর্থ ব্যয় করলে আল্লাহ তাকে নিজের জন্য ঋণ বলে গণ্য করেন। তাই তিনি এক্ষেত্রে কেবল আসলটি নয় বরং তার ওপর কয়েকগুণ বেশি দেওয়ার ওয়াদা করেছেন।

★ দানকারীর জন্য ফেরেশতাদের দু'আ আর ব্যয়কুষ্ঠের জন্য বদ দু'আ :

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন -

-ما من يوم يُصْبِحُ العبادُ فيه إلا ومَلَكٍ ينزلانِ ، فيقولُ أحدهما : اللهم أعطِ مُنْفَعًا خَلْفًا ، ويقولُ الآخرُ : اللهم أعطِ مُمَسْكَاً تَلْفًا

অর্থ : প্রতিদিন সকালে দু জন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাদের একজন দানকারীর জন্য দু'আ করেন। বলেন, হে আল্লাহ দানকারীকে দানের বিনিময় দান কর। (তার সম্পদ বৃদ্ধি কর) আর দ্বিতীয়জন কৃপণের জন্য বদ দু'আ করে বলেন, হে আল্লাহ কৃপণের মালে ধ্বংস দাও।

(বুখারি ও মুসলিম)

★ ৪. দান-সাদকা করলে সম্পদ কমে না :

আবু কাবশা আল আনমারী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন যে -

مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ

অর্থ : সাদকা করলে কোন মানুষের সম্পদ কমে না। (সহিহ মুসলিম, হা/২৫৮৮)

★ ৫. দান-সাদকা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার মাধ্যম :

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মর্মে বলেছেন -

«اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ»

অর্থ : তোমরা খেজুরের অর্ধেক দান করে হলেও আগুন থেকে বাঁচ। [বুখারী, অধ্যায়: জাকাত, অনুচ্ছেদ: খেজুরের একাংশ দান করে হলেও আগুন থেকে বাঁচ]

❖ ৬. সাদকায়ে জারিয়ার সওয়াব মৃত্যুর পরও অব্যাহত থাকে :

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন -

«إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» ُ

অর্থ : মানুষ মৃত্যু বরণ করলে তার যাবতীয় আমল বন্ধ হয়ে যায় তবে তিনটি ছাড়া। (সেগুলো হলো)

- সাদকায়ে জারিয়া (এমন দান যা দ্বারা মানুষ দীর্ঘদিন উপকৃত হয়)।
- এমন ইলম (শরিয়ত বিষয়ক জ্ঞান) যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়।
- এবং এমন নেক সন্তান যে তার জন্য দু'আ করে। [সহিহ মুসলিম, হা/৪৩১০]

কুরআন-হাদিসে দান-সাদকার আরও অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে।

■ কাদেরকে দান করব?

সাধারণভাবে গরিব-অসহায় ও বিপদগ্রস্ত মানুষকে, জন কল্যাণকর কাজে এবং দ্বীনের প্রয়োজনে সাহায্য করা অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। তবে নিজ আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে গরিব, এতিম ও অসহায় মানুষের উদ্দেশ্যে দান করা অধিক উত্তম। এদেরকে দান করলে দু ধরনের সওয়াবের কথা হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। যেমন: রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন

-

الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَانِ صَدَقَةٌ وَصَلَةٌ

অর্থ : দরিদ্রকে দান করলে কেবল সাদকার সওয়াব পাওয়া যায়। আর আত্মীয়কে দান করলে সাদকার সওয়াব এবং আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার সওয়াব উভয়ই পাওয়া যায়।” [তিরমিজি, হা/৬৫৮ ও ইবনে মাজাহ, হা/১৮৪৪, সনদ সহীহ]

এ মর্মে আরও একাধিক হাদিস রয়েছে।

■ কী পরিমাণ দান করা যায়?

আল্লাহ তাআলা যাকে অর্থ-সম্পদ দান করেছেন সে যত বেশি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে গরিব-অসহায় মানুষ, জনকল্যাণকর কাজ অথবা দ্বীনের সেবায় অর্থ দান করবেন আল্লাহ তাআলা তাকে তত বেশি সওয়াব দান করবেন। কেউ সুস্থ-সবল ও স্বাভাবিক অবস্থায় চাইলে তার জীবন পরিচালনা এবং তার স্ত্রী-পরিবারের অত্যাৱশ্যকীয় খরচ ছাড়া তার সমৃদয় সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে দেওয়ার অধিকার রাখে। এতটা দান উচিত নয় যে, সব কিছু দান করার পর সে নিঃস্ব হয়ে যায়। তবে যদি সে শারীরিকভাবে অর্থ-উপার্জনে সক্ষম হয় তাহলে ভিন্ন কথা।

-সৌদি আরবের সাবেক গ্র্যান্ড মুফতি আল্লামা আব্দুল আজিজ বিন বায রাহ. কে প্রশ্ন করা হয় যে, প্রশ্ন: এক তৃতীয়াংশ সম্পদ দান করা উত্তম নাকি সম্পূর্ণ সম্পদ? তিনি বলেন,

لَا بَدَّ أَنْ يُبْقِيَ لَهُ مَا يَنْفَعُهُ وَلَا يَتَصَدَّقَ بِهِ كُلَّهُ، مِثْلَمَا قَالَ ﷺ لَكَعْبٍ: أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، فَيَتَصَدَّقَ بِمَا تَيْسَّرُ، وَيُبْقِيَ مَا يُعِينُهُ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ، وَيُنْفِقَ عَلَى أَهْلِهِ.

অর্থ : যা তার উপকারে আসবে তা তাকে অবশ্যই রাখবে; সব সম্পদ দান করবে না, যেমনটি তিনি কাব রা. কে বলেছিলেন,

أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ

অর্থ : তুমি তোমার মালের কিছু অংশ রেখে দাও; তা তোমার জন্য উত্তম হবে।”

[সুনানে নাসায়ী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন), অধ্যায়: ৩৫/ মানত ও কসম, পরিচ্ছেদ: ৩৬. মানত হিসেবে হাদিয়া দেওয়া]

অতঃএব যথাটা সম্ভব দান করবে এবং এতটুকু রেখে দিবে যা দ্বারা সে আল্লাহর আনুগত্য করতে পারবে এবং তার পরিবারের জন্য ব্যয় করতে পারবে।”

তবে মৃত্যুর পূর্বক্ষণে মুমূর্ষু অবস্থায় দান (ওসিয়ত) করতে চাইলে ইসলাম একটি পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। আর তা হল, সর্বোচ্চ এক তৃতীয়াংশ। এর চেয়ে বেশি দান করা জায়েজ নাই। বরং এর চেয়ে কম হলেই ভালো। মুমূর্ষু অবস্থায় দানের ক্ষেত্রে কেউ যদি তার ধন-সম্পদ সব কিছু দানের ওসিয়ত করে যায় তাহলে তার মধ্যে কেবল এক তৃতীয়াংশ কার্যকর হবে। বাকিটা তার ওয়ারিশদের মাঝে যথানিয়মে বণ্টিত হবে।

- সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বিদায় হজের সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে ছিলাম। পথিমধ্যে আমি প্রচণ্ড রোগে আক্রান্ত হলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার সেবা-শুশ্রূষা করতে এলে আমি তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর রসূল, আমার অনেক সম্পত্তি। কিন্তু আমার ওয়ারিশ হওয়ার মত কেউ নাই একমাত্র মেয়ে ছাড়া। আমি আমার সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ ওসিয়ত করব?

তিনি বললেন, না।

আমি বললাম, অর্ধেক?

তিনি বললেন, না।

আমি বললাম, তবে তিন ভাগের একভাগ?

তিনি বললেন, “তিন ভাগের একভাগ! তিন ভাগের একভাগই তো বেশি। সাদ, তোমার উত্তরাধিকারীদেরকে দরিদ্র অবস্থায় রেখে যাবে আর তারা মানুষের কাছে হাত পেতে ভিক্ষা করে বেড়াবে এর চেয়ে তাদেরকে সম্পদশালী করে রেখে যাওয়াই উত্তম।” [বুখারী ও মুসলিম]

- এক তৃতীয়াংশের চেয়ে কম করা উত্তম। ইবনে আব্বাস রা. বলেন,

لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرَّبِّعِ ، لَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ » ُ

অর্থ : মানুষ যদি (সম্পত্তি ওসিয়ত করার ক্ষেত্রে) এক তৃতীয়াংশ থেকে এক চতুর্থাংশে নেমে আসত তবে উত্তম হত। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন - “তিন ভাগের একভাগ! তিন ভাগের একভাগই তো বেশি।” [বুখারি ও মুসলিম]

সাদকার গুরুত্ব ও ফযিলত

আল্লাহ তাআলা সব মানুষকে ধনী ও সম্পদশালী বানিয়ে দেন নি। আসলে বিভ্রাটের সাথে কেমন আচরণ করে আল্লাহ তাআলা তা দেখতে চান।

বাস্তবতার আলোকে বলতে হয় আজ বিশ্বের বহু মুসলিম আল্লাহর বিধান যথার্থভাবে পালন করছে না। মুসলিম সমাজ যদি যাকাত, সাদকা প্রদানে মহান আল্লাহর নির্দেশ পালন করত তবে সারা বিশ্বের মুসলিম সমাজ আজকের মত দারিদ্র্যের যাঁতাকলে পিষ্ট হত না।

সাদাকাতুন, আরবি শব্দ। যার বাংলা অর্থ হচ্ছে - দান। আর এ দান প্রধানত : দুই প্রকার।

১. ওয়াজিব যা বাস্তবায়ন করা অপরিহার্য ও বাধ্যতামূলক। যেমন :

- নিসাবের মালিক (শরী'আত নির্ধারিত নির্দিষ্ট পরিমাণ মালের মালিক) হলে প্রতিবছর অর্থের যাকাত ও শস্যাদির ওশর প্রদান করা।

এ শ্রেণীর দানগুলো সাধারণত একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই প্রদান করতে হয়। যথা সঞ্চিত অর্থের উপর যখন এক বছর পূর্ণ হবে তখন তাতে যাকাত ফরয হবে এবং তা থেকে নির্ধারিত হারে যাকাত দিতে হবে। আর উৎপাদিত শস্যাদি মাড়াই শেষে যখন ঘরে উঠবে, তখন তা থেকে ওশর বের করতে হবে, উল্লেখ্য, শস্যাদির ক্ষেত্রে বছর পূর্ণ হওয়া শর্ত নয়। তাই এ ওশর প্রদান শস্য মাড়াই করার সংখ্যা ভেদে বছরে একাধিকবারও হতে পারে।

যেমন ইরি ধানের মৌসুম শেষে যদি আমন ধান ও নিসাব পরিমাণ হয়, তবে তা থেকেও একই বছরে পুনরায় ওশর দেওয়া অপরিহার্য। এক্ষেত্রে ইরি ধানের ওশর দেয়া হয়েছে বলে আমনের ওশর দেয়া থেকে বিরত থাকা চলবে না। অন্যথায় ওশর অনাদায়ের শাস্তি বরণ

ছাড়া গতন্তর থাকবে না। লক্ষ্যনীয় যে এ জাতীয় বাধ্যতামূলক দান, সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য নয়। কেবল বিত্তশালী ও ধনীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

- সামর্থ্য থাকলে- ইমামদের কারো কারো মতে - প্রতি বছর কোরবানি করা।
- রমজানে সাওম পালন শেষে ফিতরা প্রদান করা।
- নযর বা মানত পূর্ণ করা।

শেষোক্ত দুই প্রকার দান কেবলমাত্র বিত্তশালীই নয় ধনী দরিদ্র সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য এবং এগুলোও পূর্বোক্ত দানের ন্যায় একটা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রদান করতে হয়। ফিতরা ঈদুল ফিতরের সালাতের পূর্বে এবং মানত তার সময়সীমার মধ্যে পূর্ণ করা জরুরী। অন্যথায় তা যথাযথভাবে আদায় বলে গণ্য হবে না। সংশ্লিষ্ট সকলের এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

২. নফল সাদকা যা বাধ্যতামূলক নয় তবে অনেক সওয়াবের কাজ।

এ দ্বিতীয় প্রকারের দান নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সৎপথে ব্যয় করা। যেমন : মসজিদ, মাদ্রাসা, গরিব, এতিম, ভিক্ষুকদের মাঝে সাধ্যমতো দান করা। এছাড়াও আত্মীয়, অনাত্মীয়, মুসাফির, বিপন্ন ও ঋণগ্রস্তকে সাহায্য করা ইত্যাদি। এ জাতীয় দানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত দানের ন্যায় সময়ের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। স্থান, কাল, পাত্র ও প্রয়োজনভেদে কমবেশি করা যেতে পারে। দানের রকম ও পরিবর্তন হতে পারে। মোটকথা অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়ার অধিকার দানকারীর থাকে। তাছাড়া দিবারাত্রি যে কোন সময়, যে কোন স্থানে এবং গোপনে ও প্রকাশে এ দান করার সুযোগ রয়েছে। সুতরাং দাতা তার ইচ্ছা ও সামর্থ্য অনুযায়ী যে কোন সময় নেক পথে দান করে উপকৃত হতে পারেন।

সেই সাথে সকলকে স্মরণ রাখতে হবে যে, সর্ব প্রকার দানই কেবলমাত্র আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্য হতে হবে, অন্য কোন উদ্দেশ্য নয়। অন্যথায় সব দানই বিফলে যাবে এবং তার জন্য চরম মূল্য দিতে হবে। তখন শত আফসোস করেও কোন লাভ হবে না।

স্মরণযোগ্য যে, বৈধ উপার্জন থেকে নেক নিয়তে প্রদত্ত সর্ব প্রকার দান সাদকা নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের অন্যতম মাধ্যম। তাই দান-সাদকা কবুল হবার বিপরীত সব চিন্তা চেতনা ও ধ্যান ধারণা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার জন্য আশ্রয় চেষ্টা করা প্রতিটি দ্বীনদার ও সচেতন মুসলমানের পবিত্র দায়িত্ব।

কোরআন কারিমে আল্লাহ তাআলা বলেন -

এমন অভাবী লোক, যারা আল্লাহর পথে (ইবাদত ও মানবকল্যাণে) নিজেদের নিয়োজিত রাখার কারণে (উপার্জনের জন্য) দুনিয়া চেষ্টে বেড়াতে পারে না। সম্ভ্রান্ততার কারণে অনভিজ্ঞ লোকেরা তাদের অভাবহীন মনে করে। আপনি তাদের চিহ্ন দেখে চিনতে পারবেন। তারা মানুষের কাছে নির্লজ্জভাবে ভিক্ষা করে না। আর তোমরা যেকোনো ভালো জিনিস ব্যয় করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সে বিষয়ে অবগত আছেন।

(সূরা-২ বাকারা, আয়াত: ২৭৩)।

-দান-সাদকা প্রকাশ্যেও করা যায়, গোপনেও করা যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন -

যদি তোমরা দান প্রকাশ্যে করো, তবে তা উত্তম; আর যদি তা গোপনে করো এবং অভাবীদের দাও, তবে তা তোমাদের জন্য শ্রেয়। এর মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদের মন্দগুলো মোচন করে দেবেন। তোমরা যা করো, আল্লাহ তা অবগত আছেন।’ (সূরা-২ বাকারা, আয়াত: ২৭১)

-দান করে খোঁটা দিতে নেই। এতে দানের ফজিলত বিনষ্ট হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন -

সদ্যবহার, সুন্দর কথা ওই দান অপেক্ষা উত্তম, যার পেছনে আসে যন্ত্রণা। আল্লাহ তাআলা ঐশ্বর্যশালী ও পরম সহিষ্ণু। হে মুমিনগণ! তোমরা খোঁটা দিয়ে ও কষ্ট দিয়ে তোমাদের দানকে বাতিল কোরো না। তাদের মতো যারা তাদের সম্পদ ব্যয় করে লোকদেখানোর জন্য এবং তারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে না।

(সূরা-২ বাকারা, আয়াত: ২৬৩- ২৬৪)

নবীজি (সা.) বলেন -‘খোঁটাদানকারী বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না।’ (তিরমিজি)।

দান বা পরোপকার করে যদি খোঁটা দেয়া হয়, সেটি আমলের মধ্যে ইখলাসশূন্যতা অথবা কিছুটা হলেও কমতির দিকে ইঙ্গিত বহন করে। কারণ খোঁটা তখনই আসে যখন দান বা পরোপকারের পিছনে লুকায়িত থাকে পার্থিব কোনো স্বার্থ বা প্রাপ্তির আশা। কিন্তু সেই আশার অনুরূপ যখন ফল পাওয়া গেল না, তখন সৃষ্টি হয় এক ধরনের হতাশা ও ক্ষোভ। আর সেখান থেকেই খোঁটা দেওয়া।

আরেকটি বিষয়, খোঁটা দেওয়া দ্বারা নিজের দান-সাদকা বা পরোপকারের সওয়াবই নষ্ট হয়, কেবল তা নয়; এটি কঠিন পাপও বটে, যার দ্বারা উপকৃত ব্যক্তির অন্তরে আঘাত দেয়া হয়। হাদীসে প্রকৃত মুসলিম বলা হয়েছে, যার হাত ও মুখ থেকে সকল মুসলিম নিরাপদ থাকে। কাজেই দান করে খোঁটা দেওয়ার মত বোকামি কখনো করব না।

আর এ লক্ষ্য অর্জনে আল্লাহ আমাদেরকে সম্মুখপানে অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দান করুন।
(আমীন)।

২৬. ইসলামে দান-সাদকার গুরুত্ব

ইসলামে দানশীলতা (সাদকা এবং যাকাত) একটি কেন্দ্রীয় স্থান অধিকার করে, যা করুণা, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং আধ্যাত্মিক পবিত্রতা প্রতিফলিত করে। এটি কেবল আর্থিক সহায়তার চেয়েও বেশি কিছু - এটি সম্প্রদায়কে শক্তিশালী করার এবং আল্লাহর (আল্লাহর) সন্তুষ্টি অর্জনের একটি মাধ্যম।

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের একটি মাধ্যম।

১. দানশীলতা ইসলামের একটি স্তম্ভ

যাকাত (ফরজ দান) ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে একটি। এটি সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করে এবং অভাবীদের সহায়তা করে।

সাদকাহ (স্বেচ্ছায় দান) হল এমন একটি দয়ার কাজ যা প্রচুর পুরস্কার বয়ে আনে।

"আর তোমরা নামায কায়েম করো এবং যাকাত দাও, আর তোমরা নিজেদের জন্য যা কিছু কল্যাণ এগিয়ে পাঠাবে, তা আল্লাহর কাছে পাবে।"

(কুরআন ২:১১০)

২. সম্পদ এবং আত্মাকে পবিত্র করে

দান-সাদকা হৃদয়কে লোভ ও স্বার্থপরতা থেকে পরিস্কার করে।

এটি মুসলমানদের স্বীকার করতে সাহায্য করে যে সম্পদ আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি আমানত।

"তাদের সম্পদ থেকে দান গ্রহণ করো, যার মাধ্যমে তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে এবং তাদের বংশ বৃদ্ধি করবে।"

(কুরআন ৯:১০৩)

৩. অভাবীদের সাহায্য করে এবং সম্প্রদায়ের বন্ধনকে শক্তিশালী করে

ইসলাম দরিদ্র, এতিম, বিধবা এবং ঋণগ্রস্তদের প্রতি উদারতাকে উৎসাহিত করে।
দাতব্য প্রতিষ্ঠান করুণা এবং ঐক্যকে উৎসাহিত করে, নিশ্চিত করে যে কেউ পিছিয়ে নেই।

“কিয়ামতের দিন মুমিনের ছায়া হবে তার দান।”
(হাদিস, তিরমিযী)

৪. আশীর্বাদ এবং সম্পদ বৃদ্ধি করে

দান করলে সম্পদ কমে না; বরং তা বরকত (আশীর্বাদ) এবং সমৃদ্ধি বয়ে আনে। এটি সৎকর্মের একটি চক্র তৈরি করে, যেখানে উদারতা আধ্যাত্মিক এবং বস্তুগত পুরস্কারের দিকে পরিচালিত করে।

“যে ব্যক্তি দান-খয়রাত করে, আল্লাহ তার সম্পদ বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন।” (কুরআন ২:২৬১)

৫. কষ্ট ও বিপর্যয় থেকে রক্ষা করে

দানশীলতা ইহকাল ও পরকালের কষ্টের বিরুদ্ধে ঢাল হিসেবে কাজ করে।
এটি সাদকায় জারিয়া (নিরন্তর দান) হিসেবে দান করা যেতে পারে, যেমন একটি পানির কূপ তহবিল প্রদান করা বা একটি স্কুল নির্মাণ করা, যা দাতা মারা যাওয়ার অনেক পরেও মানুষের উপকার করে।

“দেরি না করে দান করুন, কারণ এটি বিপদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।” (হাদিস, তিরমিযী)

৬. চিরন্তন পুরস্কার অর্জন করে (সাদকাহ জারিয়াহ)

চলমান দানশীলতা (যেমন, মসজিদ নির্মাণ, শিক্ষার জন্য অর্থায়ন, অথবা দরিদ্রদের সহায়তা)
মৃত্যুর পরেও একজন ব্যক্তির উপকার করে।

“মানুষ যখন মারা যায়, তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়, কেবল তিনটি জিনিস ছাড়া: সাদকা জারিয়া, উপকারী জ্ঞান, অথবা নেককার সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।”
(হাদিস, মুসলিম)

ইসলামে দান কেবল অন্যদের সাহায্য করার চেয়েও বেশি কিছু - এটি একটি ইবাদত, পবিত্রতার মাধ্যম এবং চিরন্তন পুরস্কারের পথ। যাকাত, সাদকা, অথবা সাদকায়ে জারিয়াহ যাই হোক না কেন, দান করার প্রতিটি কাজই আশীর্বাদ, সুরক্ষা এবং আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা নিয়ে আসে।

দানের আরেকটি দিক হলো, দান মানুষকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করে। দান আল্লাহর ক্রোধ নিভিয়ে দেয়, হায়াত বৃদ্ধি করে এবং দাতার জন্য সাতশ গুণ বা তারও বেশি সওয়াব নিয়ে আসে।

মহানবী (সা.) ইরশাদ করেছেন - “নিশ্চয়ই দান আল্লাহর ক্রোধ নিভিয়ে দেয় এবং মন্দ মৃত্যু ঠেকিয়ে দেয়।”
(তিরমিজি, হাদিস : ৬৬৪)

২৭. ইসলামে দান-সাদকার তাৎপর্য

দান-সাদকা করলে মনে শান্তি আসে। দানের কারণে নানান বালামুসিবত থেকে মহান রব আমাদের হেফাজত করেন। দান করলে ধনসম্পদ বেড়ে যায়, কমে না। তাই দানের হাত প্রসারিত করলে আমাদের ও প্রতিবেশী গরিব-দুঃখীসহ অনেকের উপকার হয়। মহান রব বলেন- যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান-সাদকা করো, তবে তা কতই না উত্তম। আর যদি গোপনে ফকির-মিসকিনকে দান করে দাও, তবে আরও বেশি উত্তম। আর তিনি তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। (সূরা : বাকারা, আয়াত :২৭১)

ইসলামি পরিভাষায় দান করাকেই সাদকা বলা হয়। সাদকা শব্দটি এসেছে আরবি ‘সিদকুন’ থেকে। অর্থ :সত্যতা, যথার্থতা। পরিভাষায় সাদকা বলা হয়, একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করার লক্ষ্যে স্বীয় সম্পদ ব্যয় করা। সাদকা দুই প্রকার। (১) সাধারণ সাদকা (২) সাদকায়ে জারিয়া। গরিব দুঃখীকে টাকাপয়সা দান করা, ভালো ব্যবহার করা সাধারণ সাদকার অন্তর্ভুক্ত। আর সাদকায়ে জারিয়া বলা হয় ঐ সব সৎকর্ম, যেগুলোর কল্যাণকারিতা স্থায়ী হয়। এর মধ্যে সর্বাগ্রে হচ্ছে দিনি এলেম শিক্ষা দান, দিনি বইপুস্তক রচনা ও প্রকাশ করে সর্বসাধারণের মধ্যে এলেম পৌঁছানো। কারণ, দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনে মানবসন্তানের জন্য সর্বাধিক কল্যাণকর বিষয় হচ্ছে, আল্লাহর সঙ্গে, তার বিধিবিধানের সঙ্গে এবং রাসুলের সঙ্গে পরিচিতি লাভ। এক ব্যক্তি অন্যকে যদি দিনি এলেম শিক্ষা দেন তবে সে ব্যক্তি নিজে আমল করবে এবং প্রত্যক্ষভাবেই হোক বা পরোক্ষভাবেই হোক পরবর্তী কাউকে না কাউকে শিক্ষা দেবে। এভাবে কেয়ামত পর্যন্ত এ সৎ কাজের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে।

-হযরত মুহাম্মদ (স.) ঐ ব্যক্তিকে সর্বাপেক্ষা বড় দাতারূপে আখ্যায়িত করেছেন, যিনি পবিত্র কোরআন সুন্নাহর এলেম অন্যদের শিক্ষা দেন। তার পরের স্থান মসজিদ, এতিমখানা, মাদ্রাসা, রাস্তাঘাট, সেতু, পুকুর প্রভৃতি গণকল্যাণমূলক খাতে দান করা। এসবের দ্বারা অনেক বেশি লোক উপকৃত হন এবং উপকারটুকু দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়।

-হজরত আবু হুরায়রাহ (রা.) বর্ণিত হাদিসে এসেছে, রাসূল পাক (স.) বলেন -

‘যখন কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে, তার সব আমল বন্ধ হয়ে যায়, তিনটি ব্যতীত, সাদকায়ে জারিয়া, উপকারী জ্ঞান অথবা সৎকর্মশীল সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।’ (সহিহ মুসলিম

শরিফ, হাদিস নম্বর-১৬৩১) ইমাম আন-নববি (রহ.) এই হাদিসখানার ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, ‘সাদকায়ে জারিয়া হলো ওয়াকফ।’ (শরহে মুসলিম -১১/৮৫)।

অসংখ্য আয়াতে দান-সাদকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন - ‘তারা আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করে, তারা কী ব্যয় করবে? (আল্লাহ বলেন,) জানিয়ে দিন, যা তোমাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত।’

(সূরা বাকারা : আয়াত ২১৯)

মহান আল্লাহ আরও বলেন - ‘হে ইমানদারগণ! তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান-সাদকা বরবাদ করো না সে ব্যক্তির মতো যে নিজের ধনসম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না।’

(সূরা : বাকারা, আয়াত ২৬৪)

এছাড়া সূরা : আয-যারিয়াত এ ১৯ নম্বর আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, নিশ্চয়ই তোমাদের সম্পদে নিঃস্ব ও অসহায়দের অধিকার রয়েছে। অর্থাৎ আমরা যা দান করি, কোরআনের দৃষ্টিতে তা দয়া নয়; তা অসহায়দের অধিকার বা হক্কুল ইবাদ। আপনি যখন দান করেন, তখন আপনি সৃষ্টির অধিকারকেই সম্মান করেন। তখন স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহ আপনাকে সম্মানিত করবেন।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন - ‘এবং তাদের সম্পদে নির্দিষ্ট হক রয়েছে। ভিক্ষুক এবং বঞ্চিত (অভাবী অথচ লজ্জায় কারো কাছে হাত পাতে না) সবার হক রয়েছে।’ (সূরা : মাআরিজ, আয়াত : ২৪-২৫) পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ পাক আরও ইরশাদ করেন - ‘যারা আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করে তার উদাহরণ হচ্ছে সেই বীজের মতো, যা থেকে সাতটি শিষ জন্মায়। আর প্রতিটি শিষে ১০০টি করে দানা থাকে। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অতিরিক্ত দান করেন। আল্লাহ সুপ্রশস্ত সুবিজ্ঞ।’

(সূরা : বাকারা, আয়াত : ২৬১)

অসংখ্য হাদিসেও দান-সাদকার ফজিলত তুলে ধরা হয়েছে। গোপনে দান করার ব্যাপারে হাদিসে অধিক ফজিলতের কথা বর্ণিত হয়েছে। গোপনে দানকারী কিয়ামতের দিন মহান

আল্লাহর আরশের নিচে ছায়া লাভ করবে, নবি (স.) বলেন, ‘কিয়ামত দিবসে সাত শ্রেণির মানুষ আরশের নিচে ছায়া লাভ করবে। কাকে দেওয়া হয়েছে? যথা: ‘যাকাত হলো কেবল ফকির, মিসকিন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক এবং তা দাসমুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে জেহাদকারীদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য—এই হলো আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।’
(সূরা : তাওবা, আয়াত :৬০)

সাদকা ছাড়াও, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিয়মিত ইবাদত করে, ন্যায়পরায়ণ শাসক এবং যারা সর্বদা মসজিদের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে, তারাও আরশের ছায়া পাবে।

২৮.কুরআনের আলোকে দান- সাদকার গুরুত্ব ও ফযিলত

কুরআনের আলোকে দান ও সাদকার গুরুত্ব ও ফযিলত অত্যন্ত ব্যাপক এবং গভীর। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কুরআনে বারবার মুমিনদের দান করার জন্য উৎসাহিত করেছেন এবং দানকারীদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে মহাপুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

নিচে কুরআনের আলোকে দান ও সাদকার গুরুত্ব ও ফযিলত তুলে ধরা হলো:

১. দান আল্লাহর নিকট ঋণস্বরূপ

আল-কুরআন :

> "কে আছে, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিবে, যাতে আল্লাহ তা বহুগুণে ফিরিয়ে দেন তার জন্য?"

(সূরা আল-বাকারা: ২:২৪৫)

এই আয়াতে বোঝানো হয়েছে, দান আল্লাহর পথে ব্যয় করলে, তা যেন আল্লাহকে ঋণ দেওয়ার মতো, আর আল্লাহ সেই ঋণ বহুগুণে ফেরত দেন।

২. দান কখনো ব্যর্থ হয় না, বরং বহুগুণে বৃদ্ধি পায়

আল-কুরআন :

> "যারা নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহর পথে, তাদের দৃষ্টান্ত হলো একটি শস্যবীজ, যা থেকে সাতটি শীষ উৎপন্ন হয়; প্রতিটি শীষে থাকে একশত করে দানা। এবং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা আরও বাড়িয়ে দেন।"

(সূরা আল-বাকারা: ২:২৬১)

এখানে দানকে একটি বীজের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, যা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। এতে দান করার ফযিলত ও ফলাফল স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

৩. দান মানুষকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করে

আল-কুরআন :

> "আর সেই তাকওয়াশীল ব্যক্তিকে দূরে সরানো হবে তা থেকে (জাহান্নাম থেকে)। যে তার সম্পদ দান করে, নিজেকে পবিত্র রাখার জন্য।"

(সূরা আল-লাইল: ৯২:১৭-১৮)

এ আয়াতে দানকে আত্মশুদ্ধির মাধ্যম এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায় বলা হয়েছে।

৪. দানকারীদের জন্য রয়েছে জান্নাতের সুসংবাদ

আল-কুরআন :

> "নিশ্চয়ই সাদকা গ্রহণ করে আল্লাহ, এবং তিনি তা বহুগুণে বাড়িয়ে দেন।"

(সূরা আত-তাওবাহ: ৯:১০৩)

এ আয়াতে বলা হয়েছে, সাদকা আল্লাহ নিজে গ্রহণ করেন এবং তার বিনিময়ে মুমিনকে পবিত্র করেন।

৫. দান গোপনে করাই উত্তম

আল-কুরআন :

> "যদি তোমরা প্রকাশ্যে সাদকা দাও, তবে তা ভালো; আর যদি গোপনে দাও এবং দরিদ্রদের দাও, তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম।"

(সূরা আল-বাকারা: ২:২৭১)

দান গোপনে দিলে তা অন্তরের ইখলাস প্রকাশ করে এবং তা আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়।

৬. দান করার মাধ্যমে পাপ মোচন হয়

আল-কুরআন :

> "তাদের সম্পদ থেকে সাদকা গ্রহণ করো, যার দ্বারা তুমি তাদের পবিত্র করবে ও পরিশুদ্ধ করবে..."

(সূরা আত-তাওবাহ: ৯:১০৩)

এখানে বলা হয়েছে, সাদকা মানুষের অন্তরকে পবিত্র ও গুনাহ থেকে পরিশুদ্ধ করে।

কোরআনের দৃষ্টিতে দান ও সাদকা শুধু অর্থ দান নয়; এটি আত্মশুদ্ধি, তাকওয়া অর্জন, এবং আখেরাতে মুক্তির এক গুরুত্বপূর্ণ উপায়। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করলে তা বহুগুণে প্রতিদান পাওয়া যায়, আর তা দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ বয়ে আনে।

২৯. হাদিসের আলোকে দান-সাদকার গুরুত্ব ও ফযিলত

হাদিসের আলোকে দান-সাদকা (সদাকাহ) ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমল। কুরআন ও সুন্নাহ দু'টিতেই এর ফযিলত ও গুরুত্ব বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। নিচে হাদিসসমূহের নির্দেশনার আলোকে এর গুরুত্ব তুলে ধরা হলো :

১. দান পাপ মোছার স্রোত

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন :

> "সাদকা পাপ মুছে দেয় যেমন পানি আগুন নিভিয়ে দেয়।"
(তিরমিযি)

অর্থাৎ, দান-সাদকা আমাদের পাপ ও গোনাহ মুছে দেয়, যা আমাদের নেক কাজের পৃষ্ঠপোষক।

২. দান কিয়ামতের দিনে ছায়ার এক স্থান

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন :

> "সাত শ্রেণির লোক কিয়ামতের দিন আল্লাহর ছায়ায় থাকবে, তাদের মধ্যে একজন হলো সেই ব্যক্তি যে ডান হাত দিয়ে দান করে, বাম হাত জানে না সে কী দান করেছে।"
(বুখারি ও মুসলিম)

মানে, গোপনে দান এমন মহৎ ইবাদত, যা আল্লাহর বিশেষ রহমত অর্জন করে।

৩. দান রিজিক বৃদ্ধি করে

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

> "রিজিক যদি কোন জিনিস কমাতে পারত, তবে আল্লাহর দাসরা দান করার মাধ্যমে তা কমে যেত। কিন্তু আল্লাহ বরং তা বৃদ্ধি করেন।"

(বুখারি)

অর্থাৎ, দান করলে রিজিক বরকত পায়, অর্থাৎ সম্পদ বৃদ্ধি পায়।

৪. দান আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধে অংশগ্রহণের সমতুল্য

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন :

> "আল্লাহর পথে তিন ব্যক্তি রয়েছে: যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ দিয়ে দান করে, যে ব্যক্তি নিজের আত্মা দিয়ে যুদ্ধে অংশ নেয়, আর যে ব্যক্তি নিজের জিহাদে গিয়ে জীবন বাজি রাখে।"

(বুখারি)

অর্থাৎ, দান যুদ্ধের মতোই মহান একটি ইবাদত।

৫. দান রক্ষা করে বিপদ ও দুর্যোগ থেকে

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন :

> "সাদকা তোমাদেরকে বিপদ, দুর্ঘটনা ও অকালমৃত্যু থেকে রক্ষা করে।"

(মুস্তাদরাক হাকিম)

৬. দান নবী (সা:) এর সুন্নাহ ও সর্বোত্তম আমল

আবু জর (রাঃ) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম:

> “হে আল্লাহর রাসূল! কোন আমল উত্তম?”

তিনি বললেন,

“তোমার দ্বারা কারো উপকার করা।”

(তিরমিযী)

অর্থাৎ, এতে দান ও সাহায্য করার সুন্নাহর গুরুত্ব প্রকাশ পায়।

৭. দরিদ্র, এতিম, বিধবা - এদের সাহায্য করা জিহাদের সমতুল্য

রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন :

> “যে ব্যক্তি বিধবা ও অভাবগ্রস্তদের দেখাশোনা করে, সে যেন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর মতো।”

(সহিহ বুখারি ৫৩৫৩)

৮. দান শুধু টাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়

রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন :

> “তোমার প্রতিটি ভাল কাজই সাদকা।”

(সহিহ বুখারি)

যেমন :

- হাসিমুখে কথা বলা
- পথ থেকে কাঁটা সরানো
- কাউকে সাহায্য করা
- ছোটদের প্রতি দয়া করা
- জ্ঞান শেয়ার করা

এগুলোও সাদকা হিসেবে গণ্য হয়।

হাদিসের আলোকে স্পষ্ট যে, দান বা সাদকা শুধু দারিদ্র্য দূর করার একটি মাধ্যম নয়, এটি পাপ মুছার, রিযিক বরকত ও আখিরাতের জন্য মর্যাদা অর্জনের এক মহৎ ইবাদত। আমাদের উচিত নিয়মিত দান-সাদকা করা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য সৎ পথে এগিয়ে চলা।

৩০. হাদিসের আলোকে সেরা দান

"দানে ধন বাড়ে", দান করে কেউ দরিদ্র হয় না। আমাদের সমাজে এসব কথা খুবই পরিচিত। ধার্মিক-অধার্মিক কিংবা মুসলিম-অমুসলিমের কোনো ফারাক এখানে নেই। আমাদের চারপাশের দেখা বাস্তবতা হল, স্বতঃস্ফূর্ত দানের মানসিকতা যাদের আছে, ধর্মীয় ও সামাজিক কল্যাণমূলক যে কোনো ইস্যুতে যারা বরাবর এগিয়ে আসেন, কোনো অভাবী-অসহায়-বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি কখনোই যাদের কাছ থেকে খালি হাতে ফেরে না, কখনোই তাদের কণ্ঠে এ অনুযোগও শোনা যায় না-দান করে আমি শেষ হয়ে গেছি! এ দান বরং তাদের সম্পদকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলে। তারাও উদার হাতেই বিলিয়ে যান তাদের দান।

দান-সাদকা মুমিন জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুষঙ্গ। পবিত্র কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত হয়েছে দান-সাদকার অনেক ফযিলতের কথা। দান করলে বিপদাপদ দূর হয়। দান আল্লাহ তাআলার ক্রোধকে নিভিয়ে দেয়। দানের প্রতিদানকে আল্লাহ তাআলা সাতশ গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেন, এমনকি কাউকে আরও বেশি পরিমাণে নেকি দিয়ে থাকেন-কুরআন ও হাদিস থেকে আহরিত এসব কথা আমাদের মুখে মুখে বেশ প্রচলিত। বলার কথা হল, এ দান-সাদকা কেবল একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত-বিষয়টি এমনই নয়। বরং পবিত্র কুরআনে কারীমে খাঁটি ও যথার্থ মুমিনের পরিচয় দিতে গিয়ে মহান রাব্বুল আলামিন এ দান-সাদকার কথাও বলেছেন। পড়ুন-

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. ٥

অর্থ : সন্দেহ নেই, মুমিন তো তারাই, আল্লাহর নাম উচ্চারিত হলে যাদের অন্তর ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে, যখন তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয় তখন তা তাদের ঈমানকে বাড়িয়ে দেয় এবং তারা তাদের প্রভুর ওপর ভরসা করে; যারা যথারীতি নামায আদায় করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে। এরাই হচ্ছে প্রকৃত মুমিন। তাদের জন্য তাদের প্রভুর নিকট রয়েছে সুউচ্চ মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক।

(সূরা আনফাল (৮) : ২-৪)

আল্লাহকে ভয় করা, পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াত শুনে ঈমান বৃদ্ধি পাওয়া, আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা করা এবং নিয়ম মেনে নামায আদায় করা-একজন মুসলমানের জন্য তো এসবের কোনো বিকল্প নেই। তবে এখানে যে বিষয়টি লক্ষণীয়-এসবের পাশাপাশি আল্লাহ তাআলা প্রকৃত মুমিনের পরিচয় হিসেবে দান-সাদকার কথাও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন- ‘আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে।’ এ ব্যয় করার মধ্যে ফরয দান যাকাত যেমন রয়েছে, তেমনি নফল দান-সাদকাও এর অন্তর্ভুক্ত। দান-সাদকা নিয়ে, তা ফরয-নফল যাই হোক, পবিত্র কুরআনে তো কত কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু উপরোক্ত কথাটি, মাত্র তিনটি আরবী শব্দে-

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ.

অর্থ : যেভাবে বারবার উল্লেখিত হয়েছে পবিত্র কুরআনে, তাও সবিশেষ লক্ষণীয়।

ফরয দান তথা যাকাতের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ রয়েছে। কারও কাছে যদি যাকাত আদায়যোগ্য নেসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে, তবে শতকরা আড়াই টাকা হারে তাকে যাকাত আদায় করতে হয়। যাকাত যদি ফরয হয়, তবে একজন মুসলমানের জন্যে এ যাকাত আদায় থেকে বিরত থাকার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু নফল দানের ক্ষেত্রে এমন কোনো সীমা নির্ধারিত নেই। নেই বাধ্যবাধকতাও। ধনী-গরীব যে কেউ যখন ইচ্ছা দান করতে পারে। কম-বেশি যে কোনো পরিমাণই দান করতে পারে। দান প্রকাশ্যে হতে পারে, হতে পারে গোপনেও।

-প্রশ্ন হল, কোথায় কখন কীভাবে দান করলে নেকী পাওয়া যাবে বেশি? কোন দানটি আল্লাহ তাআলার নিকট সেরা দান হিসেবে বিবেচিত হবে? এ প্রশ্নের উত্তর আমরা সরাসরি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ-নিঃসৃত হাদিসেই খুঁজে পাই। কখনো বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে তিনি নিজেই সেরা দানের পরিচয় তুলে ধরেছেন। কখনো কোনো সাহাবীর প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন সেরা দান কোনটি। কয়েকটি হাদীস লক্ষ করুন-

১. হযরত হাকীম ইবনে হিয়াম রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ - أَوْ خَيْرُ الصَّدَقَةِ - عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ.

অর্থ : সর্বোত্তম সাদকা সেটাই, যা নিজের সচ্ছলতা বজায় রেখে করা হয়। দাতার হাত গ্রহীতার হাতের তুলনায় উত্তম। আর (যখন অর্থব্যয় করবে তখন) তোমার পোষ্য ও অধীনস্তদের দিয়ে শুরু করবে। (সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০৩৪)

এ হাদীসের প্রথমাংশে সেরা দানের একটি পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয়াংশে বলা হয়েছে দানের শ্রেষ্ঠত্বের কথা। আর শেষ বাক্যটিতে রয়েছে অর্থব্যয় ও দান-সাদকা বিষয়ক একটি বিশেষ নির্দেশনা। বলা হয়েছে যাদের প্রতিপালনের ভার তোমার ওপর ন্যস্ত, তোমার অর্থব্যয়টা তাদেরকে দিয়েই শুরু করো। তাদের প্রয়োজনটা আগে মেটাও। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে নিজের প্রতিপাল্য ও অধীনস্ত পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণে যে অর্থ আমরা ব্যয় করি, তাও কি সাদকা বলে বিবেচিত হবে? তাতেও কি সওয়াব পাওয়া যাবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এভাবে-

مَهْمَا أَنْفَقْتَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ حَتَّى اللَّفْمَةُ تَرْفَعُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ.

অর্থ : তুমি যা কিছুই ব্যয় কর, সেটাই তোমার জন্যে সাদকা, এমনকি তোমার স্ত্রীর মুখে যে নলাটি তুমি তুলে দাও সেটাও।

(সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৩৫৪)

বলাবাহুল্য, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অনুগ্রহস্বরূপ প্রাপ্ত অর্থ-সম্পদ একজন আল্লাহবিশ্বাসী মুমিন ব্যক্তি তো আল্লাহর সন্তুষ্টির পথেই ব্যয় করবে। যে কাজে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন, যে কাজে তাঁর বিধান লঙ্ঘিত হয়, সে কাজে মুমিন কী করে আল্লাহর দেয়া নিয়ামত ও রিযিক নষ্ট করবে? তাই মুমিন ব্যক্তি তার প্রতিটি অর্থব্যয়ের জন্যেই পুরস্কৃত হবে মহান আল্লাহর দরবারে।

-হাদীসে স্পষ্ট করা হয়েছে- স্ত্রীর জন্যে সে যে খাবারের ব্যবস্থা করেছে, যা তার ওপর আরোপিত এক অপরিহার্য দায়িত্ব, সেটাও তার জন্যে সাদকা।

-আরেকটি হাদীস লক্ষ করুন, এর ভাষ্য আরও পরিষ্কার, আরও আলোছড়ানো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ.

অর্থ : একটি দিনার তুমি আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদে) ব্যয় করেছ, একটি দিনার তুমি দাসমুক্তির জন্যে ব্যয় করেছ, একটি দিনার তুমি কোনো মিসকীনকে সাদকা করেছ, আরেকটি দিনার তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের জন্যে ব্যয় করেছ। এসবের মধ্যে সর্বাধিক প্রতিদান সেটাতেই পাওয়া যাবে, যা তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের জন্যে ব্যয় করেছ।
(সহীহ মুসলিম, হাদীস ৯৯৫)

আমাদের আলোচ্য হাদিসটিতে সেরা দানের পরিচয়ে বলা হয়েছে নিজের সচ্ছলতা ঠিক রেখে যে দান করা হয় সেটাই সেরা দান। প্রথম কথা হল, নিজের পরিবার-পরিজনের প্রয়োজন পূরণে যে অর্থ ব্যয় করা হয় সেটার সওয়াবই সবচেয়ে বেশি। এটাও একপ্রকার সাদকা, একপ্রকার দান। এটা যেহেতু শরীয়তের পক্ষ থেকেই আরোপিত এক দায়িত্ব, যা অবহেলা কিংবা এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই, সঙ্গত কারণেই তাতে সওয়াব বেশি হওয়াটাও স্বাভাবিক। আর পরিবার ও অধীনস্তদের বাইরে যখন কাউকে দানের প্রসঙ্গ আসে, তখন ততটুকুই দান করো, যেন তোমার ওপর আরোপিত দায়িত্ব পালনে, তোমার অধীনস্তদের ভরণপোষণ ও অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন পূরণে তুমি আবার অপারগ হয়ে বসে না থাক। কোনো অভাবী ব্যক্তির সহায়তায় নিজের সবটুকু বিলিয়ে দিয়ে যদি আবার নিজেই অভাবের শিকার হতে হয়, নিজের এবং পরিবার-পরিজনের প্রয়োজন পূরণের জন্য অন্য কারও কাছে হাত পাততে হয়, তবে এ দান ও সহযোগিতা শরীয়তের উদার দৃষ্টিতে কিছুতেই কাম্য হতে পারে না।

-হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদিস একবার আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। এক লোক তখন ডিমের মতো এক টুকরো স্বর্ণ নিয়ে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! খনি থেকে আমি এটা পেয়েছি। এটি ছাড়া আমার আর কিছুই নেই। আপনি এটি গ্রহণ করুন। এটি সাদকা।

একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। লোকটি তখন ডান দিক দিয়ে এসে একই কথা বলল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার মুখ

ঘুরিয়ে নিলেন। এবার সে বাম দিক থেকে এল। এবারও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। লোকটি এরপর পেছন দিক থেকে কথা বলল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তার হাত থেকে ওই টুকরোটা নিয়ে তার দিকেই ছুড়ে মারলেন। যদি তার গায়ে লাগত, তবে সে মারাত্মক ব্যথা পেত। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-

يَأْتِي أَحَدُكُمْ بِمَا يَمْلِكُ فَيَقُولُ هَذِهِ صَدَقَةٌ، ثُمَّ يَقْعُدُ يَسْتَكِفُّ النَّاسَ، خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غَنَى.

অর্থ : তোমাদের কেউ কেউ নিজের মালিকানাধীন সবকিছু নিয়ে এসে বলে-এসব সাদকা। এরপর সে মানুষের কাছে হাত পেতে বসে থাকে। সর্বোত্তম সাদকা তো সেটাই, যা সচ্ছলতা বজায় রেখে করা হয়।

(সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৬৭৫)

দান-সাদকা আমাদের পবিত্র ধর্মে অত্যন্ত ফযিলতময় ও মর্যাদাপূর্ণ একটি আমল। কিন্তু এ দানের ক্ষেত্রেও যেন স্বাভাবিকতার সীমা লঙ্ঘিত না হয়, নিজের এবং পরিবার-পরিজনের বৈধ অপরিহার্য প্রয়োজনাতি মেটানোর দিকটি যেন উপক্ষিত না হয়, ইসলাম আমাদেরকে এ শিক্ষাও দেয়।

কুরআনে মহান রাব্বুল আলামিনের অমোঘ নির্দেশনা-

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا.

অর্থ : (দান না করে) তুমি তোমার হাতকে গলায় আটকে রেখো না, আবার তা সম্পূর্ণরূপে বিছিয়েও দিয়ো না। অন্যথায় তুমি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হয়ে পড়বে।

(সূরা ইসরা (১৭) : ২৯)

কার্পণ্য করা যাবে না। দান করা থেকে সবসময় হাত গুটিয়ে রাখা যাবে না। কোনো উপলক্ষ যখন আসে, সাধ্যমতো সেখানে দান করতে হবে। পরিমাণে তা কম-বেশি যা-ই হোক। এটা মুমিনের গুণ, মুমিনের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তাই বলে নিজেকে অভাবের মুখে ঠেলে দিয়ে সবকিছুই

দান করে দেয়া-এটাও ইসলামের শিক্ষা নয়। অবশ্য কেউ যদি এতটাই সংযমী ও ধৈর্যশীল হয়, সবকিছু বিলিয়ে দিয়েও নিজের অভাবের কথা, প্রয়োজনের কথা অন্য কারও কাছে প্রকাশ করবে না, আল্লাহ তাআলার ওপর তার ভরসা যদি এতটাই প্রবল হয় এবং এ নিয়ে তার অধীনস্তদের কোনো প্রকার অনুযোগ না থাকে, তখন সে চাইলে পুরো সম্পদও দান করে দিতে পারে। তাবুকের যুদ্ধের প্রাক্কালে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. এমনটাই করেছিলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে দান গ্রহণও করেছিলেন। আবার তিনিই অবস্থার ভিন্নতাকে আমলে নিয়ে কোনো কোনো সাহাবীর পুরো সম্পদ দান হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। দান-সদকার ক্ষেত্রে ভারসাম্যের এ শিক্ষাটি কুরআনে কারীমের আরেকটি স্থানেও আলোচিত হয়েছে। সেখানকার উপস্থাপন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, মাত্র একটি শব্দে, কিন্তু এতে নিহিত রয়েছে অর্থের ব্যাপকতা। সাহাবায়ে কেলাম নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করতেন-তারা কোন সম্পদ দান করবে? এ প্রশ্নটি উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিয়েছেন-

قُلِ الْعَفْوَ.

অর্থ : আপনি বলে দিন, যা (তোমাদের প্রয়োজনের) অতিরিক্ত।

(সূরা বাকারা (২) : ২১৯)

কথা সহজ-প্রথমে নিজের এবং নিজের পরিবারস্থ প্রতিপাল্য যারা তাদের হক আদায় করো। এরপর যদি কিছু সম্পদ হাতে থেকে যায়, সেখান থেকে দান করো অভাবী-অসহায়দের, শরীক থাকো কল্যাণকর কাজে। মনে রাখতে হবে-নফল ও ঐচ্ছিক এ দানের জন্যে কিছুতেই ফরয ও অবধারিত হক লঙ্ঘন করা যাবে না। ভারসাম্যের এ পথে যে দান, সেটাই সেরা দান।

২. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনি প্রশ্ন করেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন সাদকা সবার সেরা? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিয়েছেন-

جَهْدُ الْمُقِلِّ وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ.

অর্থ : অর্থসম্পদ যার কম, যে অসচ্ছল, কষ্ট করে সে যা দান করে (সেটাই সর্বোত্তম সাদকা)।
আর তুমি তোমার অধীনস্তদের দিয়ে শুরু করো।
(সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৬৭৯)

এ তো স্পষ্ট একজন ধনী মানুষ নিজের প্রয়োজন মেটানোর পর বেশ পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত রেখেও চাইলে অনেক টাকা দান করতে পারবে। এতে তাকে কোনো সংকটের মুখে পড়তে হবে না। কিন্তু একজন অসচ্ছল মানুষ, নিজের আবশ্যকীয় প্রয়োজন মেটানোই যার জন্য কষ্টকর, অল্প পরিমাণে দান করাও তার জন্যে কষ্টকর। নিজের প্রয়োজনই যেখানে মেটে না, সেখানে অন্যের প্রয়োজন মেটানোয় এগিয়ে যাওয়ার বিষয়টি কল্পনা করা সহজ নয়। এর পরও যখন অসচ্ছল কোনো ব্যক্তি দান করে, পরিমাণে তা যত অল্পই হোক, ইখলাস ও আন্তরিকতার মিশলে তা আল্লাহর দরবারে অনেক অনেক মূল্যবান বলে বিবেচিত হতে পারে।

৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদিস, এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন সাদকায় সবচেয়ে বেশি সওয়াব হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিয়েছেন-

أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَاحِبُ شَحِيحٍ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى، وَلَا تُمَهِّلَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْخُلُوفَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا أَلَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ ۖ

অর্থ : যখন তুমি সুস্থ-সবল, তোমার উপার্জিত সম্পদ তুমি তোমার নিজের কাছে রেখে দিতে চাচ্ছ, অভাবে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কাও তোমার রয়েছে, তুমি সচ্ছলতার স্বপ্নও দেখ-এমন পরিস্থিতিতে তুমি যে দান করবে (সেটাই তোমার জন্যে অধিক প্রতিদান বয়ে আনবে)। (দান-সাদকার ক্ষেত্রে) তুমি এতটা বিলম্ব করো না যে, তোমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হল আর তখন তুমি বলতে থাকলে এটা অমুকের, এটা তমুকের। শোনো, এটা তো তখন অন্যদেরই হয়ে যায়।
(সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০৩২)

অনেকসময় দেখা যায়, মানুষ যখন কোনো বিপদে পড়ে তখন সে দান করতে চায়। একইভাবে যখন অসুস্থতা, বার্ধক্য কিংবা অন্য কোনো পরিস্থিতির মুখে পড়ে কেউ নিজের

জীবন সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়ে, জীবন কিংবা নিজের উপার্জিত সম্পদ উপভোগ করার কোনো আশা আর তার থাকে না, তখনও সে সম্পদ গরীবদের দান করে দিতে চায়। সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় কেউ নিজের সম্পদ ইচ্ছেমতো দান করতে পারে। কিন্তু যদি মৃত্যুপরবর্তী সময়ের জন্যে ওসিয়ত করে যেতে চায়, তবে তা অবশ্যই রেখে যাওয়া সম্পদের এক তৃতীয়াংশের মধ্যে সীমিত থাকতে হবে। বাকিটা ওয়ারিশদের। এ হাদীসের মূল মর্ম এটাই- দান যা করতে চাও, সুস্থ-স্বাভাবিক অবস্থাতেই করে নাও। মৃত্যু যখন তোমার দুয়ারে কড়া নাড়বে, তখন এটা-ওটা দান করার ওসিয়ত করতে থাকবে-এমনটা করার খুব সুযোগ নেই।

মানুষ যতদিন সুস্থ-সবল থাকে, দুনিয়ার রঙিন স্বপ্ন তাকে হাতছানি দিতে থাকে। একটি সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের আশায় সে বিভোর থাকে। অভাবের মুখে পড়ার আশঙ্কাও মনে উঁকি দেয়। আর শয়তান তো এ ভয় দেখানোতেই লিপ্ত। পবিত্র কুরআনের ঘোষণা-

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ.

অর্থ : শয়তান তোমাদেরকে দরিদ্রতার ভয় দেখায় আর তোমাদেরকে মন্দ কাজের (কুপণতার) আদেশ করে।

(সূরা বাকারা (২) : ২৬৮)

অভাব ও দরিদ্রতার এ ভয় ও আশঙ্কাকে উপেক্ষা করে, সম্পদের প্রতি স্বভাবজাত লোভ ও কার্পণ্যকে জয় করে যারা সম্পদ দান করতে পারে, সন্দেহ নেই, এজন্যে নিজেদের মনের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই করতে হয় অবিরাম। আর কষ্ট যেখানে বেশি, তা যদি সঠিক পন্থায় হয়, কষ্টও সেখানে বেশি। সওয়াব ও প্রতিদানে সেটাই হবে সেরা।

৪. আরেকটি হাদিস। এখানে অবশ্য সরাসরি সেরা দানের কথা নেই। তবে রয়েছে একটি অনন্য মর্যাদা ও ফযিলতের কথা। রোজ হাশরে যখন সূর্য থাকবে খুব কাছাকাছি, তাপে আর তৃষ্ণায় মানুষ থাকবে অস্থির, হাদিসের ভাষ্যানুসারে, কঠিন সে মুহূর্তে সাত শ্রেণির লোককে আল্লাহ তাআলা নিজ ছায়ায় স্থান দেবেন। তাদের অন্যতম-

رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ.

অর্থ : এমন ব্যক্তি, যে এতটাই গোপনে দান করে, তার ডান হাতের দান বাম হাতও জানতে পারে না।

(সহীহ বুখারী, হাদীস ১৪২৩)

গোপন দানে ইখলাস, আন্তরিকতা ও সওয়াবের প্রত্যাশা বেশি থাকাই স্বাভাবিক। আর আল্লাহ তাআলা এ ইখলাসেরই মূল্যায়ন করেন।

অবশ্য গোপন দানের ফযীলতের কথা শুনে প্রকাশ্য দানকে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। পবিত্র কুরআনে গোপন-প্রকাশ্য উভয় দানের কথাই বলা হয়েছে-

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ

অর্থ : যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান কর তবে তা কতই না উত্তম। আর যদি তা গোপনে কর এবং গরীবদের দিয়ে থাক তবে তা আরও উত্তম।

(সূরা বাকারা (২) : ২৭১)

নিয়ত ও ইখলাসে যদি কোনো ত্রুটি না থাকে, তবে প্রকাশ্য দানে উন্মোচিত হতে পারে কল্যাণের আরেক দুয়ার। কারও দান দেখে যদি কেউ উৎসাহিত হয় আর সে ব্যক্তিও পরে দান করে, তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির সমপরিমাণ সওয়াব যোগ হবে প্রথম ব্যক্তির আমলনামায়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস-

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِنْ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ هُمْ شَيْءٌ ۚ

অর্থ : মুসলমানদের মধ্যে কেউ যখন কোনো ভালো কাজের সূচনা করে, এরপর তা অন্যদের আমলে পরিণত হয়, এ আমলকারীরা সকলে মিলে যে সওয়াব পাবে এর সমপরিমাণ সওয়াব সূচনাকারীর জন্যেও লিখে দেয়া হবে, তবে তাদের সওয়াব বিন্দু পরিমাণও কমবে না।

(সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০১৭)

এই তো ইসলাম। একটু সচেতন হলেই এখানে রয়েছে আঁচল ভরে নেয়ার সুযোগ। দান-সাদকার ক্ষেত্রে আমাদেরকে ভারসাম্য মেনে চলার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। নফল দানের

আগে ফরয দায়িত্ব পালনে উৎসাহিত করা হয়েছে। আবার সীমিত আয়ের অসচ্ছল কেউ যখন কষ্ট করে সামান্যও দান করে, সেটাকে বলা হচ্ছে সেরা দান। বিপদাপদ দূর করার জন্যে দান করতে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই, কিন্তু উৎসাহিত করা হয়েছে সুস্থ কর্মক্ষম স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে বেশি পরিমাণে দান করার প্রতি। সে দান প্রকাশ্যে হতে পারে, হতে পারে গোপনেও। দানের এ শিক্ষা যদি ছড়িয়ে পড়ে, আমাদের জীবন ও সমাজ তবে আলোকিত হবেই।

৩১. কুরআন ও সহীহ হাদিসের আলোকে দান-সাদকা

নীচে কুরআন ও সহীহ হাদিসের আলোকে দান-সাদকা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। সহজ, প্রমাণসম্মত ও প্রয়োগযোগ্য ভাবে।

আল কুরআন

১. মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যা ব্যয় করে তা তার নিজের জন্যই

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ ۖ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۖ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ
إِلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

অর্থ : তোমরা যে সম্পদ ব্যয় কর, তা তোমাদের নিজেদের জন্যই। আর তোমরা তো আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যয় কর এবং তোমরা কোন উত্তম ব্যয় করলে তা তোমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে দেয়া হবে। আর তোমাদের প্রতি যুলম করা হবে না।

(সূরা বাকারা : ২৭২)

২. গোপন এবং প্রকাশ্য দান করার ফজিলত

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَإِنْ تُخْفَوْهَا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۚ وَ يُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ
سَيِّئَاتِكُمْ ۚ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

অর্থ : তোমরা যদি সাদকা প্রকাশ্য কর, তবে তা উত্তম। আর যদি তা গোপন কর এবং ফকীরদেরকে তা দাও, তাহলে তাও তোমাদের জন্য উত্তম এবং তিনি তোমাদের গুনাহসমূহ মুছে দেবেন। আর তোমরা যে আমল কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

(সূরা বাকারা : ২৭১)

৩. মুত্তাকির সচ্ছল-অসচ্ছল উভয় অবস্থায় ব্যয় করে

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

অর্থ : যারা সুসময়ে ও দুঃসময়ে ব্যয় করে এবং ক্রোধ সংবরণ করে ও মানুষকে ক্ষমা করে।
আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন।
(সূরা আলে ইমরান : ১৩৪)

৪. উত্তম বস্তু দান করার নির্দেশ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

অর্থ : হে মুমিনগণ, তোমরা ব্যয় কর উত্তম বস্তু, তোমরা যা অর্জন করেছ এবং আমি যমীন থেকে তোমাদের জন্য যা উৎপন্ন করেছি তা থেকে এবং নিকৃষ্ট বস্তুর ইচ্ছা করো না যে, তা থেকে তোমরা ব্যয় করবে। অথচ চোখ বন্ধ করা ছাড়া যা তোমরা গ্রহণ করো না। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ অভাবমুক্ত, সপ্রশংসিত।
(সূরা বাকারা : ২৬৭)

৫. প্রিয় বস্তু দান করা

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

অর্থ : তোমরা কখনো সওয়াব অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ না ব্যয় করবে তা থেকে, যা তোমরা ভালবাস। আর যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।
(সূরা আলে ইমরান : ৯২)

৬. প্রয়োজনীয় রিজিক থেকে ব্যয় করা

وَأَنْفَقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ لَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ
فَأَصَّدَّقَ وَ أَكُنَ مِنَ الصَّالِحِينَ

অর্থ : আর আমি তোমাদেরকে যে রিয়ক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় কর, তোমাদের কারো মৃত্যু আসার পূর্বে। কেননা তখন সে বলবে, হে আমার রব, যদি আপনি আমাকে আরো কিছু কাল পর্যন্ত অবকাশ দিতেন, তাহলে আমি দান-সাদকা করতাম। আর সৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।

(সূরা মুনাফিকুন : ১০)

৮. খোঁটা দেয়ার মাধ্যমে দান-সাদকাহ বাতিল হয়ে যায়

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ ۖ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثَرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ
مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

অর্থ : হে মুমিনগণ, তোমরা খোঁটা ও কষ্ট দেয়ার মাধ্যমে তোমাদের সাদকা বাতিল করো না। সে ব্যক্তির মত, যে তার সম্পদ ব্যয় করে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে এবং বিশ্বাস করে না আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি। অতএব তার উপমা এমন একটি মসৃণ পাথর, যার উপর রয়েছে মাটি। অতঃপর তাতে প্রবল বৃষ্টি পড়ল, ফলে তাকে একেবারে পরিষ্কার করে ফেলল। তারা যা অর্জন করেছে তার মাধ্যমে তারা কোন কিছু করার ক্ষমতা রাখে না। আর আল্লাহ কাফির জাতিকে হিদায়াত দেন না।

(সূরা বাকারা : ২৬৪)

আল হাদিস

১. হালাল উপার্জনের দান-সাদকা যত ছোট হোক না কেন আল্লাহ তা কবুল করেন

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ - وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ - وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيْهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ ۖ

অর্থ : আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি হালাল কামাই থেকে একটি খেজুর পরিমাণ সাদকা করবে, (আল্লাহ তা কবুল করবেন) এবং আল্লাহ কেবল পবিত্র মাল কবুল করেন আর আল্লাহ তাঁর দান হাত দিয়ে তা কবুল করেন। এরপর আল্লাহ দাতার কল্যাণার্থে তা প্রতিপালন করেন যেমন তোমাদের কেউ অশ্ব শাবক প্রতিপালন করে থাকে, অবশেষে সেই সাদকা পাহাড় বরাবর হয়ে যায়। (বুখারী ১৪১০)

২. আল্লাহ তাআলার পথে দান-সাদকা তাঁর নৈকট্য লাভের বিরাত একটি মাধ্যম

আল্লাহ তাআলা বলেন -

﴿ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيمٌ ۙ ۙ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبًا عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوْتُ الرَّسُولَ ۙ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قُرْبَةً لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۙ ۙ ﴾ [التوبة: ১৮, ১৯, ২০]

অর্থ : মরুবাসীদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা (আল্লাহ তাআলার পথে) ব্যয় করাকে জরিমানা মনে করে এবং তোমাদের প্রতি কালের আবর্তন তথা বিপদাপদের অপেক্ষায় থাকে। বস্তুতঃ কালের অশুভ আবর্তন তথা বিপদাপদ তাদের উপরই বর্তাবে। আল্লাহ তাআলা তো সবই শোনেন এবং সবই জানেন। পক্ষান্তরে মরুবাসীদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা আল্লাহ তাআলা ও পরকালের প্রতি পূর্ণ ঈমান রাখে এবং তারা (আল্লাহ তাআলার পথে) ব্যয় করাকে তাঁর সান্নিধ্য ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দোআ লাভের উপকরণ বলে মনে করে। জেনে রাখো, তাদের উক্ত ব্যয় নিঃসন্দেহে তাদের জন্য আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের বিরাত একটি কারণ। অচিরেই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নিজ রহমতে প্রবেশ করাবেন। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

(সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ৯৮-৯৯)

৩. লুকায়িত সাদকা আল্লাহ তাআলার রাগ ও ক্রোধ নিঃশেষ করে দেয়

মু‘আবিয়া ইবন হায়দাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন -

«إِنَّ صَدَقَةَ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى»

অর্থ : লুকায়িত সাদকা আল্লাহ তাআলার রাগ নিঃশেষ করে দেয়।

৪. প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ হতে সাদকা করা উত্তম

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرٍ غَنًى، وَابْتَدَأَ بِمَنْ تَعُولُ ". ُ

অর্থ : আবু হুরায়রা (রা.)-এর সূত্রে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন - প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ হতে সাদকা করা উত্তম। যাদের ভরণ-পোষণ তোমার দায়িত্বে, প্রথমে তাদেরকে দিবে।

(বুখারী ১৪২৬)

৫. সম্পদ কমে যাওয়ার আশঙ্কায় দান বন্ধ করলে আল্লাহও তা বন্ধ করে দিবেন

عَنْ أَسْمَاءَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا تُوكِي فَيُوكِيَ عَلَيَّ ". حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِةَ، وَقَالَ، " لَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكَ ِ

অর্থ: আসমা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বললেন - তুমি (সম্পদ কমে যাওয়ার আশঙ্কায়) সাদকা দেয়া বন্ধ করবে না। অন্যথায় তোমার জন্যও আল্লাহ কর্তৃক দান বন্ধ করে দেয়া হবে।

(বুখারী ১৪৩৩)

৬. ইসলাম গ্রহণের পূর্বের দান-সাদকা ইসলাম গ্রহণের জন্য সওয়াব দেওয়া হবে

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَتَحَنَّنُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عَتَاةٍ وَصَلَةٍ رَحِمَ فَبَلَّ فِيهَا مِنْ أَجْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَسَلَّمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ". ٥

অর্থ : হাকীম ইবনু হিয়াম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! ঈমান আনয়নের পূর্বে (সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে) আমি সাদকা প্রদান, দাসমুক্ত করা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার ন্যায় যত কাজ করেছি, সেগুলোতে সওয়াব হবে কি? তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন - তুমি যে সব ভালো কাজ করেছ তা নিয়েই ইসলাম গ্রহণ করেছ (তুমি সেসব কাজের সওয়াব পাবে)।

(বুখারী ১৪৩৬, মুসলিম ১২৩)

৭. কেউ দান করলে তা গ্রহণ করা

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ، يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ " خُذْهُ، إِذَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْءٌ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ، فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ". ٦

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'উমর (রা.)- কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে কিছু দান করতেন, তখন আমি বলতাম, যে আমার চেয়ে বেশি অভাবগ্রস্ত, তাকে দিন। তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতেন - তা গ্রহণ কর। যখন তোমার কাছে এসব মালের কিছু আসে অথচ তার প্রতি তোমার অন্তরের লোভ নেই এবং তার জন্য তুমি প্রার্থী নও, তখন তা তুমি গ্রহণ করবে। এরূপ না হলে তুমি তার প্রতি অন্তর ধাবিত করবে না। (বুখারী ১৪৭৩, মুসলিম ১০৪৫)

৮. ধনীদের হতে সাদকা গ্রহণ করা এবং যে কোন স্থানের অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণ করা

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ " إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خُمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ." ۞

অর্থ : ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) - কে ইয়ামানের (শাসক নিয়োগ করে) পাঠানোর সময় আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে বলছিলেন - তুমি আহলে কিতাবের কাছে যাচ্ছ। কাজেই তাদের কাছে যখন পৌঁছবে তখন তাদেরকে এ কথার দিকে দাওয়াত দিবে তারা যেন সাক্ষ্য দিয়ে বলে যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। যদি তারা তোমার এ কথা মেনে নেয় তবে তাদের বলবে যে, আল্লাহ তাদের উপর দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। যদি তারা এ কথাও মেনে নেয় তবে তাদের বলবে যে, আল্লাহ তাদের উপর সাদকা (যাকাত) ফরয করেছেন- যা তাদের ধনীদের নিকট হতে গ্রহণ করা হবে এবং অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণ করে দেয়া হবে। তোমার এ কথা যদি তারা মেনে নেয়, তবে (কেবল) তাদের উত্তম মাল গ্রহণ হতে বিরত থাকবে এবং ময়লুমের বদদু'আকে ভয় করবে। কেননা, তার (বদদু'আ) এবং আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা থাকে না। (বুখারী ১৪৯৬)

৯. সাদকা প্রদানকারীর জন্য ইমামের কল্যাণ কামনা ও দু'আ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ ". فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ، فَقَالَ " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى ".

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনু আবু আওফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকজন যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) - এর নিকট নিজেদের সাদকা নিয়ে উপস্থিত হতো তখন তিনি বললেন - আল্লাহ্! অমুকের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। একদা আমার পিতা সাদকা

নিয়ে হাযির হলে তিনি বললেনঃ হে আল্লাহ্! আবু আওফা'র বংশধরের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।

(বুখারী ১৪৯৭, মুসলিম ১০৭৮)

১০. দান করে ফিরিয়ে নেওয়া কুকুরের বমি করে খেয়ে নেওয়ার মত

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَفِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي فَيْئِهِ فَيَأْكُلُهُ " . ُ

অর্থ : ইবনু আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি দান করে তা আবার ফিরিয়ে নেয়, তার উদাহরণ ঐ কুকুরের ন্যায়, যে বমি করে এবং পুনরায় তার বমি সে খেয়ে ফেলে।

(মুসলিম ১৬২২)

১১. নিজের সাদকাকৃত বস্তু ক্রয় করা সম্পর্কে

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْمَرَهُ فَقَالَ " لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ " فَبِذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - لَا يَتْرُكُ أَنْ يَبْتَاعَ شَيْئًا تَصَدَّقَ بِهِ إِلَّا جَعَلَهُ صَدَقَةً .

অর্থ : ইবনু উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করতেন যে, উমর ইবনু খাত্তাব (রা.) আল্লাহর রাস্তায় তাঁর একটি ঘোড়া সাদকা করেছিলেন। পরে তা বিক্রয় করা হচ্ছে জেনে তিনি নিজেই তা ক্রয় করার ইচ্ছায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে তাঁর মত জানতে চাইলেন। তিনি বললেনঃ তোমার সাদকা ফিরিয়ে নিবে না। সে নির্দেশের কারণে ইবনু উমর (রাঃ) এর অভ্যাস ছিল নিজের দেওয়া সাদকার বস্তু কিনে ফেললে সেটি সাদকা না করে ছাড়তেন না। (বুখারী ১৪৮৯)

১২. বিধবা ও মিসকিনদের দান করার ফজিলত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ الْقَائِمِ اللَّيْلِ الصَّائِمِ النَّهَارِ.

অর্থ : আবু হুরাইরাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন - বিধবা ও মিসকীন এর জন্য খাদ্যজোগাড় করতে চেষ্টারত ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদের মত অথবা রাতে সালাতে দন্ডয়মান ও দিনে সিয়ামকারীর মত। (বুখারী ৫৩৫৩, মুসলিম ২৯৮২)

১৩. আল্লাহ তাআলার পথে দান-সাদকা জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়ার বিরাট একটি মাধ্যম

আল্লাহ তাআলার পথে দান-সাদকা করা জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়ার একটি বিরাট মাধ্যম। ‘আদি’ ইবন হাতিম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন -

«اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ»

অর্থ : তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচো। এমনকি একটি খেজুরের একাংশ সাদকা করে হলেও।

-‘আদি ইবন হাতিম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে আরো বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন -

«لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَطُوفَ أَحَدُكُمْ بِصَدَقَتِهِ، لَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ، ثُمَّ لَيَقْفَنَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ، وَلَا تَرْجُمَانُ يَتَرَجَّمُ لَهُ، ثُمَّ لَيَقُولَنَّ لَهُ: أَلَمْ أُؤْتِكَ مَالًا؟ فَلَيَقُولَنَّ: بَلَى، ثُمَّ لَيَقُولَنَّ: أَلَمْ أُرْسِلْ إِلَيْكَ رَسُولًا؟ فَلَيَقُولَنَّ: بَلَى، فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ، ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ شِمَالِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ، فَلَيَتَفَيَّنَّ أَحَدُكُمْ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ»

অর্থ : কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না তোমাদের কেউ সাদকা নিয়ে ঘুরে বেড়াবে। সে এমন লোক খুঁজে পাবে না যে তা গ্রহণ করবে। অতঃপর তোমাদের প্রত্যেককেই কিয়ামতের

দিন আল্লাহ তাআলার সামনে উপস্থিত হতে হবে। তখন আল্লাহ তাআলা ও তার মাঝে কোনো পর্দা থাকবে না। না থাকবে কোনো অনুবাদক। অতঃপর আল্লাহ ত'আলা তাকে বলবেন, আমি কি তোমাকে সম্পদ দেইনি? তখন সে বলবে, অবশ্যই দিয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাকে আরো বলবেন, আমি কি তোমার নিকট কোনো রাসূলুল্লাহ পাঠাইনি? তখন সে বলবে, অবশ্যই পাঠিয়েছেন। তখন সে তার ডানে তাকাবে এবং আগুন ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। অতঃপর সে তার বামে তাকাবে এবং আগুন ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। অতএব তোমাদের প্রত্যেকেরই জাহান্নাম থেকে বাঁচতে চেষ্টা করা অবশ্যই কর্তব্য। এমনকি একটি খেজুরের অর্ধাংশ সাদকা করে হলেও। আর যদি তা না পাও তা হলে একটি সুন্দর উপদেশ মূলক কথা বলে হয়েও।

- 'হারিস আশ্'আরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন -

إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَى يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهِنَّ، وَيَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ فِيهِ -: وَأْمُرْكُمْ بِالصَّدَقَةِ، وَمَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَسْرَهُ الْعَدُوُّ، فَأَوْثَقُوا يَدَهُ إِلَى عُقْبِهِ، وَقَرَّبُوهُ لِيَضْرِبُوا عُقْبَهُ، فَجَعَلَ يَقُولُ: هَلْ لَكُمْ أَنْ أَفْدِيَ نَفْسِي مِنْكُمْ؟ وَجَعَلَ يُعْطِي الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ حَتَّى فَدَى نَفْسَهُ» ۝

অর্থ : আল্লাহ তাআলা ইয়াহুইয়া ইবন যাকারিয়া 'আলাইহিস সালামের নিকট পাঁচটি বাক্য প্রত্যাদেশ হিসেবে পাঠান; যাতে তিনি সেগুলোর উপর আমল করেন এবং সকল বনী ইসরাঈলকে আদেশ করেন সেগুলোর উপর আমল করার জন্য। তার মধ্যে একটি হচ্ছে, আমি তোমাদেরকে সাদকার আদেশ করছি। সাদকার দৃষ্টান্ত এমন এক ব্যক্তির ন্যায় যাকে শত্রু পক্ষ বন্দী করেছে। এমনকি তারা তার হাত-পা শক্ত করে বেঁধে তাকে হত্যা করার জন্য যথাস্থানে উপস্থিত করেছে। তখন সে বললো, তোমরা কি আমাকে সম্পদের বিনিময়ে ছেড়ে দেবে? এ বলে সে কম-বেশি যা পেরেছে দিয়ে তাদের হাত থেকে নিজকে মুক্ত করেছে।

১৪. দান-সাদকা রুপ্ত ব্যক্তির জন্য এক মহৌষধ

হাসান রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন -

অর্থ : তোমরা রুগ্নদের চিকিৎসা করো সাদকা দিয়ে।

১৫. সাদকা কিয়ামতের দিন সাদকাকারীকে সূর্যের ভীষণ তাপ থেকে ছায়া দিবে

উকবাহ্ ইবন আমির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন -

«كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُفْضَى بَيْنَ النَّاسِ» ۞

অর্থ : প্রত্যেক ব্যক্তি (কিয়ামতের দিন) তার সাদকার ছায়ার নিচেই অবস্থান করবে যতক্ষণ না সকল মানুষের মাঝে ফায়সালা করা হয়।

১৬. দান-সাদকা সাদকাকারীকে কবরের উত্তাপ থেকে রক্ষা করবে

উকবাহ্ ইবন আমির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে আরো বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন -

«إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ عَنْ أَهْلِهَا حَرَّ الْقُبُورِ، وَإِنَّمَا يَسْتَبْطِلُ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ» ۞

অর্থ : নিশ্চয় সাদকা সাদকাকারীকে কবরের উত্তাপ থেকে রক্ষা করবে এবং নিশ্চয় কিয়ামতের দিন একজন মু'মিন তার সাদকার ছায়ার নিচেই অবস্থান করবে।

১৭. দান-সাদকা সাদকাকারীকে সমূহ বিপদাপদ থেকে রক্ষা করে

আবু উমামাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন -

«صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ» ِ

অর্থ : ভালো কাজ তথা দান-সাদকা সাদকাকারীকে সমূহ বিপদাপদ থেকে রক্ষা করে।

১৮. দীর্ঘস্থায়ী সাদকার সওয়াব মৃত্যুর পরেও পাওয়া যায়

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন -

«إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» ُ

অর্থ : কোনো মানুষ মারা গেলে তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি আমল তার মৃত্যুর পরও চালু থাকে, দীর্ঘস্থায়ী সাদকা, এমন জ্ঞান যা দিয়ে মানুষ তার মৃত্যুর পরও লাভবান হয়, এমন নেককার সন্তান যে তার মৃত্যুর পর তার জন্য দো'আ করে।

১৯. দান-সাদকা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ আমল

উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন -

«ذِكْرِي لِي: أَنَّ الْأَعْمَالَ تَبَاهَى، فَتَقُولُ الصَّدَقَةُ: أَنَا أَفْضَلُكُمْ» ُ

অর্থ : আমাকে বলা হয়েছে যে, আমলগুলো পরস্পর গর্ব করবে। তখন সাদকা বলবে, আমি তোমাদের সবার চাইতে শ্রেষ্ঠ।

২০. দান-সাদকার পাল্লা হচ্ছে সবচাইতে বেশি ভারী

আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন -

«إِنَّ رَاهِبًا عَبْدَ اللَّهِ فِي صَوْمَعَتِهِ سِتِّينَ سَنَةً، فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ فَفَزَلَتْ إِلَى جَنْبِهِ، فَفَزَلَ إِلَيْهَا، فَوَاقَعَهَا سِتَّ لَيَالٍ، ثُمَّ سَقَطَ فِي يَدِهِ، فَهَرَبَ، فَأَتَى مَسْجِدًا فَأَوَى فِيهِ ثَلَاثًا، لَا يَطْعَمُ فِيهِ شَيْئًا، فَأَتَى بِرَغِيفٍ، فَكَسَرَهُ، فَأَعْطَى رَجُلًا عَنْ يَمِينِهِ نِصْفَهُ، وَأَعْطَى آخَرَ عَنْ يَسَارِهِ نِصْفَهُ، فَبَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكَ الْمَوْتِ، فَقَبَضَ رُوحَهُ، فَوُضِعَتِ السِّنُّونُ فِي كِفَّةٍ، وَوُضِعَتِ السِّتُّ فِي كِفَّةٍ، فَرَجَحَتِ السِّتُّ، ثُمَّ وَضِعَ الرَّغِيفُ، فَرَجَحَ الرَّغِيفُ» ۝

অর্থ : জনৈক খ্রিস্টান ধর্মযাজক ষাট বছর যাবত কোনো এক গির্জায় আল্লাহ ত'আলার ইবাদাত করছিলো। ইতোমধ্যে জনৈকা মহিলা তার পাশেই অবস্থান নিচ্ছিলো। এ সুযোগে সে তার সাথে ছয় রাত্রি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। অতঃপর তার হুঁশ ফিরে আসলে সে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। পরিশেষে এক মসজিদে সে তিন দিনের জন্য অবস্থান নেয়। এ তিন দিন যাবত সে কিছুই খায়নি। ইতোমধ্যে তাকে একটি রুটি দেওয়া হলে সে তা দু' ভাগ করে এক ভাগ তার ডান পার্শ্বের লোকটিকে এবং আরেকটি টুকরো তার বাম পার্শ্বের লোকটিকে দেয়। অতঃপর আল্লাহ ত'আলা তার কাছে মৃত্যুর ফিরিশতা পাঠিয়ে তার মৃত্যু ঘটান। এরপর তার ষাট বছরের আমল এক পাল্লায় রাখা হয় এবং অন্য পাল্লায় রাখা হয় তার সে ছয় রাত্রির বদ আমল। এতে তার বদ আমলের পাল্লা ভারী হয়ে যায়। অতঃপর অন্য পাল্লায় তার সাদকার রুটিটি রাখা হলে তা ভারী হয়ে যায়।

দান-সাদকা ইসলামে শুধু সামাজিক দায়িত্ব নয়, বরং ঈমানের অংশ। এটি রিজিক বাড়ায়, গুনাহ মোছে, কবর ও কিয়ামতের দিনে নিরাপত্তা দেয়।

৩২. সালফে সালেহীনদের কিছু কথা সাদকা সম্পর্কে

সাদকা সম্পর্কে সালফে সালেহীনদের কিছু কথা:

> আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন -

«إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَجْعَلَ كَنْزَكَ حَيْثُ لَا يَأْكُلُهُ السُّوسُ، وَلَا تَنَالُهُ اللَّصُوصُ فَأَفْعَلْ بِالصَّدَقَةِ»

অর্থ : তোমার পক্ষে যদি সম্ভব হয় যে, তুমি তোমার ধন-ভান্ডারটুকু এমন এক জায়গায় রাখবে যেখান থেকে কোনো পোকা খেয়ে তা কমিয়ে দিবে না এবং কোনো চোর তার নাগাল পাবে না তা হলে তা আল্লাহ তাআলার পথে সাদকা করে দাও।

> আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন -

«الصَّلَاةُ عِمَادُ الْإِسْلَامِ، وَالْجِهَادُ سَنَامُ الْعَمَلِ، وَالصَّدَقَةُ شَيْءٌ عَجِيبٌ، وَالصَّدَقَةُ شَيْءٌ عَجِيبٌ، وَالصَّلَاةُ عِمَادُ الْإِسْلَامِ، وَالْجِهَادُ سَنَامُ الْعَمَلِ، وَالصَّدَقَةُ شَيْءٌ عَجِيبٌ، وَالصَّدَقَةُ شَيْءٌ عَجِيبٌ»

অর্থ : সালাত হচ্ছে ইসলামের খুঁটি। জিহাদ হচ্ছে একটি উন্নত আমল। আর সাদকা তো একটি অত্যাশ্চর্য বস্তু। আর সাদকা তো একটি অত্যাশ্চর্য বস্তু। আর সাদকা তো একটি অত্যাশ্চর্য বস্তু।

> জাবির ইবন আব্দুল্লাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন-

একদা উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু আমার হাতে গোস্তু দেখে বললেন, হে জাবির! তোমার হাতে এটি কি? আমি বললাম, গোস্তু খেতে ইচ্ছে হয়েছিলো তাই একটু খরিদ করলাম। তখন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, যখনই তোমার কিছু খেতে ইচ্ছে হয় তখনই তা খরিদ করো? হে জাবির! তুমি কি নিম্নোক্ত আয়াতকে ভয় পাও না?

-আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا﴾ [الاحقاف ٠]

অর্থ : কাফিরদেরকে কিয়ামতের দিন বলা হবে তোমরা তো পার্থিব জীবনের সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে শেষ করেছো।

(সূরা আল-আহকাফ, আয়াত: ২০)

> ইয়াহয়া ইবন মু'আয রহ. বলেন -

«مَا أَعْرِفُ حَبَّةً تَزْنُ جِبَالَ الدُّنْيَا إِلَّا الْحَبَّةَ مِنَ الصَّدَقَةِ»

অর্থ : আমি জানি না, দুনিয়াতে এমন কোনো দানা আছে যা বিশ্বের সকল পাহাড় সমপরিমাণ ওজন রাখে একমাত্র সাদকার দানা ছাড়া।

> আবু সুলাইমান আদ-দারানী রহ. বলেন -

যে ব্যক্তি রিযিকের ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহ তাআলার উপর নির্ভরশীল তাঁর চরিত্র অবশ্যই ভালো হবে, তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল হবেন, আল্লাহ তাআলার পথে দান-সাদকা করতে তিনি কখনো দ্বিধা করবেন না এবং তাঁর সালাতে শয়তানের কুমন্ত্রণা অবশ্যই কমে যাবে।

> ফক্বীহ আবুল-লাইস আস-সামারকান্দী রহ. বলেন -

তুমি কম-বেশি যা পারো সাদকা করো। কারণ, তাতে দশটি ফায়েদা রয়েছে। যার পাঁচটি দুনিয়াতে আর পাঁচটি আখিরাতে। দুনিয়ার পাঁচটি হচ্ছে, তোমার ধন-সম্পদ পবিত্র হবে। তুমি গুনাহ থেকে নিষ্কৃতি পাবে। তোমার রোগ-ব্যাদি ও বালা-মুসীবত দূর হয়ে যাবে। গরিবরা খুশি হবে যা সর্বোত্তম ইবাদাত। রিযিক বেড়ে যাবে এবং সম্পদে বরকত আসবে। পরকালের পাঁচটি হচ্ছে, কিয়ামতের দিন রোদের তাপ থেকে ছায়া মিলবে। হিসাব সহজ হবে। নেকের পাল্লা ভারী হবে। পুলসিরাত পার হওয়া যাবে এবং জান্নাতে উচ্চাসন মিলবে।

তিনি আরো বলেন, সাদকার মধ্যে যদি গরীবদের দো‘আ ছাড়া আর কোনো ফযীলত নাই থাকতো এরপরও একজন বুদ্ধিমানের কর্তব্য হতো সাদকা দেওয়া, অথচ সাদকার মধ্যে এ ছাড়াও রয়েছে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি এবং শয়তানের অসন্তুষ্টি। তাতে আরো রয়েছে নেককারদের অনুসরণ।

> ইমাম শা‘বী রহ. বলেন -

ফকির সাদকার প্রতি যতটুকু মুখাপেক্ষী কেউ যদি নিজকে সাদকার সওয়াবের প্রতি এর চাইতেও বেশি মুখাপেক্ষী মনে না করলো তা হলে তার সাদকা নিষ্ফল হবে।

> আব্দুল আজীজ ইবন উমাইর রহ. বলেন -

সালাত তোমাকে অর্ধেক রাস্তায় পৌঁছিয়ে দিবে। সাওম পৌঁছাবে প্রভুর দরজায়। আর সাদকা পৌঁছাবে তাঁরই সন্নিহিতে।

> উবাইদ ইবন উমাইর রহ. বলেন -

কিয়ামতের দিন সবাইকে উঠানো হবে অত্যন্ত ক্ষুধা ও পিপাসার্ত অবস্থায়। সুতরাং কেউ দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য কাউকে খাওয়ালে আল্লাহ তাআলা তাকে কিয়ামতের দিন খাওয়াবেন। কাউকে পান করালে আল্লাহ তাআলা তাকে পান করাবেন। কাউকে পরালে আল্লাহ তাআলা তাকে পরাবেন।

একদা হাসান বসরী রহ. এর পাশ দিয়ে জনৈক গোলাম বিক্রেতা যাচ্ছিলো। তার সাথে ছিলো একজন বান্দি। তিনি লোকটিকে বললেন, তুমি কি বান্দিটিকে এক দিরহাম বা দু’ দিরহাম দিয়ে বিক্রি করবে? লোকটি বললো, না। তখন হাসান বসরী রহ. বলেন, আল্লাহ তাআলা একটি পয়সা বা একটি নেওলার পরিবর্তে জান্নাতের হূর দিয়ে দিবেন। আর তুমি এক দিরহাম বা দু’ দিরহামের পরিবর্তে একে বিক্রি করতে রাজি হচ্ছে না।

> আল্লামাহ্ ইব্বুল-ক্বায়িম রহ. বলেন -

যে কোনো বালা-মুসীবত দূরীকরণে সাদকার আশ্চর্যজনক এক প্রভাব রয়েছে। দানশীল ব্যক্তি ফাসিক, যালিম, কাফির যেই হোক না কেন। আল্লাহ তাআলা সাদকার কারণে সাদকাকারীর হরেক রকমের বালা-মুসীবত দূর করে দেন। এটা সবারই জানা এবং বিশ্বের সকলেই এ ব্যাপারটি স্বীকার করেছেন। কারণ, তাঁরা পরীক্ষা করে তা সত্য المنفقون

সাদকা সংক্রান্ত কিছু কথা

১. যে ধনী দান-সাদকা করে না সে নিশ্চয় ক্ষতিগ্রস্ত

আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাক্ষাতে গেলাম। তখন তিনি কাবা শরীফের ছায়ায় বসা ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি আমাকে দেখে বললেন -

«هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ! هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ! قُلْتُ: مَا شَأْنِي، أَيْرَى فِي شَيْءٍ، مَا شَأْنِي؟ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: فَمَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَسْكُتَ، وَتَعَشَّانِي مَا شَاءَ اللَّهُ، فَقُلْتُ: مَنْ هُمْ بِأَيِّ أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: الْأَكْثَرُونَ أَمْوَالًا إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، وَفِي رِوَايَةٍ: مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، وَقَلِيلٌ مَا هُمْ»

অর্থ : আল্লাহর কসম! ওরাই ক্ষতিগ্রস্ত। আল্লাহর কসম! ওরাই ক্ষতিগ্রস্ত। আবু যর বলেন - আমি মনে মনে বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার মধ্যে ব্যতিক্রম কিছু দেখে ফেললেন কি? হায়! আমার কি হলো। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পার্শ্বেই বসলাম; অথচ তিনি সে কথাই বার বার বলছেন। তখন আমি আর চুপ থাকতে পারলাম না। আমাকে যেন কোনো কিছু ছেয়ে গেছে। আমি বললাম, কারা ওরা? হে আল্লাহর রাসূল! আপনার জন্য আমার মাতা-পিতা উৎসর্গ হোক! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন - তারা হলো ধনী-সম্পদশালী। তবে ওরা ক্ষতিগ্রস্ত নয় যারা এদিক ওদিক তথা সর্বদিকে সাদকা-খয়রাত করলো।

-অন্য বর্ণনায় রয়েছে - সামনে করলো, পেছনে করলো। ডানে করলো, বামে করলো। তথা সর্বদিকে দান-সাদকা করলো এবং তাঁরা খুবই কম।

২. সময় থাকতেই সাদকা করুন

আল্লাহ তাআলা বলেন -

﴿وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَّ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ ۝ ١٠﴾ [المنافقون]

অর্থ : আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে তোমরা আল্লাহ তাআলার পথে এখনই ব্যয় করো তোমাদের কারোর মৃত্যু আসার পূর্বেই; যাতে মৃত্যুর সময় আর বলতে না হয়, হে আমার প্রভু! তুমি যদি আমাকে আরো কিছুকাল সময় দিতে তা হলে আমি বেশি বেশি সাদকা করতাম এবং সৎকর্মশীল হয়ে যেতাম।

(সূরা আল-মুনাফিকুন, আয়াত: ১০)

-আল্লাহ তাআলা আরো বলেন -

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَّ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةَ وَلَا شَفْعَةً وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ ২৫৪﴾ [البقرة: ২৫৪]

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা হতে আল্লাহ তাআলার রাস্তায় খরচ করো এমন দিন আসার পূর্বে যে দিন কোনো ক্রয়-বিক্রয় চলবে না, না কোনো বন্ধুত্ব কাজে আসবে, না কারোর সুপারিশ ফায়দা দিবে। কাফিররা তো সত্যিই যালিম।

(সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৫৪)

অর্থাৎ, সময় থাকতেই সাদকা করুন। কারণ, অচিরেই এমন একটি সময় আসবে। যখন সাদকা গ্রহণ করার আর কেউই থাকবে না।

-হারিসা ইবন ওয়াহাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন -

تَصَدَّقُوا، فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا، يَقُولُ الرَّجُلُ: لَوْ جِئْتُ بِهَا بِالْأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِي بِهَا»

অর্থ : তোমরা সময় থাকতে সাদকা করো। কারণ, অচিরেই এমন একটি সময় আসবে যখন ধনী ব্যক্তি সাদকা হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াবে; অথচ সাদকা নেয়ার মতো তখন সে আর কাউকে খুঁজে পাবে না। কারোর কাছে সাদকা নিয়ে গেলে সে বলবে, গতকাল আসলে তা অবশ্যই গ্রহণ করতাম। কিন্তু আজ আমার কোনো প্রয়োজন নেই।

-আবু মূসা আশ্‌আরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন -

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ثُمَّ لَا يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ، وَيَرَى الرَّجُلَ الْوَاحِدَ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يُلْذَنَ بِهِ، مِنْ قَلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ ۖ

অর্থ : মানুষের মাঝে এমন একটি সময় আসবে যখন ধনী ব্যক্তি স্বর্ণের সাদকা হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াবে; অথচ সাদকা নেয়ার মতো তখন সে আর কাউকে খুঁজে পাবে না। তখন আরো দেখা যাবে যে, একজন পুরুষের অধীনে রয়েছে চল্লিশ জন মহিলা। যারা সরাসরি তারই আশ্রয় গ্রহণ করেছে। কারণ, তখন পুরুষ থাকবে খুবই কম এবং মহিলা থাকবে অনেক বেশি।

৩. ঈমান ও কার্পণ্য আল্লাহ তাআলার কোনো বান্দার

অন্তরে কখনো একত্রিত হতে পারে না

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন -

لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانٌ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ عَبْدٍ أَبَدًا، وَلَا يَجْتَمِعُ شُحٌّ وَإِيمَانٌ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا

অর্থ : যুদ্ধক্ষেত্রের ধুলো ও জাহান্নামের ধোঁয়া কোনো বান্দার পেটে কখনো একত্রিত হতে পারে না। তেমনিভাবে কার্পণ্য ও ঈমান কোনো বান্দার অন্তরে কখনো একত্রিত হতে পারে না।

৪. সম্পদের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে এমন মুহূর্তে সামান্যটুকু সাদকা করলেও অনেক বেশি সাওয়াব পাওয়া যায় প্রয়োজনাতিরিক্ত অধিক সম্পদ সাদকা করার চাইতে

আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন -

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَكْبَرُ؟ قَالَ: «أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ، وَتَأْمُلُ الْغِنَى، وَلَا تُمَهِّلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْخُلُوفَ، قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا، وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ» ۝

অর্থ : জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কোন সাদকাতে বেশি সাওয়াব? তিনি বললেন, তুমি যখন এমতাবস্থায় সাদকা করবে যে, তুমি তখন সুস্থ, সাদকা করতে মন চায় না, গরিব হয়ে যাওয়ার ভীষণ ভয় পাচ্ছে এবং আরো বড়ো ধনী হওয়ার তোমার খুবই আশা। তবে সাদকা করতে দেরি করো না। যাতে এমন অবস্থার সৃষ্টি না হয় যে, তোমার প্রাণ বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম; অথচ তুমি বলছো, অমুকের জন্য এতো। আর অমুকের জন্য অতো। যখন সবই অন্যের জন্য। তোমার জন্য আর কিছুই নেই।

অন্যত্র আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি আরও বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন -

«سَبَقَ دِرْهَمٌ مِثْلَةَ أَلْفٍ دِرْهَمٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: رَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ، أَخَذَ مِنْ عَرْضِهِ مِثْلَةَ أَلْفٍ دِرْهَمٍ تَصَدَّقَ بِهَا، وَرَجُلٌ لَيْسَ لَهُ إِلَّا دِرْهَمَانِ، فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا فَتَصَدَّقَ بِهِ» ۝

অর্থ : একটি দিরহাম কখনো কখনো (সাওয়াবের দিক দিয়ে) এক লক্ষ দিরহামকে অতিক্রম করে যায়। জনৈক ব্যক্তি বললো, সেটা আবার কিভাবে হে আল্লাহর রাসূল! তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন - জনৈক ব্যক্তির রয়েছে অনেক অনেক সম্পদ। সে তার অনেক সম্পদের এক সাইড থেকে এক লক্ষ দিরহাম সাদকা করে দিলো। অপর দিকে আরেক জনের শুধুমাত্র দু'টি দিরহামই আছে। সে তার একটিই আল্লাহর পথে সাদকা করে দিলো।

৫. আপনি নিজে সাদকা দিতে সুযোগ পাচ্ছেন না, তাই অন্যকে বলে রাখবেন আপনার পক্ষ থেকে সাদকা দিতে, তাতে আপনার সাওয়াবের এতটুকুও ঘাটতি হবে না

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন -

«إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا»

অর্থ : কোনো মহিলা নিজ ঘরের কোনো খাদ্য সামগ্রী সাদকা করলে (যাতে সংসারের কোনো ক্ষতি হয় না) সে সাদকা করার সাওয়াব পাবে। তার স্বামী উপার্জনের সাওয়াব পাবে এবং সংরক্ষণকারী সংরক্ষণের সাওয়াব পাবে। কেউ কারোর সাওয়াব এতটুকুও কমিয়ে দিবে না।

৬. নিজের কাছে সাদকা দেওয়ার মতো কোনো কিছু না থাকলেও অন্যের সাদকা বন্টনের দায়িত্ব পালন করলে তাতে সাদকার সাওয়াব পাওয়া যায়

আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন -

«الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الَّذِي يُنْفِدُ مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبًا بِهِ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ»

অর্থ : কোনো আমানতদার অন্যের সম্পদ সংরক্ষণকারী মুসলিম ব্যক্তি যদি তাকে যা দিতে বলা হয়েছে তা পরিপূর্ণভাবে সন্তুষ্ট চিত্তে যাকে দিতে বলা হয়েছে তাকে দিয়ে দেয় তা হলে তাকেও একজন সাদকাকারী হিসেবে গণ্য করা হবে।

৭. নিজের কাছে সাদকা দেওয়ার মতো কোনো কিছু না থাকলেও অন্যকে সাদকা দেওয়ার পরামর্শ দিলে তাতে সাদকার সাওয়াব পাওয়া যায়

আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন -

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ أَوْ طَلِبْتُ إِلَيْهِ حَاجَةً قَالَ: «اشْفَعُوا تُوجَرُوا، وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ» ۝

অর্থ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট কোনো ভিক্ষুক আসলে অথবা তাঁর নিকট কিছু চাওয়া হলে তিনি বলতেন, তোমরা এর জন্য সুপারিশ করো। সাওয়াব পাবে। আল্লাহ তাআলা তো তাঁর নবীর মুখ দিয়ে যা ইচ্ছে তা ফায়সালা করবেনই।

৮. আত্মীয়-স্বজনকে দান-সাদকা করলে দু'টি সাওয়াব পাওয়া যায়

সাল্মান ইবন আমির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন -

«الْصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» ۝

অর্থ : গরিব-দুঃখীকে দান-সাদকা করলে শুধু একটি সাওয়াব পাওয়া যায় যা হচ্ছে সাদকার সাওয়াব। আর আত্মীয়-স্বজনকে দান-সাদকা করলে দু'টি সাওয়াব পাওয়া যায়ঃ একটি সাদকার সাওয়াব আর অন্যটি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার সাওয়াব।

৯. আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যে আবার আপনার প্রতি অধিক শত্রুভাবাপন্ন তাকে দান-সাদকাকরা আরো বেশি সাওয়াবের কাজ

উম্মে কুলসুম বিনত উকবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন -

«أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ الصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ» ۝

অর্থ : সর্বোত্তম সাদকা হচ্ছে শত্রুভাবাপন্ন আত্মীয়-স্বজনকে সাদকা করা।

কোনো ব্যক্তি তার কোনো আত্মীয়-স্বজন বা মনিবের নিকট কোনো কিছু চাইলে সে যদি তাকে তা না দেয় তা হলে আল্লাহ তাআলা তার জন্য জাহান্নামের একটি বিষধর সাপ নির্ধারিত করবেন যা তাকে লাগাতার দংশন করবে।

-জারীর ইবন আব্দুল্লাহ বাজালী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন -

مَا مِنْ ذِي رَجْمٍ يَأْتِي ذَا رَجْمِهِ، فَيَسْأَلُهُ فَضْلًا أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ، فَيَنْخُلُ عَلَيْهِ إِلَّا أَخْرَجَ اللَّهُ لَهُ مِنْ جَهَنَّمَ حَيَّةً يَقَالُ لَهَا: شَجَاعٌ يَتَلَمَّظُ فَيَطْوِقُ بِهِ ۖ

অর্থ : কোনো আত্মীয় তার অন্য আত্মীয়ের নিকট আল্লাহ তাআলার দেওয়া কোনো সম্পদ চাইলে সে যদি তাকে তা দিতে কার্পণ্য করে তা হলে আল্লাহ তাআলা তার জন্য জাহান্নাম থেকে “শুজা” নামক একটি সর্প বের করে আনবেন যা তার গলা পেঁচিয়ে ধরে তার মুখ দংশন করবে।

-বাহয ইবনু হাকীম তার পিতা থেকে এবং তার পিতা তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন -

«لَا يَسْأَلُ رَجُلٌ مَوْلَاهُ مِنْ فَضْلٍ هُوَ عِنْدَهُ، فَيَمْنَعُهُ إِيَّاهُ إِلَّا دُعِيَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَضْلُهُ الَّذِي مَنَعَهُ شَجَاعًا أَقْرَعَ» ۖ

অর্থ : কোনো ব্যক্তি তার মনিবের নিকট এমন কিছু চাইলে যা তার নিকট আছে যদি সে তাকে তা না দেয় তা হলে কিয়ামতের দিন তার এ সম্পদটুকুকে মারাত্মক বিষধর সাপের রূপ নিয়ে তাকে দংশন করার জন্য ডাকা হবে।

১০. এ পর্যন্ত কতো টাকা সাদকা করেছেন অথবা এখন আপনি কতো টাকা সাদকা করতে চাচ্ছেন তা হিসেব রাখা ঠিক নয়

আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন -

«لَا تُخْصِي فَيُخْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكَ»

অর্থ : তুমি হিসেব করে সাদকা দিও না। তা হলে আল্লাহ তাআলাও তোমাকে হিসেব করে সাওয়াব দিবেন।

১১. যা পারেন সাদকা করুন, টাকা-পয়সা সর্বদা পকেটে পুরে রাখবেন না

আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন -

«لَا تُؤْعِي فَيُؤْعِي اللَّهُ عَلَيْكَ، ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتَ»

অর্থ : টাকা-পয়সা ধরে রেখো না তা হলে আল্লাহ তাআলাও তাঁর নিআমতসমূহ ধরে রাখবেন। যা পারো দান করতে থাকো।

১২. দান-সাদকা শরীয়তসম্মত একটি ঈর্ষণীয় বিষয়

আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন -

«لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَيْنِ: رَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكْتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا»

অর্থ : শুধুমাত্র দু'টি বিষয়েই শরীয়ত সম্মতভাবে কারোর সাথে ঈর্ষা করা যায়ঃ তার মধ্যে একটি হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা কাউকে প্রচুর সম্পদ দিয়েছেন এবং সে তা সঠিক খাতে ব্যয় করছে তথা আল্লাহ তাআলার পথে সাদকা-খয়রাত করছে। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা কাউকে শরীয়তের প্রচুর জ্ঞান দিয়েছেন এবং সে তারই আলোকে মানুষের মাঝে বিচার-ফায়সালা করছে ও মানুষকে তা শিক্ষা দিচ্ছে।

১৩. সাদকা লুকিয়ে ও ডান হাতে দিতে হয়

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন -

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَدْلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَخَابَا فِي اللَّهِ اجْتِمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ» ۝

অর্থ : সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন আরশের নিচে ছায়া দিবেন যে দিন আর কোনো ছায়া থাকবে না। প্রথম শ্রেণী হচ্ছে এমন রাষ্ট্রপতি যিনি সর্বদা ইনসাফের উপরই প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে এমন যুবক যে ছোট থেকেই আল্লাহ তাআলার ইবাদতের উপর বেড়ে উঠেছে। তৃতীয় শ্রেণী হচ্ছে এমন ব্যক্তি যার অন্তর সর্বদা মসজিদের সাথেই লাগানো। চতুর্থ শ্রেণী হচ্ছে এমন দু' ব্যক্তি যারা একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্যই একে অপরকে ভালোবেসেছে। আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্যই তারা পরস্পর একত্রিত হয় এবং তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়। পঞ্চম শ্রেণী হচ্ছে এমন পুরুষ যাকে কোনো প্রভাবশালী সুন্দরী মহিলা ব্যভিচারের জন্য ডাকছে; অথচ সে বলছে, আমি তা করতে পারবো না। নিশ্চয় আমি আল্লাহ তাআলাকে ভয় পাচ্ছি। ষষ্ঠ শ্রেণী হচ্ছে এমন ব্যক্তি যে এরূপ লুকায়িতভাবে সাদকা করেছে যে, তার বাম হাত জানছে না তার ডান হাত কি সাদকা করেছে। সপ্তম শ্রেণী হচ্ছে এমন ব্যক্তি যে একাকীভাবে আল্লাহ তাআলার কথা স্মরণ করে দু' চোখের পানি প্রবাহিত করেছে।

১৪. কোনো কিছু আল্লাহ তাআলার পথে সাদকা করতে মনে চাইলেই সাথে সাথে তা সাদকা করুন; তাতে এতটুকুও দেরি করবেন না

উকবাহ ইবন হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমাদেরকে নিয়ে আসরের সালাত পড়েই ঘর অভিমুখে খুব দ্রুত রওয়ানা করলেন। ঘরে ঢুকেই একটু পর আবার বেরিয়ে আসলেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন -

«كُنْتُ خَلْفْتُ فِي الْبَيْتِ تَبْرًا مِّنَ الصَّدَقَةِ فَكِرْهُتُ أَنْ أُبَيِّتَهُ فَقَسَمْتُهُ» ُ

অর্থ : আমি সাদকা দেওয়ার জন্য কিছু স্বর্ণ বা রূপার টুকরো ঘরে রেখে এসেছিলাম। আমি চাচ্ছিলাম না যে, একটি রাতও এগুলো আমার নিকট থাকুক। তাই আমি সেগুলো গরিবদের মাঝে বন্টন করে দিলাম।

প্রত্যেক মুসলিমেরই একান্ত কর্তব্য, নিজের পক্ষ থেকে কিছু না কিছু সাদকা করা তা যেভাবেই হোক না কেন, তবে সাদকা দেওয়ার মতো তার কাছে কোনো কিছু না থাকলে সে যেন কোনো না কোনো ভালো কাজ করে দেয় তাও তার জন্য সাদকা হয়ে যাবে।

-আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা কিছু সংখ্যক গরিব সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! সম্পদশালীরা তো সব সাওয়াব নিয়ে গেলো। তারা নামায পড়ে যেমনিভাবে আমরা পড়ছি। তারা সাওম রাখে যেমনিভাবে আমরা রাখছি। তারা তাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত সকল সম্পদ আল্লাহ তাআলার পথে সাদকা করছে। যা আমরা করতে পারছি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন -

أَوْ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ: إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، وَفِي بُضْعٍ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيَّتَنِي أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ وَزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ ُ

অর্থ : তোমাদের জন্য কি আল্লাহ তাআলা সাদকা দেওয়ার মতো কিছুই রাখেননি? অবশ্যই রেখেছেন। প্রতিবার সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আলহামদুলিল্লাহ এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বললে এক একটি করে সাদকার সাওয়াব মিলবে। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধের মধ্যেও সাদকার সাওয়াব রয়েছে। তেমনিভাবে স্ত্রী সহবাসেও সাদকার সাওয়াব রয়েছে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কিভাবে হয় যে, আমরা যৌন তৃপ্তি অর্জন করবো। আর তাতে সাওয়াবও রয়েছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা বলো তো দেখি, যদি কেউ ব্যভিচার করে তা হলে তার কি গুনাহ হবে না? অতএব সে যদি তা না করে হালালভাবে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তা হলে তার অবশ্যই সাওয়াব হবে।

-আবু বুরদাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন -

عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ، فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! فَمَنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ، قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ، قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ»

অর্থ : প্রত্যেক মুসলিমকেই নিজ পক্ষ থেকে সাদকা দিতে হবে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর নবী! যদি কেউ সাদকা দেওয়ার মতো কিছু না পায়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে নিজ হাতে কাজ করে নিজকে লাভবান করবে এবং সাদকা দিবে। সাহাবীগণ বললেন, যদি সে তাও করতে না পারে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন সে ভালো কাজ করবে এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকবে। সেটাও তার জন্য সাদকা হবে।

-আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন -

كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ، تَعْدِلُ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ»

অর্থ : মানব শরীরের প্রত্যেকটি জোড়ার জন্য প্রত্যেক দিন একটি করে সাদকা দিতে হবে। দু' জনের মাঝে ইনসাফপূর্ণ ফায়সালা করে দিবে তাতেও সাদকার সাওয়াব। কোনো মানুষ অথবা তার আসবাবপত্র তার আরোহণে উঠিয়ে দিতে সহযোগিতা করবে তাতেও সাদকার সাওয়াব। ভালো কথা তথা কুরআন-হাদীসের কথা কাউকে শুনাবে তাতেও সাদকার সাওয়াব। সালাত পড়ার জন্য মসজিদ অভিমুখে কদম ফেলবে তাতেও সাদকার সাওয়াব। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলবে তাতেও সাদকার সাওয়াব।

১৫. কেউ সাদকা করলে তার জন্য দোআ করতে হয়

আব্দুল্লাহ্ ইবন আবু আওফা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট কেউ সাদকা নিয়ে আসলে তিনি বলতেন, হে আল্লাহ, আপনি অমুক বংশের উপর রহমত বর্ষণ করুন। বর্ণনাকারী বলেন, একদা আমার পিতা তাঁর নিকট সাদকা নিয়ে আসলে তিনি বলেন -

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى»

অর্থ : হে আল্লাহ, আপনি আবু আওফার বংশের উপর রহমত বর্ষণ করুন।

১৬. কেউ আপনার নিকট সাদকা নিতে আসলে আপনি তাকে যথাসাধ্য সন্তুষ্ট রাখতে চেষ্টা করবেন

আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন -

«إِنَّ الْمُكْتَرِينَ هُمُ الْمُقْلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ خَيْرًا فَفَنَفَخَ فِيهِ يَمِينُهُ وَشِمَالُهُ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَوَرَاءَهُ، وَعَمِلَ فِيهِ خَيْرًا»

অর্থ : নিশ্চয় দুনিয়ার বড় ধনীরা কিয়ামতের দিন বড় গরিব হবে। তবে সে ব্যক্তি গরিব হবে না যাকে আল্লাহ তাআলা অটেল সম্পদ দিয়েছেন এবং সে তা আল্লাহ তাআলার পথে ডানে-বাঁয়ে, সামনে-পেছনে তথা সর্বদিকেই সাদকা করেছে। উপরন্তু সর্বদা সে তাঁর সম্পদগুলো কল্যাণকর কাজেই খরচ করেছে।

১৭. একমাত্র হালাল, পবিত্র এবং উত্তম বস্তুই আল্লাহ তাআলার পথে সাদকা করতে হয়

আল্লাহ তাআলা বলেন -

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ﴾ [البقرة: ২৬৭]

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা উপার্জন করেছে এবং যা আমি তোমাদের জন্য জমিন থেকে উৎপন্ন করেছি তা থেকে শুধু পবিত্র ও উন্নত বস্তুই আল্লাহ তাআলার পথে সাদকা করো। কোনো অপবিত্র বা অনুন্নত বস্তু তাঁর পথে সাদকা করো না যা তোমরা নিজেও গ্রহণ করবে না চোখ বন্ধ করা ছাড়া। জেনে রাখো, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা (এ জাতীয় সাদকা থেকে) অমুখাপেক্ষী এবং সুপ্রশংসিত।

(সূরা আল-বাকার, আয়াত: ২৬৭)

-আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন -

«إِذَا أُدِّيَتِ الزَّكَاةُ فَقَدْ قُضِيََتْ مَا عَلَيْكَ، وَمَنْ جَمَعَ مَالًا حَرَامًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ ؛ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ، وَكَانَ إِصْرُهُ عَلَيْهِ»

অর্থ : যখন তুমি সম্পদের যাকাত দিলে তখনই তোমার দায়িত্ব আদায় হলো। যে ব্যক্তি হারাম সম্পদ সঞ্চয় করে তা থেকে সাদকা দেয় তাতে তার কোনো সাওয়াবই হয় না। বরং তার উপর পূর্বের হারাম সম্পদ সঞ্চয়ের গুনাহর বোঝা অবিকলই থেকে যায়।

১৮. সাদকা করলে মানুষ গরিব হয়ে যায় এ কথা একমাত্র শয়তানেরই প্রবঞ্চনা

আল্লাহ তাআলা বলেন-

﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۚ﴾ [البقرة: ২৬৮]

অর্থ : শয়তান তো তোমাদেরকে অভাবের ভয় দেখায় এবং অশ্লীল কাজের আদেশ করে। এ দিকে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে ক্ষমা ও দয়ার ওয়াদা দিচ্ছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ তাআলা হচ্ছেন বিপুল দাতা ও সর্বজ্ঞ।

(সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৬৮)

-আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন -

«مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ»

অর্থ : সাদকা-খয়রাত ধন-সম্পদ কমিয়ে দেয় না।

১৯. কোনো জায়গায় সাদকার আলোচনা চললে যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম সাদকা করবে সে তৎপরবর্তী সকল সাদকার সাওয়াব একাই পাবে

তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, হে মানব সকল! তোমরা নিজ প্রভুকে ভয় করো যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁরই থেকে সৃষ্টি করেন তাঁর সহধর্মিণীকে। তাঁদের উভয় থেকে আরো সৃষ্টি করেন বহু নর-নারী। যারা পুরো দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো যাঁর দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপরের নিকট কিছু চাও এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করাকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদের তত্ত্বাবধানকারী।

(সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো এবং প্রত্যেকেই এ কথা ভাবা আবশ্যিক যে, সে আগামীকাল তথা কিয়ামতের দিনের জন্য কি তৈরি করেছে। তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদের কর্মকান্ড সম্পর্কে সম্যক অবগত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, প্রত্যেকেই যেন দীনার, দিরহাম, কাপড়, গম, খেজুর এমনকি একটি খেজুরের একাংশ হলেও সাদকা করে। এ কথা শুনে জনৈক

আনসারী বড়ো এক থলে খেজুর নিয়ে আসলো। যা সে অনেক কষ্ট করেই বহন করছিলো। এরপর আরো অনেকেই অনেক কিছু নিয়ে আসলো। এমনকি দেখতে দেখতে খাদ্য ও কাপড়ের দু'টি স্তূপ জমে গেলো। তা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চেহারা স্বর্ণের মতো জ্বলজ্বল করছিলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন -

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مَنْ غَيَّرَ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مَنْ غَيَّرَ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ» ۝

অর্থ : যে ব্যক্তি কোনো সমাজে ইসলামের কোনো একটি ভালো কাজ চালু করলো যা ইতোপূর্বে ওই সমাজে চালু ছিলো না তা হলে তার আমলনামায় সে ভালো কাজটির সাওয়াব লেখা হবে এবং আরো লেখা হবে ওই সকল আমলের সাওয়াবও যা তার পরবর্তীতে তারই অনুকরণে করা হয়েছে। তবে ওদের সাওয়াব এতটুকুও কম করা হবে না। ঠিক এরই বিপরীতে যে ব্যক্তি কোনো সমাজে ইসলামের কোনো একটি খারাপ কাজ চালু করলো যা ইতোপূর্বে ওই সমাজে চালু ছিলো না তা হলে তার আমলনামায় সে খারাপ কাজটির গুনাহ লেখা হবে এবং আরো লেখা হবে ওই সকল আমলের গুনাহও যা তার পরবর্তীতে তারই অনুকরণে করা হয়েছে। তবে ওদের গুনাহ এতটুকুও কম করা হবে না।

২০. সাদকাকারীদেরকে তিরস্কার করা মুনাফিকের আলামত

আল্লাহ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন -

﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝﴾ [التوبة : ৭৭]

অর্থ : যারা সাদকাকারী মু'মিনদেরকে সাদকার ব্যাপারে তিরস্কার করে বিশেষ করে যাদের নিকট এতটুকুই সম্বল আছে এবং সে তা আল্লাহ তাআলার পথে সাদকা করেছে এরপরও তাদেরকে নিয়ে যারা ঠাট্টা করে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নিয়ে ঠাট্টা করবেন এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

(সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৭৯)

২১. কোনো জিনিস অতি সামান্য হলেও তা সাদকা করতে অবহেলা করবেন না

আনাস্ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন -

«الْمُعْتَدِي الْمُنْعَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَا نَعِيهَا»

অর্থ : সাদকার ব্যাপারে হঠকারী ও আক্রমণাত্মক আচরণকারী যেন সাদকাই দেয়নি।

২২. সাধারণত নিজের সচ্ছলতা বজায় রেখেই সাদকা করা অধিক শ্রেয়

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন -

«إِنَّ خَيْرَ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى، أَوْ تُصَدِّقَ بِهِ عَنْ ظَهْرٍ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ»

অর্থ : সর্বোত্তম সাদকা হচ্ছে তা যার পরও সচ্ছলতা অবশিষ্ট থাকে অথবা সচ্ছলতা বজায় রেখেই যা সাদকা করা হয়। তবে ব্যয় সর্বপ্রথম নিজ অধীনস্থ থেকেই শুরু করতে হবে যাদের ব্যয়ভার তুমিই বহন করছো।

সাদকা সম্পর্কে এতো কিছু শোনার পরও এমন হবেন না যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন -

﴿هَٰأَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ ۝ ٣٨﴾ [মحمد] ৩৮ :

অর্থ : হ্যাঁ, তোমরাই তো ওরা যাদেরকে আল্লাহ তাআলার পথে সাদকা করতে বলা হয়েছে; অথচ তোমাদের অনেকেই এ ব্যাপারে কৃপণতা দেখাচ্ছে। মূলতঃ যারা কার্পণ্য করে তারা তো নিজেদের ব্যাপারেই কার্পণ্য করে। কারণ, আল্লাহ তাআলা তো ধনী-অভাবমুক্ত। তাঁর কোনো কিছুই প্রয়োজন নেই। বরং তোমরাই গরীব। যদি তোমরা আল্লাহ তাআলার পথে

খরচ করতে বিমুখ হও তা হলে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে বাদ দিয়ে অন্য আরেক জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন যারা কখনোই তোমাদের মতো হবে না।

(সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ৩৮)

ওদের মতোও হবেন না যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন -

(الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ۝ ۳۷) [النساء: ৩৭]

অর্থ : যারা কৃপণতা করে এবং লোকদেরকে কার্পণ্য শিক্ষা দেয়। উপরন্তু আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত সম্পদসমূহ লুকিয়ে রাখে (তারা তো বস্তুতঃ কাফির) আর আল্লাহ তাআলা তো এমন কাফিরদের জন্য অপমানজনক শাস্তির ব্যবস্থাই রেখেছেন।

(সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৩৭)

কখনো এমন মনে করবেন না যে, আপনি নিজেই আপনার মেধা ও বাহুবলে আপনার সম্পদগুলো কামিয়েছেন। বরং তা একমাত্র আল্লাহ তাআলার একান্ত মেহেরবানিতেই সম্ভবপর হয়েছে। অভিশপ্ত কারুন তো নিজের সম্পদের ব্যাপারে এমন ধারণাই পোষণ করতো। তার কথাই তো আল্লাহ তাআলা নিজ কুরআন মাজীদে উল্লেখ করেন।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন -

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْنُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي أَوْ لَمْ يَعْلَمِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ۝ ۷۸

অর্থ : সে বললো, এ সম্পদ তো শুধু আমি আমার মেধার বলেই লাভ করেছি। সে কি জানে না যে, আল্লাহ তাআলা ইতোপূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকেই ধ্বংস করে দিয়েছেন। যারা ছিলো তার চাইতেও অনেক বেশি শক্তিশালী এবং প্রচুর সম্পদের মালিক। অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করার তো কোনো প্রয়োজনই নেই। (কারণ, সবই তো আল্লাহ তাআলা তাদের আমলনামায় লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

(সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ৭৮)

সুতরাং আল্লাহ তাআলা আপনাকে যে সম্পদ দিয়েছেন সে জন্য একমাত্র তাঁরই প্রশংসা করুন। তা নিজেও খান। অপরকেও খাওয়ান। আল্লাহর রাস্তায় যথাসাধ্য খরচ করুন। কারণ, আল্লাহ তাআলা আপনাকে সাদকা দেওয়ার উপযুক্ত বানিয়েছেন। খাওয়ার নয়। সর্বদা নিম্নোক্ত আয়াত স্মরণ করুন। আল্লাহ তাআলা বলেন -

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفْعَةٌ ۚ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ ٢٥٤﴾ [البقرة: ٢٥٤]

অর্থ : হে ঈমানদাররা! আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা হতে আল্লাহ তাআলার রাস্তায় খরচ করো এমন দিন আসার পূর্বে যে দিন কোনো ক্রয়-বিক্রয় চলবে না, না কোনো বন্ধুত্ব কাজে আসবে, না কারোর সুপারিশ ফায়দা দিবে। কাফিররা তো সত্যিই যালিম।

(সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৫৪)

উপরোক্ত আলোচনায় ইসলামী গ্রন্থাদী থেকে সালফে-সালেহীনের বিভিন্ন আমল উদাহরণস্বরূপ লেখা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাঁরই দীন প্রতিষ্ঠা এবং মানবতার কল্যাণে যথাসাধ্য ব্যয় করার তাওফীক দান করুন। (আমীন)

৩৩. দান-সাদকা: পরকালীন পাথেয় সঞ্চয়ের অনন্য মাধ্যম

প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। এই অমোঘ সত্যকে লঙ্ঘন করার ক্ষমতা মানুষের নেই। ধনী-গরীব, রাজা-বাদশাহ, ছোট-বড় সবার জীবনেই মৃত্যু যেকোন মুহূর্তে চলে আসতে পারে। তার ভয়ংকর থাবায় মিটে যাবে জীবনের স্বাদ। দপ করে নিভে যাবে মানুষের প্রাণ প্রদীপ। নশ্বর পৃথিবীর মায়া ছিন্ন করে চলে যেতে হবে অন্তহীন পরকালের পথে। যেখানে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-প্রিয়জন থেকে মানুষ হবে সম্পূর্ণ একা। পৃথিবীতে ধন-দৌলত, বিত্ত-বৈভব, সুনাম-সুখ্যাতির অধিপতি থাকলেও পরকালে হতে হবে নিঃস্ব ও রিক্ত। পৃথিবীর মায়া মরীচিকায় যারা দুনিয়াকে সর্বস্ব জ্ঞান করবে, পরকালে শূন্য খাতা হাতে পেয়ে তাদের সম্বিত ফিরবে। কিন্তু তখন কেবল আফসোস করা ছাড়া কিছুই করার থাকবে না। সেকারণ প্রত্যেক আদম সন্তানকে ইহজীবন সঙ্গ হওয়ার আগেই পরকালীন পাথেয় সঞ্চয় করা আবশ্যিক। যে পাথেয় তাকে জাহান্নামের অগ্নিগহবর থেকে বাঁচাবে।

সাদকা এমনই এক ইবাদত যার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য হাছিল হয় এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন -

لَيَقِ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ۖ

অর্থ : তোমরা একটি খেজুরের টুকরা দান করে হলেও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো।

❖ সাদকার কল্যাণকারিতা

১. সাদকা গোনাহকে মিটিয়ে দেয় :

রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন -

الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، ۖ

অর্থ : সাদকা গোনাহকে নিভিয়ে দেয়, যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়।

অন্যত্র তিনি আরও বলেন-

إِنَّ الصَّدَقَةَ تُطْفِئُ عَنْ أَهْلِهَا حَرَّ الْقُبُورِ، وَإِنَّمَا يَسْتَنْظِلُ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ...حَتَّى يُفْضَى بَيْنَ النَّاسِ

অর্থ : নিশ্চয় সাদকা কবরের উত্তাপ নিভিয়ে দেয় এবং কিয়ামতের দিন মুমিন তার সাদকার ছায়াতলে আশ্রয় পাবে। মানুষের মধ্যে বিচারকার্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত।

২. সাদকার নেকী অপরিসীম :

রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন -

مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُتِبَتْ لَهُ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْ

অর্থ : যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তার জন্য সাতশ গুণ নেকী লেখা হয়।

অন্যত্র তিনি আরও বলেন -

يَا ابْنَ آدَمَ! إِنْ تَبَدَّلَ الْفَضْلُ خَيْرٌ لَكَ، وَإِنْ تُمْسِكُهُ شَرٌّ لَكَ، وَلَا تُلَامُ عَلَى كِفَافٍ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ

অর্থ : হে আদম সন্তান! প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে সম্পদ তোমার কাছে আছে তা খরচ করা তোমার জন্য (দুনিয়া ও আখিরাতে) কল্যাণকর। আর তা খরচ না করা হবে অকল্যাণকর। প্রয়োজনীয় পরিমাণ ধন-সম্পদ (জমা করায়) দোষ নেই। তোমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন-সম্পদ ব্যয়ের কাজ নিজ পরিবার-পরিজন থেকে শুরু করো।

> হাদিসে কুদসীতে রাসূলুল্লাহ (সা:) আরও বলেন -

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : أَنْفَقْ يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفَقْ عَلَيْكَ

অর্থ : আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি দান কর, তোমাকেও দান করা হবে।

> তিনি আসমা (রাঃ)-কে বলেন -

أَنْفَقِي وَلَا تُخْصِي فَيُخْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكَ، وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكَ ۖ

অর্থ : আল্লাহর পথে ব্যয় করো, হিসাব করো না। তাহলে আল্লাহ তোমার উপর তাঁর রহমতকে হিসাব করবেন। আর হাত গুটিয়ে রেখ না, তাহলে আল্লাহও তোমার থেকে হাত গুটিয়ে নিবেন।

> আল্লাহ বলেন-

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَنْثِيًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاتَتْ أَكْطُفَهَا ضِعْفَيْنِ، فَإِن لَّمْ يُصِْبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۖ

অর্থ : আর যারা ধন-সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ও সওয়াব লাভের দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে, তাদের উদাহরণ সমভূমির ঐ বাগিচার মত, যেখানে প্রবল বৃষ্টিপাত হলে দ্বিগুণ শস্য উৎপাদিত হয়। আর প্রবল বৃষ্টি না হলে হালকা বৃষ্টিই যথেষ্ট হয়। বস্তুত: তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ সবই দেখেন

(বাক্বারাহ-মাদানী ২/২৬৫)।

> অপর আয়াতে রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন-

لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أَحَدِ ذَهَبًا لَّسَرَّيْنِي أَنْ لَا يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثُ لَيَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْءٌ أَرْضُدُّهُ لِلدِّينِ ۖ

অর্থ : যদি আমার নিকট উহুদ পাহাড় সমান সোনা থাকত, তাহলে আমি এটা পসন্দ করতাম যে, ঋণ পরিশোধের জন্য পরিমাণ মত বাকী রেখে অবশিষ্ট সবটাই তিন দিন অতিবাহিত না হতেই আল্লাহর পথে ব্যয় করে ফেলি।

> তিনি আরও বলেন -

مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلُ الْجَنَّةِ

অর্থ : যে ব্যক্তি আল্লাহর চেহারা কামনায় সাদকা করে এবং সেটাই যদি তার শেষ আমল হয়, তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

> অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেন -

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا

অর্থ : প্রতিদিন সকালে দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করে। তাদের একজন বলে, হে আল্লাহ! দাতাকে তার দানের উত্তম প্রতিদান দিন। অপরজন বলে, হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস করুন।

৩. আল্লাহ তাআলা সাদকা নিজ হাতে গ্রহণ করেন :

রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন -

مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلٍ تَمَرَّةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يَرِيهَا لِمَصَاحِبِهِ كَمَا يُرَى أَحَدُكُمْ فَلُوهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ-

অর্থ : যে ব্যক্তি তার হালাল উপার্জন থেকে একটি খেজুরের সমপরিমাণ দান করল, আর আল্লাহ হালাল ব্যতীত কবুল করেন না, আল্লাহ তা নিজ ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর দানকারীর জন্য তা বৃদ্ধি করতে থাকেন, যেভাবে তোমাদের কেউ ঘোড়ার বাচ্চা পালন করে তা বৃদ্ধি করতে থাক, এমনকি তা পাহাড় সমান হয়ে যায়।

৪. সাদকা ব্যক্তিকে পবিত্র করে :

সাদকার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি অর্জিত হয়। অন্তরের কৃপণতা দূর হয়। কারো সম্পদের পাহাড় না থাকলেও আল্লাহ তার অন্তরে প্রাচুর্য দান করেন। সেজন্য আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন -

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ،

অর্থ : তুমি তাদের সম্পদ থেকে সাদকা গ্রহণ কর। যা দ্বারা তুমি তাদের কৃপণতার কলুষ হতে পবিত্র করবে ও পরিশুদ্ধ করবে।

(তওবা-মাদানী ৯/১০৩)

(৫) সাদকায় সম্পদের প্রবৃদ্ধি ঘটে :

আপাত দৃষ্টিতে সাদকায় সম্পদের পরিমাণ হ্রাস পেলেও মূলত সম্পদ কমে না। আল্লাহ এমন উৎস থেকে বান্দাকে দান করতে থাকেন যে সম্পর্কে বান্দার কোন ধারণাই থাকে না। সেকারণে রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন -

مَا تَقَصَّتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ،

অর্থ : সাদকায় সম্পদ হ্রাস পায় না।

অপর একটি হাদিসে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা:) বলেছেন -

আল্লাহ তাআলা বলেন, তুমি খরচ কর। আমি তোমাকে দান করব এবং [রাসূল (সা:)] বললেন, আল্লাহ তাআলার হাত পরিপূর্ণ। তোমার রাতদিন অবিরাম খরচেও তা কমবে না। তিনি বলেন, তোমরা দেখ না, যখন থেকে আল্লাহ আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, তখন থেকে কি পরিমাণ খরচ করেছেন? কিন্তু এত খরচ করার পরও তাঁর হতে সম্পদের কোন কমতি হয়নি।

-দানের মাধ্যমে যে আল্লাহ সম্পদ বাড়িয়ে দেন সে সম্পর্কে একটি ঘটনা হাদিসে এসেছে ٱلْعَدَاءُ হল, আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন - জনৈক ব্যক্তি মাঠে কাজ করছিল। এমন সময় সে মেঘের মধ্যে একটা শব্দ শুনতে পেল অমুকের বাগানে বর্ষণ কর। অতঃপর মেঘটি সে দিকে যেতে লাগল এবং এক প্রস্তরময় স্থানে পানি বর্ষাল। দেখা গেল যে, সেখানকার একটা নালা সমস্ত পানি তার মধ্যে নিয়ে নিল। তখন ঐ ব্যক্তি মেঘটির অনুসরণে সেখানে পৌঁছে দেখল যে, একজন ব্যক্তি তার বাগানে পানি স্ৰেঁচ দিচ্ছে। তখন সে বলল, হে আল্লাহর বান্দা! তোমার নাম কি? সে বলল, আমার নাম অমুক। যে নাম সে মেঘের মধ্যে শুনেছিল। সে বলল, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি কেন আমার নাম জিজ্ঞেস করলে? সে বলল, যে মেঘের এই পানি সেই মেঘের মধ্য থেকে আমি একটি শব্দ শুনেছি, যেখানে তোমার নাম করে বলা হয়েছে যে, অমুকের বাগানে বৃষ্টি বর্ষণ কর! অতএব (হে আল্লাহর বান্দা!) তুমি বল, পানি দিয়ে কি কাজ কর? সে বলল, যখন তুমি তা জিজ্ঞেস করলে তখন শোন,

বাগানে যা ফল হয়, তা আমি তিন ভাগ করি। এক ভাগ সাদকা করি, এক ভাগ আমি ও আমার পরিবার খাই এবং অপর ভাগ জমিতে বীজ হিসাবে লাগাই।

৬. সাদকা আল্লাহর ক্রোধ নিভিয়ে দেয় :

রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন -

صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ، وَصَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، وَصِلَةُ الرَّجَمِ تَزِيدُ فِي الْعُمْرِ

অর্থ : সৎকর্ম সমূহ মন্দ পরিণতি থেকে রক্ষা করে। গোপন সাদকা আল্লাহর ক্রোধ নিভিয়ে দেয়। আর আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করলে বয়স বৃদ্ধি পায়।

৭. সাদকা রোগ-ব্যধি দূর করে :

রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন -

دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَحَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ، وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ

অর্থ : তোমরা তোমাদের পীড়িতদের চিকিৎসা কর সাদকার মাধ্যমে, তোমরা তোমাদের সম্পদকে সুরক্ষিত কর যাকাত দানের মাধ্যমে এবং বালা-মুছীবত থেকে বাঁচার চেষ্টা কর দো'আর মাধ্যমে।

বস্তুত আল্লাহর সন্তুষ্টি হাছিল ও তাঁর ক্রোধ থেকে বাঁচার মাধ্যম হল সাদকা।

৮. মানব কল্যাণের অন্যতম মাধ্যম সাদকা :

একবার জনৈক ব্যক্তি এক মহিলাকে সাদকা দিল। দেখা গেল যে, সে একজন ব্যাভিচারিনী। লোকেরা এটা নিয়ে বলাবলি করতে লাগল। আরেকজন ব্যক্তি অন্য একজনকে সাদকা দিল। কিন্তু দেখা গেল যে, সে একজন ধনী ব্যক্তি। লোকেরা এটা নিয়ে বলাবলি করতে লাগল। আরেকজন ব্যক্তি একজনকে সাদকা দিল। দেখা গেল যে, সে একটা চোর। লোকেরা এটা নিয়ে বলাবলি করতে লাগল। তখন বিষয়টি রাসূল (সা:)-কে বলা হল। জবাবে তিনি বললেন -

أَمَّا صَدَقَّتْكَ فَقَدْ قُبِلَتْ، أَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ زَنَاهَا، وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ يَغْتَبِرُ فَيَنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ، وَلَعَلَّ السَّارِقَ يَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ سَرَقَتِهِ ۝

অর্থ : তোমার সাদকা কবুল হয়ে গেছে। এক্ষণে সাদকা গ্রহীতা ব্যভিচারিণী, হয়তোবা সে এর কারণে ব্যভিচার পরিত্যাগ করবে। অতঃপর ধনী ব্যক্তি, হয়তোবা সে এর মাধ্যমে উপদেশ হাছিল করবে এবং আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন, তা থেকে আল্লাহর পথে ব্যয় করবে। অতঃপর চোর, সে হয়ত এর ফলে চুরি পরিত্যাগ করবে।

চুরি ও ব্যভিচার কবীরা গুনাহগুলোর মধ্যে অন্যতম। তবুও চোর ও ব্যভিচারীকে দেয়া সাদকা রাসূল (সা:) অনুমোদন করেছেন শুধুমাত্র তাদেরকে কল্যাণের পথে আকৃষ্ট করার জন্য।

৯. সাদকাদাতা কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের ছায়াতলে থাকবে :

রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন -

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ... وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ ۝

অর্থ : সাত শ্রেণীর লোক যাদেরকে আল্লাহ ছায়া দিবেন নিজের ছায়ায়, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না। সেই ব্যক্তি, যে গোপনে দান করে, এমনকি তার বাম হাত জানতে পারে না, তার ডান হাত কি দান করল। তিনি বলেন -

إِنَّ ظِلَّ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَتُهُ ۝

অর্থ : কিয়ামতের দিন মুমিনের ছায়া হবে তার সাদকা।

১০. সাদকার মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি মেলে :

জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ যে ব্যবসার কথা বলেছেন, সেখানেও তিনি বলেছেন -

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ- تَوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ، ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

অর্থ : হে বিশ্বাসীগণ! আমি কি তোমাদের এমন একটি ব্যবসায়ের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে মুক্তি দিবে?। তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে তোমাদের মাল ও জান দিয়ে। সেটাই তোমাদের জন্য উত্তম হবে, যদি তোমরা বুঝ।

(হুফ-মাদানী ৬১/১০-১১)

উক্ত আয়াতে মালের কথা আগে বলা হয়েছে, কারণ জিহাদে প্রথম মালের প্রয়োজন হয় (কুরতুবী)। একইভাবে রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন -

جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَالسِّتْرُكُمْ

অর্থ : তোমরা জিহাদ কর মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমাদের মাল দ্বারা, জান দ্বারা ও যবান দ্বারা।

এখানেও মালের কথা আগে বলা হয়েছে। অতএব মুসলিম জীবনে কৃপণতার কোন অবকাশ নেই।

১১. দানকারী জান্নাতের সকল দরজা থেকে আহূত হবে :

রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন -

مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دُعِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، وَلِلْجَنَّةِ أَبْوَابٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرِّيَّانِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا؟ قَالَ: نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ۔

অর্থ : যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় কোন বস্তুর একটি জোড়া দান করবে, উক্ত ব্যক্তি জান্নাতের সকল দরজা থেকে আহূত হবে (যেমন মুছল্লী, মুজাহিদ, দানশীল ও ছায়েমদের দরজা)। তখন আবুবকর বললেন, সকল দরজা দিয়ে আহবানের প্রয়োজন নেই (একটি দরজাই যথেষ্ট)। তবে আসলে কি কেউ সকল দরজা দিয়ে আহূত হবে? রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন -

نَعَمْ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ

অর্থ : হ্যাঁ। আর আমি আশা করি তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। ‘জোড়া’ বলতে দুই দিরহাম, দুই দীনার বা জামা-পায়জামা, শাড়ি-লুঙ্গী ইত্যাদি যে কোন বস্তু দু’টি করে দান করা (মিরকাত)।

১২. সাদকাই প্রকৃতপরকালীন সঞ্চয় :

বিশুদ্ধ নিয়তে হালাল সম্পদ যতটুকু সাদকা করা হবে, ততটুকুই আমাদের পরকালীন পাথেয় হিসাবে সঞ্চিত থাকবে। তাই যার সাদকা যত বেশী, তার সঞ্চয় তত বেশী। রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন -

يَقُولُ الْعَبْدُ مَالِي مَالِي، وَإِنَّ مَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلَاثٌ : مَا أَكَلَ فَأَقْنَى أَوْ لَبَسَ فَأَبْلَى أَوْ أُعْطِيَ فَأَقْتَنَى،
وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ

অর্থ : বান্দা বলে আমার মাল, আমার মাল। অথচ তার মাল সমূহের মধ্যে তার জন্য মাল হল মাত্র তিনটি : (ক) যা সে খায় ও শেষ করে। (খ) যা সে পরিধান করে ও জীর্ণ করে এবং (গ) যা সে সাদকা করে ও সঞ্চয় করে। এগুলি ব্যতীত বাকী সবই চলে যায় এবং লোকদের জন্য সে ছেড়ে যায়।

নবী করীম (সা:) লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি নিজের সম্পদের চাইতে তার উত্তরাধিকারীর সম্পদকে অধিক প্রিয় মনে করে? তারা সবাই জবাব দিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে তার নিজের সম্পদকে সবচেয়ে অধিক প্রিয় মনে করে না। তখন তিনি বললেন -

فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ، وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ-

অর্থ : নিশ্চয়ই মানুষের নিজের সম্পদ তা-ই, যা সে (আল্লাহর পথে ব্যয়ের মাধ্যমে) অগ্রিম পাঠায়। আর যা সে পিছনে ছেড়ে যাবে, তা তার ওয়ারিছদের মাল।

তিনি আরও বলেন -

يَتَّبِعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةً، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ، يَتَّبِعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ،
وَيَبْقَى عَمَلُهُ

অর্থ: মাইয়েতের সাথে তিনজন যায়। তার মধ্যে দু'জন ফিরে আসে ও একজন থেকে যায়। মাইয়েতের সঙ্গে যায় তার পরিবার, তার মাল ও তার আমল। অতঃপর তার পরিবার ও মাল ফিরে আসে এবং আমল তার সাথে থেকে যায়।

১৩. কৃপণ ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত :

রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন -

কাবার রবের কসম! তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। রাবী বলেন, আমি বললাম, আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গীত হোন! তারা কারা? রাসূল (সা:) বললেন -

هُمْ الْأَكْثَرُونَ أَمْوَالًا، إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ- ٥

অর্থ : যাদের ধন-সম্পদ বেশী তারা। কিন্তু যে ব্যক্তি এরূপ করে, এরূপ করে ও এরূপ করে (অর্থাৎ) সামনের দিকে, পিছন দিকে, ডান দিকে ও বাম দিকে (সর্বদা দান করে)। তবে এরূপ লোক খুবই কম।

অন্যত্র তিনি আরও বলেন -

فَوَاللَّهِ لَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسِطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، وَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكْتَهُمْ ٥

অর্থ : আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের সম্পর্কে দরিদ্রতার ভয় করি না; কিন্তু আমি ভয় করি যে, তোমাদের উপর দুনিয়াকে প্রশস্ত করে দেওয়া হবে যেমন প্রশস্ত করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর। আর তোমরা তা লাভ করার জন্য ঐরূপ প্রতিযোগিতা করবে যেহেতু তারা প্রতিযোগিতা করেছিল। ফলে তা তোমাদেরকে ধ্বংস করবে যেহেতু তাদেরকে ধ্বংস করেছিল।

১. রিয়া ও শ্রুতিমুক্ত হওয়া :

দান-সাদকা একটি মহৎ ইবাদত। কিন্তু শয়তানী প্ররোচনায় বহু মানুষ লোক দেখানো দান-সাদকা করে থাকে। আর কোন ব্যক্তি যে আমলই করুক না কেন, তার উদ্দেশ্য হতে হবে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। কেননা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য ব্যতীত কোন ইবাদতের সওয়াব লাভ করা যাবে না। আল্লাহ বলেন -

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا
فَسَاءَ قَرِينًا ۖ

অর্থ : আর যারা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহর প্রতি ও বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। বস্তুত শয়তান যার সঙ্গী হয়েছে, সে নিকৃষ্ট সঙ্গীই বটে।

(নিসা-মাদানী ৪/৩৮)

রাসূল (সা:) বলেন -

مَنْ سَمِعَ سَمَعَ اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللَّهُ بِهِ

অর্থ : যে ব্যক্তি খ্যাতি অর্জনের জন্য কোন কাজ করে, আল্লাহ তার দোষ প্রকাশ করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য কোন কাজ করে, আল্লাহ তার সাথে লোক দেখানোর আচরণ করবেন।

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (সা:) আরও বলেন -

কিয়ামতের দিন (রিয়াকারদের মধ্যে) প্রথমে যে ব্যক্তির বিচার হবে, সে হবে শহীদ। দ্বিতীয় ব্যক্তি হল আলেম। আর তৃতীয় ব্যক্তি হবে সম্পদশালী ব্যক্তি। আল্লাহ যার রিয়িক প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন এবং তাকে দান করেছিলেন সব ধরনের সম্পদ। তাকে আল্লাহর দরবারে হাযির করা হবে। অতঃপর আল্লাহ তাকে দেওয়া তাঁর নেয়ামত সমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন এবং সেও তা স্বীকার করবে। অতঃপর তিনি তাকে বলবেন, তুমি এসবের বিনিময়ে কি

করেছ? সে বলবে, তুমি খুশী হবে এমন কোন রাস্তায় দান করতে আমি বাকী রাখিনি। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। বরং তুমি এ উদ্দেশ্যে দান করেছিলে যাতে বলা হয় যে, তুমি একজন ‘দানবীর’। আর তা বলাও হয়েছে। অতঃপর তার বিষয়ে আদেশ দেওয়া হবে এবং তাকে উপুড় করে টানতে টানতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

২. খোটা না দেওয়া :

দুনিয়াবী কোন প্রতিদানের আশা ছাড়াই নিঃশর্তভাবে দান করতে হয়। দান করে খোটা দেয়া একটি গর্হিত কাজ। খোটা তারাই দেয় যারা দুনিয়াবী কল্যাণ কামনা করে। যারা নিঃশর্তভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পরকালীন মুক্তির আশায় দান করে তারা কখনো খোটা দেয়ার মত অন্যায় আচরণ করে না।

আল্লাহ বলেন -

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ-

অর্থ : হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা খোটা দিয়ে ও কষ্ট দিয়ে তোমাদের দানগুলিকে বিনষ্ট করো না। সেই ব্যক্তির মত, যে তার ধন-সম্পদ ব্যয় করে লোক দেখানোর জন্য এবং সে আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে না। ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত একটি মসৃণ প্রস্তরখন্ডের মত, যার উপরে কিছু মাটি জমে ছিল। অতঃপর সেখানে প্রবল বৃষ্টিপাত হল ও তাকে ধুয়ে ছাফ করে রেখে গেল। এভাবে তারা যা কিছু উপার্জন করে, সেখান থেকে কোনই সুফল তারা পায় না। বস্তুত আল্লাহ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না।

(বাক্বারাহ-মাদানী ২/২৬৪)

রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন -

ثَلَاثَةٌ لَا يَكْلِمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَنَّانُ الَّذِي لَا يُعْطَى شَيْئًا إِلَّا مِنْهُ وَالْمُنْفِقُ سَلَعَتْهُ بِالْحَلْفِ الْفَاجِرُ وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ-

অর্থ : তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না। যে ব্যক্তি দান করে খোঁটা দেয়, যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় করে এবং যে ব্যক্তি পায়ের গিঁটের নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরে।

❖ কোন সময়ের সাদকা উত্তম?

সাধারণত যেকোন সময় সাদকা করা যায়। তবে সাদকার একটি উত্তম সময় আছে। এ সম্পর্কে হাদিসে এসেছে, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল হে আল্লাহর রাসূল! কোন সাদকা সওয়াবের দিক দিয়ে উত্তম? তিনি বললেন -

أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى وَلَا تُمَهِّلَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْخُلُوفَ قُلْتَ : لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ

অর্থ : যখন তুমি সুস্থ থাক, মালের প্রতি লোভ কর, দরিদ্রতার ভয় কর এবং ধনী হওয়ার আশা রাখ, সে সময়ের দান। সুতরাং প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়া পর্যন্ত তুমি দান করতে বিলম্ব কারো না। যখন তুমি বলবে যে, এ মাল অমুকের জন্য, আর এ মাল অমুকের জন্য। অথচ তখন মাল অমুকের হয়ে গেছে।

সুস্থতা মানুষকে আত্মভোলা করে। মালের প্রতি লোভ ব্যক্তিকে সম্পদ পুঞ্জীভূত করতে উদ্বুদ্ধ করে। দরিদ্রতার ভয় ব্যক্তির কার্পণ্য সত্তাকে জাগ্রত করে। আর ধনী হওয়ার প্রবণতা ব্যক্তিকে আয়েশী ও দুনিয়ামুখী বানায়। সেকারণে উক্ত হাদিসে বর্ণিত, অবস্থাগুলোতে বেশী বেশী দানের প্রতি তাকীদ দেয়া হয়েছে।

রমজান মাসে সাদকা

যাকাত ও সাদকা আদায়ের গুরুত্বপূর্ণ সময় হচ্ছে রমজান মাস। কেননা এ মাসে রয়েছে বহুবিধ ফযিলত। এটি বরকতপূর্ণ এক মহিমান্বিত মাস। সেজন্য রাসূল (সাঃ) রমযান মাসে বেশী বেশী সাদকা করতেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন -

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جَبْرَيْلُ وَكَانَ جَبْرَيْلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حِينَ يَلْقَاهُ جَبْرَيْلُ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ

অর্থ : রাসূলুল্লাহ (সা:) ছিলেন লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী দানশীল। বিশেষ করে রমজান মাসে তাঁর দানশীলতা আরও বেড়ে যেত। জিব্রাইল রমজানের প্রতি রাতেই তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং কুরআন শেখাতেন। জিব্রাইল যখন রাসূলুল্লাহ (সা:)- এর সাথে সাক্ষাৎ করতেন তখন তাঁর দানশীলতা প্রবাহিত বায়ুর চাইতেও বেশী হত।

অপর এক বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন -

لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا لَسَرَّني أَنْ لَا يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثُ لَيَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْءٌ أَرْصُدُهُ
لِدِينٍ

অর্থ : যদি আমার নিকট উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণও থাকে, তবে আমি তখনই সমুদ্র হব, যখন তিন দিন অতিবাহিত না হতেই তা নিঃশেষ হয়ে যায়, তার সামান্য পরিমাণ ব্যতীত যা আমি আমার ঋণ পরিশোধের জন্য রাখি।

এ হাদিস থেকে বোঝা যায় রাসূল (সা:) ধনী ছিলেন না কিন্তু তাঁর অন্তর প্রাচুর্যে ভরপুর ছিল।

৩৪. দান-সাদকার ফযিলত ও উপকারিতা

দান-সাদকার অনেক ফযিলত ও উপকারিতা রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ, বিপদ দূরীকরণ, সম্পদ বৃদ্ধি, ও গুনাহ মার্ফ। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত যা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সহায়তা করে এবং সমাজেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

এবার চলুন, আমরা দান সাদকার ফযিলত ও উপকারিতা সম্পর্কে কিছু আয়াত ও হাদীস জেনে নিই।

১. দান-সাদকা গুনাহ মিটিয়ে দেয় :

গোপনে ও প্রকাশ্যে যে কোনভাবেই দান করা যায়। সকল দানেই সওয়াব রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন -

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَلَوْلُوهَا الْفُقَرَاءُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ

অর্থ : যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান সাদকা কর, তবে তা কতই না উত্তম। আর যদি গোপনে দান করো এবং গরিব মিসকিনকে দিয়ে দাও, তবে এটা আরও বেশি উত্তম এবং এ ওসিলায় তিনি তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন।

(সূরা বাকারা : ২৭১)

> হযরত মুআয বিন জাবাল রাযি. থেকে বর্ণিত দীর্ঘ এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار

অর্থ : দান-সাদকা গুনাহ মিটিয়ে দেয় যেমন পানি আগুন নিভিয়ে ফেলে।

(জামে তিরমিযী : ২৬২৬)

২. দান-সাদকার দ্বারা সম্পদ কমে না :

হযরত আবু কাবশা আল আনমারি রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন -

مَا نَقَصَ مَالٌ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ

অর্থ : দান-সাদকার দ্বারা কারও সম্পদ কমে না।

৩. দান-সাদকার দ্বারা সম্পদ বৃদ্ধি পায় :

আল্লাহ তাআলা বলেন -

مَثَلُ الَّذِينَ يَنْفَقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَيَّةٍ أَنْبَتَ مِنْبَعٌ سَنَابِلُ فِي كُلِّ مَمْتَلَةٍ مِائَةُ حَيَّةٍ وَاللَّهُ يَضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

অর্থ : যারা আল্লাহর রাস্তায় নিজের সম্পদ ব্যয় করে তাদের ওই সম্পদের উদাহরণ এমন বীজের মতো যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রতিটি শীষে একশটি করে দানা থাকে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে আরও বেশি দান করেন। আল্লাহ সুপ্রশস্ত, সুবিজ্ঞ।

(সূরা বাকারা : ২৬১)

> হযরত খুরাইম বিন ফাতেক রাযি. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন -

مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُتِبَتْ لَهُ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ

অর্থ : যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে কোন কিছু ব্যয় করে তার জন্য সাতশ গুন সওয়াব লিখে দেয়া হয়।

(সুনানে নাসারী : ৩১৮৬ সহী)

> হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন

-

من تصدق بعدل تمرة من كتب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها يمينه، ثم ترتبها لصاحبه، كما يرتي أحدكم فلو، حتى تكون مثل الجبل.

অর্থ : যে ব্যক্তি নিজের হালাল উপার্জন থেকে একটি খেজুর সাদকা করে, আর আল্লাহ তো হালাল সম্পদ ছাড়া কোন দানই কবুল করেন না। আল্লাহ ওই দান নিজের ডান হাতে নেন এরপর তা বৃদ্ধি করতে থাকেন যেভাবে তোমরা ঘোড়ার বাচ্চাকে লালন পালন করে থাকো এমনকি তা বেড়ে বেড়ে পাহাড় সমান হয়ে যায়।

(সহী বুখারী : ৭৪৩০ ; সহী মুসলিম : ১০১৪)

৪. ফেরেশতাদের দোয়া পাওয়া যায় :

হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- প্রতিদিন সকালে দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাদের একজন বলতে থাকেন -

اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا

অর্থ : হে আল্লাহ! দান-সাদকাকারীকে তার দানের বদলা দিন।

আর অপরজন বলতে থাকেন-

اللهم أعط تمسكا للفا

অর্থ : হে আল্লাহ! কৃপণের সম্পদ ধ্বংস করে দিন।

(সহী বুখারী : ১৪৪২ ; সহী মুসলিম : ১০১০)

৫. দুনিয়া ও আখিরাতে কষ্ট লাঘব করে দেয়া হয় :

হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন

-

مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُغِيرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ

অর্থ : যে ব্যক্তি কোনো অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির কষ্ট লাঘব করে দেবে কোনো ভাবে তাকে সহায়তা করে, দেনাদার হলে ঋণের কিছু অংশ বা পুরোটা মওকুফ করে দিয়ে, আল্লাহ দুনিয়াতে ও আখেরাতে তার কষ্ট লাঘব করে দিবেন।

(সহী মুসলিম : ২৬৯৯)

৬. কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের নিচে ছায়া লাভ করবে :

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কিয়ামত দিবসে সাত শ্রেণীর লোক আরশের নিচে ছায়া লাভ করবে, তার মধ্যে একটি শ্রেণি হল-

وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ ۖ

অর্থ : এমন ব্যক্তি যে এত গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত কি দান করে বাম হাতও জানতে পারে না।

(সহী বুখারী : ১৪২৩ ; সহী মুসলিম : ১০৩১)

৭. দান-সাদকা গুনাহ মাফ করে ও জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করে :

হযরত কা'ব বিন উজরা রাযি. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

يا كعب بن عجرة، الصلاة قربان، والصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار

অর্থ : হে কা'ব বিন উজরা সালাত আল্লাহর নৈকট্য আনয়নকারী, সিয়াম ঢাল স্বরূপ আর দান-সাদকা গুনাহকে মিটিয়ে ফেলে যেভাবে পানি আগুন নিভিয়ে ফেলে।

(মুসনাদে আহমাদ : ১৫২৮৪)

> হযরত আদী বিন হাতেম রাযি. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন -

অর্থ ; খেজুরের একটি অংশ দিয়ে হলেও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো।

(সহী বুখারী : ১৪১৩ ; সহী মুসলিম : ১০১৬)

৮. সাদকাকারী কিয়ামতের দিন তার সাদকার ছায়াতলে থাকবে:

হযরত উক্ববা বিন আমের রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

إن الصدقة للطفئ عن أهلها حر الصور وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صداقته.

অর্থ : নিশ্চয়ই দান সদকা দানকারী থেকে কবরের আগুন নিভিয়ে ফেলবে এবং মু'মিন কিয়ামতের দিন তার সাদকার ছায়াতলে অবস্থান করবে।

(আত তারগীব : ২/৬১)

৩৫.মানুষের জীবনে দান-সাদকার যত উপকারিতা

দান-সাদকা মানুষের জীবনে অনেক উপকার বয়ে আনে। এতে দাতার দুনিয়া ও পরকালের জীবন হয় সম্মান ও গৌরব মণ্ডিত। দান-সাদকায় দাতা-গ্রহীতা উভয়ের মাঝে থাকতে হবে যথাযথ শ্রদ্ধাবোধ ও সম্মান। পবিত্র মনে সম্মান ও তাজিমের সঙ্গে দান-সাদকা করতে হবে। ইসলামে দান-সাদকার উপকারিতা অনেক। দান-সাদকার উপকারিতা, ফজিলত ও সম্মান-মর্যাদার ব্যাপারে কোরআন-সুন্নাহর অনেক দিকনির্দেশনা রয়েছে।

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কল্যাণময় কাজে দান-সাদকা করার সুফল ঘোষণা করেছেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা। কোরআনুল কারিমের একাধিক আয়াতে এসেছে-

قُلْ إِنْ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ يَقْدِرُ لَهُ ۖ وَ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

অর্থ : (হে রাসূল! আপনি) বলুন, আমার প্রভু তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার জীবিকা বাড়িয়ে দেন অথবা কমিয়ে দেন। তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তিনি তার বিনিময় দেবেন। আর তিনিই শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা।

(সূরা সাবা : আয়াত ৩৯)

> হজরত আদি ইবনে হাতেম রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন -

তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেদের বাঁচাও; যদি তা অর্ধেক খেজুর দ্বারা হয় তবুও।
(বুখারি ও মুসলিম)

وَ مَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا تُفْسِدُكُمْ ۖ وَ مَا تَنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۖ وَ مَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفَّفَ إِلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ

অর্থ : আর তোমরা যে সম্পদ ব্যয় কর, তা তোমাদের নিজেদের জন্যই। আর তোমরা তো আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যয় কর এবং তোমরা কোনো উত্তম ব্যয় করলে তা তোমাদের পরিপূর্ণভাবে দেওয়া হবে। আর তোমাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।

(সূরা বাকারা : আয়াত ২৭২)

> হজরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন -

দুই ব্যক্তি ছাড়া আর কারো প্রতি হিংসা পোষণ করা বৈধ নয়। তাদের একজন হলেন- যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করার ক্ষমতা ও সামর্থ্য দিয়েছেন। আর অন্যজন হলেন- যাকে আল্লাহ জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচার-বুদ্ধি দান করেছেন এবং সে তার সাহায্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং (অপরকে) তা শিক্ষা দিয়ে থাকেন।
(বুখারি ও মুসলিম)

وَمَا تَنْفَقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

অর্থ : আর যে সম্পদ তোমরা ব্যয় কর, অবশ্যই আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান রাখেন।
(সূরা বাকারা : আয়াত ২৭৩)

দান-সাদকার উপকারিতা

দান-সাদকার ফযিলত মর্যাদা ও সম্মান সম্পর্কে কোরআন-সুন্নাহয় এ রকম অনেক দিকনির্দেশনা এসেছে। যেখানে দান-সাদকা করার প্রতি নির্দেশ, দিকনির্দেশনা ও উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও দুনিয়া ও পরকালীন জীবনের জন্য দান-সাদকার উপকারিতাও বর্ণিত হয়েছে। দান-সাদকার সেসব উপকারিতার কিছু তুলে ধরা হলো :

- দান-সাদকা জান্নাতের দরজাসমূহের একটি।
- দান-সাদকা আমলের মধ্যে উত্তম আমল।
- দান-সাদকা কেয়ামতের দিন ছাঁয়া হবে এবং দান-সাদকা আদায়কারীকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করা হবে।
- দান-সাদকা আল্লাহ তাআলার ক্রোধকে ঠাণ্ডা করে এবং কবরের উত্তপ্ততায় শীতলতার উপকরণ হবে।

- মৃতব্যক্তির জন্য উত্তম বদলা এবং সবচেয়ে উপকারী বস্তু হল দান-সাদকা। আর দান-সাদকার সওয়াবকে আল্লাহ তাআলা ক্রমাগত বৃদ্ধি করতে থাকেন।
- দান-সাদকা পবিত্রতার আসবাব, আত্মশুদ্ধির মাধ্যম ও সৎ কাজের বৃদ্ধিকারক।
- দান-সাদকা কেয়ামতের দিন দান-সাদকারীর চেহারার আনন্দ ও প্রফুল্লতার কারণ হবে।
- দান-সাদকা কেয়ামতের ভয়াবহ অবস্থায় নিরাপত্তা হবে। অতীতের জন্য আফসোস করা থেকে বিরত রাখে।
- দান-সাদকা গুনাহের ক্ষমা এবং খারাপ কাজের কাফফারা।
- দান-সাদকা উত্তম মৃত্যুর সুসংবাদ এবং ফেরেশতাদের দোয়ার কারণ।
- দান-সাদকা দানকারী সর্বোত্তম বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত এবং দান-সাদকার সওয়াব প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি পায় যে কোনো না কোনোভাবে অংশীদার হয়।
- দান-সাদকা দানকারীর সঙ্গে সীমাহীন কল্যাণ ও বিরাট প্রতিদানের ওয়াদা রয়েছে।
- খরচ করা মানুষকে মুত্তাকিদের কাতারে शामिल করে। দান-সাদকারীকে সৃষ্টিকুল মুহাব্বত করে।
- দান-সাদকা দয়া-মায়া ও দানশীলতার আলামত।
- দান-সাদকায় দোয়া কবুল এবং জটিল সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার মাধ্যম।
- দান-সাদকায় বালা মসিবত দূর করে দুনিয়াতে সত্তরটি খারাপ কাজের দরজা বন্ধ করে দেয়।
- দান-সাদকা হায়াত ও মাল বৃদ্ধির মাধ্যম। সফলতা এবং রিজিকের প্রশস্ততার মাধ্যম।

- দান-সাদকা রোগীর জন্য চিকিৎসা, ঔষধ ও সুস্থতা।
- দান-সাদকা আগুনে পোড়া, পানিতে ডোবা ও অপহরণসহ (সব) অপমৃত্যুর প্রতিবন্ধক।
- দান-সাদকার প্রতিদান পাওয়া যায় চাই তা পশু-পাখিকেই দেওয়া হোক না কেন।

দুনিয়ার আবশ্যিক আমলগুলোর মধ্যে অন্যতম একটা হচ্ছে দান-সাদকা করা। আল্লাহ তাআলা দান-সাদকাকে (যাকাত) যেমন ফরজ করেছেন। আবার তা সবার জন্য বিশেষ নফল ইবাদত হিসেবেও সাব্যস্ত করেছেন। যারা এ কাজে নিজেদের নিয়োজিত রাখবে উল্লেখিত সব কল্যাণের দরজা তাদের জন্য উন্মুক্ত।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে যথাযথভাবে (ধন-সম্পদের মালিককে) ফরজ দান-সাদকা যাকাত আদায় করার তাওফিক দান করুন। সবাইকে বেশি বেশি নফল দান-সাদকা করার তাওফিক দান করুন।

(আমিন)

৩৬. নফল দান-সাদকার হুকুম, আদব ও উপকারিতা

❖ নফল সাদকা

যা বাধ্যতামূলক যাকাত ও ওয়াজিব সাদকা ব্যতীত আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশে প্রদান করা হয়।

এ সংজ্ঞার দ্বারা সাদকার বলয় থেকে হাদিয়া ও উপটৌকন বের হয়ে যাচ্ছে, যা মিল-মহব্বত ধরে রাখা ও বাড়ানোর উদ্দেশে একে অপরকে দিয়ে থাকে। এটা সাদকার অন্তর্ভুক্ত নয় যার সাথে কিছু শরয়ী বিধিমালার সম্পর্ক রয়েছে।

❖ নফল সাদকার হুকুম

নফল সাদকা সবসময় দেয়া উত্তম। বিশেষ করে যখন প্রয়োজন দেখা দেয়। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাতে রাসূলে অনেক উৎসাহবেঞ্জক বাণী এসেছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন-

(مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً) [البقرة:245]

অর্থ : কে আছে, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে, ফলে তিনি তার জন্য বহুগুণে বাড়িয়ে দেবেন?

(সূরা আল বাকারা:২৪৫)

> আবু হুরায়রা বাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন -

যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন থেকে একটি খেজুর পরিমাণ সাদকা করে - আর আল্লাহ হালাল ব্যতীত অন্যকিছু গ্রহণ করেন না - আল্লাহ তাআলা তা তাঁর ডান হাতে গ্রহণ করেন এরপর তিনি তা লালন করেন, যেমন তোমাদের কেউ তার ঘোড়ার বাচ্চাকে লালন করে, এমনকি একসময় সে সাদকা পাহাড়তুল্য হয়ে যায়।

(বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

যে ব্যক্তি গোপনে সাদকা দেয় তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওই সাত জনের মধ্যে হিসাব করেছেন যাদেরকে আল্লাহ তাআলা তার ছায়ায় ছায়া দিবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্যকোনো ছায়া থাকবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন - এবং এমন ব্যক্তি যে সাদকা করল, অতঃপর তা গোপন করল, এমনকি তার বাম হাত জানল না, তার ডান হাত কি দান করেছে।

(বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

> কাআব ইবনে উজরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন -

সাদকা পাপ নিভিয়ে দেয় যেভাবে পানি আগুন নেভায়।

(বর্ণনায় তিরমিযী)

নফল সাদকার আদব

*ওয়াজিব আদব

১. আল্লাহর জন্য ইখলাস ঐকান্তিকতা। তাই সাদকা দেয়া হবে একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে, যাতে থাকবে না কোনো রিয়া ও সুনাম অর্জনের ইচ্ছা।

২. সাদকাগ্রহীতাকে খোঁটা ও কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা, ইরশাদ হয়েছে:

(أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى) [البقرة:262]

অর্থ : হে মুমিনগণ, তোমরা খোঁটা ও কষ্ট দেয়ার মাধ্যমে তোমাদের সাদকা বাতিল করো না।

(সূরা আল বাকারা : ২৬৪)

*মুস্তাহাব আদব

১. যে সকল আত্মীয়-স্বজনের ব্যয়ভার বহন করতে হয় না, সে সকল আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যারা অভাবী, তাদেরকে সাদকা দেয়া একজন মুসলমানের জন্য মুস্তাহাব, যেমন চাচা, মামা, স্ত্রী কর্তৃক দরিদ্র স্বামীকে সাদকা প্রদান ইত্যাদি। অন্যদেরকে সাদকা দেয়ার চেয়ে এদেরকে সাদকা দেয়া উত্তম। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

(يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝ ١٥) [البلد] 51:

অর্থ : ইয়াতীম আত্মীয়স্বজনকে। [সূরা আলবালাদ:১৫]

> হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

নিশ্চয় মিসকীনকে সাদকাদান একটি সাদকা, আর আত্মীয়কে দানে রয়েছে দুটি সাদকা : সাদকা ও আত্মীয়তা-বন্ধন রক্ষা।

২. সাদকার জন্য সম্পদের হালাল ও ভালো অংশ এবং ব্যক্তির কাছে যা প্রিয় তা বেছে নেয়া। ইরশাদ হয়েছে -

(لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) [آل عمران] 29:

অর্থ : তোমরা কখনো সওয়াব অর্জন করতে পারবে না, যতণ না ব্যয় করবে তা থেকে, যা তোমরা ভালবাস।

(সূরা আলে ইমরান : ৯২)

৩. সংগোপনে সাদকা প্রদান করা; কেননা এ প্রক্রিয়া ইখলাসের নিকটতম এবং রিয়া ও সুনাম কুড়ানো থেকে দূরতম। উপরন্তু তা দরিদ্র ব্যক্তিকে সম্মান করার ক্ষেত্রেও একটি উত্তম পস্থা। আল্লাহ তাআলা বলেন-

(إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) [البقرة] 171:

অর্থ : তোমরা যদি সাদকা প্রকাশ কর, তবে তা উত্তম। আর যদি তা গোপন কর এবং ফকীরদেরকে তা দাও, তাহলে তাও তোমাদের জন্য উত্তম
(সূরা আল বাকারা : ২৭১)

যদি সাদকা প্রকাশ করায় কোনো দীনী স্বার্থ থাকে, যেমন অন্যদেরকে উৎসাহিত করা, তাহলে প্রকাশ্যে সাদকা করাই উত্তম। তবে এ ব্যাপারে নিজের নিয়তের ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে এবং নিয়ত যাতে কলুষমুক্ত থাকে সে ব্যাপারে যত্নবান হতে হবে।

৪. সামর্থ্যানুযায়ী সাদকা করা, হোক তা সামান্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

তোমরা খেজুরের একাংশ দান করে হলেও আগুন থেকে বাঁচো।
(বর্ণনায় বুখারী)

❖ নফল সাদকার উপকারিতা

প্রথমত : ব্যক্তিগত উপকারিতা

১. আত্মার পরিশুদ্ধি। ইরশাদ হয়েছে, আল্লাহ তাআলা বলেন-

(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ) [التوبة] 301:

অর্থ : তাদের সম্পদ থেকে সাদকা নাও। এর মাধ্যমে তাদেরকে তুমি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে।

(সূরা তাওবা : ১০৩)

২. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ ; কেননা তাঁর একটি অবিচ্ছেদ্য গুণ ছিল দান-সাদকা করা। আর তিনি এমন দান করতেন যারপর আর দারিদ্র্যের ভয় থাকত না। তিনি বিলাল রাখি, কে বলেছেন-

হে বিলাল তুমি সাদকা করো, আরশের মালিক তোমার সম্পদ কমিয়ে দেবেন এ আশঙ্কা করোনা।

(বর্ণনায় বাযযার)

৩. ব্যক্তি যা ব্যয় করবে আল্লাহ তাকে এর পরিবর্তে রিয়ক দেবেন। আর সাদকা দ্বারা মানুষের আত্মোন্নতি ঘটে। আল্লাহ তাআলা বলেন -

(وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۩ ۩ ۩) [সব্বা: 93]

অর্থ : আর তোমরা যা কিছু আল্লাহর জন্য ব্যয় কর তিনি তার বিনিময় দেবেন এবং তিনিই উত্তম রিয়কদাতা।

(সূরা সাবা : ৩৯)

৪. বেচা-কেনার ভুল থেকে সম্পদকে পবিত্র করা। কায়েস ইবনে আবি গারাযা রযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে আমাদেরকে দালাল বলা হতো। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের পাশ দিয়ে গেলেন এবং এর থেকেও উত্তম নামে আমাদেরকে সম্বোধন করলেন। তিনি বললেন-

হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, নিশ্চয় ব্যবসায় অহেতুক কথা ও কসম এসে যায়, অতঃপর তোমরা তা সাদকা দ্বারা মিশ্রিত করো [অর্থাৎ তার কাফফরা প্রদান করো]। (বর্ণনায় আবু দাউদ)

৫. সওয়াব অর্জন ও গুনাহের কাফফারা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন থেকে একটি খেজুর পরিমাণ সাদকা করে - আর আল্লাহ হালাল ব্যতীত অন্যকিছু গ্রহণ করেন না - আল্লাহ তাআলা তা তাঁর ডান হাতে গ্রহণ করেন এরপর তিনি তা লালন করেন, যেমন তোমাদের কেউ তার ঘোড়ার বাচ্চাকে লালন করে, এমনকি একসময় সে সাদকা পাহাড়তুল্য হয়ে যায়।

(বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

৬. মৃত্যুর পর সাদকায়ে জারিয়ার দ্বারা মুসলমানের উপকার লাভ। আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

যখন মানুষ মরে যায় তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়, তবে তিন প্রকার ব্যতীত: সাদকায়ে জারিয়া অথবা এমন ইলম যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় অথবা সৎ সন্তান যে তার জন্য দুআ করে।

(বর্ণনায় মুসলিম)

দ্বিতীয়ত : সামাজিক উপকারিতা

১. নফল সদকা distributions সমাজের অসহায় মানুষদের সহায়তা

করে, ফলে দরিদ্রতা কমে এবং সামাজিক বৈষম্য হ্রাস পায়

২. সাদকা যাকাতের সামাজিক মিশনকে পূর্ণতা দান করে।

৩. সমাজে পারিষ্পরিক সহায়তা, সহযোগিতা, স্থিতিশীলতা ও মিল-মহব্বত কায়েম করে।

৪. নফল সাদকা দিয়ে শিক্ষা, চিকিৎসা, খাদ্য, পোশাক বা অন্য প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হয়। এর ফলে অনেক মানুষ নতুনভাবে দাঁড়ানোর সুযোগ পায়।

৫. বন্যা, ঝড়, মহামারির মতো বিপর্যয়ে নফল সাদকা মানুষের পাশে দাঁড়ানোর গুরুত্বপূর্ণ উপায়। এটি সমাজকে দ্রুত পুনরুদ্ধারে সহায়তা করে।

৬. দারিদ্র্য, ক্ষুধা বা উপেক্ষার কারণে অনেক সময় অপরাধের প্রবণতা বাড়ে। সদকার মাধ্যমে মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ হলে অপরাধও কমে।

৩৭. দানের ফযিলত সম্পর্কে কুরআনের কিছু আয়াত

কোরআনে দান সম্পর্কে অনেক আয়াত রয়েছে, যার মধ্যে সূরা বাকারা, আয়াত ২৭১ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এতে বলা হয়েছে যে, গোপনে দান করা প্রকাশ্যে করার চেয়ে উত্তম, কারণ এটি পাপ মোচনে সাহায্য করে। অন্য আয়াতে (২:২৭২) বলা হয়েছে যে, মানুষের সম্পদকে শুধু নিজেদের জন্যই নয়, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করতে হবে এবং উত্তম ব্যয় করলে তার পূর্ণ প্রতিদান পাওয়া যাবে। এছাড়াও, সূরা বাকারা আয়াত ২৬১-এ দানকে ক্ষয়হীন ব্যবসার সাথে তুলনা করা হয়েছে, যেখানে দান করা অর্থ বহুগুণে ফেরত দেওয়া হয়।

কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে দানের ফযিলত সম্পর্কে বলা হয়েছে, নিচে আয়াত গুলো বর্ণনা করা হলো :

> সূরা বাকারা, আয়াত ২৬১:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ

أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

"যারা আল্লাহর পথে নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি শস্যদানার মতো, যা থেকে সাতটি শিষ উৎপন্ন হয় এবং প্রত্যেকটি শিষে একশ দানা থাকে। আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন, তাকে বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন।"

> সূরা বাকারা, আয়াত ২৬৪ :

"হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা তোমাদের দান-খয়রাতকে এমনভাবে ব্যর্থ করো না, যখন কেউ নিজের সম্পদ দেখানোর উদ্দেশ্যে দান করে এবং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস না করে।"

> সূরা বাকার, আয়াত ২: ২৬৩ :

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ

يَتَّبِعُهَا أَذًى)

“সুন্দর কথা ও ক্ষমা—সেই দানের চেয়ে উত্তম যার সঙ্গে কষ্ট দেওয়া জড়িত থাকে।”

> সূরা বাকার, আয়াত ২: ২৬৮ :

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ

وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ)

“শয়তান তোমাদের দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়; আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর কাছ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন।”

> সূরা বাকার, আয়াত ২৭১ :

(إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ)

“যদি তোমরা দান প্রকাশ্যে করো, তবে তা উত্তম; আর যদি তা গোপনে করো এবং অভাবীদের দাও, তবে তা তোমাদের জন্য শ্রেয়। এর মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদের মন্দগুলো মোচন করে দেবেন।”

> সূরা বাকার, আয়াত ২ : ১৯৫ :

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।”

(এই আয়াতটি আল্লাহর পথে ব্যয়ের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে)

> সূরা বাকারা, আয়াত ২ : ১১০ :

وَمَا تَقْدَمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ﴿١١٠﴾

“তোমরা নিজেদের জন্য যে কোনো ভালো কাজ আগাম পাঠাবে তা আল্লাহর কাছে পাবে।”

> সূরা বাকারা, আয়াত ২৭২:

"তোমরা যদি সাদাকা প্রকাশ কর, তবে তা উত্তম। আর যদি তা গোপন কর এবং ফকীরদেরকে তা দাও, তাহলে তাও তোমাদের জন্য উত্তম এবং তিনি তোমাদের গুনাহসমূহ মুছে দেবেন। আর তোমরা যে আমল কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।"

> সূরা বাকারা, আয়াত ২:২৭৪:

"যারা তাদের সম্পদ রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তাদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে। আর তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"

> সূরা তাওবা, আয়াত ৬০:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

এই আয়াতে সাদকার নির্দিষ্ট খাতগুলো উল্লেখ করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ফকির, মিসকিন, জাকাতকর্মী এবং আল্লাহর পথে জিহাদরত ব্যক্তিরা।

> সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত ১৯:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ

لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۝

"এবং তাদের সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের জন্য ছিল নির্ধারিত অংশ।"

> সূরা মা'আরেজ, আয়াত ২৪-২৫:

وَفِي

أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۝

لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۝

"এবং তাদের সম্পদে নির্দিষ্ট হক (অধিকার) রয়েছে; ভিক্ষুক এবং বঞ্চিত সবার হক রয়েছে।"

> সূরা আল-আরাফ, আয়াত ৭: ৫৬

إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ

لِّلْمُحْسِنِينَ ۝

“নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমত সংকর্মশীলদের নিকটবর্তী।”

৩৮. দানের ফযিলত ও ঘটনা

দান ও সাদকার উপকারিতা অপারিসীম। জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দানের মাধ্যমে সম্ভব। দান করলে সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং বিপদ-আপদ দূর হয়। দানের মাধ্যমে শারীরিক অসুস্থতা থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়। তাই ইসলাম দান ও সাদকার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। মহানবী (সা.) ও তার উম্মতকে বেশি বেশি দান করার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন যে দান করলে কখনো সম্পদ কমে না, বরং বাড়ে।

> রাসূলুল্লাহ সা. বলেন-

সাদকা করলে কোনও মানুষের সম্পদ কমে না। (তিরমিজি, ইবনে মাজাহ)। দানের ফলে বিপদ আপদ দূর হয়। মানুষের কল্যাণে নিজের অর্থ-সম্পদ ব্যয় বা প্রদান করাকে দান বলা হয়।

> হযরত সালেম রা. হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেন, শুধু দু'জন লোকের ওপর ঈর্ষা করা যায়। একজন হলেন সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তাআলা কুরআনের জ্ঞান দিয়েছেন আর সে রাত দিন তা চর্চা করে। অপরজন হলেন যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন আর রাতদিন সে তা মানব কল্যাণে খরচ করে। (বুখারি)

দানের প্রতিদান আল্লাহ প্রদান করেন, কেননা আল্লাহ বলেন, তোমরা যারা আল্লাহর রাস্তায় দান করবে তার প্রতিদান তোমাদেরকে পুরাপুরি দেয়া হবে। আর তোমাদের প্রতি কোনও প্রকার জুলুম করা হবে না। (সূরা আনফাল : ৬০)

দানের ফযিলত ও ঘটনা

দানে ধন বাড়ে, দান করলে যে বালা মুসিবত থেকে মুক্ত থাকা যায় সেরকম একটি ঘটনা বলছি, আল্লাহর নবী ও গোটা দুনিয়ার বাদশাহ হযরত সুলাইমান (আ.) - এর যুগের একটি ঘটনা। এক ব্যক্তির বাড়ির পাশে ছিল একটি গাছ। সেই গাছে ছিল একটি পাখির বাসা। সেই বাসায় পাখিটি যখনই ডিম দিত তখনই লোকটি তা নিয়ে খেয়ে ফেলত। লোকটির অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে একদিন পাখিটি হযরত সুলাইমান আ.-এর কাছে অভিযোগ করল।

সুলাইমান (আ.) লোকটিকে ডেকে নিষেধ করে বললেন, আর কোনও দিন যেন এ পাখির ডিম সে না খায়। হযরত সুলাইমান (আ.) - এর নিষেধ অমান্য করে লোকটি আবারো পাখির ডিম খেয়ে ফেলল। নিরুপায় হয়ে পাখিটি পুনরায় হযরত সুলাইমান (আ.) -এর কাছে অভিযোগ করল।

হযরত সুলাইমান (আ.) এক জিনকে নির্দেশ দিলেন - লোকটি এবার যখন গাছে চড়বে, তখন খুব জোরে তাকে ধাক্কা দিয়ে যেন নিচে ফেলে দেয়, যাতে লোকটি আর কোনও দিন গাছে চড়তে না পারে। এর পর একদিন লোকটি পাখির ডিমের জন্য গাছে উঠতে যাবে, এমন সময় এক ভিক্ষুক এসে হাঁক দিল বাবা! কিছু ভিক্ষা দিন তখন লোকটি প্রথমে ভিক্ষুককে এক মুষ্টি খাবার দান করল। তারপর শান্ত মনে গাছে থেকে ডিম নামিয়ে খেয়ে ফেলল। পাখিটি আবার সুলাইমান (আ.) -এর কাছে অভিযোগ করল। সুলাইমান (আ.) সেই জিনকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি নির্দেশ পালন করলে না কেন? তখন জিন জবাব দিল, আমি আপনার নির্দেশ পালন করার জন্য প্রস্তুত ছিলাম।

এমন সময় পূর্ব ও পশ্চিম থেকে দুজন ফেরেস্তা এসে আমাকে অনেক দূরে ফেলে দিল। হযরত সুলাইমান (আ.) বিস্মিত হয়ে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন, জিনটি বলল, আমি দেখলাম, লোকটি গাছে ওঠার আগে এক ভিক্ষুককে এক মুষ্টি খাবার দান করল। সম্ভবত এর বরকতে আল্লাহপাক তাকে আসন্ন বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন। হযরত সুলাইমান (আ.) বললেন, হ্যাঁ সাদকা বালা-মুসিবত দূর করে। এ কারণেই সে তখন মহাবিপদ থেকে বেঁচে গেছে। (তাজকিরাতুল আশ্বিয়া)

দানের বিষয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনে বলেন, যারা আল্লাহর রাস্তায় নিজের ধন সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি বীজের মত, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শীষে একশ করে দানা থাকে। আল্লাহ অতি দানশীল, সর্বজ্ঞ। (সুরা বাকারা : ২৬১)

> হযরত আবু বকর রা. এর খিলাফতকালে একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। খাদ্যদ্রব্য একেবারেই দুর্লভ হয়ে পড়ে। মানুষের দুঃখ দুর্দশা চরম আকার ধারণ করে। সেই সময় হযরত ওসমান (রা.) এর প্রায় এক হাজার মন গমের একটি চালান বিদেশ হতে মদিনায় পৌঁছায়। শহরের কয়েকজন বড় ব্যবসায়ী হযরত ওসমান (রা.) এর কাছে এলেন। তারা তার সমস্ত গমের

চালান অর্ধশতভাগ লাভে ক্রয় করার প্রস্তাব দেয়। সেই সাথে তারা এটাও প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তারা দুর্ভিক্ষ পীড়িত জনগণের দুর্দশা লাঘবের জন্যই এই গম ক্রয় করতে চান।

হযরত ওসমান (রা.) বললেন, তোমরা যদি আমাকে এক হাজার গুণ লাভ দিতে পারো, তবে আমি দিতে পারি। কেননা অন্য একজন আমাকে সাতশো গুণ লাভ দিতে চেয়েছেন। ব্যবসায়ীরা বললো, বলেন কি? চালান মদিনায় আসার পর তো আমরাই প্রথম এলাম আপনার কাছে। সাতশো গুণ লাভের প্রস্তাব কে কখন দিয়েছেন?

হযরত ওসমান বললেন, এই প্রস্তাব আমি পেয়েছি আল্লাহর কাছ থেকে। আমি এই চালানের সমস্ত গম বিনামূল্যে গরিবদের মধ্যে বিতরণ করবো। এর বিনিময়ে আল্লাহ আমাকে সাতশো গুণ বেশি পুণ্য দিবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তখন হযরত ওসমান (রা.) কুরআনের এ আয়াত তাদের স্মরণ করিয়ে দেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, মানুষ বলে আমার সম্পদ আমার সম্পদ অথচ তিনটি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সম্পদই শুধু তার। যা খেয়ে শেষ করেছে, যা পরিধান করে নষ্ট করেছে আর যা দান করে জমা করেছে তাই শুধু তার। আর অবশিষ্ট সম্পদ সে ছেড়ে যাবে, মানুষ তা শুধু নিয়ে যাবে। (মুসলিম)

> হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, প্রতিদিন সকালে দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাদের একজন দানকারীর জন্য দোয়া করে, বলো, হে আল্লাহ দানকারীর মালা বিনিময় দান কর। (বিনিময় সম্পদ বৃদ্ধি কর) আর দ্বিতীয়জন কৃপণের জন্য বদ দোয়া করে বলেন, হে আল্লাহ কৃপণের মালা ধ্বংস দাও। (বুখারি ও মুসলিম)

আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘যারা আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে এবং যা ব্যয় করে তা চর্চা করে বেড়ায় না এবং কষ্টও দেয় না, তাদের জন্য তাদের পালন কর্তার কাছে সংরক্ষিত রয়েছে পুরস্কার। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হবে না।’ (সুরা বাকারাহ : ২৬২)

❖ দানশীল ও কৃপণের উদাহরণ

জ্ঞানী ও মূর্খ যেমন সমান হতে পারে না, আলো ও অন্ধকার যেমন সমান হতে পারে না, গরম ও ঠান্ডা যেমন হওয়া সমান হতে পারে না, ঠিক তেমনিভাবে দানশীল এবং কৃপণ ব্যক্তিও সমান হতে পারে না।

হাদিস শরিফে তাদের দুজনের উদাহরণ উল্লেখ করা হয়েছে -

> হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, মহা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

কৃপণ ও দানশীল ব্যক্তির উদাহরণ এমন দু' ব্যক্তির মত, যারা লৌহ বর্মে আচ্ছাদিত। বর্ম দু'টি এত আঁটসাঁট যে, তাদের উভয়ের হাত কজায় আবদ্ধ রয়েছে। দানশীল ব্যক্তি যখন দান করতে ইচ্ছে করে, তখন বর্মটি তার দেহের উপর প্রসারিত হয়, এমনকি তা তার পায়ের চিহ্ন মুছে ফেলে। আর কৃপণ ব্যক্তি যখন দান করতে ইচ্ছে করে তখন বর্মের কড়াগুলো পরস্পর গলে গিয়ে তার শরীরকে আঁকড়ে ধরে এবং তার উভয় হস্ত কণ্ঠের সঙ্গে লেগে যায়।

> অতঃপর আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, তিনি মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন- সে হাত দু'টিকে প্রসারিত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে; কিন্তু প্রসারিত করতে পারে না।

(সহিহ বুখারি, হাদিস : ২৯১৭)

৩৯. দান ও সাদকার বহুমুখী উপকারিতা

দান ও সাদকার বহুমুখী উপকারিতার মধ্যে রয়েছে রিজিকে বরকত, সম্পদ বৃদ্ধি ও বিপদ থেকে রক্ষা, গুনাহ মাফ ও জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি, এবং দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মান ও মর্যাদার বৃদ্ধি।

পার্থিব জীবনকে সাজিয়ে তোলা এবং জীবনের সুখ ভোগ করার জন্য মানুষ সম্পদ উপার্জন ও সঞ্চয় করে। কিন্তু মহান আল্লাহ সবাইকে একই রকম সামর্থ্য প্রদান করেন না। যার ফলে কারো কাছে সঞ্চিত হতে থাকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিপুল সম্পদ। আবার কারো হাতে থাকে না প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজন পূরণের মতো যৎসামান্য সম্পদও।

আর ঠিক এ ক্ষেত্রেই প্রকৃত দয়ার্দ্র মানুষগুলো এগিয়ে আসেন অন্যের কল্যাণে। নিজের কষ্টার্জিত সম্পদ বিলিয়ে দেন মানুষের প্রয়োজনে। আমরা এটাকেই বলি দান বা সাদকা। দান করলে ধন কমে না, বরং বাড়ে।

বিষয়টি বাহ্যিক দৃষ্টিতে স্বাভাবিকতাবিরোধী মনে হলেও এটি কোরআন দ্বারা প্রমাণিত বাস্তবতা।

> কোরআনুল কারিম বলছে—

সূরা আল বাকারা (البقرة), আয়াত: ২৬৮

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۗ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

অর্থ : শয়তান তোমাদের দরিদ্রতার ভয় দেখায় এবং কৃপণতার আদেশ করে। আর আল্লাহ তোমাদের তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও দয়ার কথা দিচ্ছেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

কোরআন সতর্ক করছে যে তোমরা যখন দান করতে চাও, তখন শয়তান তোমাদের অভাবের ভয় দেখিয়ে দান করা থেকে বিরত রেখে দানের অফুরন্ত সওয়াব থেকে বঞ্চিত রাখতে চায়। এখানে আল্লাহ আমাদের শয়তানের এ ফাঁদের কথা প্রকাশ করে দিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি নিজে দয়া করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। আল্লাহর দয়ার প্রতি যার অবিচল আস্থা থাকবে তার কিসের দরিদ্রতা আর অভাবের ভয়?

নিজের কষ্টার্জিত সম্পদ কেউ কাউকে দান করলে তিনি দুটি পুরস্কার পাবেন।

এক. পরকালে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন।

দুই. দুনিয়ায় তার প্রতি আল্লাহ দয়া করবেন। অর্থাৎ তার সম্পদ আরো বাড়িয়ে দেবেন।

দানের দ্বিতীয় পুরস্কার হচ্ছে, যে দান করবে, আল্লাহ তাকে উত্তম বিনিময় দেবেন। শুধু পরকালের পুরস্কারই নয়, দুনিয়ার জীবনেও সমৃদ্ধি দেবেন।

> পবিত্র কোরআনে ঘোষিত হয়েছে—

সূরা সাবা (سبا), আয়াত: ৩৯

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ
الرَّزَاقِينَ ۝

অর্থ : তুমি বলো, নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক স্বীয় বান্দাদের মধ্যে থেকে যাকে ইচ্ছা রিজিক বাড়িয়ে দেন, (যাকে ইচ্ছা) কমিয়ে দেন। আর তোমরা যা কিছুই দান করো, তিনি তার জায়গায় অন্য কিছু দিয়ে দেন। আর তিনিই তো শ্রেষ্ঠ রিজিকদাতা।

> মহানবী (সা.) বলেছেন - কোনো দানই সম্পদে ঘাটতি সৃষ্টি করে না।

(মুসলিম, হাদিস : ২৫৮৮)

❖ ইহকালীন উপকারিতা

*রিজিকে বরকত ও সম্পদ বৃদ্ধি :

অনেকের মনে হতে পারে, অভাবের দিনে দান-সাদকা করব কিভাবে! কিন্তু কোরআন বলছে, দান-সাদকা অভাব দূর করে এবং সম্পদ বাড়িয়ে দেয়।

মহান আল্লাহ বলেছেন - যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাদের উপমা একটি বীজের মতো, যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শীষে একশ শস্যদানা থাকে।

আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহু গুণে বৃদ্ধি করে দেন।

***সাদকা মানুষকে পরিশুদ্ধ করে :**

পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেন - হে নবী, তাদের ধন-সম্পদ থেকে সাদকা নিয়ে তাদের পাক-পবিত্র করুন, (নেকির পথে) তাদের এগিয়ে দিন এবং তাদের জন্য রহমতের দোয়া করুন।

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

(সূরা : তাওবা, আয়াত : ১০৩)

> এখানে মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় বন্ধুকে উদ্দেশ্য করে বলছেন সাদকার মাধ্যমে তার উম্মতদের পরিশুদ্ধ করে নিতে।

> তাফসিরবিদরা এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখেন, সাদকা আখলাক-চরিত্র পরিশুদ্ধ করার একটি অন্যতম মাধ্যম। (ইবনে কাসির)

***পাপ মোচন হয় :**

দান-সাদকার মাধ্যমে পাপের বোঝা হালকা হয়। তাই পবিত্র রমজানে বেশি বেশি দান-সাদকা করা উচিত। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেন - যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান করো তবে তাও উত্তম, আর যদি তোমরা তা গোপনে করো এবং তা অভাবগ্রস্তদের দান করো, তবে তা তোমাদের জন্য আরো উত্তম, অধিকন্তু তিনি তোমাদের কিছু গুনাহ মোচন করে দেবেন, বস্তুত যা কিছু তোমরা করছ, আল্লাহ তার খবর রাখেন।

***ফেরেশতাদের দোয়া পাওয়া যায় :**

যারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় দান করে, তাদের জন্য ফেরেশতারা দোয়া করেন। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেছেন - প্রতিদিন সকালে দুজন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাঁদের একজন বলেন, হে আল্লাহ, দাতাকে তার দানের উত্তম প্রতিদান দিন। আর অপরজন বলেন, হে আল্লাহ, কৃপণকে ধ্বংস করে দিন।

(বুখারি, হাদিস : ১৪৪২)

***বিপদ থেকে রক্ষা:**

দান করলে বালা-মুসিবত দূর হয় এবং আল্লাহ বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেন, কারণ বালা-মুসিবত সাদকাকে অতিক্রম করতে পারে না।

***হায়াত বৃদ্ধি:**

দান-সাদকা দাতার হায়াত বৃদ্ধি করে।

***আল্লাহর ক্রোধ নিভিয়ে দেওয়া:**

দান আল্লাহর ক্রোধকে নিভিয়ে দেয়।

❖ পরকালীন উপকারিতা

***আরশের ছায়াতলে আশ্রয় :**

যারা গোপনে দান করবেন মহান আল্লাহ কঠিন কিয়ামতের দিন তাদের আরশের ছায়াতলে স্থান দেবেন। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেন - যেদিন আল্লাহর (রহমতের) ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না, সেদিন সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা তাঁর নিজের (আরশের) ছায়ায় আশ্রয় দেবেন।

***গুনাহ মাফ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি :**

দান-সাদকা গুনাহ মিটিয়ে দেয় এবং জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচায়, যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে ফেলে। কেননা নবীজি (সা.) জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বেশি বেশি সাদকা করার তাগিদ দিয়েছেন।

> আবু সাঈদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার ঈদুল আজহা অথবা ঈদুল ফিতরের নামাজ আদায়ের জন্য আল্লাহর রাসূল (সা.) ঈদগাহের দিকে যাচ্ছিলেন। তিনি মহিলাদের পাশ দিয়ে

যাওয়ার সময় বললেন, হে মহিলাসমাজ, তোমরা সাদকা করতে থাকো। কারণ আমি দেখেছি, জাহান্নামের অধিবাসীদের মধ্যে তোমরাই বেশি। তারা জিজ্ঞেস করলেন, কী কারণে, হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বলেন, তোমরা বেশি পরিমাণে অভিশাপ দিয়ে থাকো আর স্বামীর অকৃতজ্ঞ হও।

(বুখারি, হাদিস : ৩০৪)

***অসংখ্য গুণ সওয়াব :**

আল্লাহ তাআলা দান-সাদকার প্রতিদানকে সাতশ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে দেন।

***স্বর্গের নিশ্চয়তা :**

সওয়াবের মাধ্যমে পরকালে বা স্বর্গ লাভ করার একটি পথ তৈরি হয়।

***কবরেও সওয়াব :**

মসজিদ নির্মাণ বা ইলম (জ্ঞান) বিতরণের মতো সাদকায়ে জারিয়ার মাধ্যমে কবরে থাকা অবস্থায়ও সওয়াব পাওয়া যায়।

❖ সামাজিক উপকারিতা

***মানুষের ভালোবাসা বৃদ্ধি :**

দান ও সাদকা অভাবগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো, সমাজে একে অপরের প্রতি ভালোবাসা ও সহানুভূতি বাড়াতে সাহায্য করে।

***সামাজিক উন্নয়ন :**

মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণ, রাস্তা তৈরি, চিকিৎসা সেবা প্রদান ইত্যাদি সাদাকায়ে জারিয়ার মাধ্যমে সমাজ সামগ্রিকভাবে উন্নত হয়।

❖ অন্যান্য উপকারিতা

***সৃষ্টির সেবা :**

মসজিদ নির্মাণ, মাদ্রাসা চালু রাখা, অসুস্থদের সেবা বা অসুস্থদের জন্য সাদাকায়ে জারিয়া (চলমান দাতব্য) এর মতো কাজগুলো সমাজের জন্য উপকার বয়ে আনে।

***আত্মিক সমৃদ্ধি :**

দান-সাদকা মানুষের মনে প্রশান্তি ও সমৃদ্ধি বয়ে আনে।

মানুষ যখন পাপ করে, আল্লাহ এতে অসন্তুষ্ট হন। সে অসন্তুষ্ট দূর করার সহজ উপায় হচ্ছে দান করা। আল্লাহর অসন্তুষ্ট যদি দূর হয় আর তিনি যদি সন্তুষ্ট থাকেন, তাহলে আমাদের জীবন হবে নিরাপদ ও শান্তিময়।

দানের অন্য এক উপকার হচ্ছে আল্লাহর সাহায্য লাভ। বিপদ-আপদে আল্লাহর সাহায্যই আমাদের একমাত্র ভরসা। সর্বত্র তিনিই আমাদের একমাত্র আশ্রয়। যে মহান আল্লাহর সাহায্যই আমাদের একমাত্র ভরসা সে সাহায্য পাওয়ার সহজতম পথ হচ্ছে দান করা।

রাসদল (সা.) বলেছেন - বান্দা যতক্ষণ নিজ ভাইয়ের সহযোগিতা করে, ততক্ষণ আল্লাহও তাকে সহযোগিতা করেন।

(মুসলিম, হাদিস : ২৬৯৯)

৪০. আল্লাহ যাকে চান বহুগুণে বাড়িয়ে দেন

আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুণে বাড়িয়ে দেন, এই কথাটি মূলত আল্লাহ তাআলার ক্ষমতা ও ইচ্ছার প্রতি ইঙ্গিত করে এবং এর মাধ্যমে বোঝানো হয় যে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেন, তা তিনি বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন। বিশেষত, যখন কোনো ব্যক্তি আল্লাহকে ভালো ঋণ দেয়, অর্থাৎ সাদকা বা দান করে, তখন আল্লাহ তা বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়ে তাকে পুরস্কৃত করেন। এটি সূরা বাকারার ২৪৫ নং আয়াতে বর্ণিত আছে-

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

অর্থ : কে সে, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে? আল্লাহ তার জন্য একে বহুগুণে বাড়িয়ে দেবেন। আর আল্লাহই (জীবিকা) কমান বা বাড়ান। আর তোমাদের তাঁরই কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

ব্যাখ্যা:

* এই আয়াতে 'উত্তম ঋণ' বলতে বোঝানো হয়েছে আল্লাহর পথে সৎকর্ম বা সাদকা করা, যা বান্দার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে।

* আল্লাহ তাঁর এই উত্তম ঋণ বা দানকে বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন, যা শুধু দুনিয়ার জীবনেই নয়, পরকালেও তার জন্য বড় পুরস্কারের কারণ হয়।

* এটি আল্লাহর অসীম ক্ষমতা ও করুণার প্রমাণ, যা তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি দেখিয়ে থাকেন।

> আল্লাহ তাআলা বলেছেন -

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبِّ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

অর্থ : যারা নিজেদের ধনৈশ্বর্য আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাদের উপমা একটি শস্যবীজ, যা সাতটি শিষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শীষে একশ শস্যদানা। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

> এখানে আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন -

وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ

অর্থ : আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন।

*একটি মত হলো, আল্লাহ সবাইকেই সাতশ গুন সওয়াব দেবেন না, বরং যাকে ইচ্ছা তার ক্ষেত্রেই কেবল এই সাতশ গুন পর্যন্ত সওয়াব বৃদ্ধি করবেন। আর এই সওয়াব বৃদ্ধি হবে দানকারীর অবস্থা, দানের অবস্থা, প্রয়োজন, উপকারিতা ও উপযুক্ত ক্ষেত্রে দানের ভিত্তিতে।

*আরেকটি মত হলো, আয়াতের এ অংশটি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার জন্য এই নির্ধারিত সাতশ গুণের চেয়ে বেশি সওয়াব বৃদ্ধি করে দেবেন। এ মত অনুযায়ী দানের সওয়াব কেবল সাতশ গুন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়, বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে সাতশ গুণের পরেও আরও বহুগুণ বাড়িয়ে দেবেন। এ আয়াতের উহ্য রূপ নিয়ে মুফাসসিরিনদের মতভিন্নতা রয়েছে।

কারও কারও মতে আয়াতের মূল রূপ হলো :

مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة

অর্থাৎ যারা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে তাদের উদাহরণ হলো একটি দানার মতো।

> অন্য কারও মতে এ আয়াতের মূল রূপ হল :

مثل الذين ينفقون أموالهم كمثل باذر حبة.

অর্থাৎ যারা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে তাদের উদাহরণ হলো একটি দানা রোপণকারীর মতো।

> সূরা রাআদের ২৬ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

অর্থ: আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা তার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন এবং সংকুচিত করেন।

> সূরা ইব্রাহিমের ২৭ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ

অর্থ: আর আল্লাহ যা চান তাই করেন।

> নিশ্চয়ই হে রাজত্বের মালিক!

تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُهُ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

অর্থ: আপনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান করেন এবং যার নিকট থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নেন। যাকে ইচ্ছা আপনি ইজ্জত দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা আপনি হীন করেন। নিশ্চয়ই আপনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

> সূরা আলে ইমরানের ২৭ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَنَزَرُوقُ مِنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

অর্থ: এবং আপনি যাকে ইচ্ছা জীবনোপকরণ দান করেন।

> হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলা সূরা আনআমের ৮৩ নং আয়াতে বলেছেন :

نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ تَشَاءُ

অর্থ: আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নতি করি।

হ্যাঁ, এ সবই সত্য। আল্লাহ যা বলেছেন আল্লাহর নবী যা বলেছেন তার সবটুকুই সত্য।

- আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ যা চান তাই করেন, যে ফয়সালা নিতে চান তাই নেন। আর ন্যায় সিদ্ধান্তই তিনি গ্রহণ করে থাকেন।

- আমরা সাক্ষ্য দিই যে, আল্লাহ সবকিছু জানেন, আমরা জানি না। আল্লাহ সব ক্ষমতা রাখেন, আমরা রাখি না।

- আমরা সাক্ষ্য দিই যে, আল্লাহ এক ও একক। তিনি মানব মন্ডলীর প্রতিপালক, মানুষের মালিকও প্রতিপালক।

- আমরা তার সমস্ত সুন্দর নাম ও উত্তম গুণাবলীর স্বীকৃতি দিই!

- আমরা আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালতের সাক্ষ্য দিই।

رضينا بالله ربنا وبالإسلام ديننا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم.

অর্থ : আমরা আল্লাহকে রব হিসেবে মেনে নিয়েছি, ইসলামকে ধর্ম হিসেবে মেনে নিয়েছি এবং হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল হিসেবে মেনে নিয়েছি।

> রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে এসেছে, হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি হালাল কামাই থেকে একটু খেজুর পরিমাণ সাদকা করবে (তা আল্লাহ কবুল করবেন) এবং আল্লাহ কেবল পবিত্র মাল কবুল করেন আর আল্লাহ তার ডান হাত দিয়ে তা কবুল করেন। এরপর আল্লাহ দাতার কল্যানার্থে তা প্রতিপালন করেন, যেমন তোমাদের কেউ অশ্ব-শাবক প্রতিপালন করে থাকে, অবশেষে সেই সাদাকা পাহাড় বরাবর হয়ে যায়।

এ সকল আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সওয়াব বহুগুণে বৃদ্ধি পাওয়ার ক্ষেত্রে গুনন সংখ্যাটিতে হ্রাস- বৃদ্ধি হয়ে থাকে। কখনো নেক কাজের সওয়াব দশ গুণে বৃদ্ধি পায়, কখনো

সেটা সাতশ গুন পর্যন্ত পৌঁছে যায়, কখনো 'বহুগুন' শব্দে গুণনকে উল্লেখ করা হয়,কখনো একটি মাত্র খেজুরের সওয়াব একটি বিশাল পর্বত সমান হয়ে ওঠে।

আল্লাহ মহা দানশীল হলেও তার উদারতা কখনো তার হেকমতকে লঙ্ঘন করে না। বরং উপযুক্ত স্থানেই তার দয়া ও দান পতিত হয়। আর যে উপযুক্ত নয়, হেকমত ও জ্ঞানের কারণে তাকে দান করা থেকে আল্লাহ বিরত থাকেন।

৪১. আল্লাহর আরশের ছায়া প্রাপ্ত সাত শ্রেণীর মানুষ

আল্লাহর আরশের ছায়া প্রাপ্ত সাত শ্রেণীর মানুষ

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা:) বলেছেন, কিয়ামতের দিন যেদিন আরশের ছায়া ছাড়া কোনো ছায়া থাকবে না, সেদিন আল্লাহ তায়ালা সাত ব্যক্তিকে তাঁর ছায়ায় স্থান দেবেন :

১. ন্যায়পরায়ণ শাসক : একজন ন্যায় পরায়ন নেতা, যিনি প্রজাদের প্রতি সুবিচার করেন।
২. আল্লাহর ইবাদতে যৌবন কাটানো যুবক : যে যুবক নিজের যৌবনকাল আল্লাহর ইবাদতে অতিবাহিত করেছে।
৩. মসজিদের প্রতি ভালোবাসা সম্পন্ন মুসল্লি : যার অন্তর সবসময় মসজিদের সঙ্গে লেগে থাকে এবং মসজিদ থেকে বের হওয়ার পর পুনরায় সেখানে ফিরে আসার জন্য ব্যাকুল থাকে।
৪. আল্লাহর জন্য একে অপরের প্রতি ভালোবাসা স্থাপনকারী দুই ব্যক্তি : যারা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একে অপরের প্রতি ভালোবাসা রাখে, একে অপরের জন্য মিলিত হয় এবং একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়।
৫. প্রলোভন প্রতিরোধকারী ব্যক্তি : এমন ব্যক্তি যিনি নিজের ধর্মীয় ও নৈতিক চরিত্রকে রক্ষা করার জন্য নিষিদ্ধ কাজ ও প্রলোভন থেকে নিজেকে দূরে রাখেন।
৬. গোপনে দানকারী ব্যক্তি : যে ব্যক্তি গোপনে দান করে, যা কেবলমাত্র আল্লাহই জানেন, অর্থাৎ লোকদেখানো বা সুনাম অর্জনের উদ্দেশ্যে নয়।
৭. আল্লাহর ভয়ে গোপনে ত্রন্দনকারী ব্যক্তি : আল্লাহর স্মরণে বা ভয়ে যে ব্যক্তি নীরবে ও গোপনে অশ্রুসজল হয় এবং যার কান্না কেউ দেখতে পায় না।

৪২. দান-সাদকা যেভাবে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে

দান-সাদকা যেভাবে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখে” — এই বিষয়টি খুবই অর্থবহ এবং ইসলামিক দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামে দান-সাদকা এমন একটি ইবাদত, যা মানুষকে আল্লাহর নিকটে নিয়ে যায় এবং পাপ থেকে দূরে রাখে। দান শুধু গরিব-অসহায়কে সাহায্য নয়, এটি নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করারও উপায়। কুরআন ও হাদীসে বহু স্থানে দানের ফযিলত এবং এর মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে বাঁচার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নিচে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হলো :

*রমজানে দান-সাদকা

অগণিত কল্যাণ অর্জনের মাস পবিত্র মাহে রমজান। তাই মুমিনের উচিত, আল্লাহকে খুশি করা ও কল্যাণ লাভের যত পস্থা আছে, সব পস্থা অবলম্বনের চেষ্টা করা। রমজান মাসে আমাদের নবীজি (সা.)-এর অন্যতম একটি আমল ছিল সাদকা করা। হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা.) লোকদের মধ্যে সবচেয়ে দানশীল ছিলেন আর রমজান মাসে যখন জিবরাইল (আ.) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন তখন তিনি আরো অধিক দানশীল হয়ে যেতেন।

জিবরাইল (আ.) রমজানের প্রতি রাতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। তখন আল্লাহর রাসূল (সা.) তাঁকে কোরআন পাঠ করে শোনাতেন। আল্লাহর রাসূল (সা.) এর সঙ্গে যখন জিবরাইল (আ.) দেখা করতেন, তখন তিনি মানুষের কল্যাণের জন্য পাঠানো বাতাসের চেয়েও বেশি দানশীল হতেন।

(বুখারি, হাদিস : ৩২২০)

তাই মুমিনের উচিত, পবিত্র রমজানে সাধ্যমতো বেশি বেশি দান-সাদকা করার চেষ্টা করা।

*রমজানে দান করলে বেশি সওয়াব মেলে

রমজানের শেষ দশকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রচুর আমল করতেন। গোটা রমজানের তুলনায় এই সময়ে আমলের গুরুত্ব অনেক বেশি। কেননা এই সময়েই রয়েছে লাইলাতুল কদর - যা এই শেষ দশকের যেকোনো বিজোড় রাতেই হতে পারে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আমল সম্পর্কে আয়েশা (রা.) জানিয়েছেন যে - রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমজানের শেষ দশকে (ইবাদাতে) এমন পরিশ্রম করতেন, যা তিনি অন্য কখনো করতেন না। (মুসলিম, হাদিস : ১১৭৫)

এর মাঝে অবশ্যই রয়েছে - প্রচুর সলাত আদায়, জিকির, তিলাওয়াত আর দান। রমজানে রাসূল (সা.)- এর দানশীলতা সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের মাঝে অধিকতর দানশীল ছিলেন, আর বিশেষ করে রমজানে তিনি আরও বেশি দানশীল হয়ে যেতেন।’ (বুখারি, হাদিস : ৩৫৫৪)। রমজানের শেষ দশকের এই বরকতপূর্ণ সময়কে কাজে লাগিয়ে আমরা বেশি বেশি দান করি, যেন আমাদের গুনাহমুক্তি হয়। আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতি প্রসন্ন হন। আমাদের বিপদগুলো দূর হয়ে যায় এবং আমরা রোগমুক্ত হতে পারি। সর্বোপরি কিয়ামাতের দিন যেন জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করতে পারি।

দান বলতে কেবল ফরজ যাকাত আদায়-ই নয়; নফল সাদকা ও দানের অন্তর্ভুক্ত। যাকাতের নিসাবের মালিক সবাই হয় না, কিন্তু নফল সাদকা সবাই করতে পারে।

*দানের রয়েছে অগণিত ফযিলত

আল্লাহ তাআলা অধিক পরিমাণে দানের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, আমার যে বান্দারা ঈমান এনেছে, তাদের বলে দিন— তারা যেন সলাত আদায় করে এবং আমি তাদের যে রিজিক দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে; এমন দিন আসার আগে— যখন কোনো ক্রয়-বিক্রয় কিংবা বন্ধুত্ব থাকবে না। (সূরা ইবরাহিম, হাদিস : ৩১)

আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন - খেজুরের এক টুকরা দিয়ে হলেও (দান করে) নিজেকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। (বুখারি, হাদিস : ৭৫১২)

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন দুনিয়ার কোনো বন্ধুত্ব বা ক্রয়-বিক্রয় কোনো কাজে আসবে না। এগুলোর মাধ্যমে নিজেকে মুক্ত করা যাবে না। একমাত্র নেক আমল সেদিন আল্লাহর মেহেরবানি ও রহমতের আত্মায়ক হবে। আর আল্লাহর রহমত হলেই কেবল বাঁচা যাবে। আর সেই রহমত পাবার অন্যতম মাধ্যম হলো দান-সাদকা করা। যদি বেশি সামর্থ্য না থাকে, তাহলে অল্প হলেও করতে হবে। একটা আস্ত খেজুর দিতে না পারলে, অর্ধেক দান করা হোক— তবুও দান করা জরুরি।

এই হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশেষভাবে আমাদের শিখিয়েছেন যে, তোমার সামর্থ্য নেই লাখ টাকা বা এক হাজার টাকা দান করবার; কিন্তু দুই টাকা দানের সামর্থ্য আছে তো, সেটা কেন করছো না কেন? কে আটকে রেখেছে? যা আছে তা-ই দান করো। আর জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেকে বাঁচাও।

তিনি আরও শিখিয়েছেন, দান করে নিজের গুনাহ মাফ করিয়ে নাও। তিনি বলেছেন - সাদকা গুনাহকে সেভাবে মিটিয়ে দেয়, যেভাবে পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়। (মুসনাদ আহমাদ, হাদিস : ২২১৩৩)

তিনি জানিয়েছেন গোপন সাদকা মহান রব আল্লাহর ক্রোধ প্রশমিত করে। হাদিস এসেছে, 'নিশ্চয় গোপন সাদকা রবের ক্রোধকে প্রশমিত করে।' (তাবারানি, হাদিস : ১০১৮; তারগিব, হাদিস : ৮৮৮)

*গুনাহ মাফে দান-সাদকা

এই গুনাহের মহামারির যুগে আমরা সবাই কম বেশি গুনাহে আক্রান্ত। নিজেদের গুনাহগুলোকে ক্ষমা করাতে আল্লাহ তাআলার ক্রমাগত নাফরমানি থেকে বাঁচতে এবং তার ক্রোতহতে মুক্তি পেতে তাই দান-সাদকা করা অত্যন্ত জরুরি।

বিশেষ করে এখন তো চারিপাশে করোনা ও ডেঙ্গুর ব্যাপক প্রকোপ রয়েছে। এই অবস্থায় আল্লাহ না করুন, কেউ যদি আক্রান্ত হয় - তার দুনিয়াবী চিকিৎসার যতটা প্রয়োজন রয়েছে, তার চাইতে বেশি আল্লাহর মেহেরবানির প্রয়োজন রয়েছে। তিনি তাওফিক না দিলে, দুনিয়ার কেউ আক্রান্ত রোগীকে শিফা বা সুস্থতা দিতে সক্ষম নয়। তাই তো আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন - 'তোমাদের রোগীদের সাদকার মাধ্যমে চিকিৎসা করো।' (সহিহুল জামি, শাইখ নাসিরুদ্দিন আলবানি; হাদিস : ৩৩৫৮)

অর্থাৎ রোগীর রোগমুক্তির নিয়তে বেশি বেশি দান করো। তাহলে আল্লাহর মেহেরবানি হবে। ইনশা আল্লাহ রোগমুক্তি ঘটবে। এছাড়াও একটি দুর্বল সনদের হাদিসে একথাও রয়েছে, 'দান সত্তর প্রকার বিপদকে প্রতিহত করে।' (আল জামিউস সগির, ইমাম সুয়ুতি; হাদিস : ৭৯৮৪)

*যাকাত সম্ভব না হলে সাদকা

যাদের ওপর যাকাত ফরজ নয়, তারা রমজান মাসে বেশি বেশি সাদকা করতে পারেন।
যাদের ওপর যাকাত ফরজ, তারাও যাকাত আদায়ের পর অতিরিক্ত সাদকা করতে পারেন।
সাদকার মাধ্যমে মহান আল্লাহ রিজিকে বরকত এনে দেন। বিপদাপদ দূর করে দেন।
মানুষের হায়াতে বরকত হয়, অপমৃত্যু কমে ও অহংকার-অহমিকা থেকে মুক্ত থাকা যায়।
(আত্তারগিব ওয়াত তারহিব : ২/৬৫)

আবু সাঈদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার ঈদুল আজহা অথবা ঈদুল ফিতরের নামাজ
আদায়ের জন্য আল্লাহর রাসুল (সা.) ঈদগাহের দিকে যাচ্ছিলেন। তিনি মহিলাদের পাশ দিয়ে
যাওয়ার সময় বললেন, হে মহিলা সমাজ! তোমরা সাদকা করতে থাকো। কারণ আমি দেখেছি,
জাহান্নামের অধিবাসীদের মধ্যে তোমরাই বেশি। তারা জিজ্ঞেস করলেন, কী কারণে, হে
আল্লাহর রাসুল? তিনি বলেন, তোমরা বেশি পরিমাণে অভিশাপ দিয়ে থাকো আর স্বামীর
অকৃতজ্ঞ হও। (বুখারি, হাদিস : ৩০৪)

*সাদকার মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন

শুধু বিপদাপদ নয়, সাদকার মাধ্যমে গুনাহ থেকে পবিত্র হওয়া যায়। অন্তরের নিফাক দূর
হয়ে যায়। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেন - হে নবী! তাদের ধন-সম্পদ থেকে সাদকা
নিয়ে তাদেরকে পাক পবিত্র করুন, (নেকির পথে) তাদের এগিয়ে দিন এবং তাদের জন্য
রহমতের দোয়া করুন। (সুরা তাওবা, আয়াত : ১০৩)। যারা গোপনে দান করবেন মহান
আল্লাহ কঠিন কিয়ামতের দিন তাদের আরশের ছায়াতলে স্থান দেবেন। (বুখারি, হাদিস :
৬৬০)

তাছাড়া রিজিকে বরকত এনে দেয়। মহান আল্লাহ বলেন - নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর কিতাব
অধ্যয়ন করে, সালাত কায়েম করে এবং আল্লাহ যে রিজিক দিয়েছেন তা থেকে গোপনে ও
প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসার আশা করতে পারে যা কখনো ধ্বংস হবে না। যাতে
আল্লাহ তাদের কাজের প্রতিফল পরিপূর্ণ দেন এবং তিনি নিজ অনুগ্রহে তাদের আরো বেশি
দেন। নিশ্চয়ই তিনি পরম ক্ষমাশীল, অসীম গুণগ্রাহী। (সুরা ফাতির, আয়াত : ২৯-৩০)
পবিত্র রমজানে আমরা বেশি বেশি সাদকা করি। আর মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা
করি। আল্লাহ আমাদের তাওফিক দান করুন

*সুন্দর কথা বললে সাদকার সওয়াব

ইসলাম মানুষকে বরাবরই সুন্দরের প্রতি উৎসাহ দেয়। মানুষের সঙ্গে সদাচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করে। সুন্দর-ভারসাম্যপূর্ণ ও ভালো কথা বলার তাগিদ দেয়। সুন্দর কথা বলে মানুষের হৃদয় জয় করা যায়। আবার সুন্দর কথা ভালো কিছু প্রতি উদ্বুদ্ধও করে। সুন্দর কথায় গুনাহ মাফ হয়। সাদকার সওয়াব মিলে। কেউ হয়তো দরিদ্র হতে পারে। চাইলে দান-সাদকা করতে পারেন না। কিন্তু মানুষের সঙ্গে ভালো কথা বলে ও উত্তম আচরণ করে সওয়াব অর্জন করতে পারে। এতে তিনি দান-সাদকার সওয়াব লাভ করবেন।

কারণ উত্তম ও সুন্দর কথা সাদকার সমতুল্য।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসূল (সা.) বলেন - সূর্য উদিত হওয়া প্রতিটি দিনেই মানুষের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ওপর সাদকা দেওয়া আবশ্যিক। কাউকে বাহনে উঠতে কিংবা কোনো সামগ্রী বাহনে তুলে দিতে সাহায্য করা সাদকাস্বরূপ। সুন্দর কথা বলা সাদকাস্বরূপ। নামাজে যাওয়ার প্রতিটি পদক্ষেপ সাদকাস্বরূপ। পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা সাদকাস্বরূপ। (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১০০৯)

*আল্লাহর রাস্তায় দান করার ফযিলত

হাদিসের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ বুখারি শরিফের আরেকটি হাদিস থেকে জানা যায়, দানে অযাচিত ভয়-ভীতি থেকে মুক্ত থাকা যায়। হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) এর সময় একবার সূর্যগ্রহণ হলো। তখন রাসূল (সা.) লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। অতঃপর তিনি লোকজনের উদ্দেশে খুতবা দান করেন। প্রথমে তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করেন।

অতঃপর তিনি বলেন, ‘সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনগুলোর মধ্যে দুটি নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হয় না। কাজেই যখন তোমরা তা দেখবে তখন তোমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করবে। তার মাহাত্ম্য ঘোষণা করবে আর সালাত আদায় করবে ও সাদকা প্রদান করবে।’

(বুখারি ১০৪৪)

> হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, প্রত্যেক দিন যাতে সূর্য উদিত হয়, তাতে মানুষের দেহের প্রতিটি জোড়া হতে একটি মানুষের প্রত্যেক জোড়ার প্রতি সাদকা রয়েছে।

প্রতিদিন যাতে সূর্য উদিত হয়। দু'জন লোকের মধ্যে সুবিচার করাও সাদকা। কাউকে সাহায্য করে সাওয়ারিতে আরোহণ করিয়ে দেয়া বা তার উপরে তার মালপত্র তুলে দেয়াও সাদকা। ভাল কথাও সাদকা। নামাজ আদায়ের উদ্দেশ্যে পথ চলায় প্রতিটি কদমেও সাদকা। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করাও সাদকা। (বুখারি ২৭৮১)

*জানের সাদকা

ইসলামী পরিভাষায় "জানের সাদকা" বলতে সাধারণত আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্থতা, নিরাপত্তা ও হায়াত লাভের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে কোনো পশুর মাধ্যমে দান করাকে বোঝায়, যা "জানের বদলে জান" বা "পশু কোরবানির মানত" হিসেবেও পরিচিত। এটি সাধারণ অর্থ বা বস্তুর সাদকা থেকে ভিন্ন এবং এটি "জানের বদলে জান" মানতের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে, যা একজন ব্যক্তির সুস্থতার জন্য আল্লাহর কাছে করা একটি বিশেষ কৃতজ্ঞতা বা মানত।

যখন কোনো ব্যক্তি বা তার পরিবারের কেউ কঠিন অসুস্থতা থেকে সুস্থ হয়, তখন আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে এই জানের সাদকা করা হয়।

জানের সাদকা সাধারণত একটি হালাল পশু, যেমন খাসি বা গরু জবাই করার মাধ্যমে করা হয়, যা গরিব-দুঃখীদের মধ্যে বন্টন করা হয়।

দান-সাদকা শুধু দুনিয়ার দরিদ্রদের উপকারে আসে না, বরং দানকারীর আখিরাতকেও সুন্দর করে। এটি আল্লাহর গজব থেকে রক্ষা করে, জাহান্নামের আগুন থেকে আড়াল করে রাখে, এবং জাহান্নামের পথে এগিয়ে দেয়। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত—যতটুকু সম্ভব নিয়মিত দান করা, কারণ একটুখানি সাদকাও হতে পারে আমাদের মুক্তির কারণ।

৪৩. মুমিনের দান-সাদকা যেভাবে সম্পদ বাড়ায়

ইসলামী দৃষ্টিতে “দান-সাদকা” (সাদকা, যাকাত, ইনফাক ইত্যাদি) কোনো সম্পদের ক্ষতি নয়, বরং এটি বরকত, বৃদ্ধি ও নিরাপত্তার কারণ হয়। কুরআন ও হাদীসের বহু জায়গায় এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। নিচে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হলো —

১. কুরআনের দৃষ্টিতে দান সম্পদ বৃদ্ধি করে

আল্লাহ তাআলা বলেন —

> "যারা নিজেদের সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তাদের দৃষ্টান্ত সেই বীজের মতো, যা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে এবং প্রত্যেক শীষে একশো দানা থাকে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহু গুণ বাড়িয়ে দেন।"

(সূরা আল-বাকারা -২:২৬১)

এই আয়াতে স্পষ্ট যে, আল্লাহর পথে দান করলে তার প্রতিদান বহুগুণে বৃদ্ধি পায় — দুনিয়াতেও, আখিরাতেও।

২. হাদীসের দৃষ্টিতে দান ক্ষতি নয়, বরং বরকত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন —

> "সাদকা দিলে সম্পদ কখনো কমে না।"

(সহিহ মুসলিম)

অর্থাৎ, মানুষের চোখে কমে গেলেও বাস্তবে দান বরকত, প্রশান্তি ও নতুন সুযোগের মাধ্যমে সম্পদকে বাড়িয়ে দেয়।

৩. আধ্যাত্মিক ও বাস্তব দিক থেকে সম্পদ বৃদ্ধি

মুমিনের দান সম্পদ বাড়ায় তিনভাবে:

(ক) আধ্যাত্মিকভাবে -

আল্লাহ দাতার অন্তরে প্রশান্তি, কৃতজ্ঞতা ও তাওয়াক্কুল সৃষ্টি করেন। এতে লোভ কমে, সন্তুষ্টি বাড়ে, যা প্রকৃত সম্পদ।

(খ) দুনিয়াবি দিক থেকে -

যে সমাজে মানুষ দান করে, সেখানে দারিদ্র্য কমে, অর্থের প্রবাহ বাড়ে, আল্লাহ দাতার জন্য নতুন রুজির দরজা খুলে দেন। অনেক সময় ব্যবসায়িকভাবে বা অপ্রত্যাশিতভাবে নতুন সুযোগ আসে।

(গ) আখিরাতের দিক থেকে -

দানের প্রকৃত প্রতিদান আল্লাহ রাখেন আখিরাতে — যেখানে তা পাহাড়সমান সওয়াব হয়ে ফিরে আসে।

৪. আয়ের অংশ দান করা

যেমন একজন মুমিন যখন মাসিক আয়ের অংশ যাকাত বা সাদকা হিসেবে দেয়, তখন হয়তো তার ব্যালেন্স সাময়িকভাবে কমে যায়, কিন্তু দেখা যায়—

- নতুন চাকরির সুযোগ আসে
- ব্যবসায় অপ্রত্যাশিত লাভ হয়
- বা পরিবারের কোনো বিপদ থেকে রক্ষা পায়,

এসবই আল্লাহর প্রতিদান ও বরকতের প্রকাশ।

মুমিনের দান সম্পদকে কমায় না; বরং আল্লাহর কৃপায় তা বাড়ায় — বরকতের, প্রশান্তির ও প্রতিদানের মাধ্যমে।

সুতরাং সাদকাকারী কে নিয়ত শুদ্ধ করতে হবে। উদার মনে দান করতে হবে ও আল্লাহর নির্দেশিত পথে খরচ করতে হবে। সওয়াবের আশা রাখতে হবে। বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহ অবশ্যই এ দানের বিনিময় দান করবেন। প্রশস্ত বক্ষে সন্তুষ্টচিত্তে দান করতে হবে। দান করে সুখ অনুভব করতে হবে।

আল্লাহর এই চমৎকার বাণীটিতে; আল্লাহ তাআলা বলেছেন -

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

অর্থ: তোমরা যা কর আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।

৪৪. সাদকা আল্লাহর আজাব থেকে বাঁচার মুক্তিপন

ইসলামে সাদকা (দান) আল্লাহর আজাব ও বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। কুরআন ও হাদীসে এই বিষয়ে অনেক গভীর কথা এসেছে। নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরা হলো -

ইবনুল কাইয়িম (রা.) বলেন, সাদকা আল্লাহর আজাব থেকে বাঁচার জন্য মুক্তিপণ হিসেবে কাজ করে। গুনাহ ও ভুল ভ্রান্তির কারণে মানুষের ধ্বংস ও শাস্তি নিশ্চিত হয়ে পড়ে। কিন্তু সাদকা প্রদান করলে তখন মুক্তিপণ হিসেবে শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। তাইতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিন মহিলাদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন -

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ خُلِيكُنَّ، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থ : হে নারী জাতি, তোমরা নিজেদের অলংকার দিয়ে হলেও সাদকা করো। কেননা, আমি তোমাদেরকে কিয়ামত দিবসে জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসীরূপে দেখলাম।

এ কথার মাধ্যমে কেমন যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার মুক্তিপণের দিশা দিয়েছেন এবং এর প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন।

*কুরআনের আলোকে

আল্লাহ তাআলা বলেন -

> "যে কেউ আল্লাহর পথে তার সম্পদ ব্যয় করে, আল্লাহ তা তাঁর জন্য বহু গুণে বাড়িয়ে দেন..."

(সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৬১)

এছাড়াও অন্যত্র আল্লাহ বলেন -

> "তারা (মুমিনরা) নিজেদের প্রিয় সম্পদ ব্যয় করে — আত্মীয়, এতিম, মিসকিন, মুসাফির ও সাহায্যপ্রার্থী সকলকে দেয়।"

(সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৭৭)

*হাদিসের আলোকে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন -

> “সাদকা পাপকে নেভায় যেমন পানি আগুনকে নেভায়।”
(তিরমিজি, হাদীস ৬১৪)

> “রোগ-বালাই থেকে বাঁচার জন্য সাদকা দাও।”
(বায়হাকি, শু‘আবুল ঈমান ৩/২৯৯)

> “সাদকা আল্লাহর ক্রোধকে নিবারণ করে এবং মন্দ মৃত্যুকে দূর করে।”
(তিরমিজি, হাদীস ৬৬৪)

সাদাকা শুধু দারিদ্র্য দূর করার মাধ্যম নয়, বরং এটি :

- আল্লাহর রহমত ও সন্তুষ্টি লাভের উপায়
- বিপদ-আপদ, রোগ ও দুর্যোগ থেকে সুরক্ষা দেয়
- এবং আখিরাতে আজাব থেকে মুক্তির মুক্তিপণ হিসেবে কাজ করে।

দানের এক চমৎকার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.)। তিনি মাঝে মাঝে মজলিশেই তিরিশ হাজার মুদ্রাও বিলিয়ে দিতেন। কিন্তু অনেক সময় মাস চলে গেলেও এক টুকরো গোশত খেতে পারতেন না।

সাদকা হলো বান্দার জন্য আজাব থেকে বাঁচার একপ্রকার মুক্তিপণ (ফিদইয়া)।

৪৫. লোক দেখানো দান সম্পর্কে হাদিস

লোক দেখানো দান করলে তা কবুল হয় না এবং এটি একটি ছোট শিরক হিসেবে বিবেচিত হয়। হাদিস ও কোরআনের আয়াত অনুযায়ী, যারা লোক দেখানোর জন্য দান করে, আল্লাহ তাদের আমল নিষ্ফল করে দেন এবং কিয়ামতের দিন তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। প্রকাশ্যে দান করা ভালো, তবে তা হতে হবে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য, লোক দেখানোর জন্য নয়।

লোক দেখানো দানে যেসব পরিণতির কথা বলা হয়েছে:

- **আমল নষ্ট হয় :** লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে করা দান আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না এবং এর সওয়াব নষ্ট হয়ে যায়।
- **কঠোর শাস্তি:** এই ধরনের আমলকারীদের জন্য কিয়ামতের দিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।
- **ছোট শিরক:** রিয়া বা লোক দেখানো ইবাদতকে ছোট শিরক বলা হয় এবং এটি অত্যন্ত ভয়াবহ একটি বিষয়।
- **কষ্ট দিয়ে দান করা:** দানের কথা প্রচার করে এবং দান গ্রহণকারীকে কষ্ট দিয়ে দানকে ব্যর্থ না করার জন্য কুরআন ও হাদিসে কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছে।

হাদিস ও কোরআনের নির্দেশনা

- **কুরআন :** তোমরা দানের কথা প্রচার করে এবং (দান গ্রহণকারীকে) কষ্ট দিয়ে তোমাদের দানকে নিষ্ফল করো না। (সূরা বাকারা, আয়াত ২৬৪)।
- **হাদিস :** আল্লাহ তাআলা সাত শ্রেণির মানুষকে আরশের ছায়া দেবেন, যার মধ্যে এমন ব্যক্তিও থাকবে যে এত গোপনে দান করে যে তার বাম হাতও জানে না তার ডান হাত কী দান করেছে।

- আল্লাহর সন্তুষ্টি : দান শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হতে হবে, অন্য কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ বা লোক দেখানোর উদ্দেশ্য থাকা যাবে না।

৪৬. গোপনে দান করার ফযিলত

গোপনে দান করার ফযিলত অনেক, যেমন কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের নিচে আশ্রয় লাভ করা, যা 'সাত শ্রেণীর লোক' এর অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া, গোপনে দান করলে লোক দেখানো বা অহংকার থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এবং এটি আল্লাহ তাআলার কাছে অধিক পছন্দের আমল।

সুখে-দুঃখে মানুষের পাশে দাঁড়ানো, অন্যের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়াকে সবচেয়ে বড় ইবাদত বলে উল্লেখ করেছে ইসলাম।

> অন্যের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়ার মর্যাদা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে - যারা নিজের সম্পদ দিনে বা রাতে প্রকাশ্যে অথবা গোপনে আল্লাহর পথে খরচ করে তাদের পুরস্কার প্রতিপালকের কাছে আছে। তাদের কোনো ভয় নেই। তাদের কোনো চিন্তাও নেই। (সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত-২৭৪)।

> হাদিসে রাসূলে বলা হয়েছে - যে ব্যক্তি বিধবা, গরিব, অভাবী ও অসহায়কে সাহায্য করতে গিয়ে আল্লাহর ইবাদতে সময় দিতে পারে না, সে রাত জেগে নফল সালাত আদায় ও দিনভর রোজা রাখার সমান সওয়াব পাবে। (বুখারি)।

পবিত্র কুরআনে বলা এমনসব লোভনীয় প্রতিদানের আশায় বন্যাসহ বিভিন্ন দুর্বোধ্য অনেকেই মানুষের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। শুধু আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সামর্থ্যানুযায়ী নিজের কষ্টার্জিত টাকা তুলে দিচ্ছেন গরিব-দুঃখী-অসহায় মানুষের হাতে। এটি নিঃসন্দেহে প্রশংসার কাজ। অনেক বড় সওয়াবের কাজ।

> পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন - হে মুমিনগণ, দানের কথা প্রচার কর না এবং দান নিতে আসা মানুষজনকে কষ্ট দিয়ে তোমাদের দান ওই ব্যক্তির মতো ব্যর্থ কর না, যে নিজের ধন সম্পদ কেবল লোক দেখানোর জন্যই ব্যয় করে, (সূরা আল-বাকারা, আয়াত-২৬৪)।

> প্রকাশ্য দানের চেয়ে গোপন দান আল্লাহ পছন্দ করেন বেশি। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন - তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান কর তবে তা ভালো। আর যদি গোপনে দান কর তাহলে আরও ভালো।

(সূরা আল-বাকারা, আয়াত-২৭১)।

গোপন দানের মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূল (সা.) বলেন - কিয়ামতের দিন যখন আরশের ছায়া ছাড়া কোনো ছায়া থাকবে না তখন আল্লাহতায়ালার সাত শ্রেণির মানুষকে তাঁর আরশের নিচে আশ্রয় দেবেন। তাদের মধ্যে একজন হল ওই ব্যক্তি যে এমন গোপনে দান করত, ডান হাত দান করত বাম হাত টেরও পেত না (বুখারি)।

অন্য হাদিসে রাসূল (সা.) বলেছেন, গোপন দান বড়ই বরকতময়। গোপন দানে আল্লাহর অভিমান কমে যায় (তাবরানি)।

❖ গোপনে দান করার ফযিলত :

*আল্লাহর আরশের ছায়া লাভ :

রাসূল (সাঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন যেদিন আল্লাহর আরশের ছায়া ছাড়া কোনো ছায়া থাকবে না, সেদিন সাত শ্রেণীর মানুষকে তিনি তাঁর আরশের ছায়ায় আশ্রয় দেবেন। তাদের মধ্যে এক শ্রেণী হলো তারা, যারা এত গোপনে দান করে যে তাদের বাম হাতও জানতে পারে না তাদের ডান হাত কী দান করেছে।

***লোক দেখানো বা অহংকার থেকে মুক্তি :**

গোপনে দান করলে লোক দেখানো বা রিয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, যা দানের উদ্দেশ্যকে নষ্ট করতে পারে।

***আল্লাহর কাছে অধিক পছন্দের :**

আল্লাহ তাআলা বলেন, "তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান করো তবে তা ভালো, আর যদি গোপনে অভাবগ্রস্তকে দান করো, তবে তা তোমাদের জন্য অধিক উত্তম।" (সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৭১)

***সবচেয়ে নিরাপদ ও সওয়াবপূর্ণ :** গোপনে দান করা বেশি নিরাপদ এবং এর সওয়াবও বেশি।

***গোনাহ থেকে মুক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি :** গোপনে দান করলে গোনাহ থেকে মুক্তি এবং মর্যাদাও বৃদ্ধি পায়।

তাই আসুন! আমরা লোক দেখানো দান না করে প্রভুকে সন্তুষ্ট করার দান করি। আল্লাহতায়ালা আমাদের দান করার মানসিকতা তৈরি করার তাওফিক দিন। (আমিন)

৪৭. দানকারীর জন্য ফেরেশতা দু'আ করে

দানকারীর জন্য ফেরেশতারা দোয়া করেন। আল্লাহর রাস্তায় দানশীল ব্যক্তির জন্য ফেরেশতারা বিশেষ দোয়া করে থাকে এবং তারা বলে, "হে আল্লাহ!"। যারা আল্লাহর পথে দান করে, তারা ফেরেশতাদের কাছ থেকে এই বিশেষ দোয়া পায়।

অন্যান্য যে সকল ব্যক্তির জন্য ফেরেশতারা দোয়া করেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

*যারা নিয়মিত ইখলাস ও একাগ্রতার সাথে প্রথম কাতারে (তাকবিরে উলার সাথে) নামাজ আদায় করে।

* যারা বেশি বেশি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর উপর দরুদ পাঠ করে।

* যারা কল্যাণের পথে দান করে।

* যারা মানুষের জন্য দোয়া করে, তখন ফেরেশতারা 'আমীন' বলে এবং সেই কল্যাণ তাদের জন্যও কামনা করে।

* যারা ভালো কথা বা উত্তম শিক্ষা অন্যদের দিয়ে থাকে, তাদের জন্যও ফেরেশতারা দোয়া করে।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদিসটি বেশ হৃদয়জুড়ানো। তিনি বলেছেন -

ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفاً ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلقا.

অর্থ : প্রতিদিনই দুজন ফেরেশতা নেমে আসেন। তাদের একজন দোয়া করেন- আল্লাহ! যে দান করে তাকে আপনি আরও দিন। অপরজন দোয়া করেন- আল্লাহ! যে ধন সম্পদ আঁকড়ে ধরে রাখে, তার সম্পদ ধ্বংস করে দিন।

(সহীহ বুখারী, হাদিস ১৪৪২)

৪৮. আল্লাহর রাস্তায় দান-সাদকা করার ফযিলত

কোরআন-সুন্নায আল্লাহর রাস্তায় ধন-সম্পদ ব্যয় করার বহু নির্দেশ এসেছে। দানের প্রতি ঈমানদারকে আল্লাহ তাআলা এভাবে নির্দেশ দিয়েছেন- তোমরা যারা ঈমান এনেছো; তারা তার রাস্তায় ধন-সম্পদ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাক। কারণ আল্লাহ তাআলার রাস্তায় ব্যয় করার সওয়াব অনেক বেশি। হাদিসে পাকে এসেছে-

> হজরত খুরাইম ইবনু ফাতিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন - যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার রাস্তায় কিছু ব্যয় করে (এর বিনিময়ে) তার জন্য সাতশত গুণ সওয়াব লেখা হয়। (তিরমিজি, মিশকাত, তারগিব)

আল্লাহর রাস্তায় সেবাদানের সওয়াবও অনেক বেশি। হাদিসের একাধিক বর্ণনায় তা ওঠে এসেছে। এ সেবাদানের মর্মার্থ হলো- মানুষের সেবাদানের কাজে নিয়োজিত থাকা। তাহলো- হজরত আদি ইবনু হাতিম তাঁই রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করেন, কোন ধরনের দান-সাদকা বেশি উত্তম?

নবিজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন - আল্লাহ তাআলার রাস্তায় সেবার উদ্দেশ্যে গোলাম দান করা; অথবা ছায়ার ব্যবস্থা করার জন্য তাবু দান করা কিংবা আল্লাহর রাস্তায় জওয়ান উষ্ট্রী দান করা।

(তিরমিজি, তালিকুর রাগিব)

> হজরত আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন - উত্তম সাদকা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার রাস্তায় ছায়া সৃষ্টির জন্যে তাবু দান করা; আল্লাহ তাআলার রাস্তায় সেবার উদ্দেশ্যে গোলাম দান করা অথবা আল্লাহ তাআলার রাস্তায় জওয়ান উষ্ট্রী দান করা।

হাদিস দুটিতে উল্লেখিত দানের বিষয়গুলো সাধারণভাবে সব মানুষের উপকারের সঙ্গে জড়িত। তাই যে কাজ মানুষের বেশি উপকারে। সাধারণ মানুষ বেশি উপকৃত হয়; সেসব কাজে দান করাই সবচেয়ে বেশি সওয়াবের কাজ।

দানের ফজিলত

বান্দা যদি আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করে তবে সেই সম্পদে আল্লাহ তাআলা সীমাহীন বরকত দান করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন এভাবে-

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

অর্থ : যারা আল্লাহর পথে তাদের সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি বীজের মতো; যা উৎপন্ন করলো সাতটি শীষ, প্রতিটি শীষে রয়েছে একশ দানা। আর আল্লাহ যাকে চান তার জন্য বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। (সূরা বাকারা : আয়াত ২৬১)

অন্য হাদিসে এসেছে

হজরত আবু মাসউদ আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি লাগাম পরানো একটি উট নিয়ে (নবিজীর দরবারে) উপস্থিত হয়ে বললেন- ইহা আল্লাহর রাস্তায় দান করলাম। তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন - কেয়ামতের দিন তোমার জন্য এর পরিবর্তে সাতশত উট হবে। যার প্রতিটির লাগাম পরানো থাকবে। (মুসলিম)

সুতরাং আল্লাহর পথে ভারসাম্যপূর্ণ ব্যয় করতে হবে। এ ব্যয়ের ধরণ সম্পর্কেও কোরআনুল কারিমে দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ

অর্থ: আর তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে, তারা কী ব্যয় করবে? (আপনি) বলুন, যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত। (সূরা : বাকারা, আয়াত : ২১৯)

এ আয়াতে নিজের পরিবারের জন্য খরচ করার পর যা কিছু অবশিষ্ট থাকে, তা দান করতে বলা হয়েছে। এমনভাবে দান করা যাবে না যে নিজের পরিবারকে রাস্তায় এসে দাঁড়াতে হয়। মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে সেসব বান্দাদের সুনাম করেছেন, যারা দান-সাদকা করার ক্ষেত্রেও ভারসাম্য রক্ষা করে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

অর্থ : তারা যখন ব্যয় করে তখন অযথা ব্যয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না বরং উভয় প্রান্তিকের মাঝামাঝি তাদের ব্যয় ভারসাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। (সূরা ফোরকান : আয়াত ৬৭)

মনে রাখতে হবে

আল্লাহর রাস্তায় দান যেমনই হোক; মহান আল্লাহ ওই দানকে লালন করেন। যা এক সময় দানকারীর জন্য পাহাড়া সমতুল্য হয়ে যায়। হাদিসে পাকে বিষয়টি এভাবে ওঠে এসেছে-

হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন - যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন থেকে একটি খেজুর পরিমাণ সাদকা করে; আর আল্লাহ হালাল ব্যতীত অন্যকিছু গ্রহণ করেন না। আল্লাহ তাআলা তা তাঁর ডান হাতে গ্রহণ করেন। এরপর তিনি তা লালন করেন; যেমন তোমাদের কেউ তার ঘোড়ার বাচ্চাকে লালন করে। এমনকি একসময় সে (সামান্য খেজুর পরিমাণ) সদকা পাহাড়তুল্য হয়ে যায়। (বুখারি ও মুসলিম)

সুতরাং সাদকা দিতে হবে আপন-স্বজন, অসহায় বা অন্যদেরকেও। হাদিসে অন্যদের চেয়ে আপনজনকে সাদকায় সাওয়াব দ্বিগুণ রয়েছে বলেছেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। হাদিসে এসেছে-

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন - নিশ্চয়ই মিসকিনকে সাদকাদান একটি সাদকা, আর আত্মীয়কে দানে রয়েছে দুটি সাদকা ও আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা।

সুতরাং মুমিন মুসলমানের উচিত, যথাসাধ্য আল্লাহর রাস্তায় সাদকা করা। যেখানে যেভাবে দান করা প্রয়োজন; হক আদায় করে দান-সাদকা করা। দান-সাদকার ব্যাপারে কোরআন-সুন্নাহর সুন্দর ও উত্তম উপদেশগুলো মেনে চলা।

৪৯. দানকারীর মর্যাদা

দানকারীর মর্যাদা:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَدْلٌ، وَشَابُّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالَ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ". ُ

অর্থ : আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন - যে দিন আল্লাহর আরশের ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না, সে দিন আল্লাহ তাআলা সাত প্রকার মানুষকে সে ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। (১) ন্যায়পরায়ণ শাসক। (২) যে যুবক আল্লাহর ইবাদতের ভিতর গড়ে উঠেছে। (৩) যার অন্তরের সম্পর্ক সর্বদা মসজিদের সাথে থাকে। (৪) আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে যে দুব্যক্তি পরস্পর মহব্বত রাখে, উভয়ে একত্রিত হয় সেই মহব্বতের উপর আর পৃথক হয় সেই মহব্বতের উপর। (৫) এমন ব্যক্তি যাকে সম্ভ্রান্ত সুন্দরী নারী (অবৈধ মিলনের জন্য) আহবান জানিয়েছে। তখন সে বলেছে, আমি আল্লাহকে ভয় করি। (৬) যে ব্যক্তি গোপনে এমনভাবে সদকা করে যে, তার ডান হাত যা দান করে বাম হাত তা জানতে পারে না। (৭) যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাতে আল্লাহর ভয়ে তার চোখ হতে অশ্রু বের হয়ে পড়ে। (বুখারী ১৪২৩)

عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ بَعْضَ أَرْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّنَا أَسْرَعُ بِكَ لُحُوقًا قَالَ " أَطْوَلُكُنَّ يَدًا ". فَأَخَذُوا قَصَبَةً يَذْرَعُونَهَا، فَكَانَتْ سَوْدَةً أَطْوَلَهُنَّ يَدًا، فَعَلِمْنَا بَعْدُ أَنَّهَا كَانَتْ طُولَ يَدِهَا الصَّدَقَةَ، وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لُحُوقًا بِهِ وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ.

অর্থ : আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, কোন নবী-সহধর্মিনী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বললেনঃ আমাদের মধ্য হতে সবার পূর্বে (মৃত্যুর পর) আপনার সাথে কে মিলিত হবে? তিনি বললেনঃ তোমাদের মধ্যে যার হাত সবচেয়ে লম্বা। তাঁরা একটি বাঁশের কাঠির মাধ্যমে

হাত মেপে দেখতে লাগলেন। সওদার হাত সকলের হাতের চেয়ে লম্বা বলে প্রমাণিত হল। পরে [সবার আগে যায়নাব (রাঃ)-এর মৃত্যু হলে] আমরা বুঝলাম হাতের দীর্ঘতার অর্থ দানশীলতা। তিনি [যায়নাব (রাঃ)] আমাদের মধ্যে সবার আগে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)) সাথে মিলিত হন এবং তিনি দান করতে ভালবাসতেন। (বুখারী ১৪২০, মুসলিম ২৪৫২)

عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازَنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجَرَ بَعْضٍ شَيْئًا."

অর্থ : আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ কোন স্ত্রী যদি তার ঘর হতে বিপর্যয় সৃষ্টির উদ্দেশ্য ছাড়া খাদ্যদ্রব্য সাদকা করে তবে এ জন্যে সে সওয়াব লাভ করবে আর উপার্জন করার কারণে স্বামীও সওয়াব পাবে এবং খাজাঞ্চীও অনুরূপ সওয়াব পাবে। তাদের একজনের কারণে অন্য জনের সওয়াবে কোন কমতি হবে না।

(বুখারী ১৪২৫, মুসলিম ১০২৪)

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرٍ غَنَى وَمَنْ يَسْتَغْفِرْ يُعْفَهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ

অর্থ : হাকীম ইবনু হিয়াম (রা.) এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উপরের হাত (দাতার হাত) নীচের হাত (গ্রহীতার হাত) অপেক্ষা উত্তম। প্রথমে তাদেরকে দিবে যাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তুমি বহন কর। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ হতে সাদকা করা উত্তম। যে ব্যক্তি (পাপ ও ভিক্ষা করা হতে) পবিত্র থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখেন এবং যে পরমুখাপেক্ষিতা হতে বেঁচে থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে স্বাবলম্বী করে দেন। (বুখারী ১৪২৭)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمُنْبَرِ، وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ وَالْمَسْأَلَةَ " الْيَدُ الْغُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، فَالْيَدُ الْغُلْيَا هِيَ الْمُنْفَقَةُ، وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ." ُ

অর্থ : ইবনু উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা মিস্বারের উপর থাকা অবস্থায় সাদকা করা ও ভিক্ষা করা হতে বেঁচে থাকা ও ভিক্ষা করা প্রসঙ্গে উল্লেখ করে বলেনঃ উপরের হাত নীচের হাত অপেক্ষা উত্তম। উপরের হাত দাতার, আর নীচের হাত হলো ভিক্ষকের। (বুখারী ১৪২৯, মুসলিম ১০৩৩)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلْفًا".

অর্থ : আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ প্রতিদিন সকালে দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাঁদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! দাতাকে তার দানের উত্তম প্রতিদান দিন আর অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস করে দিন।

(বুখারী ১৪৪২, মুসলিম ১০১০)

أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ تَخْلٍ، وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبَلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بَرَّهَا وَدُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ، فَضَعَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ. قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " بَخْ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ ". فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفَعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَفَسَمَّهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ.

অর্থ : আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাদীনার আনসারীগণের মধ্যে আবু তালহা (রা.) সবচাইতে বেশী খেজুর বাগানের মালিক ছিলেন। মসজিদে নববীর নিকটবর্তী বায়রুহা নামক বাগানটি তাঁর কাছে অধিক প্রিয় ছিল। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাগানে প্রবেশ করে এর সুপেয় পানি পান করতেন। আনাস (রা.) বলেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলোঃ তোমরা যা ভালবাস তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পুণ্য লাভ করবে না। (আলু ইমরানঃ ৯২)। তখন আবু তালহা (রা.) আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - এর কাছে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ বলেছেনঃ তোমরা যা ভালবাস তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পুণ্য লাভ করবে না- (আলু ইমরানঃ ৯২)। আর বায়রুহা বাগানটি আমার কাছে অধিক প্রিয়। এটি আল্লাহর নামে সাদকা করা হলো, আমি এর কল্যাণ কামনা করি এবং তা আল্লাহর নিকট আমার জন্য সঞ্চয়রূপে থাকবে। কাজেই আপনি যাকে দান করা ভাল মনে করেন তাকে দান করুন। তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমাকে ধন্যবাদ, এ হচ্ছে লাভজনক সম্পদ, এ হচ্ছে লাভজনক সম্পদ। তুমি যা বলেছ তা শুনলাম। আমি মনে করি, তোমার আপন জনদের মধ্যে তা বণ্টন করে দাও। আবু তালহা (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাই করব। অতঃপর তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজন, আপন চাচার বংশধরের মধ্যে তা বণ্টন করে দিলেন। রাবী রাওহ (রহ.) َرَّاحٍ শব্দে আবদুল্লাহ ইবনু ইউসুফ (রহ.)-এর অনুসরণ করেছেন। আর রাবী ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া (রহ.) ও ইসমাঈল (রহ.) মালিক (রহ.) হতে َرَّاحٍ শব্দ বলেছেন। (বুখারী ১৪৬১, মুসলিম ৯৯৮)

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمُنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ " إِنِّي مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يَفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزَيْنَتِهَا ". فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْيَأْتِي الْخَيْرُ بِالْشَّرِّ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ مَا سَأْنُكَ تُكَلِّمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُكَلِّمُكَ فَرَأَيْنَا أَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ. قَالَ - فَمَسَحَ عَنْهُ الرُّحْضَاءُ فَقَالَ " أَئِنَّ السَّائِلَ " وَكَأَنَّهُ حَمَدَهُ. فَقَالَ " إِنَّهُ لَا يَأْتِي الْخَيْرُ بِالْشَّرِّ، وَإِنْ مِمَّا يُنْبِئُ الرَّبِيعَ يَقْتُلُ أَوْ يُلِيمُ إِلَّا أَكَلَةَ الْخَضِرَاءِ، أَكَلْتُ حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ، فَتَلَطَّتْ وَبَالَتْ وَرَتَعَتْ، وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَنَعَمْ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ مَا أُعْطِيَ مِنْهُ الْمُسْكِينُ وَالْيَتِيمُ وَابْنُ السَّبِيلِ - أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِنَّهُ مَنْ يَأْخُذْهُ بَغَيْرِ حَقِّهِ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَيَكُونُ شَهِيدًا عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. " ِ

অর্থ : আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিস্বরে বসলেন এবং আমরা তাঁর আশেপাশে বসলাম। তিনি বললেনঃ আমার

পরে তোমাদের ব্যাপারে আমি যা আশঙ্কা করছি তা হলো এই যে দুনিয়ার চাকচিক্য ও সৌন্দর্য ধন-সম্পদ তোমাদের সামনে খুলে দেয়া হবে। এক সাহাবী বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কল্যাণ কি কখনো অকল্যাণ বয়ে আনে? এতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নীরব হলেন। প্রশ্নকারীকে বলা হলো, তোমার কী হয়েছে? তুমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - এর সাথে কথা বলছ, কিন্তু তিনি তোমাকে জওয়াব দিচ্ছেন না? তখন আমরা অনুভব কলাম যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর উপর ওয়াহী নাযিল হচ্ছে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি তাঁর ঘাম মুছলেন এবং বললেনঃ প্রশ্নকারী কোথায়? যেন তার প্রশ্নকে প্রশংসা করে বললেন, কল্যাণ কখনো অকল্যাণ বয়ে আনে না। অবশ্য বসন্ত মৌসুম যে ঘাস উৎপন্ন করে তা (সবটুকুই সুস্বাদু ও কল্যাণকর বটে তবে) অনেক সময় হয়ত (ভোজনকারী প্রাণীর) জীবন নাশ করে অথবা তাকে মৃত্যুর কাছাকাছি নিয়ে যায়। তবে ঐ তৃণভোজী জন্তু, যে পেট ভরে খাওয়ার পর সূর্যের তাপ গ্রহণ করে এবং মল ত্যাগ করে, প্রস্রাব করে এবং পুণরায় চলে (সেই মৃত্যু থেকে রক্ষা পায় তেমনি) এই সম্পদ হলো আকর্ষণীয় সুস্বাদু। কাজেই সে-ই ভাগ্যবান মুসলিম, যে এই সম্পদ থেকে মিসকীন, ইয়াতীম ও মুসাফিরকে দান করে অথবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেরূপ বলেছেন, আর যে ব্যক্তি এই সম্পদ অন্যায়ভাবে উপার্জন করে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে খেতে থাকে এবং তার পেট ভরে না। কিয়ামত দিবসে ঐ সম্পদ তার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে। (বুখারী ১৪৬৫)

أَنَّ حَكِيمَ بْنَ جَرَامٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ " يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ خُلُوءٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةٍ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافٍ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ". قَالَ حَكِيمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أُرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أَفَارِقَ الدُّنْيَا، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَدْعُو حَكِيمًا إِلَى الْعَطَاءِ فَيَأْتِي أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا. فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي أَشْهَدُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى حَكِيمٍ، أَنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فَيَأْتِي أَنْ يَأْخُذَهُ. فَلَمْ يَرْزَأُ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تُؤْفَى

অর্থ : হাকীম ইবনু হিয়াম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - এর নিকট কিছু চাইলাম, তিনি আমাকে দিলেন, আবার চাইলাম, তিনি আমাকে দিলেন, আবার চাইলাম, তিনি আমাকে দিলেন। অতঃপর বললেনঃ হে হাকীম! এই সম্পদ শ্যামল সুস্বাদু। যে ব্যক্তি প্রশস্ত অন্তরে (লোভ ব্যতীত) তা গ্রহণ করে তার জন্য তা বরকতময় হয়। আর যে ব্যক্তি অন্তরের লোভসহ তা গ্রহণ করে তার জন্য তা বরকতময়

করা হয় না। যেন সে এমন ব্যক্তির মত, যে খায় কিন্তু তার ক্ষুধা মেটে না। উপরের হাত নিচের হাত হতে উত্তম। হাকীম (রা.) বলেন, আমি বললাম, যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম! হে আল্লাহর রাসূল! আপনার পর মৃত্যু পর্যন্ত (সওয়াল করে) আমি কাউকে সামান্যতমও ক্ষতিগ্রস্ত করবো না। এরপর আবু বকর (রা.) হাকীম (রা.)-কে অনুদান গ্রহণের জন্য ডাকতেন, কিন্তু তিনি তাঁর কাছ হতে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করতেন। অতঃপর উমর (রা.) (তাঁর যুগে) তাঁকে কিছু দেয়ার জন্য ডাকলেন। তিনি তাঁর কাছ হতেও কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। উমর (রা.) বললেন, মুসলিমগণ! হাকীম (রহ.) এর ব্যাপারে আমি তোমাদের সাক্ষী রাখছি। আমি তাঁর এই গণীমত হতে তাঁর প্রাপ্য পেশ করেছি, কিন্তু সে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। (সত্য সত্যই) আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - এর পর হাকীম (রা.) মৃত্যু অবধি কারো নিকট কিছু চেয়ে কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করেননি। (বুখারী ১৪৭২, মুসলিম ১০৩৫)

৫০. দান ও সাদকার ধর্মীয় প্রভাব

দান ও সাদকা ইসলামসহ প্রায় সব ধর্মেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কাজ। এগুলোর প্রভাব শুধু সামাজিক নয়, ব্যক্তির আত্মিক, নৈতিক ও ধর্মীয় জীবনেও গভীর ছাপ ফেলে। নিচে দান ও সাদকার প্রধান ধর্মীয় প্রভাবগুলো তুলে ধরা হলো:

১. আত্মার পরিশুদ্ধি

ইসলামে দান ও সাদকা মানুষকে লোভ, কৃপণতা ও স্বার্থপরতা থেকে দূরে রাখে।

আল্লাহ কোরআনে বলেন -

“তুমি তাদের সম্পদ থেকে সাদকা গ্রহণ করো, এর মাধ্যমে তুমি তাদের পরিশুদ্ধ করবে এবং পবিত্র করবে।” (সূরা তাওবা: ১০৩)

২. আধ্যাত্মিক পুরস্কার বৃদ্ধি

সব ধর্মেই দানকে মহৎ গুণ হিসেবে গণ্য করা হয় এবং এর বিনিময়ে ঈশ্বরীয় পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

ইসলামে বলা হয়েছে -

“দান সম্পদ কমায় না, বরং বৃদ্ধি করে।” (সহীহ মুসলিম)

৩. পাপ মোচন ও দুঃখ-দুর্দশা দূরীকরণ

সাদকা পাপ মোচনের মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ আছে।

একটি হাদিসে বলা হয়েছে -

“সাদকা পাপকে এমনভাবে মুছে ফেলে, যেমন পানি আগুনকে নেভায়।” (তিরমিজি)

এছাড়াও সাদকাকে দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ দূর করার মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

৪. আল্লাহর রহমত লাভ

দান মানুষের মধ্যে সহমর্মিতা সৃষ্টি করে, আর আল্লাহর রহমত লাভের দরজা খুলে দেয়।

হাদিসে আছে -

“তোমরা দয়াশীল হও, তবে পরম দয়ালু আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।” (তিরমিজি)

৫. রোজগারের বরকত

ইসলামে বিশ্বাস করা হয় যে দান করলে রিজিকে বরকত আসে। দাতা আল্লাহর কাছে বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করে, এবং জীবনযাত্রা স্থিতিশীল হয়।

৬. সামাজিক ন্যায় ও সমতা প্রতিষ্ঠা

ধর্মীয় দৃষ্টিতে দান সমাজে ন্যায়বিচার, সমতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এটি দরিদ্র - ধনী বৈষম্য কমায়, এবং সমাজের মানুষকে একে অপরের প্রতি দায়িত্বশীল করে তোলে।

৭. পরকালের নিরাপত্তা

দানকে মানুষের পরকালের নাজাতের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

“কিয়ামতের দিনে মুমিনের ছায়া হবে তার দান।” (তিরমিজি)

৮. হৃদয়ের কঠোরতা দূর করে

অর্থ দিয়ে অন্যকে সাহায্য করলে মানুষের হৃদয় নরম হয়, অহংকার কমে, বিনয় ও নৈতিকতা বৃদ্ধি পায়।

৫১. কুরআনে দান ও সাদকার স্থান

কুরআনে দান (صدقة) ও সাদকার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বহু স্থানে দানের ফজিলত, উদ্দেশ্য, শিষ্টাচার এবং এর প্রতিদান সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। নিচে কুরআনের কিছু প্রধান স্থানের উল্লেখ ও ব্যাখ্যা দেওয়া হলো —

১. সূরা আল-বাকারাহ (সূরা ২)

* আয়াত ২৬১

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

অর্থ : যারা আল্লাহর পথে নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে, তাদের দৃষ্টান্ত একটি দানার মতো, যা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে; প্রত্যেক শীষে থাকে একশ দানা। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তত গুণ বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যের অধিকারী, সর্বজ্ঞ।

(সূরা আল-বাকারাহ ২:২৬১)

ব্যাখ্যা :

আল্লাহর পথে দান করলে তার প্রতিদান বহুগুণে বৃদ্ধি পায় — এটি দানের ফযিলতের অন্যতম বড় নিদর্শন।

* আয়াত ২৬২-২৬৩

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

অর্থ : যারা আল্লাহর পথে দান করে, এরপর যা দান করেছে তার বিনিময়ে কাউকে কষ্ট দেয় না বা তিরস্কার করে না — তাদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের নিকটে রয়েছে। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

(সূরা আল-বাকারাহ ২:২৬২)

ব্যাখ্যা:

দান করার পর কাউকে অপমান করা বা অহংকার করা দানের সওয়াব নষ্ট করে।

* আয়াত ২৭৩

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ

অর্থ : দান তাদের জন্য, যারা আল্লাহর পথে নিবেদিত হয়ে জীবিকা অর্জনে অক্ষম; অজ্ঞ লোক তাদের আত্মসংযম দেখে ধনী মনে করে।

(সূরা আল-বাকারা ২:২৭৩)

ব্যাখ্যা:

দান এমন লোকদের দেওয়া উচিত যারা প্রকৃতপক্ষে অভাবগ্রস্ত, কিন্তু নিজেদের দারিদ্র্য প্রকাশ করে না।

২. সূরা আত-তাওবা (সূরা ৯)

আয়াত ৬০

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

অর্থ : সাদকা (যাকাত) কেবল গরিব, অভাবগ্রস্ত, যাকাত সংগ্রহকারী, যাদের অন্তর আকৃষ্ট করতে হয়, দাস মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে ও মুসাফিরদের জন্য নির্ধারিত — এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত বিধান।

(সূরা আত-তাওবা ৯:৬০)

ব্যাখ্যা:

এ আয়াতে যাকাত ও সাদকার আট শ্রেণির প্রাপকের স্পষ্ট বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

৩. সূরা আলে ইমরান (সূরা ৩),
আয়াত ৯২

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

অর্থ : তোমরা কখনো পুণ্য অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় সম্পদ থেকে ব্যয় করো। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করো, আল্লাহ তা জানেন।
(সূরা আলে ইমরান ৩:৯২)

ব্যাখ্যা:

প্রকৃত দান তখনই হয়, যখন তা হৃদয়ের প্রিয় জিনিস থেকে করা হয় — অর্থাৎ আত্মত্যাগের চেতনা থাকা চাই।

৪. সূরা আল-হাদিদ (সূরা ৫৭),
আয়াত ১৮

إِنَّ الْمُسْتَضِيقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

অর্থ : যারা দান করে—পুরুষ ও নারী—আর আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেয়, তাদের প্রতিদান বহুগুণে বৃদ্ধি করা হবে এবং তাদের জন্য রয়েছে মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার।
(সূরা আল-হাদিদ ৫৭:১৮)

ব্যাখ্যা:

এখানে দানকে “আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেওয়া” বলা হয়েছে — অর্থাৎ আল্লাহ তা বহুগুণে ফিরিয়ে দেন।

৫. সূরা আল-ইনসান (সূরা ৭৬),
আয়াত ৮-৯

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا
إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا

অর্থ : তারা নিজেদের ভালোবাসার সত্ত্বেও খাবার দেয় অভাবগ্রস্ত, ইয়াতিম ও বন্দীদের—
“আমরা তোমাদের খাওয়াই কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য; তোমাদের কাছ থেকে কোনো
প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতা চাই না।”
(সূরা আল-ইনসান ৭৬:৮-৯)

ব্যাখ্যা:

এখানে দানের নির্মল নিয়ত শেখানো হয়েছে — কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করা
উচিত, অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়।

৫২. দান-অনুদান : যে বিষয়গুলো লক্ষ রাখা জরুরি

দান করাকে ইসলাম একটি গুরুত্বপূর্ণ নেক আমল সাব্যস্ত করেছে। এর অনেক ফযিলতও বর্ণিত হয়েছে কুরআন-হাদীসে। তাই ইসলামের অপরাপর আমলের মতো এই গুরুত্বপূর্ণ আমলটির জন্যও রয়েছে অনন্য সাধারণ কিছু নির্দেশনা ও নীতিমালা। যদি দানের ক্ষেত্রে সেগুলো রক্ষা করা হয় তাহলে এর যথাযথ প্রতিদান পাওয়া যাবে। আমাদের দান বহু গুণে বৃদ্ধি পেয়ে পরকালে নিজের সামনে উপস্থিত হবে ইনশাআল্লাহ। কাজেই সে নির্দেশনাগুলো আমাদের জানা দরকার।

নিচে সেই নির্দেশনাগুলো আলোচনা করা হলো:

১. নিয়ত সহীহ হওয়া

সহীহ নিয়ত বিহীন কোনো আমলেরই আল্লাহর নিকট মূল্য নেই। নিয়ত যদি সঠিক না হয়, আল্লাহর নিকট সেই আমলের কোনো ধর্তব্য হয় না, এমনকি আমলগুলোর সওয়াব ও প্রতিদানও পাওয়া যায় না। এককথায় সকল আমলের শুদ্ধাশুদ্ধি এবং তার সওয়াব ও প্রতিদান নির্ভর করে নিয়তের উপর। হাদীসের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সহীহ বুখারীর প্রথম হাদীসই হল এই নিয়ত বিষয়ক। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

অর্থ : নিশ্চয়ই সকল আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেক ব্যক্তি তা-ই পাবে, যার নিয়ত সে করবে।

(সহীহ বুখারী, হাদীস ১; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৯০৭)

দান-খয়রাতের ব্যাপারেও একই কথা। দান করতে হয় আল্লাহর জন্য। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। তবেই এই দান পরকালে বর্ধিত হয়ে দাতার হাতে ফিরে আসে। ইরশাদ হয়েছে-

وَمَثَلُ الذَّيْنِ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَنْبِيئًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِْبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

অর্থ : আর যারা নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ এবং নিজেদের মধ্যে পরিপক্বতা আনয়নের জন্য, তাদের দৃষ্টান্ত এ রকম- যেমন কোনও টিলার উপর একটি বাগান রয়েছে, তার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত হল, ফলে তা দ্বিগুণ ফল জন্মাল। যদি তাতে প্রবল বৃষ্টি নাও পড়ে, তবে হালকা বৃষ্টিও (তার জন্য যথেষ্ট)। আর তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ তা অতি উত্তমরূপে দেখেন।

(সূরা বাকারা (২) : ২৬৫)

কিন্তু নিয়ত যদি সহীহ ও শুদ্ধ না হয় তখন হিতে বিপরীতও হয়ে যেতে পারে। হাদীসে এসেছে, কিয়ামতের দিন সম্পদশালী ব্যক্তিকে আল্লাহর সামনে হাজির করে আল্লাহ তাকে যেসব নিআমতরাজি দান করেছেন, তার সামনে পেশ করা হবে। দেখে সে চিনে ফেলবে (হাঁ, এসব নিআমত দুনিয়াতে আমার কাছে ছিল।) তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, এগুলোতে তুমি কী আমল করেছ? সে বলবে-

مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ.

অর্থ : যেসব খাতে দান করা আপনি পছন্দ করেন এমন প্রতিটি খাতেই আমি আপনার জন্য খরচ করেছি। তাকে ডেকে বলা হবে-

كَذَّبْتَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ، لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ، فَسُجِبَ عَلَى وَجْهِهِ، حَتَّى الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ.

অর্থ : তুমি মিথ্যা বলেছ! তুমি খরচ করেছ- যাতে তোমাকে দানবীর বলা হয়। তা বলা হয়ে গেছে। অতঃপর তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হবে। তাকে টেনে-হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

(সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৯০৫; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৮২৭৭)

সুতরাং কথা একটাই, অল্প হোক আর বেশি, দান করব আল্লাহর জন্য। নিয়ত শুদ্ধ করে সামান্য দানও যদি করতে পারি, সেটি মৃত্যুর পরে কাজে আসবে এবং পরকালে আমার আমলনামায় পাওয়া যাবে। এমনকি যদি নিজের হালাল উপার্জন থেকে স্ত্রী ও পরিবারের জন্য খরচ করা হয় তাও বিফলে যাবে না। তার বিনিময়ে আল্লাহ দান করবেন সদকার সওয়াব। হাদীসে এসেছে-

وَأَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ، إِلَّا أَجْرْتَ بِهَا، حَتَّى اللَّفْمَةِ تَجْعُلَهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ.

অর্থ : আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যা-ই তুমি খরচ করবে, তার প্রতিদান দেয়া হবে; এমনকি স্ত্রীর মুখে তুমি যে খাবারের লোকমা তুলে দাও!

(সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৬২৮; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৪২৪৯)

অর্থাৎ, ভুল নিয়তের কারণে নিজের মহামূল্যবান আমলটি যেমন বিনষ্ট হয়ে যায়, তেমনি একান্ত ব্যক্তিগত প্রাত্যহিক কাজও নেক আমলে পরিণত হয় এই বিশুদ্ধ নিয়তের মাধ্যমে।

২. হালাল অর্থ থেকে দান করা

দান করতে হয় হালাল সম্পদ থেকে। অন্যথা এই দান কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ.

অর্থ : হে মুমিনগণ! তোমরা যা কিছু উপার্জন করেছ এবং আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে যা কিছু উৎপন্ন করেছি, তার উৎকৃষ্ট জিনিসসমূহ থেকে একটি অংশ (আল্লাহর পথে) ব্যয় কর।

(সূরা বাকারা (২) : ২৬৭)

মুমিন যদি ইখলাসের সাথে হালাল সম্পদ থেকে আল্লাহর পথে খরচ করে, আল্লাহ নিজ দায়িত্বে সেটিকে যত্ন করে গড়ে তোলেন, বড় করেন এবং কিয়ামতের দিন বান্দার হাতে তা বহু গুণে বর্ধিত করে তুলে দেবেন। শর্ত একটাই- ‘হালাল সম্পদ’ থেকে খরচ করতে হবে। প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ ثَمَرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، وَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيَهَا لِصَاحِبِهِ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدَكُمْ فَلَوْهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ.

অর্থ : যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন থেকে একটি খেজুর পরিমাণ দান করে, -আর আল্লাহ ‘হালাল’ ছাড়া গ্রহণ করেন না- আল্লাহ তা ডান হস্তে গ্রহণ করেন। অতঃপর তা লালন-পালন করে বড় করতে থাকেন। যেমন তোমরা ঘোড়ার বাচ্চা লালন-পালন কর। একপর্যায়ে এই ‘সামান্য দান’ পাহাড়সম হয়ে যায়। (সহীহ বুখারী, হাদীস ১৪১০; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০১৪)

৩. দান করা উচিত পছন্দের জিনিস থেকে

যা আমি দান করছি তা তো আসলে পরকালের জন্যই আল্লাহর হাতে রেখে দিচ্ছি। বীজের জন্য মানুষ ভালো ফসলটাই রেখে দেয়, যাতে নতুন করে বীজ বোনা যায়। কাজেই মুমিনেরও উচিত, হাতে থাকা সম্পদ থেকে উত্তমটাই আল্লাহর কাছে গচ্ছিত রাখা। নিজের পছন্দের জিনিসটি আল্লাহর পথে খরচ করা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ.

অর্থ : তোমরা কিছুতেই পুণ্যের নাগাল পাবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু হতে (আল্লাহর জন্য) ব্যয় করবে।
(সূরা আলে ইমরান (৩) : ৯২)

আমাদের পূর্বসূরিগণ ছিলেন কুরআন-সুন্নাহর উপর আমলের জীবন্ত নমুনা। দ্বীন সম্পর্কে যা জানতেন তাই আমলে পরিণত করতেন। এক্ষেত্রে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়। বিখ্যাত তাবেরী ইমাম রবী ইবনু খুছাইম রাহ.। জ্ঞান-গরিমা এবং বিচক্ষণতায় ছিলেন আপন যুগের তুলনারহিত এক ব্যক্তিত্ব। তাঁর সম্পর্কে নুসাইর রাহ. বলেন-

كَانَ الرَّبِيعُ بْنُ خُنَيْمٍ إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ قَالَ: أَطْعِمُوهُ السُّكَّرَ، فَإِنَّ الرَّبِيعَ يُحِبُّ السُّكَّرَ.

অর্থ : কোনো ভিখারী এলে রবী ইবনে খুছাইম বলতেন, তাকে চিনি খাওয়াও (দাও); কারণ, রবী চিনি পছন্দ করে।
(আযযুহদ, হান্নাদ ইবনুস সারী ১/৩৪৪)

৪. সাধ্য অনুযায়ী অল্প হলেও দান করা

কারো মনে এ ভুল ধারণা জন্মাতে পারে, বা হতাশার উদ্রেক হতে পারে যে, দান করার সাধ্য কি আমার আছে? আমি স্বল্প আয়ের মানুষ; নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, আমি দান করব কীভাবে! না, হতাশার কোনো কারণ নেই! আল্লাহর রাস্তায় দান করার জন্য কাড়ি কাড়ি অর্থ লাগে না। ইসলামের শিক্ষা হল, যার হাতে যতটুকু রয়েছে, সাধ্যের ভিতর থেকে দান করবে। ইখলাসের সাথে হালাল রিযিক থেকে দান করলে ‘সামান্য অর্থ’ও আল্লাহ গ্রহণ করবেন, এর বিনিময়ে দান করবেন পাহাড়সম নেকি এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি। তাই তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য এক টুকরো খেজুর হলেও দান করতে বলেছেন। ইরশাদ হয়েছে-

اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ۖ

অর্থ : জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষা করো, খেজুরের এক টুকরো (পরিমাণ সাদকা করে) হলেও।
(সহীহ বুখারী, হাদীস ১৪১৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০১৬)

৫. দান করতে হয় কল্যাণ ও ন্যায়ের পথে

দান তো করব, কোথায় করব? হাঁ, ইসলাম আমাদের শেখায়- দান করতে হয় এমন খাতে, যেখানে দান করলে অর্থটা কোনো ভালো কাজে খরচ হয়। যার মাধ্যমে দ্বীন-শরীয়ত, ঈমান-আমল বা কোনো দ্বীনী বা মানবিক প্রয়োজন পূরণ হয়। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ.

অর্থ : তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে একে অন্যকে সহযোগিতা কর। (সূরা মায়িদা (৫) : ২)

দানের জন্য রয়েছে গরীব-দুঃখী, বিধবা-অসহায়, এতীম-মিসকীন, মসজিদ-মাদরাসা, ওয়াজ-মাহফিল বা অন্য যে কোনো দ্বীনী প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন দাওয়াতী কার্যক্রম। তা না করে যদি

গাঁটের পয়সা খরচ করা হয় (নাচ-গান, ওরস-আড্ডা, খেল-তামাশা ইত্যাদি) কোনো পাপের পথে, তখন এই দান নিজের কল্যাণ তো দূরের কথা, ডেকে আনবে অনেক ক্ষতি ও দুর্গতি। বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ইবনে হাজার হাইতামী রাহ. বলেন, এমনকি কোনো সগীরা গোনাহের পথেও যদি এক টাকা খরচ করা হয়, সেটিও কবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। (দ্র. আয্যাওয়াজির আন ইত্তিরাকিল কাবাইর ১/৪২১)

তাই আল্লাহ নিষেধ করেছেন-

وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

অর্থ : আর তোমরা গুনাহ ও জুলুমের কাজে একে অন্যের সহযোগিতা করো না। (সূরা মায়িদা (৫) : ২)

৬. ভারসাম্য রক্ষা করে দান করা

যেসব মৌলিক বৈশিষ্ট্যের কারণে আমাদের ইসলাম শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় আসীন, ইতিদাল ও ভারসাম্য তার অন্যতম। ইসলাম আমাদেরকে ঈমান-আমল থেকে শুরু করে সকল কর্ম ও আচরণে ভারসাম্য শেখায়। দানের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নয়। ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে খরচ না করে সব নিজের হাতে কুক্ষিগত করতে যেমন নিষেধ করা হয়েছে, তেমনি নিজের সকল অর্থ-সম্পদ বিলিয়ে দিয়ে পরের দিন নিজেকেই হাত পাততে হচ্ছে বা পরিবারের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতে কষ্ট হচ্ছে- এমনটি ইসলাম পছন্দ করে না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ غُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا.

অর্থ : (কৃপণতাবশে) নিজের হাত ঘাড়ের সাথে বেঁধে রেখ না এবং তা সম্পূর্ণরূপে খুলে রেখ না, যদ্বরূন তোমাকে নিন্দাযোগ্যে ও নিঃস্ব হয়ে বসে পড়তে হবে। (সূরা ইসরা (১৭) : ২৯)

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় ও জান্নাতী বান্দাদের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখ করেছেন-

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا.

অর্থ : আর ব্যয় করার সময় যারা না করে অপব্যয় এবং না করে কার্পণ্য; বরং তা হয় উভয়ের মাঝখানে ভারসাম্যমান। (সূরা ফুরকান (২৫) : ৫৭)

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় সাহাবী হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু। দুনিয়াতে থাকতেই বিশেষভাবে যে দশজন সাহাবী জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ লাভ করেছিলেন হযরত সা'দ ছিলেন তাঁদের অন্যতম। বিদায় হজের সময় তিনি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। মুমূর্ষু অবস্থা। নবীজী তার অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে তাকে দেখতে যান।

নবীজীকে কাছে পেয়ে হযরত সা'দ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার শারীরিক অবস্থা তো আপনি দেখতেই পাচ্ছেন। আল্লাহ তাআলা আমাকে বেশ কিছু ধনসম্পদ দান করেছেন। আর সন্তান বলতে মাত্র একটি মেয়েই আমার। আমি চাচ্ছি, আমার সম্পদের তিন ভাগের দুই ভাগ দ্বীনের জন্য খরচ করব, আল্লাহর রাস্তায় সাদকা করে দিব। অর্থাৎ পুরো সম্পদের এক ভাগ রেখে বাকি দুই ভাগই তিনি সাদকা করে দেবেন। কিন্তু নবীজী এর অনুমতি দিলেন না।

অনুমতি না পেয়ে তিনি আরেকটু কম করে এজায়ত চাইলেন। বললেন, তাহলে আমি অর্ধেক সম্পত্তি দান করার ওসিয়ত করি আর অর্ধেকটা রেখে দিই? নবীজী এরও অনুমতি দিলেন না।

এবার তিনি আরো কম করে অনুমতি চাইলেন। বললেন, তাহলে আমার মোট সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ দ্বীনের জন্য ওসিয়ত করে যাই আর মেয়ের জন্য দুই তৃতীয়াংশ রেখে যাই? নবীজী এখন কিছুটা সম্মত হলেন। বললেন-

وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ.

আচ্ছা, তিন ভাগের এক ভাগ দিতে চাও! ঠিক আছে, দিতে পার। কিন্তু তিন ভাগের এক ভাগও অনেক।

এরপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পদ ব্যয় ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে একজন মুমিন কী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করবে, সেই নীতি সুস্পষ্ট ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন। নবীজী বললেন-

إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَجْرْتَ بِهَا، حَتَّى اللَّفْمَةَ تَجْعَلَهَا فِي فِي أَمْرٍ أَتَيْكَ.

অর্থ : তুমি তোমার সন্তান-সন্ততিকে দরিদ্র অবস্থায় রেখে যাবে আর তারা মানুষের কাছে হাত পাতবে, এরচে অনেক উত্তম হচ্ছে তাদেরকে সচ্ছল অবস্থায় রেখে যাওয়া। আর তুমি যে খরচই কর না কেন, তা যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে তবে আল্লাহ তোমাকে সওয়াব দান করবেন। এমনকি একটি লোকমা, যা তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দাও।
(সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৪০৯)

৭. দান গোপনে করতে পারলেই বেশি ভালো

দান করব এমন চুপে চুপে, যাতে কোনো ধরনের আত্মমুগ্ধতা বা আত্মপ্রচারের শিকার হতে না হয়। ডান হাত দান করবে তো বামহাতও যেন টের না পায়। হাদীসে এসেছে, সাত ধরনের ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা তাঁর ছায়ায় আশ্রয় দান করবেন। তার মধ্যে অন্যতম হল-

وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ.

অর্থ : যে এমনভাবে দান করে যে, ডানহাতে দান করলে বামহাতও টের পায় না।
(সহীহ বুখারী, হাদীস ১৪২৩)

তবে হাঁ, কখনো গোপনে দান করার চেয়ে প্রকাশ্যে দানের মধ্যেও নিহিত থাকে অনেক কল্যাণ। যেমন দানের মাধ্যমে অন্যদের উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করা। এটাও যে দানের একটা গুরুত্বপূর্ণ খাত, সেদিকে অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ইত্যাদি। প্রকাশ্যে দান করা মানেই মন্দ নয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ.

অর্থ : তোমরা দান-সাদকা যদি প্রকাশ্যে দাও, সেও ভালো আর যদি তা গোপনে গরীবদেরকে দান কর তবে তা তোমাদের পক্ষে কতই না শ্রেয়!
(সূরা বাকারা (২) : ২৭১)

৮. প্রকৃত হকদারকে দান করা

দান করতে হয় নিজ দায়িত্বে অভাবীদেরকে খুঁজে খুঁজে। কারণ কিছু মানুষ থাকে, যারা অর্থসংকটের শিকার, কিন্তু ব্যক্তিত্ব, আভিজাত্য ও সামাজিক অবস্থানের কারণে চক্ষুলজ্জায় কারো কাছে চায় না। মুখ খুলেও কিছু বলতে পারে না বা বলে না। দান করার সময় খুঁজে খুঁজে এমন লোকদেরকে প্রাধান্য দেয়া উচিত। কুরআনে কারীমে কত চমৎকারভাবে তাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে-

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيََاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا.

অর্থ : তারা যেহেতু অতি সংযমী হওয়ার কারণে কারো কাছে সওয়াল করে না, তাই অনবগত লোকে তাদেরকে বিভ্রান মনে করে। তোমরা তাদের চেহারার আলামত দ্বারা তাদেরকে (অর্থাৎ তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা) চিনতে পারবে। (সূরা বাকারা (২) : ২৭৩)

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

أَيُّسَ الْمَسْكِينِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَكِنَّ الْمَسْكِينِ الَّذِي لَا يَجِدُ غَنًى يُغْنِيهِ، وَلَا يُفْطَنُ بِهِ، فَيَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ.

অর্থ : এক-দুই লোকমা খাবার বা এক-দুইটি খেজুরের জন্য যে মানুষের দ্বারে দ্বারে ধারণা দেয়- অভাবী তো সে নয়; প্রকৃত অভাবী হল, যার অভাব আছে, কিন্তু তাকে দেখে তার অভাব আঁচ করা যায় না; যার ভিত্তিতে মানুষ তাকে দান করবে। আবার চক্ষুলজ্জায় সে মানুষের দুয়ারে হাতও পাততে পারে না।

(সহীহ বুখারী, হাদীস ১৪৭৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০৩৯)

৯. নিকটবর্তী লোকদের দান করা

দানের আরেকটি নিয়ম হল নিজের নিকটাত্মীয়দের আগে দান করা। এতে একদিকে যেমন সাদকার সওয়াব পাওয়া যায়, একইসাথে আত্মীয়তার হকও আদায় হয়ে যায়। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি উৎসাহিত করেছেন এবং একে দ্বিগুণ সওয়াব লাভের মাধ্যম বলেছেন। তিনি বলেছেন-

الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّجْمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصَلَةٌ.

অর্থ : মিসকীনকে দান করলে কেবল দান করার সওয়াব লাভ হয়। আর আত্মীয়-স্বজনকে দান করলে দুটি সওয়াব- দান করার সওয়াব এবং আত্মীয়তার হক আদায় করার সওয়াব। (জামে তিরমিযী, হাদীস ৬৫৮; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৬২৩৩)

তবে হাঁ, সবসময় অন্য সকল গরীব-দুঃখীদের এড়িয়ে কেবল নিকট জনদের দান করে যাব, এমন কথা নয়। কখনো হতে পারে নিকটাত্মীর চেয়েও অন্যদের অভাব ও প্রয়োজনটা বেশি। দান করার সময় তাদের প্রতিও লক্ষ্য রাখা উচিত।

১০. খোঁটা বা অন্য কোনোভাবে কষ্ট দিয়ে দান-অনুদান নষ্ট করে দিব না

দান যাকেই করা হোক, দানের পরে খোঁটা দিতে নেই। অন্যথা সেটি পরকালে দানকারীর জন্য কোনো কল্যাণ বয়ে আনবে না। বানে ভেসে যাওয়া খড়-কুটোর মতো হারিয়ে যাবে। এককথায় ওই দানের মাধ্যমে সওয়াবের কোনো আশা করা যায় না। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ

অর্থ : মুমিনগণ! খোঁটা দিয়ে ও কষ্ট দিয়ে নিজেদের সাদকাকে সেই ব্যক্তির মত নষ্ট করো না, যে নিজের সম্পদ ব্যয় করে মানুষকে দেখানোর জন্য এবং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে না। সুতরাং তার দৃষ্টান্ত এরকম- যেমন এক মসৃণ পাথরের উপর মাটি জমে আছে, অতঃপর তাতে প্রবল বৃষ্টি পড়ে এবং তা (সেই মাটিকে ধুয়ে নিয়ে যায় এবং) সেটিকে (পুনরায়) মসৃণ পাথর বানিয়ে দেয়। এরূপ লোক যা উপার্জন করে, তার কিছুমাত্র তারা হস্তগত করতে পারে না। (সূরা বাকারা (২) : ২৬৪)

১১. দান করব স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বপ্রণোদিত হয়ে

কথায় আছে, ‘সাদকায় বলা দূর।’ হাদীস শরীফেও এসেছে, নিশ্চয় সাদকা আল্লাহর ক্রোধকে নিভিয়ে দেয় এবং অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে। তাই বলে কি কেবল বিপদে যখন পড়ব তখনই দান-সদকা করব? না, ইসলামের শিক্ষা হল, দান কর সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা,

সবসময় সর্বাবস্থায়। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা মুতাকিদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন-

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ.

অর্থ : যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল (সর্বাবস্থায় আল্লাহর জন্য অর্থ) ব্যয় করে...। (সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৩৪)

প্রসিদ্ধ সাহাবী আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, এক লোক এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল, কখন দান করা উত্তম? তিনি ইরশাদ করলেন-

أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ شَحِيحٌ، أَوْ صَحِيحٌ، تَأْمُلُ الْعَيْشَ، وَتَخْشَى الْفَقْرَ، وَلَا تُثْمِلُ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بِالْخُفُومِ، قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا، وَلِفُلَانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ.

অর্থ : যখন তুমি (অতি প্রয়োজন বা লোভের কারণে) মাত্রাতিরিক্ত মিতব্যয়ী বা হাড়কিপটে হও এবং সম্পদ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার আশংকা কর, অথবা যখন তুমি সুস্থাবস্থায় দীর্ঘায়ুর প্রত্যাশা কর তখন সাদকা করা। এত দেরি করো না যে, মৃত্যু এসে যায় আর তখন তুমি (ওসিয়ত করে) বলছ- আমার সম্পদগুলো অমুকের জন্য, অমুকের জন্য! অথচ (তুমি না বললেও) তা তাদের জন্য হয়েই আছে। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৯৭৬৮; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২৭০৬)

১২. দান করতে হয় নিজের প্রয়োজনে নিজ দায়িত্বে

ইসলামের দৃষ্টিতে দান করতে হয় নিজের প্রয়োজনে। দানের মাধ্যমে গ্রহীতার প্রতি অনুগ্রহ করা হচ্ছে- এমনটি নয় কখনো; বরং তার প্রাপ্য ও অধিকারটাই তাকে বুঝিয়ে দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلْسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ.

অর্থ : আর যাদের সম্পদে নির্ধারিত ‘হক’ (অধিকার) রয়েছে যাপ্যকারী ও বঞ্চিতদের। (সূরা মাতারিজ (৭০) : ২৪-২৫)

অর্থাৎ কুরআনে কারীমে একে তাদের ‘হক’ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

সুতরাং দানকারীর মানসিকতা থাকবে, দান করছি নিজের প্রয়োজনে। গ্রহীতা ‘দান’টা গ্রহণ করে কেমন যেন আমার প্রতিই এক ধরনের করুণা করল!

আল্লাহ আমাদেরকে ইখলাসের সাথে সঠিক পন্থায় দান করার তাওফীক দিন এবং আমাদের দানকে আমাদের কল্যাণ ও আখেরাতে নাযাতের ওসীলা বানান।

৫৩.ইসলাম-পূর্ব ও ইসলামোত্তর যুগে দানের ধারণা

ইসলাম-পূর্ব যুগে দান ছিল সামাজিক প্রথা এবং সম্মান অর্জনের একটি মাধ্যম, যা মূলত ব্যক্তিগত ইচ্ছার ওপর নির্ভর করত। এর বিপরীতে, ইসলাম-পূর্ব যুগে দানকে সামাজিক প্রথা হিসেবে দেখা হত এবং এটি মূলত ব্যক্তিগত উদারতা ও সম্মান লাভের একটি উপায় ছিল। কিন্তু ইসলাম ধর্মে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এবং সুনির্দিষ্ট নিয়মের অধীনে চলে আসে। ইসলামে যাকাত একটি বাধ্যতামূলক দান, যেখানে সাধারণ দান (সাদকা) ঐচ্ছিক, তবে এর গুরুত্ব ও ফযিলত কোরআন-হাদিসে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

নিচে বিষয়টি দুটি পর্যায়ে ব্যাখ্যা করা হলো—

❖ ইসলাম-পূর্ব যুগে দানের ধারণা (জাহেলিয়াত যুগ) :

১. সামাজিক প্রেক্ষাপট :

ইসলাম-পূর্ব আরব সমাজ ছিল গোত্রভিত্তিক, যেখানে পারিবারিক মর্যাদা ও খ্যাতি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দান বা উদারতা প্রায়ই ব্যক্তিগত সম্মান ও সামাজিক প্রভাব বৃদ্ধির জন্য করা হতো।

২. দানের উদ্দেশ্য :

- খ্যাতি ও মর্যাদা অর্জন করা।
- গরিবদের প্রতি দয়া দেখানো হলেও তা ছিল স্বার্থমূলক বা অহংকারজনিত।
- অতিথি আপ্যায়ন ও বীরত্ব প্রদর্শনের মাধ্যম হিসেবে দান ব্যবহৃত হতো।

৩. ধর্মীয় প্রেরণা :

সেসময়ে কোনো ঐক্যবদ্ধ ধর্মীয় নীতি ছিল না যা দানকে নৈতিক ও আত্মিক কর্তব্য হিসেবে নির্ধারণ করত। তাই দান ছিল ব্যক্তিগত বা গোত্রীয় অভ্যাস, ধর্মীয় বিধান নয়।

উদাহরণ:

হাতিম আত-তাঈ নামক একজন আরব ব্যক্তি দানশীলতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন, কিন্তু তাঁর দান ছিল মূলত ব্যক্তিগত খ্যাতির উদ্দেশ্যে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নয়।

❖ ইসলামোত্তর যুগে দানের ধারণাঃ

ইসলামের আগমনে দানের ধারণা এক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তি লাভ করে। এটি শুধু সামাজিক দায়িত্ব নয়, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের এক উপায়ে পরিণত হয়।

১. দানের ধরন :

ইসলাম দানকে দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করেছে—

(ক) ফরজ দান: যেমন যাকাত — নির্দিষ্ট হারে সম্পদ থেকে আদায় করতে হয়।

(খ) নফল বা স্বেচ্ছা দান: যেমন সাদকা, ওয়াকফ, খাইরাত ইত্যাদি।

২. দানের উদ্দেশ্য :

- আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।
- সমাজের দরিদ্র, এতিম, মুসাফির ও অসহায়দের সহায়তা।

- সম্পদের পবিত্রতা ও সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা।

৩. কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা :

> কুরআন :

“যারা নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নিজেদের আত্মাকে দৃঢ় করার জন্য — তাদের দানের উদাহরণ সেই বীজের মতো, যা থেকে সাতটি শীষ গজায়; প্রতিটি শীষে থাকে একশোটি দানা।”

(সূরা আল-বাকার ২:২৬১)

> হাদীস :

“উপরের হাত (দানকারী হাত) নিচের হাতের (গ্রহণকারী হাতের) চেয়ে উত্তম।”

(সহীহ বুখারী, মুসলিম)

৪. দানের সামাজিক প্রভাব :

- ধনী-গরিব বৈষম্য হ্রাস পায়।
- সমাজে পারস্পরিক সহানুভূতি ও ঐক্য বৃদ্ধি পায়।
- সম্পদের সঠিক বণ্টন ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হয়।

ইসলাম-পূর্ব যুগে দান ছিল ব্যক্তিগত মর্যাদা রক্ষার প্রতীক, আর ইসলামোত্তর যুগে দান রূপ নেয় ইবাদতের অংশে — যা মানবকল্যাণ ও সমাজকল্যাণের এক মহৎ ব্যবস্থা। ইসলামের দৃষ্টিতে দান শুধু বস্তুগত সহায়তা নয়, বরং আত্মশুদ্ধি, ন্যায়বিচার ও আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের প্রতিফলন।

৫৩. ইসলামী দানের ইতিহাস ও সমাজ

ইসলামে দানের ইতিহাস ও সমাজ মূলত কুরআন ও হাদিসের নির্দেশিত এক নৈতিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হলো সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা, গরিব ও অসহায়দের পাশে দাঁড়ানো এবং একটি সুষম ও সহানুভূতিশীল সমাজ গড়ে তোলা। ইসলামে দানের প্রধান রূপগুলো হলো যাকাত, সাদাকা এবং লিল্লাহ। নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

❖ ইসলামী দানের ইতিহাস

১. প্রাক-ইসলামী আরব সমাজ

ইসলাম আগমনের আগে আরব সমাজে দান ধারণা ছিল, তবে তা ছিল সীমিত ও গোত্রভিত্তিক। দরিদ্র, এতিম ও ভ্রমণকারীরা অনেক সময় অবহেলিত থাকত। ইসলামের আগমন দানকে ধর্মীয় ও নৈতিক দায়িত্বে রূপ দেয়।

২. নবী মুহাম্মদ (সা.) যুগ

ইসলামের প্রথম যুগে দানকে তিনটি প্রধান ধারায় প্রচলিত করা হয়:

(ক) যাকাত

- নির্দিষ্ট সম্পদের ওপর আবশ্যিক দান
- কুরআনে ৮ শ্রেণির উপকারভোগী নির্ধারিত
- রাষ্ট্রীয়ভাবে সংগঠিত হতো

(খ) সাদকা ও দান-খয়রাত

- ঐচ্ছিক দান : সামাজিক সহায়তা, দরিদ্রের প্রতি সহমর্মিতা বৃদ্ধি

(গ) ওয়াকফ

- স্থায়ী দান—সম্পত্তি বা সম্পদ আল্লাহর নামে উৎসর্গ
- মসজিদ, বিদ্যালয়, হাসপাতাল ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় ব্যবহৃত

৩. খোলাফায়ে রাশেদীন যুগ

- যাকাত সংগ্রহে সরকারি ব্যবস্থা শক্তিশালী হয়
- দরিদ্র, এতিম, বিধবা এবং যোদ্ধাদের জন্য বিশেষ তহবিল গঠন
- প্রথম ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়

৪. উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগ

- ওয়াকফ ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে বিস্তৃত
- মাদরাসা, লাইব্রেরি, রাস্তা, হাসপাতাল—সবই ওয়াকফ তহবিলে পরিচালিত হতে থাকে
- সমাজকল্যাণমূলক অর্থনীতি আরও সংগঠিত হয়

৫. উসমানীয় সাম্রাজ্য

- ইসলামী দান ব্যবস্থার সবচেয়ে সংগঠিত রূপ

- ওয়াকফ আইন প্রণয়ন
- শহর পরিকল্পনা, শিক্ষা, পরিবহন, পানি সরবরাহ—সবক্ষেত্রে ওয়াকফ ছিল মুখ্য

সমাজে ইসলামী দানের ভূমিকা

১. অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস

- যাকাত ও সাদকা দরিদ্রের হাতে সরাসরি সম্পদ পৌঁছাতে সাহায্য করে
- সম্পদ পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা

২. সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা

- ইসলামি সমাজে যাকাত ছিল আধুনিক সোশ্যাল সিকিউরিটি/ওয়েলফেয়ারসিস্টেম—এর মতো
- দরিদ্র, ঋণগ্রস্ত, ভ্রমণকারী, দাস—সবার জন্য আলাদা তহবিল ছিল

৩. শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় অবদান

- ইসলামী স্বর্ণযুগের প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতাল ওয়াকফ দ্বারা পরিচালিত
- বিনামূল্যে চিকিৎসা ও শিক্ষা প্রদান

৪. মানবিক মূল্যবোধ বিকাশ

- দান ইসলামী নৈতিকতার অন্যতম ভিত্তি
- একে অপরের প্রতি সহমর্মিতা, দায়িত্ববোধ ও সামাজিক সংহতি বৃদ্ধি পায়

৫. অর্থনীতির গতিশীলতা

- সম্পদকে শুধু ব্যক্তিগত ভোগে নয়, বরং সমাজে পুনর্বিনিয়োগে উৎসাহিত করে
- বাণিজ্য, কৃষি ও নগর উন্নয়নে ওয়াকফ কার্যকর ভূমিকা রাখে

❖ আধুনিক যুগে ইসলামী দান

- বিভিন্ন দেশে সরকারি যাকাত বোর্ড
- আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন ইসলামিক রিলিফ, IDB-এর মাধ্যমে বৈশ্বিক দান
- ওয়াকফ পুনর্জাগরণ—শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পে ব্যবহার
- ডিজিটাল যাকাত/সদকা প্ল্যাটফর্মের প্রসার

❖ কিভাবে দান করা যায়

***সরাসরি দান:** ব্যক্তিগতভাবে বা দলবদ্ধভাবে অভাবী ও অসহায়দের মাঝে অর্থ, বস্ত্র, খাদ্য বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করা।

***প্রতিষ্ঠানে দান:** বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেমন মাদ্রাসায় দান করা যেতে পারে, যেখানে দানের সওয়াব দীর্ঘমেয়াদী হতে পারে।

***জনকল্যাণমূলক কাজ:** রাস্তা নির্মাণ, সেতু নির্মাণ, এবং অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করাও দানের অন্তর্ভুক্ত।

৫৪. দান ও সাদকার মাধ্যমে আত্মিক পরিশুদ্ধি

দান ও সাদকার মাধ্যমে আত্মিক পরিশুদ্ধি আসে কারণ এটি কৃপণতা দূর করে, মানসিক প্রশান্তি ও সন্তুষ্টি এনে দেয়, সম্পদকে পবিত্র করে এবং মানুষকে পাপমুক্ত হয়ে জান্নাতের পথে পরিচালিত করে। এই আমলগুলো আল্লাহকে খুশি করে এবং জীবনে বরকত ও স্বস্তি নিয়ে আসে।

❖ আত্মিক পরিশুদ্ধিতে দান ও সাদকার প্রভাব

***মানসিক শান্তি ও প্রশান্তি :** দান করলে মন প্রশান্ত হয় এবং মানসিক প্রশান্তি লাভ করা যায়।

***কৃপণতা থেকে মুক্তি :** এটি মানুষকে কৃপণতা থেকে বের করে আনে এবং একটি স্বচ্ছ ও পরিস্কার চরিত্র গঠনে সাহায্য করে।

***সম্পদ পবিত্র হওয়া :** দান-সাদকার মাধ্যমে নিজের সম্পদ পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয়।

***পাপমোচন :** দানশীলতা মানুষকে পাপ থেকে মুক্ত করে এবং তাকে জান্নাতের দিকে পরিচালিত করতে সাহায্য করে।

***সাম্য ও একতার ভিত্তি :** দান-সাদকা সমাজে সাম্য ও একতার ভিত রচনা করে।

***আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য :** এটি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের অন্যতম প্রধান মাধ্যম এবং এর মাধ্যমে জীবনের বরকত ও স্বস্তি অনুভব করা যায়।

***বিপদের মোকাবিলা :** এটি বিপদের সময় ঢাল হিসেবে কাজ করে এবং মুমিনদের পাপ মোচনে সহায়ক হয়।

*লোভ ও স্বার্থপরতা দূর করে : মানুষ স্বভাবতই নিজের সম্পদে আসক্ত। যখন কেউ দান করে, তখন সে নিজের এই আসক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে—এটাই আত্মিক পরিশুদ্ধির সূচনা।

*অহংকার বিনাশ করে : দান মানুষকে বিনয়ী করে তোলে। সে বুঝতে শেখে, যা তার হাতে আছে তা আসলে সৃষ্টিকর্তার দান—নিজের কৃতিত্ব নয়।

*সহানুভূতি ও মানবিকতা বৃদ্ধি করে : দান অন্যের কষ্ট অনুভব করার শিক্ষা দেয়। এতে আত্মা করুণাময় ও সংবেদনশীল হয়, যা আত্মিক উন্নতির মূল চাবিকাঠি।

*আত্মার প্রশান্তি লাভ : অন্যকে সাহায্য করলে অন্তরে যে শান্তি আসে, তা ভোগবিলাসে মেলে না। এই শান্তিই আত্মিক পবিত্রতার চিহ্ন।

❖ ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা

*ইসলামে : যাকাত, সাদকা, ফিতরা প্রভৃতি দানের বিধান আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার উদ্দেশ্যেই প্রণীত।

> “তুমি তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করো, যাতে তুমি তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করতে পারো।”

(সূরা আত-তাওবা ৯:১০৩)

*হিন্দু ধর্মে : দান (দাক্ষিণ্য বা দান ধর্ম) হল ‘পুণ্য’ অর্জনের প্রধান মাধ্যম। উপনিষদে বলা হয়েছে—“দান, দম, দয়া”—এই তিনেই আত্মার উন্নতি।

*বৌদ্ধ ধর্মে : ‘দানা পরমিতা’ হলো বোধিসত্ত্বের প্রথম গুণ। দান আত্মাকে লোভমুক্ত করে এবং নির্বাণের পথে সহায়তা করে।

দান ও সাদকা শুধুমাত্র আর্থিক সাহায্য নয়; এটি আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার এক অনন্য সাধনা। দান মানুষকে বিনয়ী, সহানুভূতিশীল ও সৃষ্টিকর্তার নিকটবর্তী করে তোলে। তাই দান ও সাদকার মাধ্যমে মানবজীবন যেমন সমাজকে আলোকিত করে, তেমনি আত্মাকেও করে তোলে পবিত্র ও শান্ত।

৫৫. ইসলামি দেশগুলোর দান-সাদকার ব্যবস্থাপনা

ইসলামী দেশগুলোতে সাদকা ব্যবস্থাপনা প্রধানত রাষ্ট্রীয় বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালিত হয়, যেখানে বাইতুল মাল বা সরকারি কোষাগার যাকাত ও সাদকা সংগ্রহ করে ও বিতরণ করে। এই ব্যবস্থা কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস (ইসলামী শরিয়তের উৎস) দ্বারা পরিচালিত হয় এবং এর মূল লক্ষ্য হলো ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও সমাজের গরিব-দুস্থদের সহায়তা করা। নিচে বিষয়টি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হলো -

❖ ইসলামী দেশগুলোতে সাদকা ব্যবস্থাপনা

ইসলামি দেশগুলো বিভিন্ন ভাবে সাদকা ও যাকাতের তহবিল সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বণ্টনের ব্যবস্থা করে থাকে। এই ব্যবস্থাগুলো সরকারিভাবে বা বেসরকারি ইসলামি সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত হয়।

ক) সরকারি ব্যবস্থাপনা

অনেক ইসলামী দেশ সাদকা ও যাকাত সংগ্রহের জন্য সরকার-নিয়ন্ত্রিত সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে। উদাহরণ:

১. সৌদি আরবের সাদকা ব্যবস্থাপনা

সৌদি আরব ইসলামি অর্থনীতির অন্যতম কেন্দ্র। এখানে সাদকা ও যাকাত উভয়ই সরকারিভাবে পরিচালিত হয়।

***প্রধান সংস্থা :** Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)

***ব্যবস্থাপনা :** প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা ও ব্যক্তির সরকার অনুমোদিত চ্যানেলের মাধ্যমে যাকাত ও সাদকা জমা দেয়।

***ব্যয় ক্ষেত্র :** দরিদ্রদের সহায়তা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, হজে সহায়তা, ও সামাজিক পুনর্বাসন।

***বিশেষ বৈশিষ্ট্য :** আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থা ও স্বচ্ছ হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি।

২. মালয়েশিয়ার সাদকা ব্যবস্থাপনা

মালয়েশিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি উন্নত ইসলামি রাষ্ট্র, যেখানে রাজ্যভিত্তিক ইসলামিক কাউন্সিল (Majlis Agama Islam Negeri) সাদকা ও যাকাত পরিচালনা করে।

***প্রধান সংস্থা :** প্রতিটি রাজ্যের ইসলামিক কাউন্সিল (যেমন: Lembaga Zakat Selangor)

***ব্যবস্থাপনা :** সরকারি তত্ত্বাবধানে পেশাদার কর্মীদের মাধ্যমে যাকাত ও সাদকা সংগ্রহ ও বণ্টন করা হয়।

***ব্যয় ক্ষেত্র :** শিক্ষা, দারিদ্র্য বিমোচন, স্বাস্থ্য, আবাসন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

***বিশেষ বৈশিষ্ট্য :** ডিজিটাল দান অ্যাপ, বার্ষিক অডিট রিপোর্ট প্রকাশ, এবং সামাজিক উদ্যোগে সাদকার অর্থ বিনিয়োগ।

৩. পাকিস্তানের সাদকা ব্যবস্থাপনা

পাকিস্তানে সাদকা ও যাকাত উভয়ই সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থায় পরিচালিত হয়।

***প্রধান সংস্থা :** Zakat and Ushr Department (সরকারি)

***ব্যবস্থাপনা :** ব্যাংক হিসাব থেকে স্বয়ংক্রিয় যাকাত কর্তন, এবং বেসরকারি এনজিও যেমন Edhi Foundation ও Saylani Welfare Trust সদকা তহবিল পরিচালনা করে।

***ব্যয় ক্ষেত্র :** স্বাস্থ্যসেবা, অনাথ সহায়তা, শিক্ষা ও দারিদ্র্য বিমোচন।

***বিশেষ বৈশিষ্ট্য :** সরকারি-বেসরকারি সমন্বিত দান ব্যবস্থা, এবং ব্যাপক জনসম্পৃক্ততা।

সুদান ও কুয়েত : যাকাত চ্যারিটি ফান্ডের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে সাদকা ব্যবহৃত হয়।

খ) বেসরকারি ও এনজিওভিত্তিক ব্যবস্থাপনা

অনেক দেশে বেসরকারি ইসলামি সংস্থা ও ওয়াকফ (Waqf) ট্রাস্ট সাদকা সংগ্রহ ও বণ্টন করে। যেমন:

Islamic Relief Worldwide, Human Appeal, Qatar Charity, Kuwait Direct Aid Society ইত্যাদি আন্তর্জাতিক ইসলামি মানবিক সংস্থা সাদকা ও যাকাতের অর্থ বিভিন্ন মুসলিম দেশে ব্যয় করে।

৩. সাদকার অর্থের ব্যবহার ক্ষেত্র

সাদকা সাধারণত নিম্নলিখিত খাতে ব্যয় করা হয়:

- দরিদ্র ও অনাথদের সহায়তা
- শিক্ষা ও বৃত্তি প্রদান
- স্বাস্থ্যসেবা ও হাসপাতাল স্থাপন

- দুর্যোগ ও মানবিক সহায়তা
- মসজিদ, মাদ্রাসা ও সামাজিক অবকাঠামো নির্মাণ
- শরণার্থী ও যুদ্ধাহতদের পুনর্বাসন

৪. সাদকা ব্যবস্থাপনার আধুনিকীকরণ

বর্তমানে অনেক ইসলামী দেশ সাদকা ব্যবস্থায় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম চালু করেছে। যেমন:

- অনলাইন যাকাত ও সাদকা পেমেন্ট পোর্টাল
- মোবাইল অ্যাপ ভিত্তিক দান ব্যবস্থা
- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে ব্লকচেইন প্রযুক্তির ব্যবহার

৫. ইসলামী সাদকা ব্যবস্থার লক্ষ্য

- সমাজে দারিদ্র্য হ্রাস করা
- অর্থনৈতিক ভারসাম্য স্থাপন
- সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা
- মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা

ইসলামী দেশগুলোর সদকা ব্যবস্থাপনা ইসলামী ন্যায়ের প্রতিফলন। সৌদি আরব প্রযুক্তিনির্ভর রাষ্ট্রীয় মডেল তৈরি করেছে, মালয়েশিয়া দক্ষ ও স্বচ্ছ প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলেছে, আর

পাকিস্তান সরকারি ও সামাজিক সংগঠন—দুইয়ের সমন্বয়ে মানবকল্যাণে সাদকার কার্যকারিতা বৃদ্ধি করেছে।

এই ব্যবস্থাগুলোর লক্ষ্য একটাই — দারিদ্র্য বিমোচন, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, এবং মানবিক সমাজ গঠন।

৫৬. দান-সাদকা ‘করা-না করা’ প্রসঙ্গে বিশ্বনবি যা বললেন

বিশ্বনবি কখনো সম্পদের দিকে দৃষ্টিপাত করেননি। সম্পদের প্রতি কোনো লোভ প্রিয়নবির ছিল না। তার প্রতিটি কথা, কাজ ও মৌন সম্মতিতে ছিল আল্লাহর নৈকট্য অর্জন ও তার বিধান বাস্তবায়ন। আল্লাহর পথে খরচ করাও ছিল আল্লাহর নির্দেশ। সে নির্দেশ পালন করা ও না করা প্রসঙ্গে প্রিয়নবি ঘোষণা করেছেন দানে উপকারিতা ও দান থেকে বিরত থাকার অপকারিতা। ইসলামিক উৎস-গুলোয় দেখা গেছে, দান-সাদকা নিয়ে বিশ্বনবির বেশ কিছু নির্দেশ ও তথ্য পাওয়া যায়। নিচে তা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

❖ দান-সাদকা করার প্রতি সদা নির্দেশ

নবী (সা.) বলছেন: «প্রতিটি মুসলিমের উপর একটি সদকা রয়েছে» — তখন অনুসন্ধান করা হয়, “আমার কিছু নেই কী করব?” তাতে তিনি বললেন: “তোমাকে নিজের হাতে কাজ করতে হবে, নিজেকে উপকৃত করতে হবে এবং যা উপার্জন করবে, তা দিয়েই সাদকা দাও।”

অন্যত্র আরও বলা হয়েছে : “সাদকা সম্পদ কমায় না” — অর্থাৎ দান করার ফলে ঘাটতি হয়ে যাবে না, বরং আল্লাহ তা বেশিদিন বৃদ্ধি করেন।

হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ‘প্রতিদিন আসমান থেকে দুই জন ফেরেশতা (জমিনে) অবতরণ করেন। তাদের মধ্যে একজন (দানকারীর জন্য) দোয়া করে-

হে আল্লাহ! যে (তোমার পথে) ব্যয় করে; তাকে বিনিময় দান কর।’

আর দ্বিতীয় ফেরেশতা (দান থেকে বিরত থাকা ব্যক্তির জন্য) দোয়া (অভিশাপ) করে-

হে আল্লাহ! যে (তোমার পথে) সম্পদ ব্যয় করা থেকে বিরত থাকে; তার অর্থ সম্পদ ধ্বংস করে দাও।' (মেশকাত)

হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু আরো বর্ণনা করেন - প্রিয়নবি ইরশাদ করেছেন, 'যদি আমার কাছে ওহুদ পাহাড় সমান স্বর্ণ থাকতো; তবে আমার কাছে এ বিষয় অত্যন্ত অপছন্দনীয় যে, ৩ দিনের পর্যন্ত সেই স্বর্ণের কিছুমাত্র আমার কাছে জমা থাকা। হ্যাঁ যদি কিছু ঋণ আদায়ের প্রয়োজন হয় তবে তা থাকতে পারে।

অর্থাৎ প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ওহুদ পাহাড় পরিমাণ সম্পদ থাকলেও তা তিনি ৩ দিনের মধ্যে গরিব-অসহায়দের মাঝে বিতরণ করে দিতেন। কোনো সম্পদ তার কাছে মজুদ থাকুক তিনি তা পছন্দ করতেন না।

নবী (সা.)-র নির্দেশে, সাদকা শুধু অর্থ দিয়ে নয় — ভালো কথা বলা, পথ থেকে বিঘ্ন অপসারণ করা, কাউকে পথ দেখানো ইত্যাদিও সাদকার অংশ।

❖ দান-সাদকা না করার অপকারিতা

নবী (সা.) উল্লেখ করেছেন, যারা তাদের সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তারা বড় ধরনের “হানিকর” অবস্থায় পড়তে পারে। উদাহরণস্বরূপ: তিনি বলেছেন — “যেসব ধন-সম্পদ রয়েছে তাদেরই হোল্ড করে রেখে দেয় যারা খরচ করে না, তারা ক্ষতির লোক” (সংক্ষিপ্ত রূপে)।

মুসলিম জাতি যতদিন প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ অনুসরণ করেছে; ততদিন তাদের মাথায় ছিল বাদশাহীর রাজমুকুট। যখনই মুসলিম জাতি তা থেকে সরে এসেছে তারপর থেকেই শুরু হয়েছে অধঃপতন ও ধ্বংস।

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণের কারণেই সম্পদের বিশাল ধন-ভাণ্ডারের চাবিকাঠি তাদের হাতে ছিল। সুন্নতের খেলাপ কাজই মুসলমানদের সে সম্পদ থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছে।

মিসর এবং অন্যান্য উৎসে বলা হয়েছে, দান না করা মানে হলো আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করা।

মুহাম্মাদ (সা.)-এর শিক্ষা অনুযায়ী, দান-সাদকা শুধু ধনের বিষয় নয়; এটি হলো মানবিক দায়িত্ব, এমানের প্রকাশ, এবং আল্লাহর নৈকট্যের পথ।

দান করলে —

- ঘাটতি হয় না, বরং বরকত বৃদ্ধি পায়।
- মূল্যবান আমল হিসেবে গ্রহণ হয়, যাকে শুধু অর্থ দিয়ে মাপা যাবে না।

না করলে — ধন-সম্পদের সঙ্গে অনেক বড় ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে, কারণ ধন কোনো সময় চিরস্থায়ী থাকবে না।

মুসলিম উম্মাহর উচিত, প্রিয়নবির ঘোষণা অনুযায়ী দান-সাদকা করা। দান-সাদকায় কুরআনের বিধি-বিধান বাস্তবায়ন এবং নবির আদর্শ মোতাবেক অসহায়দের মাঝে অকাতরে বিলিয়ে দেয়া।

৫৭. দান ও সাদকা যেভাবে মানুষের অন্তর পরিশুদ্ধ করে

দান-সাদকা বা দানশীলতা শুধু আর্থিক সহায়তা নয়—এটি মানুষের আত্মিক, নৈতিক ও মানসিক পরিশুদ্ধতার এক গুরুত্বপূর্ণ উপায়। ইসলামসহ প্রায় সব ধর্মেই দানকে অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ গুণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। নিচে দান-সাদকা যেভাবে মানুষের অন্তর পরিশুদ্ধ করে, তা কয়েকটি দিক থেকে তুলে ধরা হলো—

১. লোভ ও স্বার্থপরতা থেকে মুক্তি দেয়

মানুষের অন্তরে স্বভাবতই সম্পদের প্রতি আসক্তি থাকে। দান করার মাধ্যমে সে এই আসক্তি ভাঙতে শেখে। যখন কেউ নিজের কষ্টার্জিত সম্পদ অন্যের কল্যাণে ব্যয় করে, তখন তার অন্তরে থাকা লোভ ও স্বার্থপরতা ধীরে ধীরে দূর হয়ে যায়।

আল-কুরআনে বলা হয়েছে:

> “তুমি তাদের সম্পদ থেকে দান গ্রহণ করো, এর দ্বারা তুমি তাদের পরিশুদ্ধ করবে এবং তাদের উন্নত করবে।”

(সূরা আত-তাওবা, ৯:১০৩)

২. হৃদয়কে নরম ও বিনম্র করে

যখন কেউ অভাবীদের মুখে হাসি ফোটায়, তখন তার নিজের অন্তরও কোমল হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

> “দান পাপ নিভিয়ে দেয় যেমন পানি আগুন নিভিয়ে দেয়।”

(তিরমিজি)

অর্থাৎ দান আত্মার অশুদ্ধি ও কঠোরতা দূর করে দেয়।

৩. ঈমান ও কৃতজ্ঞতার প্রকাশ ঘটায়

যে ব্যক্তি দান করে, সে বিশ্বাস করে যে আল্লাহই প্রকৃত রিজিকদাতা। এই বিশ্বাস হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা জাগায়। কৃতজ্ঞ হৃদয় অহংকারমুক্ত হয়, এবং এতে অন্তর পবিত্র হয়।

৪. অন্যের কষ্ট অনুভব করার ক্ষমতা বাড়ায়

দান মানুষকে সমাজের দুঃখী, অসহায় ও দরিদ্র মানুষের সঙ্গে সংযুক্ত করে। এতে আত্মকেন্দ্রিকতা কমে, সহানুভূতি ও মানবিকতা বাড়ে—যা অন্তরকে কোমল ও পরিশুদ্ধ রাখে।

৫. আল্লাহর ভালোবাসা ও রহমত লাভ হয়

আল্লাহ বলেন—

> “তুমি যা কিছুই কল্যাণের জন্য ব্যয় করো, তা তোমারই জন্য, এবং তা তোমার অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে।”

(সূরা আত-তাওবা ৯:১০৩)

অর্থাৎ দান শুধু অন্যের উপকার করে না—এটি দাতার আত্মাকেও শুদ্ধ করে তোলে।

৬. সাদকা মানুষকে পরিশুদ্ধ করে :

পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেন - হে নবী, তাদের ধন-সম্পদ থেকে সাদকা নিয়ে তাদের পাক-পবিত্র করুন, (নেকির পথে) তাদের এগিয়ে দিন এবং তাদের জন্য রহমতের দোয়া করুন। (সূরা : তাওবা, আয়াত : ১০৩)

এখানে মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় বন্ধুকে উদ্দেশ্য করে বলছেন সাদকার মাধ্যমে তার উম্মতদের পরিশুদ্ধ করে নিতে।

তাফসিরবিদরা এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখেন - সাদকা আখলাক-চরিত্র পরিশুদ্ধ করার একটি অন্যতম মাধ্যম। (ইবনে কাসির)

দান-সাদকা হলো আত্মার প্রশিক্ষণ। এটি আমাদের শেখায়—

- সম্পদ নয়, মানবতা ও ত্যাগই প্রকৃত ধন।
- দানের মাধ্যমে আমরা শুধু অন্যকে সাহায্য করি না, বরং নিজের হৃদয়কেও পবিত্র করি।

৫৮. অন্যকে দান-সাদকায় উদ্বুদ্ধ ফযিলত

অন্যকে দান-সাদকায় উদ্বুদ্ধ করা ইসলাম ধর্মে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সওয়াবের কাজ। কুরআন ও হাদীসে এ বিষয়ে বহু ফযিলত ও পুরস্কারের কথা উল্লেখ আছে। নিচে সংক্ষেপে কিছু মূল দিক তুলে ধরা হলোঃ

❖ কুরআনের আলোকে

১. নেক কাজে উৎসাহ দেওয়া একটি সওয়াবের কাজ :

"যে ব্যক্তি ভালো কাজের প্রতি আহ্বান জানায়, তার জন্যও সে কাজের সমান প্রতিদান থাকবে; আর যে মন্দ কাজের প্রতি আহ্বান জানায়, তার উপরও তেমনই পাপ থাকবে।" সূরা মুসলিম (সহিহ মুসলিম, হাদীস ১৮৯৩)

অর্থাৎ, তুমি যদি কাউকে দান করতে উৎসাহ দাও, আর সে দান করে, তাহলে তুমি তার সমান সওয়াব পাবে — যদিও তুমি নিজে দান না করো (তবে নিজে দান করলে সওয়াব দ্বিগুণ)।

২. দান-সাদকা সমাজে কল্যাণের প্রসার ঘটায়

আল্লাহ বলেন -

> “তোমরা যা ব্যয় করো (আল্লাহর পথে), তা আল্লাহ জানেন। যারা সৎকর্মে উৎসাহ দেয় ও তা করে, তাদের জন্য রয়েছে মহান প্রতিদান।” (সূরা আল-বাকার ২:২৭৩-২৭৪)

আরেক জায়গায় আল্লাহ তাআলা বলেন -

> "যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে তার সম্পদ ব্যয় করে, তার উদাহরণ একটি বীজের ন্যায়, যা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে, প্রতিটি শীষে থাকে একশটি করে দানা।" (সূরা আল-বাকারাহ: ২৬১)

অন্যকে দান করতে উৎসাহ দেওয়া মানে সমাজে সহানুভূতি, সহযোগিতা ও মানবিকতার বীজ বপন করা।

❖ হাদীসের আলোকে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন -

> "যে ব্যক্তি সৎ কাজের দিকে আহ্বান জানায়, সে যেমন কাজ করেছে তেমন সওয়াব পাবে, আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজের দিকে আহ্বান জানায়, সে তেমন গুনাহ পাবে।"

(সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৬৭৪)

এ থেকে বোঝা যায়—দান-সাদকার দিকে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা একধরনের সৎকাজের দাওয়াত। ফলে তুমি নিজেও দান না করলেও (যদিও দান করা উত্তম), শুধু উৎসাহিত করার মধ্য অর্জন করা যায়।

❖ রাসূল এর বাণী

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন -

> "যে ব্যক্তি ভালো কাজের দিকে আহ্বান করে, তার জন্য সেই কাজকারীর সমান সওয়াব থাকবে।"

(সহীহ মুসলিম, হাদীস: 2674)

আরেক হাদীসে এসেছে—

> "যে ব্যক্তি অন্যকে সৎ কাজে সাহায্য করে, সে নিজেও সেই সংকর্মে শরিক হয়।" (তিরমিযী)

অতএব, তুমি যদি কাউকে দান করতে উদ্বুদ্ধ করো, সে দান করলে তুমি তার প্রতিটি দানের সওয়াবে অংশীদার হবে, যদিও তুমি নিজে সরাসরি দান না করো।

❖ কেন অন্যকে দান-সাদকায় উৎসাহিত করা উচিত!

- এতে সমাজে উদারতা ও সহমর্মিতা বৃদ্ধি পায়।
- দরিদ্র ও অসহায় মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব হয়।
- উৎসাহদাতা ও দানকারী উভয়ে পরস্পরের সওয়াবে অংশীদার হন।
- এটি আল্লাহর রহমত ও বরকত আহরণের মাধ্যম।

নিজে দান করা যেমন ফযিলতপূর্ণ, তেমনি অন্যকে দান-সাদকায় উদ্বুদ্ধ করাও এক বিশাল নেকি ও ইবাদত। তাই পরিবার, বন্ধু, সহকর্মী— সবাইকে যতটা সম্ভব সাদকা ও মানবসেবায় উৎসাহিত করা উচিত।

দান-সাদকা যেমন ইমানের প্রতিফলন, তেমনি অন্যকে এতে উদ্বুদ্ধ করা হলো দীন প্রচারের অংশ। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও সমাজে মানবিকতা প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের উচিত— নিজে দান করা এবং অন্যকেও দান করতে অনুপ্রাণিত করা। এতে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় ক্ষেত্রেই কল্যাণ লাভ সম্ভব।

৫৯. মানবজীবনে দান-সাদকার প্রভাব

মানবজীবনে দান-সাদকা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মহৎ গুণ। দান মানে কেবল অর্থ প্রদান নয়, বরং মানবকল্যাণে আত্মনিবেদন, সহানুভূতি ও উদারতার প্রকাশ। দান-সাদকা মানুষের হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করে, সমাজে সমতা ও সৌহার্দ্য স্থাপন করে এবং পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি করে। নিচে দান-সাদকার কিছু প্রভাব তুলে ধরা হলো—

১. আত্মিক ও নৈতিক উন্নতি

দান-সাদকা মানুষের হৃদয়কে নম্র, সহানুভূতিশীল ও উদার করে তোলে। এটি লোভ, হিংসা ও অহংকারের মতো দোষ থেকে মুক্তি দেয়। দানের মাধ্যমে মানুষ নিজের অর্থ বা সম্পদে বারকত অনুভব করে এবং আত্মিক শান্তি লাভ করে।

> কুরআনে বলা হয়েছে:

“তুমি যা কিছু দান করো, আল্লাহ তা জানেন।” — (সূরা বাকারা ২:২৭৩)

২. সামাজিক ভারসাম্য ও সহযোগিতা বৃদ্ধি

দানের মাধ্যমে সমাজের ধনী-গরিবের ব্যবধান কিছুটা হলেও কমে আসে। এতে পারস্পরিক ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহযোগিতার মনোভাব গড়ে ওঠে। একে অপরের কষ্টে পাশে দাঁড়ানো সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা আনে।

৩. অর্থনৈতিক প্রভাব

সাদকা বা দান অর্থের সঠিক প্রবাহে সহায়তা করে। যাদের হাতে অতিরিক্ত সম্পদ আছে, তারা যখন দান করেন, তখন সেই অর্থ দরিদ্রদের জীবিকা উন্নয়নে ব্যবহৃত হয়, যা সার্বিক অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

৪. মানসিক প্রশান্তি ও সন্তুষ্টি

দান করার মাধ্যমে মানুষ এক ধরনের মানসিক প্রশান্তি অনুভব করে। এটি মন থেকে অপরাধবোধ দূর করে, জীবনে আনন্দ ও সন্তুষ্টি এনে দেয়। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের গবেষণাতেও দেখা গেছে, উদারতা ও সহমর্মিতা মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়।

৫. পরকালের মুক্তি ও পুরস্কার

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দান-সাদকা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। ইসলামে বলা হয়েছে, দান কখনো সম্পদকে কমায় না; বরং আল্লাহ তাতে বরকত দেন।

> হাদীস:

“সাদকা মাল কমায় না।” — (সহিহ মুসলিম)

ইমাম ইবনে কায়্যিম (রহ.) বলেছেন - ‘দান-সাদকা, ভালো কাজ ও অন্যের উপকারে আসার মধ্যে এমন এক আশ্চর্য শক্তি আছে, যা মানুষের মনকে প্রশস্ত করে এবং অন্তরকে প্রশান্তি এনে দেয়। উদার ও দয়ালু ব্যক্তি সবচেয়ে প্রশান্ত চিত্ত মানুষ, তাদের মন থাকে সবচেয়ে পবিত্র ও সুন্দর আর শান্তিময়। অন্যদিকে কৃপণ ব্যক্তি, যে কারো উপকার করে না, সে সবচেয়ে সংকীর্ণমনা, তার জীবন হয় বিষাদময়, আর দুশ্চিন্তায় থাকে সর্বদা পীড়িত।

এ কারণেই আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন প্রশান্ত চিত্তের সর্বোচ্চ উদাহরণ। তাঁর মর্যাদা আল্লাহ উচ্চ করেছেন, তাঁর বোঝা হালকা করেছেন এবং তাঁর স্মরণকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।’ (জাদুল মা‘আদ : ২/২০)

তিনি আরো বলেছেন - ‘দান-সাদকার এমন এক বিস্ময়কর প্রভাব আছে, যা বিভিন্ন ধরনের বিপদ-আপদ দূর করতে অসাধারণ ভূমিকা রাখে। এমনকি দাতা যদি কোনো পাপী ব্যক্তি, জালিম, এমনকি কোনো অবিশ্বাসী

(কাফির)ও হয়, তবু আল্লাহ তাআলা এই দানের বরকতে তার অনেক বিপদ দূর করে দেন।

এমনকি নবীজি (সা.) তাঁর উম্মতদের আসমানি আজাব থেকে আত্মরক্ষার জন্যও সাদকা করার পরামর্শ দিয়েছেন। ইরশাদ করেছেন, ‘সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে দুটি নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হয় না। কাজেই যখন তোমরা তা দেখবে তখন তোমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করবে। তাঁর মহত্ত্ব ঘোষণা করবে এবং নামাজ আদায় করবে ও সাদকা প্রদান করবে।’

(বুখারি, হাদিস : ১০৪৪)

এমনকি জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার একটি মাধ্যম হলো সাদকা। তাই তো নবীজি (সা.) তাঁর প্রিয় উম্মতদের জাহান্নাম থেকে বাঁচতে সাধ্যমতো সাদকা করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। আদি বিন হাতিম (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই তার মহান প্রভু কথা বলবেন এবং তার ও প্রভুর মধ্যখানে কোনো দোভাষী থাকবে না। সে তার ডান দিকে তাকালে তার কৃতকর্ম ছাড়া কিছুই দেখবে না। সে তার বাঁ দিকে তাকালে তার কৃতকর্ম ছাড়া কিছুই দেখবে না। সে তার সামনের দিকে তাকালে জাহান্নাম তাকে অভ্যর্থনা জানাবে। অতএব, কারো জাহান্নামের আগুন থেকে আত্মরক্ষা করার সামর্থ্য থাকলে সে যেন এক টুকরা খেজুর দান করে হলেও তাই করে।

(ইবনে মাজাহ, হাদিস : ১৮৫)

দান-সাদকা শুধু একটি ধর্মীয় কর্তব্য নয়, বরং এটি মানবতার পরিচায়ক। এটি ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের কল্যাণে কাজ করে। তাই বলা যায়, দান মানুষকে বড় করে, সমাজকে সুন্দর করে এবং জীবনকে অর্থবহ করে তোলে।

৬০. দান মানে আত্মপ্রকাশ নয়, আত্মত্যাগ

দান—হৃদয়ের এক অনুপম ভাষা। এমন এক ভাষা, যা কোনো শব্দ ছাড়াই মানবতার অন্তরে গভীর রেখাপাত করে। দান কখনো সম্পদের হ্রাস নয়; বরং তা আত্মার প্রশান্তি, হৃদয়ের প্রশস্ততা ও প্রকৃত সমৃদ্ধির দুয়ার। দান মানুষের অন্তরের সেই বন্ধ দরজাটি খুলে দেয়, যেখানে বাস করে ভালোবাসা, করুণা আর সহানুভূতি।

দানের মাধ্যমে মানুষ আপন স্বার্থের সীমানা ছাড়িয়ে অপরের সুখ-দুঃখে একাকার হয়ে যায়। ধনী-গরিবের মাঝে গড়ে ওঠে আত্মিক মেলবন্ধন। কখনো একটি ছোট দান কারও জীবনে বড় কল্যাণের কারণ হয়ে ওঠে, কখনো হয় কারও মুখে হাসির উৎস। দানের সৌন্দর্য এখানেই—দানকারী হয়তো ভুলে যায়, কিন্তু প্রাপক তা জীবনভর মনে রাখে।

কিন্তু দুঃখজনকভাবে, আজকের সমাজে দানের এই মহান সৌন্দর্যের দাগ লেগেছে। কিছু মানুষ দানের মুখোশ পরে মানুষের হৃদয়ে আঘাত করে, করুণার নামে ফাঁদ পাতে, দানের আগে প্রশ্রবানে জর্জরিত করে। তারা মানুষকে এমন পরীক্ষার মুখে দাঁড় করায়, যেন দয়া পাওয়ার যোগ্যতা অর্জনের জন্য দরিদ্রকে তাদের কঠিন মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতে হবে। এটি ইসলামের শিক্ষা নয়। এটি মানবতারও শিক্ষা নয়।

রাসুলুল্লাহ (সা.) স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, ‘তোমরা সহজ করো, কঠিন করো না। সুসংবাদ দাও, মানুষকে বিমুখ করো না।’ (সহিহ্ বুখারি: ৬৯৩৮, সহিহ্ মুসলিম: ১৭৩৪)

রাসুলুল্লাহ (সা.) আরো বলেন - ‘তোমরা একে অপরকে হেয় করো না। এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তার ভাইয়ের ওপর জুলুম করবে না, তাকে অপমান করবে না, তাকে হেয় করবে না।’ (সহিহ্ মুসলিম: ৬৪৩৫)

যারা দানের আড়ালে মানুষের আত্মাকে পিষে ফেলে, যারা করুণার প্রদীপের নিচে আঁধারের ছায়া সৃষ্টি করে—তাদের দান আসলে দান নয়, তা তো এক ঘৃণ্য আত্মপ্রদর্শনীর মাত্র।

এই উক্তিটি — “দান মানে আত্মপ্রকাশ নয়, আত্মত্যাগ” — একটি গভীর দার্শনিক ভাব প্রকাশ করে।

*“দান মানে আত্মপ্রকাশ নয়” — দান করার মধ্যে নিজের অহংকার, পরিচয় বা মহত্ত্ব প্রদর্শনের কোনো স্থান নেই। কেউ যদি দান করে নিজের খ্যাতি বা শ্রেষ্ঠত্ব দেখাতে চায়, তাহলে সেটি প্রকৃত দান নয়; সেটি আত্মপ্রকাশ বা আত্মপ্রচার।

*“আত্মত্যাগ” — প্রকৃত দানের মূলে আছে ত্যাগের মনোভাব। যেখানে দান মানে নিজের প্রাপ্য কিছুটা অন্যের জন্য ত্যাগ করা, কোনো প্রতিদান বা প্রশংসা আশা না করে।

অর্থাৎ, দান তখনই সত্যিকার অর্থে পবিত্র ও মূল্যবান হয়, যখন তা নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়, আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে নয়।

৬১. মুসলিম-অমুসলিমদের মাঝে দান-সাদকার বিধান

হেদায়েত তথা সৎপথ প্রাপ্তির বিষয়টি আল্লাহর তাআলার মহা অনুগ্রহ। তিনি যাকে চান হেদায়েত দান করেন। দান-অনুদান প্রদানের মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করতে বা দান-অনুদান বন্ধ করে দিয়ে মানুষকে চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে ইসলামে প্রবেশের প্রতি নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।

মুসলিম-অমুসলিম সবাইকে দান-সাদকা করার অনুমতি প্রদান করেছে শান্তির জীবন ব্যবস্থা ইসলাম। ইসলামের উদার নীতি ঘোষিত পবিত্র কুরআনের এ আয়াতে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ তাআলা হেদায়েতের ব্যাপারে এ ইঙ্গিত প্রদান করছেন যে, হেদায়েত আল্লাহ তাআলার হাতে। আর আপনি বিশ্ববাসীকে এ ফরমান জানিয়ে দিন যে, প্রত্যেকের দান-সাদকা প্রকৃতপক্ষে তার নিজের উপকারেই আসবে।

এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বান্দার প্রতি জুলুম করবেন না। আল্লাহ তাআলা আয়াতে সে ইঙ্গিত প্রদান করেন বলেন-

لَيْسَ عَلَيْكَ بِذُنُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

অর্থ : তাদেরকে সৎপথে আনার দায় তোমার নয়। বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। যে মাল তোমরা ব্যয় কর, তা নিজ উপকারার্থেই কর। আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যয় করো না। তোমরা যে, অর্থ ব্যয় করবে, তার পুরস্কার পুরোপুরি পেয়ে যাবে এবং তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।

আয়াত পরিচিতি ও নাজিলের কারণ :

সূরা বাকারার ২৭২ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা মানুষকে সঠিক পথ দানের বিষয়টি একান্ত তাঁর ইচ্ছাধীন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। আর দান-সাদকা প্রত্যেকের নিজেদের কল্যাণ ও আল্লাহর সন্তুষ্টিতেই আসে। আর প্রতিদান প্রদানেও আল্লাহ কারো প্রতি জুলুম করবেন না বলেও আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, ‘যারা আপনার বিরোধিতা করে তাদেরকে দান-সাদকা বন্ধ করে তাদেরকে ইসলামে প্রবেশের ব্যবস্থা করা আপনার দায়িত্ব নয়; বরং আপনার দায়িত্ব হলো তাদের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছে দেয়া।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা যাকে তাওফিক দান করবেন সে হেদায়তে তথা সঠিক পথ লাভ করবে আর যাকে তাওফিক দেয়া হবে না সে বঞ্চিত হবে।

এ আয়াতের শানে নুজুলে ইমাম রাযি. একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন-

হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কন্যা হজরত আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা মা নাতিলা এবং তাঁর মা-সহ হজরত আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। তারা উভয়েই তখন মুশরেক ছিল। তখন হজরত আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, আমি এ বিষয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুমতি গ্রহণ না করে আপনাদের কোনো কিছু দান-সাদকা করতে পারবো না। এরপর তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে মুশরেক আত্মীয়দেরকে দান করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে এ আয়াত নাজিল হয়।

তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে দান-সাদকা করার অনুমতি দান করেন। (তাফসিরে মাজহারি)

কোনো কোনো তাফসিরকার বলেন, ‘অর্থ-সম্পদের লোভে যেন কেউ মুসলমান না হয় সে জন্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমান ব্যতিত অন্য কোনো ব্যক্তিকে দান-সাদকা করতে নিষেধ করেছিলেন। তখন এ আয়াত নাজিল হয়। আর তাতে ঘোষণা করা হয়, মুসলমান-অমুসলমান সবাইকে দান-সাদকা করা যায়।

(তাফসিরে কবির)

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে ইসলামের উদার নীতি নিজেদের মধ্যে বাস্তবায়নের পাশাপাশি এর প্রচার-প্রসারে দাওয়াতি কাজ ও দান-সাদকা অব্যাহত রাখার তাওফিক দান করুন।

(আমিন)

৬২. মহিলাদের দান-সাদকার আদেশ

মহিলাদের সাদকা করার অনুমতি আছে এবং এটি উৎসাহিতও করা হয়। রাসুল (সা.) নিজেও মহিলাদের সাদকা করার আদেশ দিয়েছেন, যেমনটি তিনি বিলাল (রা.)-এর মাধ্যমে করেছিলেন, এবং মহিলারা তখন তাদের কানের দুল ও কঙ্কণ দান করেছিলেন। এই সাদকা স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের জন্য সাওয়াব বয়ে আনে এবং আল্লাহ এতে বরকত দান করেন। নিচে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হলো—

❖ ইসলামে মহিলাদের সাদকার আদেশ

১. নারীদের সাদকা করা বৈধ ও সাওয়াবপূর্ণ কাজ :

ইসলাম নারীদের পুরুষদের মতোই সাদকা (দান) করার অনুমতি দিয়েছে।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন:

> “পুরুষ ও নারী যারা সাদকা করে এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেয়, তাদের পুরস্কার বহুগুণে বৃদ্ধি করা হবে।”

(সূরা আল-হাদীদ, আয়াত ১৮)

অর্থাৎ, এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে— নারীও পুরুষের ন্যায় দান করলে একই রকম সাওয়াব পায়। ইসলাম নারীদের দানের ক্ষেত্রে কোনো বাধা দেয়নি, বরং উৎসাহ দিয়েছে।

২. স্বামীর অনুমতি সম্পর্কে বিধান :

যদি মহিলার নিজস্ব সম্পদ থাকে (যেমন উত্তরাধিকার, বেতন, ব্যবসা ইত্যাদি), তাহলে তিনি স্বামীর অনুমতি ছাড়াই সাদকা করতে পারেন — যতক্ষণ না সেটা সংসারের প্রয়োজনীয় খরচে ক্ষতি করে।

তবে স্বামীর সম্পদ থেকে সাদকা করতে হলে স্বামীর অনুমতি নেওয়া উচিত।

হাদীসে এসেছে:

> “নারী যেন তার স্বামীর ঘর থেকে (স্বামীর সম্পদ) অনুমতি ছাড়া কিছু দান না করে।”
(আবু দাউদ, হাদীস: ৩৫৬৫)

অর্থাৎ, যদি স্বামী দান-খয়রাতের অনুমতি সাধারণভাবে দিয়ে রাখেন, তাহলে আলাদা করে প্রতিবার জিজ্ঞেস করা জরুরি নয়।

৩. কাকে সাদকা করা যাবে মহিলা নিম্নোক্তদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা সাদকা দিতে পারেন :

- আত্মীয়স্বজন (এতে দ্বিগুণ সওয়াব — দান ও আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা),
- দরিদ্র, এতিম, প্রতিবন্ধী,
- মসজিদ, মাদ্রাসা, হাসপাতাল ইত্যাদি কল্যাণমূলক কাজে।

৪. আত্মীয়দের প্রতি দান :

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন -

> “যে ব্যক্তি আত্মীয়কে দান করে, সে দান করার সওয়াব পায় এবং আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার সওয়াবও পায়।”
(তিরমিজি, হাদীস ৬৫৮)

অতএব, কোনো নারী যদি নিজের ভাই-বোন, বাবা-মা বা আত্মীয়কে সাহায্য করে, তা দ্বিগুণ সওয়াবের কাজ।

৪. গোপনে দান করা উত্তম নবীজি বলেছেন:

> “সাত শ্রেণির মানুষকে আল্লাহ তাআলা তাঁর আরশের ছায়ায় স্থান দেবেন। তাদের মধ্যে একজন হলেন — সেই ব্যক্তি, যে এমনভাবে দান করে যে তার বাম হাত জানে না ডান হাত কী দান করল।”

(বুখারী ও মুসলিম)

এই হাদীস নারীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

৫. স্বামীর বা পরিবারের জন্য খরচ করাও সাদকা হাদীসে এসেছে:

> “যদি কোনো নারী তার স্বামীর ঘর থেকে (স্বামীর অনুমতিতে) খরচ করে, তবে তারও সওয়াব হবে; স্বামীরও সওয়াব হবে।”

(বুখারী, মুসলিম)

অর্থাৎ একজন নারী ঘরের কাজে, সন্তান ও পরিবারের কল্যাণে যে ব্যয় করেন, তাতেও তিনি সওয়াব পান।

৬৩. নারী সাহাবিরা যেভাবে দান করতেন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও দান করতেন। সাহাবায়ে কেরামকেও তিনি দান করতে উৎসাহিত করেছেন। ইসলামের প্রথম যুগে দান-সাদকা সহ প্রতিটি ক্ষেত্রে অনন্য নজির উপস্থাপন করেছেন সাহাবায়ে কেরাম। সে যুগে পুরুষ সাহাবিদের পাশাপাশি ঈমান-আমল ও ইসলামী বিধান পালনে কোনও অংশে পিছিয়ে ছিলেন না নারী সাহাবিরা। এখানে নারী সাহাবিদের দান-সাদকার কিছু ঘটনা তুলে ধরা হল-

> খাদিজা (রাঃ) — এর দানশীলতা
(সর্বপ্রথম দানশীল নারী)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে তাঁর নবুওয়াতের শুরুর সময় খাদিজা (রাঃ) নিঃস্বার্থভাবে সমর্থন ও সাহায্য করেছিলেন।
তিনি তাঁর সমস্ত সম্পদ ইসলামের জন্য ব্যয় করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন -

“যখন সবাই আমাকে অস্বীকার করেছিল, খাদিজা তখন আমার ওপর বিশ্বাস রেখেছিল; যখন সবাই আমাকে বঞ্চিত করেছিল, সে তখন নিজের সম্পদ দিয়ে আমাকে সহায়তা করেছিল।”
(সহিহ বুখারি)

> হজরত আয়েশা (রা.) - এর দানশীলতা
(গোপনে দান করতেন)

উম্মুল মুমিনীন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) -এর কাছে একবার প্রায় লক্ষাধিক দেরহাম ভর্তি দু’টি বস্তা হাদিয়ে এলো। তিনি থালা ভর্তি করে সব দেরহাম দান করতে শুরু করলেন। এভাবে দান করতে করতে নিজের জন্য কিছু না রেখেই সন্ধ্যার মধ্যেই সব দেরহাম দান করে দিলেন।

ঘটনার দিন রোজা রেখেছিলেন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)। সন্ধ্যায় তিনি বাঁদীকে ইফতারের জন্য কিছু আনতে বললেন। সে একটি রুটি ও যায়তুনের তেল নিয়ে এসে বললো,

বস্তা ভর্তি দেরহাম থেকে অন্তত এক দেরহাম রেখে দিলে কিছু গোশত আনিয়ে আমরা ভালভাবে ইফতার করতে পারতাম। একথা শুনে উম্মুল মুমিনীন বললেন, এখন না বলে, আগে স্মরণ করিয়ে দিতে, তাহলে কিছু আনিয়ে রাখা যেত।

শুধু এ ঘটনা নয় সব সময় হাদিয়া এলে এভাবেই দু'হাত ভরে তা দান করে দিতেন আয়েশা (রা.)। সব দান করে অসচ্ছল ও কষ্টে জীবন যাপন করতে পছন্দ করতেন তিনি।

আয়েশা রা.-এর ভাগিনা হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এভাবে নিজ খালার দান-সাদকা ও সব সাদকা করে তার কষ্টে জীবনযাপন দেখে ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। একবার তিনি ভাবলেন, খালাম্মাকে কিছুটা নিষেধ করা দরকার।

হজরত আয়েশা রা.- বিষয়টি জানতে পেরে ভাগিনা আব্দুল্লাহ বিন যুবাইরের প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন। তার সঙ্গে কথা না বলার শপথ করে মানত করলেন। খালার অসন্তুষ্ট ও শপথের কথা জেনে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর অত্যন্ত বেদনাক্লান্ত হলেন। রাগ ভাঙাতে অনেকের মাধ্যমে সুপারিশ করালেন।

কিন্তু হযরত আয়েশা রা. নিজের শপথের অপারগতার কথা জানালেন। এতে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর আরও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাতৃবংশের দু'জন ব্যক্তিকে সুপারিশকারী হিসাবে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। যখন তারা পর্দার আড়াল থেকে হজরত আয়েশার সঙ্গে কথা বলছিলেন, এ সময় আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর খালাকে জড়িয়ে ধরে অনুনয়-বিনয় করে কাঁদতে লাগলেন। সেই দুই সুপারিশকারী তখন মুসলমানদের সঙ্গে কথোপকথন বন্ধ করে দেয়া সম্পর্কিত হাদিস স্মরণ করালেন।

এ হাদিস শুনে হজরত আয়েশা (রা.) কেঁদে ফেললেন এবং ভাগিনা আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরকে ক্ষমা করে দিলেন এবং তার সঙ্গে কথা বলা শুরু করলেন। তবে তার সেই কসমের কাঙ্ক্ষা স্বরূপ বারবার গোলাম আজাদ করতেন, এমনকি ৪০ জন গোলাম পর্যন্ত আজাদ করলেন। যখনই তার ওই শপথ ভঙ্গের কথা মনে হতো তখনই এতোটা কাঁদতেন যে চোখের পানিতে তার ওড়না পর্যন্ত ভিজ়ে যেত।

> হজরত আসমা (রা.) - এর দানশীলতা
(উদারতার প্রতীক)

হজরত আসমা রা.-ও অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। প্রথমে তিনি আনুমানিক হিসাব করে সব কিছু খরচ করতেন। কিন্তু যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, বেঁধে বেঁধে রেখে দিবে না, হিসাব করবে না এবং সামর্থানুযায়ী খরচ করবে। তারপর থেকে তিনিও দু'হাত ভরে দান করতে লাগলেন।

তিনি নিজের মেয়ে ও অন্যান্য নারীদের উপদেশ দিয়ে বলেন, তোমরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত ও বেঁচে যাওয়া অর্থকে আল্লাহর রাস্তায় দানের জন্য রেখো না। বা বেঁচে যাওয়া অর্থ থেকে দান করবে এই অপেক্ষায় থেকো না। তিনি বলেন, এই অপেক্ষায় থাকলে প্রয়োজন কখনো শেষ হবে না। তা সব সময় বাড়তেই থাকে। আর প্রয়োজনীয় সম্পদ থেকে সাদকা করলে তার কারণে কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

> হজরত উম্মে সালমার দান-সাদকা
(আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত)

হজরত উম্মে হুসাইন (রা.) বলেন, আমি হজরত উম্মে সালমা (রা.) - এর কাছে বসা ছিলাম। এ সময় দরিদ্রদের একটি দল এসে তার কাছে কিছু সাহায্য চাইলো। উম্মে হুসাইন বললেন, তোমরা চলে যাও।

একথা শুনে উম্মে সালমা (রা.) তাৎক্ষণিক বললেন, হে আল্লাহর বাঁদী! এ কী রকম কথা বললে? তাদের প্রত্যেককে কিছু কিছু সাদকা দিয়ে দাও। কমপক্ষে একটা খেজুর হলেও তাদের হাতে দাও।

> ফাতিমা (রাঃ) এর দান-সাদকা
(ত্যাগ ও দানের উদাহরণ)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - এর কন্যা ফাতিমা (রাঃ) নিজের কষ্টকে উপেক্ষা করে গরিবদের সহায়তা করতেন।

একবার তাঁর কাছে তিনটি রুটি ছিল; তিনি এক রুটি নিজে খেলেন, এক গরিবকে দিলেন, এক বন্দীকে দিলেন।

এ ঘটনার পর সূরা “আল-ইনসান” (৭৬:৮-৯) অবতীর্ণ হয়:

“তারা আল্লাহর ভালোবাসায় মিসকিন, ইয়াতিম ও বন্দীকে আহার করায়...”

> অন্যান্য নারী সাহাবিদের দানশীলতা

- রুবাইয়্যি বিনতে মুআব্বিয় (রাঃ) যুদ্ধের সময় পানি ও খাবার সরবরাহ করতেন।
- উম্মে আতিয়া (রাঃ) যুদ্ধক্ষেত্রে সেবা ও সহযোগিতা করতেন, যা দান হিসেবে গণ্য।
- জুয়াইরিয়া (রাঃ) তাঁর দাসদের মুক্ত করে দান করতেন।

৬৪. নারী সাহাবিদের দান থেকে আমাদের শিক্ষা

ইসলাম এমন একটি ধর্ম, যা দান, করুণা ও মানবসেবাকে ঈমানের অংশ হিসেবে শিক্ষা দেয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন -

> “তোমরা যা কিছু দান করো, আল্লাহ তা জানেন।”

(সূরা আল-বাকার ২:২৭৩)

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন -

> “দান কখনো সম্পদ কমায় না।”

(সহিহ মুসলিম)

❖ আমাদের জন্য শিক্ষা

১. দানে লজ্জা নেই, বরং মর্যাদা আছে।

নারীরা ঘরে-বাইরে যেখানেই থাকুন, সাধ্যমতো দান করা তাদের ঈমানের প্রকাশ।

২. সামান্য দানও মূল্যবান।

এক টুকরো রুটি, এক গ্লাস পানি, একটুখানি হাসি— সবই দান।

৩. গোপনে দান করা শ্রেষ্ঠ।

আল্লাহ বলেন, “যদি গোপনে দান করো, তা তোমাদের জন্য উত্তম।”

(সূরা আল-বাকার ২:২৭১)

৪. নিজেকে নয়, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে দান।

সাহাবিয়ারা দান করতেন প্রদর্শনের জন্য নয়, বরং জান্নাতের আশায়।

আজ আমাদেরও উচিত— নারী সাহাবীদের মতো হৃদয়কে নরম করা, সাধ্যমতো দান করা, এবং সমাজের অভাবগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানো। তাঁরা শুধু অর্থ নয়, সময়, শ্রম ও হৃদয়ের ভালোবাসাও আল্লাহর পথে উৎসর্গ করেছিলেন।

হয়তো আমাদের অল্প দানই কোনো কারও জন্য বিশাল রাহাত বয়ে আনবে,
আর সেই দানই আমাদের জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেবে, ইনশা'আল্লাহ।
আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে দানশীলতা ও আত্মত্যাগের তৌফিক দান করুন।(আমিন)

৬৫. দান ও সাদকার উত্তম সময়

দান ও সাদকা করার জন্য সারাবছরই উত্তম সময়। তবে কিছু নির্দিষ্ট সময়ে এর গুরুত্ব ও ফযিলত আরও বেশি হয়। যেমন রমজান মাসে, জুমার দিন এবং কঠিন পরিস্থিতিতে যখন কেউ অভাব বা বিপদে পড়ে। এছাড়া, নিজের প্রিয় ও উৎকৃষ্ট জিনিস দান করা সবচেয়ে উত্তম। নিচে সেই গুরুত্বপূর্ণ সময়গুলো তুলে ধরা হলো।

❖ নির্দিষ্ট কিছু উত্তম সময়

১. রমজান মাসে

রমজান মাস দানের সর্বোত্তম সময়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানে অন্য সময়ের তুলনায় অনেক বেশি দান করতেন।

হাদীসে এসেছে -

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সবচেয়ে উদার মানুষ, আর রমজানে তাঁর উদারতা প্রবল বাতাসের মতো বেড়ে যেত।”

(সহিহ বুখারি)

২. শুক্রবারে

শুক্রবার সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ দিন।

অনেক আলেম বলেন, শুক্রবারে করা সৎকাজ ও দান অন্য দিনের তুলনায় বেশি ফযিলতপূর্ণ।

৩. সকালে দান করা

সকালে দান করলে দিনব্যাপী বরকত হয়।

হাদীসে আছে -

“প্রতিদিন সকালে দুইজন ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়। একজন বলে, ‘হে আল্লাহ! দানকারীর স্থলে আরও দান দিন।’ অন্যজন বলে, ‘হে আল্লাহ! কৃপণ ব্যক্তির সম্পদ বিনষ্ট করুন।’”
(সহিহ বুখারি, মুসলিম)

৪. কঠিন সময়ে দান করা

যখন নিজেই অভাবগ্রস্ত বা সংকটে থাকে, তবুও যদি দান করে — এর সওয়াব বহুগুণ।
যখন কেউ বা কোনো সম্প্রদায় অভাব, দুর্যোগ বা কঠিন বিপদে পড়ে, তখন তাদের সাহায্য করার জন্য দান করা সবচেয়ে উত্তম কাজ

কুরআনে বলা হয়েছে -

“যারা সুখে-দুঃখে ব্যয় করে, তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে মহাপুরস্কার রয়েছে।”
(সূরা আলে ইমরান ৩:১৩৪)

৫. ঈদের আগে বা প্রয়োজনে সময়ে

ঈদের আগে (বিশেষ করে ঈদুল ফিতরের আগে ফিতরা) দান করলে দরিদ্ররা আনন্দের সাথে ঈদ উদযাপন করতে পারে।

এছাড়া কারও তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটানোর সময় দান করা সবচেয়ে উত্তম দান।

৬. মৃত্যু আসার আগে

মৃত্যুর আগে দান করলে সওয়াব বেশি; মৃত্যুর মুখে এসে দান করলে ততটা ফযিলত হয় না।

হাদীসে এসেছে -

“সেরা দান হলো, তুমি যখন সুস্থ ও লোভী অবস্থায় থাকো, তখন দান করো।”
(সহিহ বুখারি, মুসলিম)

❖ দানের উত্তম পন্থা :

***উৎকৃষ্ট ও প্রিয় বস্তু দান:** নিজের সবচেয়ে পছন্দের বা নিকৃষ্ট নয়, এমন উৎকৃষ্ট জিনিস দান করাই উত্তম।

***নীরবে ও গোপনে দান:** প্রকাশ্যভাবে বা লোক দেখানো দান না করে নীরবে ও গোপনে দান করা বেশি সওয়াবের।

***যথাযথ ব্যক্তিকে দান:** এমন ব্যক্তিকে দান করা উচিত, যিনি সেই অর্থ সঠিক পথে ব্যয় করবেন, পাপের কাজে ব্যবহার করবেন না।

***নিজ পরিবারের পর অন্যদের দান:** নিজের অভাবী আত্মীয়-স্বজনকে দান করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

> হজরত আয়েশা (রা.) বলেন - ‘একবার ঘরে একটি ছাগল জবাই করা হলো। পর্যায়ক্রমে অভাবিদের মাঝে এর মাংস বিতরণ করে দেওয়া হলো। অতপর রাসূল (স.) জিজ্ঞেস করলেন ছাগলের আর কী বাকি আছে? আয়েশা (রা.) বললেন একটি হাড়, বাকি সব বিতরণ করে দেওয়া হয়েছে। রাসূল (স.) বললেন, তোমার কাছে থেকে যাওয়া হাড়টি ছাড়া সবই পরকালে পাওয়া যাবে (তিরমিজি)।’

কত মহান দানশীল নবীর উম্মত আমরা, অথচ রোজা এলেও নির্ধারিত ফিতরা-যাকাত আদায় করে ক্লান্ত হয়ে যাই। অফুরন্ত দানের অভ্যাস আমাদের গড়ে ওঠে না। অসহায় নিঃস্ব ব্যথা-বেদনায় মন গলে না!

এ বিষয়ে আল্লাহ বলেছেন - ‘পূর্ব-পশ্চিমে মুখ ফেরানোই তোমাদের জন্য কল্যাণ নয় বরং প্রকৃত কল্যাণের পথ হলো যারা আল্লাহ, পরকাল, কিতাব ও নবীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং অর্থমোহ থাকা সত্ত্বেও স্বজন, এতিম, অসহায়, পথিক আবেদনকারী ও দাসমুক্তির কাজে ব্যয় করে’ (সূরা বাকারাহ, আয়াত-১৭৭)।

> সাদ ইবনে আব্দুল্লাহ সূত্রে রাসূল (স.) বলেছেন - ‘কেয়ামতের মাঠে প্রথর তাপে দরিদ্রের জন্য দানই হবে আরশের ছায়া (ইবনে খুজাইমা, মুসনাদে আহমদ-১৮০৪৩)।’

অন্যত্র বলেছেন - ‘তোমরা গরিবদের এক টুকরা খেজুর দান করে হলেও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো। (বুখারি ১২৫১)।’

> আবু সাইদ খুদরি সূত্রে রাসূল (স.) আরও বলেন - ‘কোনো মুসলমান অপর কোনো বস্ত্রহীনকে কাপড় পরিধান করাবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের সবুজ পোশাক পরাবেন। কোনো মুসলমান অপর ক্ষুধার্তকে আহার করাবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের সুস্বাদু ফল খাওয়াবেন। কোনো মুসলমান অপরের তৃষ্ণায় পানি পান করাবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের সুঘ্রাণযুক্ত পানি খাওয়াবেন।

(আবু দাউদ, ১৬৮২)।’

আসুন ফিতরা-যাকাতের নির্ধারিত সীমায় অফুরন্ত দান করে আল্লাহর বন্ধু হই। গরিব-অসহায়ের বন্ধুত্বের মাধ্যমেই আল্লাহর বন্ধুত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

৬৬. দান ও সাদকার সামাজিক প্রভাব

দান ও সাদকার সামাজিক প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি সমাজে গরিব-দুঃখীর কষ্ট লাঘব করে, পারস্পরিক সহমর্মিতা ও ভালোবাসার বন্ধন তৈরি করে এবং সামাজিক সম্প্রীতি ও শান্তি-শৃঙ্খলা বাড়াতে সাহায্য করে। এটি সম্পদের পবিত্রতা, বরকত বৃদ্ধি এবং ধন-সম্পদের সুষম বণ্টনেও ভূমিকা রাখে।

❖ প্রধান সামাজিক প্রভাবগুলো হলো

১. দারিদ্র্য হ্রাস :

দান ও সাদকা দরিদ্র মানুষদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করে, যা তাদের খাদ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা ও আশ্রয়ের মতো মৌলিক চাহিদা পূরণে সহায়ক হয়। এর ফলে সমাজে দারিদ্র্য ও ক্ষুধার হার কমে যায়।

২. আত্মনির্ভরতা বৃদ্ধি :

অনেক সময় দান শুধু অর্থ বা খাদ্য নয় — শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান বা উদ্যোগে সহায়তার মাধ্যমে দান মানুষকে আত্মনির্ভর হতে সাহায্য করে। এর ফলে দীর্ঘমেয়াদে সমাজ অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হয়।

৩. সামাজিক ভারসাম্য ও সম্প্রীতি :

দান-সাদকা ধনী-গরিবের মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে আনে এবং সমাজে একাত্মতা ও সম্প্রীতির বন্ধন তৈরি করে। এটি সমাজের দুর্বল অংশকে সহায়তা করে এবং তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণে সাহায্য করে।

৪. সহমর্মিতা ও ভালোবাসা বৃদ্ধি :

এটি মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি এবং ভালোবাসার অনুভূতি জাগিয়ে তোলে, যা একটি সুস্থ ও সুন্দর সমাজ গঠনে সহায়ক।

৫. দুর্দশা ও বিপদ দূরীকরণ :

দান করলে বিপদ ও আপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় বলে ইসলামে বিশ্বাস করা হয় এবং এটি সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

৬. সম্পদের পবিত্রতা ও বৃদ্ধি :

দান ও সাদকার মাধ্যমে সম্পদ পবিত্র হয় এবং তাতে বরকত আসে বলে মনে করা হয়। এটি সম্পদকে শুধু ব্যক্তিগত পর্যায়ে না রেখে বৃহত্তর সামাজিক কল্যাণে ব্যবহার করতে উৎসাহিত করে।

৭. নৈতিক ও আত্মিক উন্নয়ন :

দান করা সামাজিক ও নৈতিক চেতনাকে শক্তিশালী করে এবং মানুষকে আত্মিক পরিশুদ্ধির দিকে নিয়ে যায়। এটি মানুষের মনের মধ্যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং জীবনকে আরও অর্থপূর্ণ করে তোলে।

❖ অপরাধ ও সামাজিক অস্থিরতা হ্রাস

দারিদ্র্য ও বেকারত্ব অনেক সময় অপরাধের মূল কারণ। সাদকা ও দানের মাধ্যমে যদি মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ হয়, তাহলে চুরি, ছিনতাই, মাদকাসক্তি ইত্যাদি অপরাধ কমে যায়।

সামাজিক উন্নয়ন ও মানবসম্পদ বিকাশ

শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও সামাজিক উদ্যোগে দান করলে একটি সমাজ জ্ঞানসমৃদ্ধ ও দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত হয়, যা জাতীয় উন্নয়নেও ভূমিকা রাখে।

দান ও সাদকা শুধু ধর্মীয় দায়িত্ব নয়, এটি মানবিক কর্তব্যও। এটি সমাজে ভারসাম্য, সহর্মিতা ও ন্যায়ের বীজ বপন করে। যদি প্রত্যেক ব্যক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী দান ও সাদকার চর্চা করে, তাহলে একটি সুখী, শান্তিপূর্ণ ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব।

৬৭. দরিদ্র বিমোচনে দান ও সাদকার ভূমিকা

দরিদ্র বিমোচনে দান ও সাদকার ভূমিকা অপরিসীম, কারণ এটি অভাবী মানুষের তাৎক্ষণিক চাহিদা পূরণ করে এবং তাদের স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করে। যাকাত ও সাদকা ফিতরের মতো বাধ্যতামূলক দান দরিদ্রদের আর্থিক সহায়তা দেয় এবং ধনী-দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য কমায়। সাধারণ দান ও সমাজে মানবিক সহায়তা প্রদান করে, যা দারিদ্র্য মোকাবিলায় একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। নিচে দরিদ্র বিমোচনে দান ও সাদকার ভূমিকা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হলো—

দান ও সাদকার ভূমিকা

১. আর্থিক সহায়তা :

দান ও সাদকা দরিদ্র ও অভাবী মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সাহায্য করে, যেমন - খাদ্য, বস্ত্র ও জরুরি প্রয়োজন মেটানো।

২. বৈষম্য দূরীকরণ :

যাকাতের মতো বাধ্যতামূলক দান ধনীদের সম্পদ থেকে একটি নির্দিষ্ট অংশ দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান কমায়।

৩. স্বাবলম্বী হতে সাহায্য :

দানের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ অনেক সময় দরিদ্রদের ছোট ব্যবসা শুরু করতে বা প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে, যা তাদের দীর্ঘমেয়াদে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করে।

৪. সামাজিক স্থিতিশীলতা :

সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্য কমানোর মাধ্যমে দান ও সাদকা সামাজিক স্থিতিশীলতা ও সম্প্রীতি বাড়াতে সাহায্য করে।

৫. মানবিকতা ও নৈতিকতা :

দান করা একটি মানবিক কাজ যা সমাজে সহানুভূতি ও পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব তৈরি করে।

৬. বিশেষ খাত :

যাকাত ছাড়াও ইসলামে সাধারণ দান ও সাদকা ফিতরের মতো নির্দিষ্টভাবে দরিদ্রদের জন্য দানকে উৎসাহিত করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে যাকাত ছাড়াও দরিদ্রদের সম্পদে অধিকার আছে।

❖ ধর্মীয় ও নৈতিক প্রেরণা

ইসলামে দান ও সাদকা শুধু সামাজিক কর্তব্য নয়, এটি ইবাদতের অংশ। কুরআন ও হাদীসে বারবার দান ও সাদকার গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে। ফলে ধর্মীয় অনুপ্রেরণায় মানুষ দরিদ্রদের পাশে দাঁড়াতে উদ্বুদ্ধ হয়।

টেকসই উন্নয়নে সহায়তা

দরিদ্র জনগোষ্ঠী শিক্ষিত ও কর্মক্ষম হলে তারা উৎপাদন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে পারে। দান ও সাদকার অর্থে পরিচালিত শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) অর্জনে ভূমিকা রাখে।

দারিদ্র্য বিমোচনে দান ও সাদকা শুধু সহানুভূতি নয়, এটি একটি সামাজিক দায়িত্ব ও নৈতিক কর্তব্য। যদি সমাজের প্রতিটি সচ্ছল ব্যক্তি নিয়মিতভাবে দান ও সাদকা প্রদান করে, তবে সমাজে দারিদ্র্যের হার অনেকাংশে কমে যাবে এবং একটি ন্যায্যভিত্তিক, মানবিক ও সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে উঠবে।

৬৮. অপরাধ প্রবণতা হ্রাসে সাদকার প্রভাব

অপরাধপ্রবণতা হ্রাসে সাদকার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। এটি দারিদ্র্য ও হতাশা কমিয়ে অপরাধের মূল কারণগুলোকে মোকাবিলা করতে সাহায্য করে। সাদকা প্রদান এবং গ্রহণ উভয়ই ব্যক্তির মধ্যে নৈতিকতা, দায়িত্ববোধ এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি করে, যা তাদের অপরাধমূলক আচরণ থেকে দূরে থাকতে উৎসাহিত করে।

❖ অপরাধপ্রবণতা হ্রাসে সাদকার প্রভাব

১. সাদকা দারিদ্র্য দূরীকরণে এবং মানুষের মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভ কমাতে সাহায্য করে। যখন মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ হয়, তখন তারা চুরি, ছিনতাইয়ের মতো অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত হওয়ার প্রবণতা কম থাকে।

২. সাদকা প্রদান ও গ্রহণ সামাজিক সহমর্মিতা বাড়ায় এবং দরিদ্র ও অভাবী মানুষের প্রতি সহানুভূতি জাগিয়ে তোলে। এটি সমাজে একটি ইতিবাচক সম্পর্ক তৈরি করে, যা অপরাধপ্রবণতা কমাতে সহায়ক।

৩. সাদকার মাধ্যমে ব্যক্তির মধ্যে দানশীলতা, পরোপকার এবং দায়িত্ববোধের মতো ইতিবাচক গুণাবলি বৃদ্ধি পায়। এটি নেতিবাচক মনোভাব এবং প্রতিশোধের অনুভূতি প্রশমিত করে।

৪. সাদকা, বিশেষ করে যখন এটি পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তখন অপরাধীদের সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে। এটি তাদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা এবং হতাশা দূর করে এবং সমাজে গঠনমূলক ভূমিকা পালনের সুযোগ তৈরি করে।

৫. যখন সমাজের একটি বড় অংশ সাদকার মাধ্যমে একে অপরের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়, তখন সামগ্রিকভাবে একটি শান্তিপূর্ণ এবং সুস্থ সমাজ গড়ে ওঠে। এটি সম্ভ্রাস ও নৈরাজ্যের মতো অপরাধমূলক কার্যকলাপ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে

৬৯. সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় দান সাদকার ভূমিকা

সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় সাদকার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি দারিদ্র্য হ্রাস করে, বৈষম্য দূর করে, এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে তোলে। সাদকা অভাবী মানুষকে সহায়তা করে, যা সমাজে অসন্তোষ ও সংঘাতের মূল কারণগুলো কমাতে সাহায্য করে এবং মানুষের মধ্যে সহানুভূতি ও একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বাড়ায়। নিচে সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় সাদকার ভূমিকা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো—

❖ শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় সাদকার ভূমিকা

১. দারিদ্র্য বিমোচন :

সাদকা অভাবী ও দরিদ্র মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ করে, যা তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করে এবং সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য কমায়।

২. সম্প্রীতি বৃদ্ধি :

দরিদ্র ও ধনীদের মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যবধান কমাতে সাদকা একটি কার্যকর উপায়। এটি মানুষকে একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে উৎসাহিত করে, যা সামাজিক সম্প্রীতি বাড়ায়।

৩. বৈষম্য দূরীকরণ :

সাদকা সমাজে বৈষম্য দূরীকরণে সাহায্য করে। যখন সমাজের একটি অংশ অন্যের প্রয়োজনে এগিয়ে আসে, তখন সামাজিক বিভেদ কমে আসে।

৪. ভ্রাতৃত্বের বন্ধন :

সাদকা করা ও গ্রহণ করার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে একটি শক্তিশালী ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি হয়। এটি একে অপরের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ বৃদ্ধি করে, যা একটি সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের জন্য অপরিহার্য।

৫. মানসিক শান্তি :

যারা সাদকা করেন, তারা মানসিক শান্তি ও সন্তুষ্টি লাভ করেন। এটি তাদের মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করে, যা সামগ্রিকভাবে সমাজের শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়।

৬. সংলাপ ও সমঝোতা :

সাদকা ও দাতব্য কাজগুলি মানুষকে একে অপরের কাছাকাছি নিয়ে আসে, যা বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সমঝোতা বাড়াতে সাহায্য করে।

৭. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা :

সাদকা ন্যায় ও সুবিচারের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, যা সমাজে একটি ন্যায্য ও সুশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরি করতে সাহায্য করে।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে শান্তি প্রতিষ্ঠা

ইসলামে সাদকা শুধু দান নয়, বরং এটি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথ। কুরআনে বলা হয়েছে:

> “তোমরা যা কিছু ব্যয় করো, তা আল্লাহ জানেন।”

(সূরা আল-বাকারা ২:২৭৩)

পরিশেষে, সাদকা একটি শক্তিশালী সামাজিক হাতিয়ার, যা সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য কমিয়ে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এই শিক্ষা মানুষকে ন্যায়, দয়া ও সহমর্মিতার পথে পরিচালিত করে, যা সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার মূল চাবিকাঠি।

৭০. সাদকার বিস্ময়কর প্রভাব

ইবনুল কাইয়িম (রা.) বলেন, বিপদ থেকে বাঁচার জন্য সাদকার বিস্ময়কর প্রভাব রয়েছে। সাদকাকারী পাপাচারী, জালিম বা কাফির যা-ই হোক না কেন, এর বদৌলতে আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন ধরনের বিপদ ও শাস্তি থেকে ব্যক্তিকে রক্ষা করেন। কারণ এর একটি অদৃশ্য শক্তি রয়েছে যা অনেক মুসিবত দূর করতে সাহায্য করে, তাছাড়া সকল মানুষই কম-বেশি এর সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে।

❖ সাদকার বিস্ময়কর প্রভাব

১. বিপদ ও বালা-মুসিবত দূর করা :

সাদকা বিপদ-আপদ দূর করতে বিশেষ ভূমিকা রাখে, যা অদৃশ্যভাবেও কাজ করে। এমনকি কোনো পাপী বা জালিম ব্যক্তিও যদি দান করেন, তার বিপদ দূর হয়ে যায়।

২. সম্পদে বরকত :

সাদকা করলে সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং তাতে বরকত হয়।

৩. হায়াত বৃদ্ধি :

সাদকা করলে হায়াত ব্যক্তির হায়াত বৃদ্ধি পায়।

৪. ইহ ও পরকালে সম্মান ও গৌরব :

সাদকা দাতার ইহকাল ও পরকালকে সম্মান ও গৌরবে মণ্ডিত করে তোলে।

৫. পাপ মোচন :

আল্লাহ তা'আলা সাদকার মাধ্যমে মানুষের মন্দগুলো মোচন করে দেন।

৬. আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা :

আত্মীয়-স্বজনকে দান করলে সাদকার সওয়াব ও আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার সওয়াব দুটোই পাওয়া যায়।

৭. সৎকর্মের সওয়াব :

জীবিত বা মৃত যে কোনো মুসলমানের জন্য করা নেক কাজের সওয়াব অবশ্যই সেই ব্যক্তির কাছে পৌঁছে যায়।

৮. অশেষ পুরস্কার :

কোরআন ও হাদিসে সাদকার অসংখ্য পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে, যা একে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

৭১. দান ও সাদকার অর্থনৈতিক প্রভাব

দান ও সাদকা কেবল ধর্মীয় বা নৈতিক কাজ নয়; এর গভীর অর্থনৈতিক প্রভাবও রয়েছে। সমাজ ও অর্থনীতির ভারসাম্য রক্ষায় দান ও সাদকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিচে বিষয়টি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হলো—

১. আয়ের পুনর্বণ্টন (Redistribution of Income)

- দান ও সাদকা সমাজে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে সম্পদের ভারসাম্য আনে।
- ধনীরা যখন তাদের সম্পদের একটি অংশ দান করে, তখন সেই সম্পদ নিম্ন আয়ের মানুষের হাতে পৌঁছে যায়।
- এতে আয়ের অসমতা (income inequality) কমে এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়।

২. ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি (Increase in Purchasing Power)

- দরিদ্ররা যখন সাদকা বা দানের অর্থ পায়, তারা সেই অর্থ ব্যয় করে খাদ্য, বস্ত্র, ওষুধ ইত্যাদিতে।
- ফলে বাজারে চাহিদা (demand) বাড়ে, উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ত্বরান্বিত হয়।
- এই প্রক্রিয়ায় অর্থচক্র (economic cycle) সক্রিয় থাকে।

৩. বেকারত্ব ও দারিদ্র্য হ্রাস (Reduction of Unemployment and Poverty)

সাদকা ও দানের অর্থ যদি ক্ষুদ্র ব্যবসা, প্রশিক্ষণ বা কর্মসংস্থান প্রকল্পে ব্যয় করা হয়, তাহলে অনেক দরিদ্র মানুষ কর্মে নিযুক্ত হতে পারে।

এতে দীর্ঘমেয়াদে দারিদ্র্য হ্রাস পায়।

৪. সামাজিক স্থিতিশীলতা (Social Stability)

দান ও সাদকা সমাজে সহানুভূতি ও পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করে।

দরিদ্রদের মধ্যে হতাশা বা বিদ্বেষ কমে, ফলে সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় থাকে—
যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য।

৫. নৈতিক ও মানসিক প্রভাব (Moral and Psychological Effects)

দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের মানসিক প্রশান্তি বাড়ে, যা উৎপাদনশীলতা ও মানবসম্পদ উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।

৬. রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের ভার কমানো (Reducing Government Burden)

যদি সমাজে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে দান ও সাদকা করে, তাহলে সরকারকে দারিদ্র্য বিমোচন বা সমাজকল্যাণে তুলনামূলকভাবে কম ব্যয় করতে হয়।

এতে রাষ্ট্রীয় বাজেটের ভারসাম্য রক্ষা পায়

ইসলামে যাকাত ও সাদকা একটি প্রাতিষ্ঠানিক দানব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে, যা অর্থনৈতিক সমতা ও মানবিক উন্নয়ন নিশ্চিত করে।

আধুনিক বিশ্বে এনজিও বা দাতব্য সংস্থা একইভাবে সমাজের নিম্নবিত্ত শ্রেণির অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

অর্থাৎ, দান ও সাদকা কেবল ধর্মীয় কর্তব্য নয়, এটি একটি কার্যকর অর্থনৈতিক নীতি, যা টেকসই উন্নয়ন (sustainable development) অর্জনে সহায়ক।

৭২. জাতীয় অর্থনীতিতে যাকাত ও সাদকার অবদান

জাতীয় অর্থনীতিতে যাকাত ও সাদকার অবদান বহুমুখী, যেমন এটি অর্থনৈতিক বৈষম্য কমায়, দারিদ্র্য বিমোচনে সাহায্য করে, এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ায়। যাকাত ধনীদের সম্পদ গরিবদের মধ্যে বিতরণ করে, যা গরিবদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ায় এবং সামাজিকভাবে অর্থনৈতিক সমতা প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে। এর মাধ্যমে বেকারত্ব কমে এবং সামাজিক শান্তি ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়।

❖ অর্থনৈতিক বৈষম্য ও দারিদ্র্য হ্রাস

১. সম্পদের সুষম বণ্টন :

যাকাত ধনীদের সম্পদ দরিদ্র ও অভাবীদের মধ্যে বণ্টন করে, যা সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য কমায়।

২. ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি :

যাকাত পেলে গরিবদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে, যা সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

৩. অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা :

যাকাত সমাজের দুর্বল জনগোষ্ঠীকে আর্থিকভাবে সবল করে তোলে, যা সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করে।

৪. সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা :

যাকাত ও সাদকা সমাজে সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বণ্টন নিশ্চিত করে। ধনীদের সম্পদের একটি অংশ দরিদ্রদের মধ্যে পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে আয়বৈষম্য হ্রাস পায়, যা সামাজিক স্থিতিশীলতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে।

৫. দারিদ্র্য বিমোচন :

যাকাত ও সাদকা দারিদ্র্য হ্রাসের একটি কার্যকর উপায়। যেসব মানুষ কাজ করতে অক্ষম বা অল্প উপার্জন করেন, তারা যাকাত ও সাদকার অর্থ দিয়ে জীবিকা নির্বাহের সুযোগ পান। এতে সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য তৈরি হয়।

❖ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

১. বিনিয়োগ বৃদ্ধি :

যাকাত থেকে প্রাপ্ত অর্থ দরিদ্রদের হাতে গেলে তা ভোগ ও বিনিয়োগে ব্যবহৃত হয়, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে উদ্দীপিত করে।

২. অর্থনৈতিক উন্নয়ন :

যাকাতকে একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হয় যা অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।

৩. উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি :

যাকাতভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থায় দরিদ্ররা যখন মূলধন পায়, তখন তারা ক্ষুদ্র ব্যবসা শুরু করতে পারে। ফলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদনশীলতা বাড়ে।

৪. সরকারি ব্যয়ের পরিপূরক উৎস

রাষ্ট্র যদি সঠিকভাবে যাকাত সংগ্রহ ও বণ্টনের ব্যবস্থা করে, তাহলে তা সরকারি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির একটি শক্তিশালী পরিপূরক হিসেবে কাজ করতে পারে। ফলে সরকারের উপর সামাজিক ব্যয়ের চাপ কিছুটা কমে।

৫. অর্থনৈতিক প্রবাহ বৃদ্ধি

যাকাত ও সাদকার অর্থ সাধারণত নিম্নআয়ের মানুষের হাতে যায়, যারা তাদের প্রাপ্ত অর্থ ভোগ্যপণ্যে ব্যয় করে। এতে বাজারে চাহিদা বাড়ে, উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং অর্থনীতি চক্রাকারভাবে সক্রিয় হয়।

❖ সামাজিক উন্নয়ন ও সম্প্রীতি

১. বেকারত্ব হ্রাস :

যাকাতের মাধ্যমে গরিব ও অসহায় মানুষেরা আর্থিকভাবে সচ্ছল হওয়ায় বেকারত্বের হার কমে।

২. সামাজিক বন্ধন :

যাকাত ধনী-গরিবের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন তৈরি করে, যা সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি করে।

৩. সম্পদের পবিত্রতা :

যাকাত আদায় সম্পদের পবিত্রতা নিশ্চিত করে এবং এটি কেবল একটি ধর্মীয় দায়িত্বই নয়, বরং একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক দায়িত্বও বটে।

৪. নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রভাব :

যাকাত ও সাদকা দাতার মধ্যে মানবিকতা, সহানুভূতি ও দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করে। এতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সততা ও নৈতিকতার চর্চা বাড়ে, যা দীর্ঘমেয়াদে টেকসই উন্নয়নের ভিত্তি গড়ে তোলে।

৫. জাতীয় উন্নয়ন ও টেকসই অর্থনীতি :

যদি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যাকাত ও সাদকা ব্যবস্থাপনাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া যায় (যেমন: যাকাত বোর্ড, স্বচ্ছ বণ্টন ব্যবস্থা), তবে তা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সহায়তা প্রভৃতি ক্ষেত্রে জাতীয় উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

যাকাত ও সাদকা শুধু ধর্মীয় বিধান নয়; এটি একটি সামাজিক-অর্থনৈতিক নীতি, যা বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি দেশ ন্যায্যভিত্তিক, দারিদ্র্যমুক্ত ও টেকসই অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তুলতে পারে।

৭৩. বেকারত্ব ও ভিক্ষাবৃত্তি হ্রাসে দান-সাদকার কার্যকারিতা

বেকারত্ব ও ভিক্ষাবৃত্তি হ্রাসে দান-সাদকার মাধ্যমে অভাবী ও সামর্থ্যহীনদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা যায়, যা তাদের মৌলিক চাহিদা মেটাতে সাহায্য করে এবং ভিক্ষাবৃত্তির পথ থেকে দূরে রাখে। এছাড়া, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং ব্যবসায়িক উদ্যোগকে সহায়তা করার মতো পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

বেকারত্ব হ্রাসে দান-সাদকার কার্যকারিতা

১. কর্মসংস্থান সৃষ্টি :

দান-সাদকার মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ দিয়ে নতুন ব্যবসা বা কুটিরশিল্প স্থাপন করা যেতে পারে, যা অনেক মানুষের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে।

২. দক্ষতা বৃদ্ধি :

প্রশিক্ষণের জন্য আর্থিক অনুদান বা প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহ করে বেকারদের দক্ষ করে তোলা যায়, যা তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে সাহায্য করে।

৩. প্রারম্ভিক পুঁজি :

নতুন উদ্যোক্তাদের ছোট ছোট ব্যবসায়িক উদ্যোগ শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক পুঁজি হিসেবে দান-সাদকার অর্থ ব্যবহার করা যেতে পারে।

❖ ভিক্ষাবৃত্তি হ্রাসে দান-সাদকার কার্যকারিতা

১. মৌলিক চাহিদা পূরণ :

যারা ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করেন, তাদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এবং অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য সরাসরি আর্থিক সাহায্য করা যেতে পারে।

২. আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি :

সরাসরি আর্থিক সাহায্য, যা তাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করে, তা তাদের আত্মমর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এবং ভিক্ষাবৃত্তির মতো সামাজিক অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসতে উৎসাহিত করে।

৩. সঠিকভাবে ব্যবহার :

দান-সাদকা যদি সরাসরি অভাবী ব্যক্তির হাতে পৌঁছায়, তাহলে তা তাদের প্রয়োজনীয় কাজে ব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে, যা দীর্ঘ মেয়াদে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সাহায্য করে।

❖ দান-সাদকার অন্যান্য সুবিধা

১. অর্থনৈতিক ভারসাম্য :

সমাজে সম্পদ ও সুযোগের সমতা নিশ্চিত করতে দান-সাদকা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২. সামাজিক উন্নয়ন :

দান-সাদকার মাধ্যমে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজেও ব্যয় করা যায়, যেমন—শিক্ষা, চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্যসেবা, যা সামগ্রিক সামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে।

৩. বিপদমুক্তি :

হাদিস অনুযায়ী, অধিক পরিমাণে সাদকা করলে বিপদ বা বালা-মুসিবত দূর হয়।

❖ ইসলামি দৃষ্টিকোণ

নবীজী (স:) ভিক্ষাবৃত্তিকে সবসময় নিরুৎসাহিত করেছেন। অভাবগ্রস্ত এবং ভিক্ষুক কিন্তু এক নয়।

কুরআনে বলা হয়েছে:

> “তুমি যা কিছু দান করো, তা তোমারই জন্য উত্তম এবং তা আল্লাহর নিকট সংরক্ষিত থাকে।”

(সূরা আল-বাকারা, ২:২৭২)

হাদিসে রাসূল (সা.) বলেছেন:

> “উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম।” — (সহিহ বুখারি)

অর্থাৎ দাতা হওয়া গ্রহীতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এই চেতনা মানুষকে কর্মমুখী হতে অনুপ্রাণিত করে।

সাদকা শুধু দারিদ্র্য বিমোচনের একটি সাময়িক ব্যবস্থা নয়; এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক বিনিয়োগ। যদি সাদকা সঠিকভাবে সংগঠিত ও উৎপাদনমুখী খাতে ব্যবহার করা যায়, তবে তা বেকারত্ব ও ভিক্ষাবৃত্তি উভয়ই উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করতে সক্ষম। তাই ব্যক্তিগত সাদকার পাশাপাশি সমাজ ও রাষ্ট্রের উচিত সাদকা ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়ে তা টেকসই উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তোলা।

৭৪. ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা সহায়তায় দান সাদকার ব্যবহার

ইসলামে “সাদকা (Sadaqah)” বা দান কেবল দরিদ্রদের তাৎক্ষণিক সহায়তার মাধ্যম নয়, বরং সমাজে টেকসই উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক ভারসাম্য আনয়নের একটি শক্তিশালী উপায়। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা (SME) খাতে সাদকার সুচিন্তিত ব্যবহার সমাজে আত্মনির্ভরতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে পারে। নিচে বিষয়টি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হলো—

১. সাদকার ধারণা ও উদ্দেশ্য

সাদকা অর্থ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করা সম্পদ, শ্রম বা জ্ঞান। এর মূল উদ্দেশ্য—

- সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য কমানো
- দরিদ্রদের আত্মনির্ভর হতে সহায়তা করা
- সামাজিক ঐক্য ও সহমর্মিতা বৃদ্ধি করা

২. ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের (SME) গুরুত্ব

SME খাত একটি দেশের অর্থনীতিতে—

- কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে
- স্থানীয় সম্পদ ও দক্ষতার ব্যবহার বাড়ায়
- দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে

কিন্তু উদ্যোক্তারা প্রাথমিক পুঁজি, প্রশিক্ষণ ও বাজার সুবিধার অভাবে পিছিয়ে থাকে। এখানেই সাদকার ব্যবহার কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

৩. সাদকার ব্যবহারিক ক্ষেত্র SME সহায়তায়

(ক) পুঁজিগত সহায়তা

সাদকার অর্থ ব্যবহার করে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সুদবিহীন মূলধন বা উপকরণ প্রদান করা যেতে পারে।

যেমনঃ সেলাই মেশিন, রিকশা, হস্তশিল্পের কাঁচামাল ইত্যাদি দেওয়া।

(খ) প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন

সাদকার একটি অংশ ব্যবহার করে উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক প্রশিক্ষণ, মার্কেটিং ও ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

(গ) সমবায়ী বা সামাজিক ব্যবসা প্রকল্প

একাধিক সাদকার দাতার অর্থ একত্রিত করে সামাজিক ব্যবসার মডেলে বিনিয়োগ করা যায়, যেখানে মুনাফা পুনরায় নতুন উদ্যোক্তাদের সহায়তায় ব্যয় হবে।

(ঘ) নারী উদ্যোক্তা সহায়তা

নারীরা প্রায়ই ক্ষুদ্র ব্যবসায় যুক্ত হতে চাইলেও আর্থিক সীমাবদ্ধতায় পিছিয়ে থাকে। সাদকার মাধ্যমে তাদেরকে ঘরোয়া ব্যবসা শুরু করতে সহায়তা করা যেতে পারে।

(ঙ) স্টার্টআপ ইনকিউবেশন ও পরামর্শ সেবা

সাদকার অর্থে একটি স্থানীয় ইনকিউবেশন সেন্টার গড়ে তুলে নতুন উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক পরিকল্পনা, হিসাবরক্ষণ, ও বাজার সংযোগে সহায়তা করা যায়।

৪. সাদকার নৈতিক ও সামাজিক প্রভাব

- আত্মনির্ভর সমাজ গড়ে তোলে
- নির্ভরশীলতা কমায়
- সামাজিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করে
- ইসলামী অর্থনীতির ন্যায্য বণ্টন নীতি বাস্তবায়িত হয়

৫. ইসলামিক মাইক্রোফাইন্যান্স প্রকল্প

যেমন, ব্র্যাক বা ইসাবেলা ফাউন্ডেশনের মতো প্রতিষ্ঠান সাদকার তহবিল ব্যবহার করে ক্ষুদ্র ব্যবসায় সহায়তা করে।

৬. মসজিদভিত্তিক উদ্যোক্তা তহবিল

স্থানীয় পর্যায়ে মসজিদের মাধ্যমে সাদকা ও যাকাত তহবিল পরিচালনা করে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সহায়তা দেওয়া যেতে পারে।

সাদকার সঠিক ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পিত ব্যবহার ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের উন্নয়নের মাধ্যমে সমাজে টেকসই দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা নিশ্চিত করতে পারে। এতে সাদকার আধ্যাত্মিক সুফল যেমন অর্জিত হয়, তেমনি সমাজও উপকৃত হয় অর্থনৈতিকভাবে।

৭৫. আধুনিক যুগে দান ও সাদকার চর্চা ও চ্যালেঞ্জ

আধুনিক যুগে দান ও সাদকার চর্চা সহজ এবং কঠিন উভয়ই, কারণ প্রযুক্তির মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে সাহায্য পাঠানো সম্ভব হলেও, অর্থ অপব্যবহার, প্রতারণা এবং ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তা সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ রয়েছে। একদিকে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এবং অনলাইন দাতব্য সংস্থাগুলো দান প্রক্রিয়াকে সহজ করেছে, কিন্তু অন্যদিকে এই নতুন প্ল্যাটফর্মগুলোতে অপব্যবহারের ঝুঁকিও বেড়েছে।

❖ দান ও সাদকার আধুনিক চর্চা

১. ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে দান :

আজকের যুগে অনলাইন দান (online donation), মোবাইল ব্যাংকিং, ক্রাউডফান্ডিং (crowdfunding) প্ল্যাটফর্ম যেমন GoFundMe, Give Bangladesh, LaunchGood ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষ সহজেই দান করতে পারছে। এটি দানকে আরও সহজ, দ্রুত ও বৈশ্বিক করেছে।

২. কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি (CSR) :

অনেক প্রতিষ্ঠান এখন সমাজসেবাকে তাদের ব্যবসায়িক দায়িত্বের অংশ হিসেবে গ্রহণ করছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, ও নারী উন্নয়ন খাতে কর্পোরেট দান বাড়ছে।

৩. সামাজিক সংগঠন ও স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম :

রেড ক্রিসেন্ট, বিদ্যানন্দ, JAAGO ফাউন্ডেশন, ব্র্যাকের মতো সংগঠনগুলো আধুনিক দানব্যবস্থাকে আরও সংগঠিত ও ফলপ্রসূ করছে।

৪. জনসচেতনতা ও শিক্ষা :

সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে দান-সাদকার গুরুত্ব নিয়ে প্রচার, সচেতনতা ও অনুপ্রেরণা বৃদ্ধি পেয়েছে।

❖ দান ও সাদকার চ্যালেঞ্জসমূহ

১. ভোগবাদ ও আত্মকেন্দ্রিকতা :

আধুনিক সমাজে বিলাসিতা, ব্যক্তিগত সুখ ও প্রতিযোগিতামূলক জীবনযাপন দানশীলতার চেতনা কমিয়ে দিচ্ছে।

২. প্রতারণা ও অপব্যবহার :

অনলাইন দান প্ল্যাটফর্ম বা সংগঠনের নামে অনেক সময় প্রতারণা হয়, যার ফলে মানুষ দানে অনীহা প্রকাশ করে।

৩. প্রদর্শনমূলক দান :

অনেকে দান করে শুধুমাত্র সামাজিক স্বীকৃতি বা প্রচারের জন্য—যা দানের আত্মিক ও নৈতিক মূল্য কমিয়ে দেয়।

৪. সামাজিক বৈষম্য ও অর্থনৈতিক চাপ :

অর্থনৈতিক অস্থিরতা ও বেকারত্বের কারণে সাধারণ মানুষ নিজের প্রয়োজনেই কষ্টে থাকে, ফলে দান করার সামর্থ্য সীমিত হয়ে যায়।

৫. সচেতনতার অভাব :

অনেকে জানে না কোথায় ও কিভাবে কার্যকরভাবে দান করলে সমাজে বাস্তব পরিবর্তন আনা যায়।

❖ সম্ভাবনা ও করণীয়:

- দান ও সাদকার সঠিক শিক্ষা পরিবার ও বিদ্যালয়ে প্রচলন করা উচিত।
- স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক দানব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।
- ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা মাধ্যমে দানকে আত্মিক দায়িত্ব হিসেবে তুলে ধরা দরকার।
- ডিজিটাল প্রযুক্তিকে ইতিবাচকভাবে ব্যবহার করে কার্যকর দান প্ল্যাটফর্ম বাড়ানো যেতে পারে।

আধুনিক যুগে দান ও সাদকার রূপ বদলেছে, কিন্তু তার গুরুত্ব কখনো কমেনি। প্রযুক্তি ও সামাজিক পরিবর্তনের যুগে দান ও সাদকার চর্চা আরও প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। তাই আমাদের উচিত, আন্তরিকতা ও দায়িত্ববোধ নিয়ে আধুনিক চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করে দান ও সাদকার সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবিত করা—যাতে সমাজ আরও মানবিক ও ন্যায্য হয়ে ওঠে।

৭৬. প্রিয়নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবীদের দান-সাদকার চর্চা

প্রিয়নবি (সা.) এবং সাহাবীদের দান-সাদকার চর্চা ছিল ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংশ, যেখানে তারা নিজেদের সবচেয়ে প্রিয় জিনিসও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করতেন। নবী (সা.) নিজে দান করতেন এবং সাহাবীদেরও দান করতে উৎসাহিত করতেন, যা ছিল মানসিক প্রশান্তি এবং ঐক্যের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। তাদের এই চর্চা শুধু আর্থিক সাহায্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং হাসি, ভালো কথা, বা পথ থেকে কষ্টকর জিনিস সরিয়ে ফেলার মতো ছোট-ছোট কাজের মাধ্যমেও প্রকাশ পেত।

❖ প্রিয়নবি (সা.)-এর দান-সাদকার চর্চা

***রাসূলুল্লাহ (সা.) দান ও উদারতায় অতুলনীয় ছিলেন :**

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

“নবী (সা.) মানুষের মধ্যে সবচেয়ে উদার ছিলেন। বিশেষ করে রমজান মাসে তিনি প্রবল বায়ুর চেয়েও দ্রুত দান করতেন।”

(সহিহ বুখারি, হাদীস: ১৯০২)

*** সর্বব্যাপী দান :**

নবী (সা.)-এর দান শুধু অর্থ-সম্পদেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং খাবার, পোশাক, এমনকি হাসিমুখের মাধ্যমেও নিঃস্বার্থভাবে সহায়তা প্রদান করাকে সাদাকা হিসেবে গণ্য করতেন।

*** দান-সাদকার প্রতি উৎসাহ :**

তিনি সাহাবীদের দান করতে উৎসাহিত করতেন এবং নিজেদের আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী সাধ্যমতো দান করতে বলতেন, যার মাধ্যমে একে অপরের প্রতি ভালোবাসা ও সহানুভূতির সম্পর্ক দৃঢ় হত।

❖ সাহাবীদের দান-সাদকার চর্চা

*প্রিয় বস্তু দান :

সাহাবিরা নিজেদের সবচেয়ে প্রিয় জিনিসও দান করতে দ্বিধা করতেন না। যেমন, আবু তালহা (রা.) তার অত্যন্ত প্রিয় 'বাহিরা' নামক বাগানটি আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিয়েছিলেন, কারণ রাসূল (সা.) তাকে বলেছেন যে, "আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় জিনিস হলো, যা তুমি আল্লাহর জন্য দান করো" (কিছুটা ভিন্ন অনুবাদে)।

*প্রতিযোগিতামূলক দান :

দান-সাদকার ক্ষেত্রে সাহাবীদের মধ্যে এক ধরনের প্রতিযোগিতা ছিল, যেখানে সবাই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজেদের সর্বোচ্চটুকু দিতে প্রস্তুত ছিলেন।

*নারী সাহাবীদের অবদান :

পুরুষ সাহাবীদের পাশাপাশি নারী সাহাবিরাও দান-সাদকার ক্ষেত্রে পুরুষদের সমান ভূমিকা পালন করেছেন।

*বিভিন্ন ধরনের দান :

সাহাবিরা বিভিন্নভাবে দান করতেন। যেমন, উসমান (রা.) 'রুমাহ' নামক একটি কূপ ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন যা থেকে অভাবী, আত্মীয়-স্বজন, দাস এবং আল্লাহর রাস্তায় (যেমন: মুসাফির ও মেহমানদের জন্য) খরচ করা হতো।

❖ দান-সাদকার দর্শন

ইসলামে দানের উদ্দেশ্য কেবল সামাজিক সহায়তা নয়, বরং আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা।

আল্লাহ বলেন—

> “তোমরা যা কিছু দান করো, আল্লাহ তা জানেন।”

—(সূরা আল-বাকার ২:২৭৩)

> “যারা আল্লাহর পথে তাদের সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ সেই বীজের মতো, যা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে; প্রতিটি শীষে একশ দানা।”

— (সূরা আল-বাকার ২:২৬১)

প্রিয়নবি (সা.) ও সাহাবীদের জীবনে দান-সাদকা ছিল ঈমানের প্রকাশ। তাঁরা দান করতেন শুধু সম্পদ নয়, সময়, পরিশ্রম ও ভালোবাসাও। তাঁদের জীবন আমাদের শেখায়—

দান মানে শুধু কিছু দেওয়া নয়, বরং নিজের মনকে পরিশুদ্ধ করা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা।

এছাড়া একটু পূর্বেই আমরা জানলাম, হালাল রিযিক থেকে ইখলাসের সাথে বান্দার সামান্য একটি খেজুর পরিমাণ দানকেও আল্লাহ গ্রহণ করেন এবং তার সওয়াব বৃদ্ধি করে পাহাড়সম ফিরিয়ে দেন। সুতরাং দান করার জন্য অটেল অর্থের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন ইখলাস আর হালাল রিযিকের।

যাকে দান করা হবে তার প্রতি স্নেহ ও মমতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়ায় কোন আপত্তি নাই যদি তার গায়ে স্পর্শ করা জায়েজ হয়। সুতরাং কোনও নন মাহরাম গরিব-অসহায় নারীর গায়ে স্পর্শ করা জায়েজ নয়।

অনেকে টাকা-পয়সা দান করার সময় তাতে চুমু খায় ও কপালে লাগায়। এটা কুসংস্কার পূর্ণ কাজ।

আল্লাহ তাআলা আমাদের তার দেয়া নিয়ামত থেকে মানব কল্যাণে এবং দীনের খেদমত ও আল্লাহর পথে খরচ করে তার নৈকট্য অর্জনের তাওফিক দান করুন। (আমিন)

৭৭. সাহাবায়ে কিরামের পরস্পরের মাঝে দানের প্রতিযোগিতা

সাহাবায়ে কেরাম (রা.) পুণ্যের কাজে, বিশেষ করে দানের ক্ষেত্রে, একে অপরকে ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতেন, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশনার ফল ছিল। পবিত্র কুরআনে যেমন [সূরা আলে ইমরান: ১১৪] বলা হয়েছে যে, "তারাই সৎকাজে প্রতিযোগিতা করে", তেমনি সাহাবীরাও দান, এতিমদের প্রতিপালন ও জিহাদের প্রস্তুতিতে নিজেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের চেষ্টা করতেন।

❖ দানের প্রতিযোগিতার কিছু উদাহরণ :

*তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি :

যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) "জায়শুল উসরাহ" (কঠিন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত সেনাবাহিনী) - এর জন্য দানের নির্দেশ দেন, তখন ওমর (রা.) মনে মনে ভেবেছিলেন যে তিনি আবু বকর (রা.) - এর চেয়ে বেশি দান করে তাকে ছাড়িয়ে যাবেন, কিন্তু আবু বকর (রা.) সম্পূর্ণ সম্পদ দিয়ে দিলেও তিনি তার অর্ধেক সম্পদ দেন, যা তার দ্রুত দান করার ইচ্ছাকে প্রকাশ করে।

*এতিমদের লালন-পালন :

ওহুদ যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী হামজা (রা.)-এর এতিম মেয়ের প্রতিপালনের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য একাধিক সাহাবি আগ্রহী ছিলেন, যা তাদের মধ্যে এমন প্রতিযোগিতার একটি দৃষ্টান্ত।

*প্রিয় বস্তু দান :

সূরা আলে ইমরানের ৯২ নং আয়াত নাজিলের পর, সাহাবিরা নিজেদের সবচেয়ে প্রিয় বস্তু দান করার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হন। আবু তালহা (রা.) তার সবচেয়ে প্রিয় বাগান 'বাহিরা' আল্লাহর পথে দান করেন।

*আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন :

সাহাবীরা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পুরস্কার লাভের জন্য ভালো কাজে একে অপরকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেন।

*কুরআনের নির্দেশ :

সুরা বাকারা (১৪৮) ও সুরা আলে ইমরানের (১১৪) মতো কুরআনের আয়াতগুলো সৎকাজে প্রতিযোগিতা করতে উৎসাহিত করেছে, যা সাহাবীরা আন্তরিকভাবে অনুসরণ করতেন।

< আবু বকর (রা.) - এর দানশীলতা : >

যায়েদ ইবনে আসলাম (রহ.) তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন; তিনি বলেন, ওমর (রা.)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) তাবুক যুদ্ধের সময় দান-সাদকা করার জন্য আমাদের নির্দেশ দেন। সৌভাগ্যক্রমে ওই সময় আমার সম্পদও ছিল। ভাবলাম, যদি কোনোদিন আবু বকর (রা.)-কে অতিক্রম করে যেতে পারি, তাহলে আজই সেই সুযোগ। ওমর (রা.) বলেন, আমি আমার অর্ধেক সম্পদ নিয়ে এলাম। আর আবু বকর (রা.) ঘরের ঝাড়ু, চুলার ছাই থেকে নিয়ে ঘরের সব মালামাল গাটি বেঁধে নিয়ে এলেন। যখন আমাদের উভয়ের মাল রাসূল (সা.)-এর সামনে রাখা হলো, তখন দেখা গেল, আমার মাল অনেক বেশি দেখা যাচ্ছে, আর আবু বকর (রা.)-এর মাল খুবই কম। তখন আমি খুব খুশি হলাম। কেননা, আজকের দানের ব্যাপারে আমি জিতে গেছি। কিন্তু না, রাসূল (সা.) সবকিছুই জানতেন। তাই তিনি জানতে চাওয়ার ধরন পাণ্টে দিলেন। বললেন, ‘ওমর! তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য তুমি কী রেখে এসেছ?’ বললাম, ‘এর সমপরিমাণ সম্পদ।’ এরপর বললেন, ‘আবু বকর! তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য তুমি কী রেখে এসেছ?’ বললেন, ‘তাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-কে রেখে এসেছি।’ এমন উত্তর শুনে ভাবলাম, আমি হয়তো কখনো আবু বকর (রা.) - কে অতিক্রম করতে পারব না। (তিরমিজি : ৩৬৭৫)।

< ওমর (রা.) - এর দানশীলতা : >

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, ওমর (রা.) খায়বারে কিছু জমি লাভ করেন। তিনি এ জমির ব্যাপারে পরামর্শের জন্য রাসূল (সা.) - এর কাছে এলেন। বললেন, ‘ইয়া রাসুলাল্লাহ!

আমি খায়বারে এমন ভালো কিছু জমি লাভ করেছি, যা এর আগে আর কখনো পাইনি। সুতরাং আপনি আমাকে এ ব্যাপারে কী বলেন?’ রাসূল (সা.) বললেন, ‘তুমি চাইলে জমি ওয়াকফ করে উৎপাদিত ফসল সাদকা করতে পার।’ আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বললেন, ওমর (রা.) এ শর্তে তা ওয়াকফ করেন যে, তা বিক্রি ও দান করা যাবে না এবং কেউ এর উত্তরাধিকারীও হবে না। তিনি জমি থেকে উৎপন্ন বস্তু অভাবগ্রস্ত, আত্মীয়-স্বজন, দাস মুক্তি, আল্লাহর রাস্তায়, মুসাফির ও মেহমানদের জন্য খরচ করেন। (বোখারি : ২৭৩৭)।

< ওসমান গনী (রা:) - এর দানশীলতা : >

ওসমান গনী (রাঃ) ১০০০ স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে আসেন। স্বর্ণমুদ্রাগুলি যখন রাসূল (সা:) - এর কোলের উপরে তিনি ঢেলে দেন, তখন রাসূল (সা:) সেগুলি উল্টে-পাল্টে বলতে থাকেন :

مَا ضَرَّ ابْنَ عَفَّانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ، يُرِيدُهَا مَرَارًا

অর্থ : আজকের দিনের পর কোন আমলই ইবনু ‘আফফানের (অর্থাৎ ওসমানের) কোন ক্ষতিসাধন করবে না’। কথাটি তিনি কয়েকবার বলেন’।[2] এই বিপুল দানের জন্য তাঁকে *مُجْهَرُ حَيْشِ الْعُسْرَةِ* অর্থাৎ ‘তাবুক যুদ্ধের রসদ যোগানদাতা’ বলা হয়।[3]

< আববাস বিন আব্দুল মুত্তালিব : > তিনি বহু মাল-সামান নিয়ে আসেন।

< এতদ্ব্যতীত ত্বালহা, সা‘দ বিন ওবাদাহ : >

মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ প্রমুখ প্রচুর মাল-সম্পদ দান করেন। এভাবে এক মুদ, দুই মুদ করে কম-বেশী দানের স্রোত চলতে থাকে। মহিলাগণ তাদের গলার হার, হাতের চুড়ি, পায়ে অলংকার, কানের রিং, আংটি ইত্যাদি যার যা গহনা ও অলংকার ছিল, সবই রাসূল (সা:)-এর নিকটে পাঠিয়ে দেন। কেউ সামান্যতম কৃপণতা করেননি (সীরাহ হালাবিয়াহ ৩/১০০; আর-রাহীক ৪৩৩ পৃঃ)। আছেন বিন ‘আদী ১০০ অসাক্ক অর্থাৎ হিজায়ী ছা’ হিসাবে প্রায় ১৪,৩৫৯ কেজি খেজুর জমা দেন (ইবনু হিশাম ২/৫৫১)। এ সময় উমাইরাহ বিনতে সুহায়েল বিন রাফে‘ দুই ছা’ খেজুর, আবু খায়ছামা আনছারী এক ছা’ এবং আবু ‘আকীল হাছহাছ অথবা হাবহাব আনছারী (রাঃ) অর্ধ ছা’ বা অর্ধ থলি (نَصْفُ صُبْرَةٍ) খেজুর নিয়ে আসেন’ (কুরতুবী)। আবু ‘আকীল বলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমি সারা রাত দুই ছা’ খেজুরের

বিনিময়ে অন্যের ক্ষেতে পানি সেচেছি। সেখান থেকে এক ছা' পরিবারের জন্য রেখে এসেছি এবং এক ছা' এখানে এনেছি' (আল-ইছাবাহ ক্রমিক ১০২৬০)। তখন রাসূল (সা:) নির্দেশ দিলেন তার ঐ খেজুরগুলি সাদকার স্তূপের উপর ছড়িয়ে দিতে। অতঃপর তার জন্য দো'আ করলেন,

بَارَكَ اللَّهُ فِيمَا أُعْطِيَتْ وَفِيمَا أُمْسِكَتْ َ

অর্থ : আল্লাহ তাতে বরকত দিন যা তুমি দান করেছ এবং যা তুমি (পরিবারের জন্য) রেখে দিয়েছ'। তখন কিছু লোক এতে হাসাহাসি করে বলল, নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এসব দান থেকে অমুখাপেক্ষী' (ত্বাবারী হা/১৭০১২; কুরতুবী, ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা তওবা ৭৯ আয়াত, সনদ যঈফ)।

< সবশেষে আব্দুর রহমান বিন আওফ (রাঃ) : >

হে আল্লাহর রাসূল! সাদকা দানকারী আর কেউ বাকী আছে কি? রাসূল (সা:) বললেন, না। তখন তিনি তার মোট সম্পদের অর্ধেক ৪০০০ দিরহাম বা ১০০ উকিয়া স্বর্ণমুদ্রা দান করেন। এ সময় ওমর ইবনুল খাত্তাব বলেন, তুমি কি পাগল? তিনি বললেন, আমি পাগল নই। অতঃপর বলেন, আমার মোট ৮০০০ দিরহামের মাল রয়েছে। তন্মধ্যে ৪০০০ দিরহাম রেখেছি আমার পরিবারের জন্য এবং বাকী ৪০০০ দিরহাম আমি আমার প্রতিপালককে ঋণ দিলাম। তখন রাসূল (সা:) খুশী হয়ে বললেন

بَارَكَ اللَّهُ فِيمَا أُعْطِيَتْ وَفِيمَا أُمْسِكَتْ َ

অর্থ : আল্লাহ তাতে বরকত দিন যা তুমি দান করেছ এবং যা তুমি রেখে দিয়েছ। এ সময় এক ছা বা অর্ধ ছা করে যারা দান করেন, সকলের উদ্দেশ্যে তিনি একই দো'আ করেন। তখন মুনাফিকরা বলল, আল্লাহর কসম! এটি স্রেফ 'রিয়া' ও শ্রুতি মাত্র। কেননা আল্লাহ এসব দান থেকে অমুখাপেক্ষী। (ত্বাবারী হা/১৭০০৪, ১৭০১৭; ইবনু কাছীর, তাফসীর তওবা ৭৯ আয়াত, সনদ যঈফ)।

< আবু মাসউদ আনছারী (রাঃ) বলেন : >

আমাদেরকে সাদকার আদেশ দেওয়া হল। তখন আমরা সবাই তা বহন করে নিয়ে গেলাম। এ সময় আবু আক্কীল অর্ধ ছা সাদকা নিয়ে এলেন। অন্য একজন তার চাইতে কিছু বেশী নিয়ে এল। তখন মুনাফিকরা বলল, নিশ্চয় আল্লাহ এইসব সাদকা থেকে অমুখাপেক্ষী। তারা বলল, এরা এগুলি করছে লোক দেখানোর জন্য। তখন সূরা তওবা ৭৯ আয়াতটি নাযিল হয়।
(বুখারী হা/৪৬৬৮)।[4]

উক্ত আয়াতে আল্লাহ বলেন -

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ
سَخَرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

অর্থ : যারা স্বেচ্ছায় সাদকা দানকারী মুমিনদের প্রতি বিদ্রূপ করে এবং যাদের স্বীয় পরিশ্রমলব্ধ বস্তু ছাড়া কিছুই নেই তাদেরকে উপহাস করে, আল্লাহ তাদেরকে লাঞ্ছিত করেন এবং তাদের জন্য রয়েছে মর্মস্ফুট শাস্তি।

(তওবা ৯/৭৯)।

কোরআনের বাণী -

যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে একমাত্র মহান রবের জন্য নিজের ধন-সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় দান করে, তাদের উদাহরণ একটি বীজের মতো; যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শীষে ১০০ করে দানা থাকে। আল্লাহ অতি দানশীল, সর্বজ্ঞ।’ (সূরা বাকারা : ২৬১)। এ আয়াতের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ একটি ঘটনা আছে। তা হলো, আবু বকর (রা.)-এর খেলাফতকালে একবার দুর্ভিক্ষ শুরু হয়। খাদ্যদ্রব্য একেবারেই দুর্লভ হয়ে পড়ে। মানুষের দুঃখ-দুর্দশা কঠিন আকার ধারণ করে। সে সময় ওসমান (রা.)-এর প্রায় এক হাজার মণ গমের একটি চালান বিদেশ থেকে মদিনায় পৌঁছে।

শহরের কয়েকজন বড় ব্যবসায়ী ওসমান (রা.)-এর কাছে এলেন। তারা তার সব গম ৫০ শতাংশ লাভে কেনার প্রস্তাব দিলেন। সেই সঙ্গে এ প্রতিশ্রুতিও দিলেন যে, তারা দুর্ভিক্ষপীড়িত জনগণের দুর্দশা লাঘবের জন্যই এ গম কিনতে চায়। ওসমান (রা.) বললেন, ‘তোমরা যদি আমাকে এক হাজার গুণ লাভ দিতে পার, তবে আমি দিতে পারি। কেননা, অন্য একজন আমাকে সাতশত গুণ দিতে চেয়েছেন।’ ব্যবসায়ীরা বলল, ‘চালান মদিনায় আসার পর তো

আমরাই প্রথম এলাম আপনার কাছে। তাহলে সাতশত গুণ লাভের প্রস্তাব কে কখন দিয়েছে?’ বললেন, ‘এ প্রস্তাব আমি আল্লাহর কাছ থেকে পেয়েছি। আমি এ চালানোর সব গম বিনামূল্যে গরিবদের মাঝে বিতরণ করব। এর বিনিময়ে আল্লাহতায়ালার আমাকে সাতশত গুণ বেশি পুণ্য দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।’ তখন ওসমান (রা.) কোরআনের উল্লিখিত আয়াতটি স্মরণ করিয়ে দিলেন

রাসূল (সা.)-এর প্রিয় সাহাবিরা ছিলেন বড় দানবীর। তারা আল্লাহর দ্বীনের জন্য, অভাবীদের অভাব দূর করতে ও ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধ করতে দান করতেন। সচ্ছল-অসচ্ছল সর্বাবস্থায় দানের প্রতিযোগিতায় তারা ছিলেন অগ্রগামী।

সাহাবিদের এই প্রতিযোগিতা ছিল কেবল সম্পদ দান করাই নয়, বরং আল্লাহর পথে নিজেদের উৎসর্গ করার এক মানসিকতা। তারা একে অপরের সাথে নেক কাজে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে নিজেদের অবস্থান উন্নত করার চেষ্টা করতেন।

৭৮. ডিজিটাল যুগে সাদকার আধুনিক রূপ (অনলাইন দান, ফান্ড রেইজিং ইত্যাদি)

ইসলামে সাদকা এমন একটি আমল, যা শুধু দারিদ্র্য দূর করে না, বরং সমাজে সহর্মিতা, ভালোবাসা ও ন্যায়বিচারের সংস্কৃতি গড়ে তোলে। আধুনিক যুগে, প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে সাদকার চর্চাও নতুন রূপ পেয়েছে। এখন মানুষ শুধুমাত্র নগদ অর্থ বা হাতে হাতে সাহায্য না করে, অনলাইন ও ডিজিটাল মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে মানবসেবায় অংশ নিতে পারছে। নিচে ডিজিটাল যুগে সাদকার কিছু আধুনিক রূপ তুলে ধরা হলো—

১. অনলাইন দান (Online Charity)

বর্তমানে অসংখ্য ইসলামিক ও সাধারণ দাতব্য সংস্থা তাদের নিজস্ব ওয়েবসাইট বা অ্যাপের মাধ্যমে দান গ্রহণ করে। উদাহরণস্বরূপ:

*আন্তর্জাতিক অনলাইন দান প্ল্যাটফর্ম

LaunchGood ইসলামী ক্রাউডফান্ডিং launchgood.com

Islamic Relief বিশ্বব্যাপী যাকাত ও সেবা islamic-relief.org

Penny Appeal শিক্ষা, পানি, খাদ্য, এতিম pennyappeal.org

Muslim Hands শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য muslimhands.org.uk

GiveSadaqah.org সদাকা ও জারিয়াহ দান givesadaqah.org

*বাংলাদেশভিত্তিক অনলাইন দান প্ল্যাটফর্ম

SAWAB Foundation যাকাত, সাদাকা, ফিতরা sawabfoundation.org.bd

Bidyanondo Foundation শিশু, শিক্ষা, খাদ্য bidyanondo.org

JAAGO Foundation দরিদ্র শিশুর শিক্ষা jaago.com.bd

Halal Donation BD যাকাত, কুরবানি halaldonationbd.com

Friendship NGO স্বাস্থ্যসেবা, মানবিক সহায়তা friendship.ngo

সুবিধা :

- দ্রুত ও নিরাপদ লেনদেন
- বিদেশ থেকেও সহজে দান করা
- স্বচ্ছতা (transaction tracking ও রসিদ পাওয়া যায়)

২. ক্রাউডফান্ডিং (Crowdfunding)

এখন অনেকেই ব্যক্তিগত বা সামাজিক উদ্দেশ্যে অনলাইন ফান্ড রেইজিং ক্যাম্পেইন চালান। যেমন:

- কোনো অসুস্থ ব্যক্তির চিকিৎসার খরচ জোগানো
- দরিদ্র শিক্ষার্থীদের সহায়তা
- মসজিদ, স্কুল বা কূপ নির্মাণ প্রকল্প

এই প্রক্রিয়ায় ছোট ছোট অনুদান একত্রিত হয়ে বড় কাজ সম্ভব হয় — যা “সাদকা জারিয়া”-রও একটি আধুনিক রূপ।

৩. মোবাইল ব্যাংকিং ও ই-ওয়ালেট সাদকা

বিকাশ, নগদ, রকেট, PayPal, Wise, Apple Pay ইত্যাদির মাধ্যমে এখন যে কেউ কয়েক ক্লিকে সাদকা দিতে পারে।

অনেক মসজিদ, মাদ্রাসা ও এতিমখানাও এই সিস্টেমে যুক্ত হয়েছে।

এটি সময়, স্থান ও দূরত্বের বাধা ভেঙে সাদকা করার সহজ উপায়।

৪. ডিজিটাল সাদকা জারিয়া

- অনলাইন ইসলামিক শিক্ষা প্ল্যাটফর্মে বিনিয়োগ করা (যেখানে মানুষ কুরআন, ইসলামিক শিক্ষা শিখছে)
- ওয়েবসাইট, অ্যাপ বা ভিডিও তৈরি করা যা মানুষকে উপকারে আসে (যেমন ইসলামিক জ্ঞান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মানসিক স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে)
- ফ্রি ডিজিটাল রিসোর্স তৈরি ও শেয়ার করা — এটি জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়া সাদকার একটি রূপ।

৫. পরিবেশ ও প্রযুক্তি নির্ভর সাদকা

- অনলাইনে গাছ লাগানোর প্রোগ্রাম (যেমন “Plant a tree” ক্যাম্পেইন)
- সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পে অংশগ্রহণ
- দরিদ্র এলাকার জন্য ইন্টারনেট বা ডিভাইস সরবরাহ করা

এসব কাজের মাধ্যমে মানুষ ও পরিবেশ উভয়ের উপকার হয় — যা সাদকার চেতনারই অংশ।

❖ ইসলামি দৃষ্টিকোণ

ইসলামে সাদকার উদ্দেশ্য হলো নিয়ত ও আন্তরিকতা। অনলাইন বা অফলাইন—মাধ্যম যাই হোক না কেন, যদি তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয়, তবে তা পুরস্কৃত হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

> “সাদকা কখনো সম্পদ কমায় না।”

(সহিহ মুসলিম)

ডিজিটাল যুগে সাদকা শুধু টাকার আদান-প্রদান নয়, বরং এটি প্রযুক্তির মাধ্যমে মানবতার সেবা করার এক অসাধারণ সুযোগ। এখন প্রতিটি মুসলমান চাইলে মোবাইলের এক ক্লিকে বিশ্বজুড়ে দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারে।

৭৯. এনজিও (NGO) ও সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে সাদকা

এনজিও (NGO) এবং সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে সাদকা দেওয়া একটি জনপ্রিয় পদ্ধতি, যেখানে আপনি আপনার দান এই সংস্থাগুলির মাধ্যমে অভাবী ও দুস্থ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন। এই সংস্থাগুলো পেশাদার ব্যবস্থাপনা ও আনুষ্ঠানিক কর্মসূচির মাধ্যমে কাজ করে এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। আপনি তাদের বিভিন্ন প্রকল্পে সরাসরি অংশগ্রহণ বা অর্থ সহায়তা করতে পারেন। নিচে বিষয়টি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হলো—

ক. এনজিও এবং সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে সাদকা দেওয়ার পদ্ধতি :

১. অনলাইন মাধ্যমে দান :

অনেক এনজিও ও সামাজিক সংগঠনের নিজস্ব ওয়েবসাইট আছে, যেখানে অনলাইনে টাকা দান করার ব্যবস্থা থাকে।

২. ব্যাংক একাউন্টে জমা :

সরাসরি ব্যাংক একাউন্টে অনুদান বা সাদকার অর্থ জমা দেওয়া যায়।

৩. সরাসরি শাখায় গিয়ে দান:

আপনি সংস্থার নির্দিষ্ট শাখায় গিয়েও সরাসরি দান করতে পারেন।

৪. প্রকল্পে সহায়তা:

আপনি কোনো নির্দিষ্ট প্রকল্পে (যেমন: শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন) আর্থিক সহায়তা করতে পারেন।

৫. স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ: অর্থ প্রদানের পাশাপাশি, আপনি স্বেচ্ছাসেবী হিসেবেও কাজ করতে পারেন, যা আপনার সদকার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

৬. সুশৃঙ্খলভাবে দান বিতরণ :

তারা দরিদ্র, এতিম, প্রতিবন্ধী, অসহায় ও দুর্যোগপীড়িত মানুষদের কাছে দান পৌঁছে দিতে পারে পরিকল্পিতভাবে।

৭. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা :

অনেক এনজিও তাদের আর্থিক কার্যক্রম প্রকাশ্যে রাখে, ফলে সাদকার অর্থ কোথায় ব্যয় হচ্ছে তা দাতারা জানতে পারেন।

৮. দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নমূলক কাজ :

শুধু এককালীন সাহায্য নয়, তারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, পানি, বাসস্থান ইত্যাদি খাতে সাদকার অর্থ ব্যবহার করে টেকসই পরিবর্তন আনে।

৯. দুর্যোগকালীন সহায়তা :

বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, মহামারির মতো সময়ে সংগঠনগুলো দ্রুত সহায়তা পৌঁছে দেয়।

খ. ইসলামি দৃষ্টিতে এনজিওর মাধ্যমে সাদকা

ইসলামী শরিয়তের দৃষ্টিতে সাদকা প্রদান বৈধ ও সওয়াবের কাজ, যতক্ষণ—

- অর্থ হালাল উৎস থেকে আসে,
- দানটি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা হয়,
- সংগঠনটি বিশ্বস্ত ও স্বচ্ছভাবে কাজ করে,
- অর্থটি হকদারদের (যারা প্রাপ্য) কাছে পৌঁছে।

যদি এনজিও ইসলামী নীতিমালা অনুসারে পরিচালিত হয় এবং দানের অর্থ সঠিকভাবে ব্যয় করে, তাহলে তাদের মাধ্যমে সাদকা প্রদান করা সম্পূর্ণ বৈধ ও প্রশংসনীয়।

গ. সাদকার ধরন যা এনজিওর মাধ্যমে করা যায়

***সাদকা জারিয়া (চলমান সাদকা):**

কূপ খনন, মসজিদ/মাদ্রাসা নির্মাণ, এতিমদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ইত্যাদি।

***এককালীন সাদকা :**

খাদ্য বিতরণ, চিকিৎসা সহায়তা, পোশাক বিতরণ, দুর্গত সহায়তা ইত্যাদি।

ঘ. দক্ষতা উন্নয়ন বা কর্মসংস্থানমূলক সহায়তা :

দারিদ্র্য বিমোচনের টেকসই উপায় হিসেবে।

❖ এনজিও ও সামাজিক সংগঠনের সুবিধা

১. পেশাদার ব্যবস্থাপনা :

এনজিও এবং সামাজিক সংগঠনগুলো পেশাদার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে, যা দানের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করে।

২. সঠিক ব্যক্তি নির্বাচন :

এই সংস্থাগুলো সুবিধাভোগী বা যাদের সত্যিই সাহায্যের প্রয়োজন তাদের চিহ্নিত করতে এবং তাদের কাছে সাহায্য পৌঁছে দিতে সক্ষম।

৩. দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব :

তারা শুধুমাত্র তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটানোর পরিবর্তে দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কাজ করে।

❖ দান করার আগে যা খেয়াল রাখা উচিত

- এনজিওর রেজিস্ট্রেশন ও সুনাম যাচাই করা।
- তাদের বার্ষিক রিপোর্ট বা কার্যক্রমের স্বচ্ছতা দেখা।
- সাদকা প্রচার নয়, নফল ইবাদত—তাই গোপনে করা উত্তম।
- নিজের এলাকায় বা নিজ সমাজের মানুষের প্রতি অগ্রাধিকার দেওয়া উত্তম।

এনজিও ও সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে সাদকা প্রদান হলো আধুনিক সমাজে মানবকল্যাণের একটি সুবিন্যস্ত পদ্ধতি। যদি সঠিক উদ্দেশ্যে ও বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এটি সম্পন্ন হয়, তবে তা ইসলামী দৃষ্টিতেও প্রশংসনীয় ও পুরস্কারযোগ্য আমল।

৮০. সাদকার অপব্যবহার ও দুর্নীতি

সাদকা (দান বা সেবামূলক কাজ) ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি সমাজে দারিদ্র্য দূরীকরণ, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং মানবতার কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে, বর্তমান সময়ে সাদকার অপব্যবহার ও দুর্নীতি একটি বড় সামাজিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সাদকার প্রকৃত উদ্দেশ্য

সাদকার মূল উদ্দেশ্য হলো—

- আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা,
- অভাবীদের সাহায্য করা,
- সমাজে সহমর্মিতা বৃদ্ধি করা,
- সম্পদের ন্যায্য বণ্টন নিশ্চিত করা।

কিন্তু যখন এই উদ্দেশ্য বিকৃত হয়, তখন সাদকা তার প্রকৃত মূল্য হারায়।

❖ সাদকার অপব্যবহার কীভাবে ঘটে

১. রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সাদকা প্রদান :

অনেক সময় ব্যক্তি বা সংগঠন সাদকা ব্যবহার করে জনপ্রিয়তা অর্জন বা রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে।

২. প্রদর্শনমূলক দান :

সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারের জন্য দান করা বা আত্মপ্রচারমূলক উদ্দেশ্যে সাদকা দেওয়া— এটি সাদকার আন্তরিকতা নষ্ট করে।

৩. অযোগ্য ব্যক্তির কাছে সাদকা পৌঁছানো :

অনেক সময় সঠিকভাবে যাচাই না করে এমন ব্যক্তিদের সাদকা দেওয়া হয় যারা প্রকৃতপক্ষে অভাবী নয়। এতে প্রকৃত দরিদ্ররা বঞ্চিত হয়।

৪. সংস্থাগত দুর্নীতি :

অনেক এনজিও বা দাতব্য সংস্থায় তহবিলের অপব্যবহার, অনিয়ম, এবং প্রশাসনিক ব্যয়ের নামে অর্থ আত্মসাৎ করা হয়।

৫. সাদকার দুর্নীতির ফলাফল

- দরিদ্র জনগোষ্ঠী প্রকৃত সহায়তা থেকে বঞ্চিত হয়।
- মানুষের সাদকা প্রদানের আগ্রহ কমে যায়।
- সমাজে অবিশ্বাস ও বৈষম্য সৃষ্টি হয়।

- ইসলামী মূল্যবোধ ও নৈতিকতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

❖ অপব্যবহার রোধের উপায়

- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।
- যোগ্য ও সৎ ব্যক্তিদের হাতে তহবিল পরিচালনা।
- নিয়মিত অডিট ও পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা রাখা।
- দান প্রদানের আগে যাচাই-বাছাই করা।
- আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আন্তরিকভাবে সদকা প্রদান করা।

সাদকা মানবতার কল্যাণের জন্য এক পবিত্র আমল। কিন্তু যখন এটি স্বার্থপরতা, প্রদর্শন বা দুর্নীতির শিকার হয়, তখন তা বরকতহীন হয়ে যায়। তাই আমাদের উচিত সাদকা প্রদানের ক্ষেত্রে আন্তরিক থাকা, স্বচ্ছতা বজায় রাখা এবং সমাজে প্রকৃত অভাবীদের পাশে দাঁড়ানো—তবেই সাদকার প্রকৃত উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে।

৮১. যা দান করা হয়েছে, তা-ই বরং অবশিষ্ট আছে

যা দান করা হয়েছে তাই বরং অবশিষ্ট আছে- এই উক্তিটি মূলত একটি হাদিসের অংশ, যার অর্থ হলো যা কিছু দান করা হয়, সেটাই পরকালে আপনার জন্য অবশিষ্ট থাকে, আর যা নিজের জন্য রেখে দেওয়া হয় তা শেষ পর্যন্ত নিঃশেষ হয়ে যায়। এটি দানের গুরুত্ব এবং তার চূড়ান্ত প্রতিদানের উপর জোর দেয়।

আয়েশা (রা.) থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে :

أَنَّهُمْ ذَبَحُوا شَاءً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا بَقِيَ مِنْهَا؟ قَالَتْ: مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا كَتِفِهَا قَالَ: بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفِهَا

অর্থ : একবার তাঁরা একটি বকরি জবাই করেছেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, "বকরির আর কি অবশিষ্ট আছে?" তিনি বললেন, "কেবল কাধের হাড়টাই অবশিষ্ট আছে।" রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "বরং কাধের হাড় ছাড়া সবই অবশিষ্ট রয়েছে"।

এর দ্বারা এটাই বোঝানো হয়েছে যে, যা কিছু সাদকা বা দান করা হয়, তা আল্লাহর কাছে জমা থাকে এবং পরকালে এর প্রতিদান পাওয়া যায়। অন্যদিকে, যা কিছু নিজের কাছে রেখে দেওয়া হয়, তা একসময় শেষ হয়ে যায়

আমাদের অগণিত শ্রমের বিনিময়ে অর্জিত এসব স্বর্ণ- মুদ্রা ও ধন সম্পদের সামান্য মূল্যও নেই দান করা ছাড়া। অন্যদের দেয়া ব্যতীত এসবের কোনো প্রভাব ও সাওয়াবও হবে না।

হাসান (রা.) বলেন, "দিনার-দিরহাম সঙ্গী হিসেবে কতই না নিকৃষ্ট! তোমার কাছ থেকে চলে যাওয়া ছাড়া কোনো উপকারে আসবে না"।

সম্পদ আপনার থেকে বিচ্ছিন্ন হবেই। তবে উত্তমভাবে বিচ্ছিন্ন করতে হলে কল্যাণমূলক কাজে দান করতে হবে, সম্পদ দিয়ে অন্যের প্রতি ইহসান করতে হবে। অবশ্য কেবল পরকালেই নয় দুনিয়াতেও এর বেশ প্রভাব রয়েছে। সদাকার প্রভাব খুবই বিস্তার ও মহান। যা আমরা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখতে পাই। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে অবলোকন করি।

৮২. শ্রেষ্ঠ মর্যাদায় উন্নীত হওয়ার ১০ টি বৈশিষ্ট্য

হে সাদকাকারী!

দশটি বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে মানুষ উন্নত অবস্থান এবং শ্রেষ্ঠ মর্যাদায় উন্নীত হতে পারে।

১. অধিক হারে সাদকা করা।

২. বেশি বেশি কোরআন তিলাওয়াত করা।

৩. যারা দুনিয়াবিমুখ করে এবং আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, তাদের সাথে ওঠাবসা করা।

৪. আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা।

৫. অসুস্থ ব্যক্তির সেবা করা।

৬. সেসব ধনীর সাথে খুব কম ওঠাবসা করা, যাদের ধনাঢ্যতা আখিরাত থেকে বিমুখ করে রেখেছে।

৭. নিজের দিকে ধেয়ে আসা আগামী দিনটি নিয়ে বেশি চিন্তা করা।

৮. অল্প আশা করা এবং মৃত্যুর কথা বেশি বেশি স্মরণ করা।

৯. সর্বদা চুপ থাকা এবং কম কথা বলা।

১০. বিনয়ী হওয়া, খুব দামী পোশাক পরিধান না করা, গরিবদের ভালোবাসা, তাদের সাথে ওঠাবসা করা, এতিম মিসকিনদের কাছে থাকা এবং তাদের মাথায় হাত বুলানো।

৮৩. মহানবী (সা.) - এর দানের হৃদয়স্পর্শী ঘটনা

প্রিয় নবী (সা.) - এর চারিত্রিক গুণ যথাযথভাবে উপস্থাপন করার সাধ্য কারো নেই। তাঁর চারিত্রিক সনদ দিয়েছেন মহান রাসূলুল আলামিন। পবিত্র কোরআনে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন - “তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালকে ভয় করে এবং আল্লাহকে বেশি স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর (চরিত্রের) মধ্যে আছে উত্তম আদর্শ।” (সূরা আহজাব, আয়াত : ২১)

*প্রিয় চাদর দান :

মুমিনের উচিত রাসূল (সা.)-এর আদর্শ আঁকড়ে ধরা।

রাসূল (সা.)-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল দানশীলতা। তিনি এতটাই দানশীল ছিলেন যে কেউ তাঁর কাছে কিছু চাইলে তিনি তাকে ফিরিয়ে দিতে পারতেন না। তার নজির বিভিন্ন হাদিসে পাওয়া যায়। এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, সাহল ইবনে সাদ (রা.) বলেন, এক নারী নবী (সা.)-এর কাছে একটি ‘বুরদাহ’ নিয়ে এলেন।

সাহল (রা.) লোকজনকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কি জানেন ‘বুরদাহ’ কী? তাঁরা বলেন, তা চাদর। সাহল (রা.) বলেন, এটি এমন চাদর যা ঝালরসহ বোনা। এরপর ওই নারী জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি আপনাকে এটি পরার জন্য দিলাম। নবী (সা.) চাদরখানা এমনভাবে গ্রহণ করেন, যেন তাঁর এটির দরকার ছিল। এরপর তিনি এটি পরলেন। এরপর সাহাবিদের মধ্যে এক ব্যক্তি সেটি তাঁর দেহে দেখে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, এটা কতই না সুন্দর! আপনি এটি আমাকে দিয়ে দিন। নবী (সা.) বলেন, ‘হ্যাঁ’ (দিয়ে দেব)। নবী (সা.) উঠে চলে গেলে অন্য সহাবিরা তাঁকে দোষারোপ করে বলেন, তুমি ভালো কাজ করোনি। যখন তুমি দেখলে যে এটি তাঁর প্রয়োজন ছিল বলেই তিনি চাদরখানা এমনভাবে গ্রহণ করেছেন।

এর পরও তুমি সেটা চাইলে। অথচ তুমি অবশ্যই জানো যে তাঁর কাছে কোনো জিনিস চাওয়া হলে তিনি কাউকে কখনো বিমুখ করেন না। তখন সেই ব্যক্তি বলল, যখন নবী (সা.) এটি পরেছেন, তখন তাঁর বরকত লাভের জন্যই আমি এ কাজ করেছি, যাতে এ চাদরে আমার কাফন হয়।

(বুখারি, হাদিস : ৬০৩৬)

ওপরের হাদিসের ভাষ্য দ্বারা বোঝা যায়, চাদরটি রাসূল (সা.) - এর খুবই পছন্দ হয়েছিল এবং তা তাঁর প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু তার পরও তিনি তা ওই সাহাবিকে দিয়ে দিয়েছেন। তাঁর দান-সাদকার হাত এতটাই লম্বা ছিল যে তা যে কাউকেই বিস্মিত করত। আনাস (রা.) বলেন, জনৈক লোক নবী (সা.) - এর কাছে এলো। তিনি তাকে এত বেশি ছাগল দিলেন, যাতে দুই উপত্যকার মাঝামাঝি স্থান পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। এরপর ওই ব্যক্তি তার গোত্রের কাছে গিয়ে তাদের বলল, হে আমার জাতি ভাইয়েরা, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো। কারণ মুহাম্মদ (সা.) অভাবের আশঙ্কা না করে দান করতেই থাকেন।

(মুসলিম, হাদিস : ৫৯১৪)

*দ্রুততর সময়ে সম্পদ বিতরণ :

অন্য হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, আনাস (রা.) বলেন, নবী (সা.) - এর কাছে বাহরাইন থেকে কিছু সম্পদ এলো। তিনি বলেন, এগুলো মসজিদে রেখে দাও। আল্লাহর রাসূল (সা.) - এর কাছে এ যাবৎ যত সম্পদ আনা হয়েছে তার মধ্যে এ সম্পদই ছিল পরিমাণে সবচেয়ে বেশি। অতঃপর আল্লাহর রাসূল (সা.) নামাজে চলে গেলেন এবং এর দিকে দৃষ্টি দিলেন না। নামাজ শেষ করে তিনি এসে সম্পদের কাছে গিয়ে বসলেন। তিনি যাকেই দেখলেন, কিছু সম্পদ দিয়ে দিলেন। এরই মধ্যে আব্বাস (রা.) এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমাকেও কিছু দিন। কারণ আমি নিজের ও আকিলের (এ দুজন বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের কয়েদি ছিলেন) পক্ষ হতে মুক্তিপণ দিয়েছি। আল্লাহর রাসূল (সা.) তাকে বলেন, নিয়ে যান। তিনি তা কাপড়ে ভরে নিলেন। অতঃপর তা উঠাতে চেষ্টা করলেন; কিন্তু পারলেন না। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, কাউকে বলুন, যেন আমাকে এটি উঠিয়ে দেয়। তিনি বলেন, না। আব্বাস (রা.) বলেন, তাহলে আপনি নিজেই তুলে দিন। তিনি বলেন, না। আব্বাস (রা.) তা থেকে কিছু সম্পদ রেখে দিলেন। অতঃপর পুনরায় তা তুলতে চেষ্টা করেন। (এবারও তুলতে না পেরে) তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, কাউকে আদেশ করুন যেন আমাকে তুলে দেয়। তিনি বলেন, না। অতঃপর আব্বাস (রা.) বলেন, তাহলে আপনিই আমাকে তুলে দিন। তিনি বলেন, না। অতঃপর আব্বাস (রা.) আরো কিছু সম্পদ নামিয়ে রাখলেন। এবার তিনি উঠতে পারলেন এবং তা নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।...আল্লাহর রাসূল (সা.) সেখানে একটি দিরহাম অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত উঠলেন না।

(বুখারি, হাদিস : ৪২১)

*সম্পদ জমা না রেখে দ্রুত বিতরণ :

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর রাসূলের দান-সাদকার প্রতি কতটা আগ্রহ ছিল, তাঁর একটি হাদিস দ্বারা এর কিঞ্চিৎ ধারণা পাওয়া যায়। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন, আমার কাছে যদি উহুদ পাহাড়ের সমান সোনা থাকত, তাহলেও আমার পছন্দ নয় যে তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর তার কিছু অংশ আমার কাছে থাকুক। তবে এতটুকু পরিমাণ ছাড়া, যা আমি ঋণ পরিশোধ করার জন্য রেখে দিই। (বুখারি, হাদিস : ২৩৮৯)

অনেকের ধারণা হতে পারে, এটা হয়তো রাসূল (সা.) মানুষকে সাদকার প্রতি উদ্বুদ্ধ করার জন্য বলেছেন; কিন্তু না, রাসূল (সা.) বাস্তবেই এমন মনোভাব পোষণ করতেন। এবং মুষ্টিভর্তি সোনার অলংকার দান করে দেওয়ার নজির তাঁর জীবনে আছে। রুবাইয়্যি বিনতে মুআওভভিজ ইবনে আফরা (রা.) থেকে বর্ণিত, আমি এক পাত্র খেজুর এবং কিছু হালকা-পাতলা শসা নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) - এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে এক মুষ্টি অলংকার ও স্বর্ণ দান করেন। (শামায়েলে তিরমিজি, হাদিস : ২৭৩)

আল্লাহ্ আকবার! রাসূল (সা.) - এর দানশীলতা নিয়ে গবেষণা করলে এমন অসংখ্য হাদিসে পাওয়া যাবে, সেসব হাদিসে প্রিয় নবীর অকাতরে দান করার চিত্র সামান্য কিছু উঠে এসেছে

*রমজানে অকাতরে দান :

এগুলোতে স্বাভাবিক সময়ের দানের কথা। আর পবিত্র রমজান এলে রাসূল (সা.) - এর দানের মাত্রা আরো বহু গুণ বেড়ে যেত। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, নবী (সা.) সর্বাপেক্ষা বেশি দানশীল ছিলেন। তাঁর দানশীলতা বহু গুণ বর্ধিত হতো রমজানের পবিত্র দিনে, যখন জিবরাইল (আ.) তাঁর সঙ্গে দেখা করতেন। জিবরাইল (আ.) রমজানের প্রতি রাতে তাঁর সঙ্গে দেখা করে কোরআন শুনতেন ও শোনাতেন। নবী (সা.) কল্যাণ বণ্টনে (দান-সাদকায়) প্রবাহিত বাতাসের চেয়েও বেশি দানশীল ছিলেন। (বুখারি, হাদিস : ৩৫৫৪)

রাসূল (সা.) এর দানের বর্ণনা -

أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ الْحَارِثِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حَدَّثَهُ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ، فَأَسْرَعَ
ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ، فَلَمْ يَلْبِثْ أَنْ خَرَجَ، فَقُلْتُ أَوْ قِيلَ لَهُ فَقَالَ " كُنْتُ خَلَفْتُ فِي الْبَيْتِ تَبْرًا مِنَ الصَّدَقَةِ،
فَكَرِهْتُ أَنْ أُبَيِّنَهُ فَقَسَمْتُهِ "

অর্থ : উকবাহ ইব্নু হারিস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আসরের সালাত আদায় করে দ্রুত ঘরে প্রবেশ করলেন। অতঃপর বিলম্ব না করে বের হয়ে আসলেন। আমি বললাম সুতরাং হে দাতা! আল্লাহ আপনাকে দেখছেন! আপনার কাজকে দেখছেন! আপনার দানকে দেখছেন! আল্লাহ আপনার এই নেক কাজ ও নেক নিয়তের বদলা অবশ্যই দেবেন!

তাই যারা প্রিয় নবীকে ভালোবাসে, তাদের উচিত সাধ্যমতো দান-সাদকায় আত্মনিয়োগ করা।
ইনশাআল্লাহ, মহান আল্লাহ এর বিনিময়ে উভয় জাহানের সফলতা দান করবেন।

৮৪. দান ও সাদকার চিরস্থায়ী উদাহরণ

দান ও সাদকা শুধু একবারের সাহায্য নয় — এমন অনেক দান আছে, যার সুফল যুগের পর যুগ মানুষ ভোগ করে। এগুলোই সাদকা-এ-জারিয়া (চলমান দান) নামে পরিচিত।

❖ সাদকায়ে জারিয়া

অর্থ: চলমান সাদকা বা স্থায়ী সাদকা — এমন দান, যার উপকারিতা দীর্ঘ সময় ধরে অব্যাহত থাকে, এবং দাতার জন্য মৃত্যুর পরও সওয়াব প্রবাহিত হয়।

উদাহরণ : নিচে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ দেওয়া হলোঃ

*মসজিদ নির্মাণ

মসজিদে দান করার বা মসজিদ নির্মাণ করার ফযিললত অপারিসীম। মসজিদে দান করার হাদিস সমূহের মধ্যে থেকে অন্যতম একটি হাদিস হলো, হাদিস শরিফে বলা হয়েছে, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মসজিদ নির্মাণ করবে, মহান আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ ঘর তৈরি করে দেবেন।’ (বুখারি ৪৫০)

মসজিদে দান করার হাদিস সমূহের মধ্য থেকে অন্য আরেকটি হাদিস হলো, হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মুমিনদের যেসমস্ত আমলের ধারা মৃত্যুর পরও চলমান থাকে তার মধ্যে অন্যতম হলো :

- সেই ইলম যা সে প্রসার করে গেছে।
- রেখে যাওয়া নেক সন্তান।
- রেখে যাওয়া কুরআনের কপি।

- তার নির্মাণকৃত মসজিদ।
- তার নির্মাণ করে যাওয়া মুসাফিরখানা।
- তার স্থাপন করে যাওয়া নলকূপ।
- ওই সাদকা, যা বেঁচে থাকতে সে দান করে গেছে।

মসজিদ নির্মাণ করতে হবে, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। মসজিদ নিয়ে অহংকার করা কিয়ামতের আলামত। লোকেরা মসজিদ নিয়ে পরস্পর গৌরব ও অহংকারে মেতে না উঠা পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। (আবু দাউদ ৪৪৯) তাই আমাদের উচিত একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় মসজিদ নির্মাণ করা। কারো সেই সামর্থ্য না থাকলে কমপক্ষে সহযোগিতা করবে। মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণে আত্মনিয়োগ করবে। মসজিদকে সর্বদা পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধিময় করে রাখবে।

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ নির্মাণ করার আর তা পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধিময় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। (আবু দাউদ ৪৫৫)

*শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা সহায়তা করা :

বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, গ্রন্থাগার বা কোনো শিক্ষামূলক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা এমন এক দান, যা থেকে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে পড়ে। যতদিন কেউ সেই জ্ঞান থেকে উপকৃত হবে, ততদিন প্রতিষ্ঠাতা ও সহযোগীদের জন্য সওয়াব চলতে থাকবে।

*জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেওয়া :

যে জ্ঞান মানুষকে সঠিক পথে চালায়, নৈতিক করে তোলে, বা জীবনের উপকারে আসে—সেই জ্ঞান প্রচার করাও এক মহান সাদকা। শিক্ষকতা, ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান, বা ভালো কিছু শেখানো—এসবের সওয়াবও মৃত্যুর পর পর্যন্ত চলতে থাকে।

*কূপ খনন করা :

যে ব্যক্তি তৃষ্ণার্ত মানুষের জন্য পানির ব্যবস্থা করে, সে জীবিত অবস্থায় যেমন উপকার করে, মৃত্যুর পরও তার জন্য সওয়াব চলতে থাকে। একটি কূপ, টিউবওয়েল বা পানির ট্যাংক স্থাপন করা এমন দান—যা বহু মানুষ ব্যবহার করে, আর প্রতিটি ফোঁটা পানি দানকারীর জন্য নেকি বয়ে আনে।

*নেক সন্তান রেখে যাওয়া :

একজন নেক ও আল্লাহভীরু সন্তান তার পিতা-মাতার জন্য মৃত্যুর পরও দোয়া করে। এই দোয়া পিতা-মাতার আমলনামায় সওয়াব হিসেবে যোগ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন -

> “মানুষ মারা গেলে তার সব কাজ বন্ধ হয়ে যায়, শুধু তিনটি ছাড়া—একটি চলমান দান, উপকারী জ্ঞান, এবং নেক সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।”

(সহীহ মুসলিম)

*ভালো কাজের প্রচলন করা :

যে ব্যক্তি সমাজে কোনো ভালো কাজ শুরু করে—যেমন গরিবদের সহায়তা কর্মসূচি, পরিচ্ছন্নতা অভিযান, বা সমাজসেবামূলক উদ্যোগ—তিনিও সাদকা-এ-জারিয়ার অংশীদার হন। কারণ পরবর্তীতে যারা সেই কাজ অনুসরণ করে, তাদের প্রতিটি সওয়াবে তারও অংশ থাকে।

*গাছ লাগানো :

একটি গাছ লাগানো কেবল পরিবেশের জন্য নয়, মানুষের জন্যও মহান দান। গাছের ছায়া, ফল, অক্সিজেন, এমনকি পশুপাখির আশ্রয়—সবই দানকারীর জন্য নেকি বয়ে আনে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন -

> “যে মুসলমান একটি গাছ রোপণ করে, তার ফল, পাতা বা ছায়া থেকে যদি মানুষ বা প্রাণী উপকৃত হয়, তা দান হিসেবে গণ্য হয়।”

(সহীহ মুসলিম)

এর মালিকানা সাধারণত দাতার কাছে থাকে না; উপকার অব্যাহত থাকলেই সওয়াব অব্যাহত থাকে।

ওয়াকফ

অর্থ: কোনো সম্পদ আল্লাহর পথে স্থায়ীভাবে উৎসর্গ করা, যাতে তা আর বিক্রি, উত্তরাধিকার বা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য ফেরত নেওয়া যায় না।

ওয়াকফের মালিকানা ব্যক্তি থেকে বের হয়ে যায় এবং আল্লাহর পথে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ : নিচে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো :

- মসজিদের জমি ওয়াকফ করা
- কবরস্থান বা মাদ্রাসার জন্য জমি ওয়াকফ
- ভাড়ার আয় থেকে গরিবদের সেবা করার জন্য বাড়ি/দোকান ওয়াকফ
- কৃষিজমি ওয়াকফ, যার ফলন গরিবদের জন্য

ওয়াকফ একটি আইনগত কাঠামো একবার ওয়াকফ করলে তা আর ব্যক্তিগত মালিকানায় ফেরত আসে না।

ওয়াকফ হলো সাদকায়ে জারিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যখন কোনো সম্পদ ওয়াকফ করা হয়, তখন তা থেকে প্রাপ্ত আয় বা উপকারিতা langfristig বা স্থায়ীভাবে মানুষকে উপকৃত করে, যা সাদকায়ে জারিয়ার মূল ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

- প্রতি ওয়াকফই সাদকায়ে জারিয়া, কিন্তু
- প্রতি সাদকায়ে জারিয়া ওয়াকফ নয়।
- আপনি একটি কূপ খনন করলেন — এটি সাদকায়ে জারিয়া, কিন্তু আপনি সেটিকে আইনগতভাবে ওয়াকফ নাও করতে পারেন।
- কিন্তু যদি আপনি জমি/বাড়ি/জমির আয়কে আল্লাহর নামে স্থায়ীভাবে উৎসর্গ করেন— এটি ওয়াকফ, এবং সেটি নিজেই সাদকায়ে জারিয়া।

দান ও সাদকা শুধু অর্থ দেওয়ার বিষয় নয়; এটি মানুষের কল্যাণের প্রতিটি কাজের মধ্যে নিহিত। কূপ খনন, জ্ঞান বিতরণ, মসজিদ নির্মাণ—এসব কাজ মৃত্যুর পরও দানকারীর আমলনামায় নেকি যোগ করতে থাকে। তাই আমাদের উচিত, সামর্থ্য অনুযায়ী অন্তত একটি স্থায়ী দান রেখে যাওয়া—যা আমাদের আখিরাতের মুক্তির কারণ হবে। (ইনশাআল্লাহ)

৮৫. উপসংহার

দান ও সাদকা ইসলাম ধর্মে এমন এক উত্তম আমল যা মানুষকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে এবং সমাজে সমতা, ভ্রাতৃত্ব ও মমতার বন্ধন গড়ে তোলে।

***কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—**

"তোমরা যা কিছু দান করো, আল্লাহ তা জানেন।"

(সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৭৩)

***অন্যত্র আল্লাহ আরও বলেন—**

"যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে দান করে, তার দান যেন এক বীজের ন্যায়, যা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে এবং প্রতিটি শীষে থাকে একশত দানা।"

(সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৬১)

***রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—**

"সাদকা সম্পদ কমায় না, বরং বৃদ্ধি করে।"

(সহীহ মুসলিম)

এই আয়াত ও হাদীসগুলো আমাদের শিক্ষা দেয় যে, দান কেবল দরিদ্রদের সহায়তা নয়, বরং এটি এক মহান ইবাদত, যা মানুষের হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করে, সমাজে ন্যায় ও মানবিকতার পরিবেশ সৃষ্টি করে।

অতএব, আমাদের উচিত নিজেদের সাধ্য অনুযায়ী নিয়মিত দান ও সাদকা করা—হোক তা ধন-সম্পদে, জ্ঞানে, কিংবা সদাচরণে। এভাবেই দান ও সাদকার মাধ্যমে আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবো এবং সমাজে প্রকৃত শান্তি ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ঘটাতে সক্ষম হব, ইনশা-আল্লাহ।

দানের অর্থ পবিত্র বা বৈধ হওয়া আবশ্যিক। কেননা হারাম অর্থ সওয়াবের আশায় দান করা বৈধ নয়। কেননা আল্লাহ তাআলা নিজে পবিত্র, তিনি পবিত্র জিনিস ছাড়া কোনো কিছুই গ্রহণ করেন না। আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় আমল দান করা। এ জন্য অল্প হলেও নিয়মিত দান করা উত্তম।

শুধু আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দান করতে হবে। মানুষের প্রশংসা কিংবা বাহবা পাওয়ার আশায় দান করা যাবে না। মনে রাখা জরুরি যে, যাকে দান করা হয়, তার প্রতি স্নেহ ও মমতা রাখা খুবই জরুরি। তাদের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশও জরুরি। তাদের সুখে-দুঃখে আর্থিক দান করতে না পারলেও তাদের পাশে থাকায়ও রয়েছে সওয়াব ও কল্যাণ।

সত্যি বলতে, যখন মানুষ তার রবের কিতাব উপলব্ধির সাথে পাঠ করে ও কিতাবের মর্ম নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে তখন তার হৃদয় বিগলিত হয়, অশ্রুসিক্ত হয়, বরং চোখ থেকে অঝোর ধারায় কান্না নেমে আসে। যদি মানুষ কুরআনের হেদায়াত অনুসারে চলত, কুরআনের আদেশ পালন করতো, নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বেঁচে থাকত, তার জীবন কতই- না সুন্দর হতো!

মহান আল্লাহ তাআলা সত্যি-ই বলেছেন -

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِنُذِرْ بِهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ

অর্থ : এই সকল দৃষ্টান্ত আমি মানুষের জন্য দিই, কিন্তু কেবল জ্ঞানী ব্যক্তিরাই এটা বোঝে।

এই কুরআন, যা সরল পথের দিশা দেখায়, তার জন্য সত্যি সীমাহীন প্রশংসা আল্লাহর!

এ আয়াত সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহস্বরূপ আমার মনে যে ব্যাখ্যা ঢেলে দিয়েছেন আমি তা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করলাম। এ আলোচনা হল এক টুকরো ইশারা, একটুখানি দৃষ্টি আকর্ষণ। হয়তো কোনো উপদেশ গ্রহণকারী এখান থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে। কোনো ভাবুক একটুখানি ভেবে দেখবে। হয়তো বিপদগামী কেউ থমকে দাঁড়াবে। এ কথাগুলো গ্রহণ করবে ও ফিরে আসবে। এখানে যা কিছু ভালো তা সব আল্লাহর পক্ষ থেকে। সমস্ত প্রশংসা, সমস্ত কৃতজ্ঞতা, সমস্ত অবদান একমাত্র আল্লাহর।

দান ও সাদকা মানুষের অন্যতম উত্তম গুণ। এটি শুধু সমাজের দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত মানুষকে সহায়তা করে না, বরং দাতার মনকেও পবিত্র ও শান্ত রাখে। দান মানুষে মানুষে ভালোবাসা, সহানুভূতি ও ঐক্যের বন্ধন গড়ে তোলে। ইসলামে দান ও সাদকাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে—একে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের অন্যতম উপায় বলা হয়েছে।

সুতরাং বলা যায়, দান-সাদকা কেবল অর্থ বা বস্তু দেওয়া নয়, এটি মানবতার প্রকাশ ও আত্মিক উন্নতির পথ। যদি সমাজের প্রত্যেক মানুষ সামর্থ্য অনুযায়ী দান করে, তাহলে দারিদ্র্য ও কষ্ট অনেকাংশে দূর হবে এবং একটি ন্যায্যভিত্তিক, সহানুভূতিশীল সমাজ গড়ে উঠবে।

দান ও সাদকার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে, সমাজে ভারসাম্য আসে, এবং মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে। তাই প্রত্যেকেরই উচিত দান ও সাদকার অভ্যাস গড়ে তোলা।

প্রিয় বোনেরা!

সাদকা আমাদের সম্পদ কমায় না, বরং বরকত বৃদ্ধি করে। দান আমাদের অন্তরকে নম্র করে, পাপ মোচন করে এবং আল্লাহর রহমত অর্জনের মাধ্যম হয়।

চলুন আমরা আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সাদকা করি— নিজের সম্পদ থেকে, পরিবারের কল্যাণে, কিংবা গরিব-মিসকিনদের সাহায্যে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে দানশীল ও সওয়াবের কাজে অগ্রগামী বানান।

(আল্লাহুম্মা আমিন)

আর এ রিপোর্টে যে ভুল আছে তা আমার পক্ষ থেকে ও শয়তানের প্ররোচনাবশত। আমি আমার সমস্ত পাপ ও পদস্থলনের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, শয়তানের প্ররোচনা-প্রতারণা ও শয়তান নিকটবর্তী হওয়া থেকে। আমি মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যে, এ কাজের সওয়াব তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মোবারকে পৌঁছে দেবেন, তাঁকে 'ওয়াসিলাহ' ও 'ফাযিলাহ' দান করবেন এবং হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে প্রশংসিত ও সুউচ্চ আসনে সমাসীন করার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ দিয়েছেন সে আসনে তাকে সমাসীন করবেন।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে দানের নেয়ামত, কল্যাণ ও সওয়াব পাওয়ার তাওফিক দান করুন। বেশি বেশি দান করার তাওফিক দান করুন। দানের হক ও আদব মেনে দান-সাদকা করার তাওফিক দান করুন। (আমিন)

الحمد لله رب العالمين.

তথ্যসূত্র

*কুরআনের আয়াতের তথ্যসূত্র

১. সূরা আল-বাকারা (২:২৬১) - দানের বহুগুণ প্রতিদান
২. সূরা আল-বাকারা (২:২৭০) - আল্লাহ দান সম্পর্কে অবগত
৩. সূরা আল-বাকারা (২:২৭১) - গোপন দান উত্তম
৪. সূরা আল-বাকারা (২:২৭৩) - প্রকৃত দরিদ্র
৫. সূরা আল-বাকারা (২:২৭৪) - রাত-দিন দানকারীদের প্রতিদান
৬. সূরা আল-বাকারা (২:২৭৬) - রিবা ধ্বংস, দান বৃদ্ধি
৭. সূরাবআল-বাকারা (২:২৮০) - সময় করে দান করা উত্তম
৮. সূরা আল-বাকারা (২:১৭৭) - তাকওয়া ও দানের সম্পর্ক
৯. সূরা আলে ইমরান (৩:৯২) - প্রিয় সম্পদ দান
১০. সূরা নিসা (৪:৩৮) - লোক দেখানো দান
১১. সূরা মায়েদা (৫:১২) - দানকারীদের জন্য বড় প্রতিদান
১২. সূরা আন'আম (৬:১৬০) - সৎকর্ম ১০ গুণ প্রতিদান
১৩. সূরা তাওবা (৯:১০৩) - দান দ্বারা পরিশুদ্ধ হওয়া
১৪. সূরা তাওবা (৯:১২০) - সামান্য দানও লিপিবদ্ধ হয়
১৫. সূরা হাদীদ (৫৭:১৮) - দানকারীরা বহুগুণ প্রতিদান পায়
১৬. সূরা ইনসান (৭-১১) - আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান

*সহীহ হাদীসের তথ্যসূত্র

১৭. সহীহ বুখারী (১৪৪২) - দানকারীর জন্য ফেরেশতাদের দোয়া
১৮. সহীহ বুখারী (১৩৫৯) - কুপ খনন - সাদকায়ে জারিয়া
১৯. সহীহ বুখারী (৫০০৪) - গোপনে দান
২০. সহীহ বুখারী (১.১) - নিয়তের গুরুত্ব (দানেও)
২১. সহীহ বুখারী (১৩৭৫) - পানি দান শ্রেষ্ঠ দান
২২. সহীহ মুসলিম (২৫৮৮) - দান সম্পদ কমায় না
২৩. সহীহ মুসলিম (১০১৭) - একটি খেজুরও দান হতে পারে
২৪. সহীহ মুসলিম (১৬৩১) - সাদকায়ে জারিয়ার তিন আমল
২৫. সহীহ মুসলিম (১০১০) - প্রতিদিন ফেরেশতার দোয়া
২৬. সহীহ মুসলিম (১০৩১) - উত্তম দান যখন নিজের প্রয়োজনও থাকে
২৭. সহীহ মুসলিম (২২৪৮) - দানের মাধ্যমে গোনাহ মুছা
২৮. তিরমিযী (৬১৪) - দান গুনাহ নিভিয়ে দেয়
২৯. তিরমিযী (১৯৫৬) - দান রোগ দূর করে
৩০. তিরমিযী (৬৬১) - দরিদ্রের প্রতি দয়া
৩১. তিরমিযী (৬৫৫) - গোপনে দানকারীর মর্যাদা
৩২. আবু দাউদ (১৬৭৮) - দান রিয়িক বৃদ্ধি করে
৩৩. আবু দাউদ (১৬৭৬) - দান বিপদ দূর করে
৩৪. নাসাঈ (২৫৩৫) - পরিবারে খরচ করাও দান
৩৫. নাসাঈ (২৫৫০) - দানের সর্বোত্তম স্থান
৩৬. ইবনে মাজাহন(১৮৪৮) - সাত শ্রেণির একজন - গোপন দানকারী
৩৭. ইবনে মাজাহ (২৪৩৮) - দান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে
৩৮. ইবনে মাজাহ (২৪১০) - দরিদ্রের উপর দয়া
৩৯. মুসনাদ আহমদ (২২৪৪) - গোপনে দান সর্বোত্তম
৪০. মুসনাদ আহমদ (৭৮২০) - দান কঠিন বিপদ দূর করে
৪১. দারিমি (১.৩৬০) - অল্প দানও মূল্যবান
৪২. সহীহ মুসলিম (১০২২) - দানকারীর হৃদয় কোমল হয়
৪৩. বুখারী ও মুসলিম - দরিদ্রের প্রতি দয়া দান

*সীরাতে ও সাহাবাদের কর্ম থেকে

৪৪. সীরাতে নববী ---আবু বকর (রা.)-সব সম্পদ দান
৪৫. সীরাতে নববী----উমর (রা.)-অর্ধেক সম্পদ দান
৪৬. সীরাতে নববী----আলী (রা.)-গোপনে দরিদ্রকে সাহায্য
৪৭. সীরাতে নববী----ফাতিমা (রা.)-নিজের ওপর দিয়ে দরিদ্রকে অগ্রাধিকার

*ফিকহ ও তাফসীর গ্রন্থ

৪৮. তাফসীর ইবন কাসীর ইবন কাসীর - দান-সম্পর্কিত আয়াতের ব্যাখ্যা
৪৯. তাফসীরে কুরতুবী আল-কুরতুবী - দানের বিধান
৫০. তাফসীরে তাবারী - বদান ও তাকওয়া
৫১. আল-মুঘনীবিবন কুদামা - দান ও যাকাত
৫২. আল-আদাবুল মুফরদ ইমাম বুখারী - দয়া ও দান
৫৩. কিতাবুর রিকাক সহীহ বুখারী - দান ও নরম হৃদয়
৫৪. ফিকহুস সীরাহ সাইদ - রামাদান নবীর দানশীলতা
৫৫. সীরাতে ইবন হিশাম ইবন হিশাম - নবী (সা.) এর দান
৫৬. আল-ইহইয়াউ ইমাম গাজ্জালী - দানের আধ্যাত্মিকতা
৫৭. আল-আহকামুস সুলতানিয়া আল-মাওয়াদি - সামাজিক দানের বিধান
৫৮. ফাতহুল বারী ইবন হাজার - দান সম্পর্কিত ব্যাখ্যা

*বই ও গবেষণাপত্র

৫৯. শাইখ মুস্তফা আল আদাবি - সাদাকা রবের অফুরান দান
৬০. শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম - দান-সাদকা খুলে দেয় নাজাতের দরজা
৬১. মাওলানা সিদ্দিকুর রহমান - দান-সাদকা ও সাদকায়ে জারিয়া
৬২. ফাতহুল বারী ইবন হাজার আসকালানী - দান-সাদকার হাদীসের ব্যাখ্যা
৬৩. রিয়াদুস সালিহীন ইমাম নববী--দান-সাদকার বিশেষ অধ্যায়
৬৪. বুলুগুল মারামনইবন হাজার - দানের হাদীস
৬৫. তাফসীর কুরতুবী আল-কুরতুবী - দান ও সাদকার সামাজিক দিক
৬৬. ইহইয়াউ উলুমুদ্দীন ইমাম গাজ্জালী - দানের আধ্যাত্মিক দিক

৬৭. The Law of Sadaqah M. H. Kamali - দান-যাকাতের আইন
 ৬৮. Economics of Charity in Islam S. Zaman - অর্থনীতি ও দান
 ৬৯. Islamic Philanthropy Jonathan Benthall - ইসলামী দানের ইতিহাস ও সমাজ
 ৭০. Charity and Giving in Islam Mona Siddiqui - দানের উদ্দেশ্য ও সংস্কৃতি
 ৭১. Islamic Waqf & Philanthropy M. Kahf - সাদকায়ে জারিয়া ও ওয়াকফ

*** অনলাইন উৎসসমূহ**

৭২. Sunnah.com সহীহ বুখারী, মুসলিমসহ সব হাদীস অনলাইন
 ৭৩. Quran.com কুরআনের আয়াত + তাফসীর
 ৭৪. Tafsir.com কুরআনের তাফসীর
 ৭৫. Islamic Finder.org দান, যাকাত, সাদকা বিষয়ক আর্টিকেল
 ৭৬. মাসিক আত-তাহরীব
 ৭৭. মাসিক আলকাউসার
 ৭৮. Hadithbd
 ৭৯. messagebd.net
 ৮০. Islam house.com

হাদীস

*“আপনার সম্পদের সেরা অংশ দিয়ে দান করুন, কারণ আল্লাহ সর্বদা দান গ্রহণ করেন।”
 (সহীহ বুখারি)*

“দান হল একটি অঙ্গীকার, যা মানুষের হৃদয়ে ভালোবাসা ও সদিচ্ছা সৃষ্টি করে।”

“যে ব্যক্তি দান করে, সে সত্যিই ধনী, কারণ তার হৃদয়ে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রয়েছে।”

“দান করার মাধ্যমে আপনি নিজের আত্মাকে সমৃদ্ধ করেন এবং সমাজকে উন্নত করেন।”